হানাফি
ফিকহ
বিশ্বকোষ
ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না
পড়ার হুকুম
প্রথম খন্ড
মুফতি সিরাজুল ইসলাম আল বায্‌যাযী
মাসান ইন্টারন্যাশনাল
পুস্তক প্রকাশক

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ
أَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ

সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠতম আপনার প্রিয় হাবীবের তরে,
সালাত সালাম পাঠান আল্লাহ্ যুগ থেকে যুগান্তরে।
আদেশ–নিষেধ হ্যাঁ ও না এর হুকুমদাতা নবী আমার,
সত্য–সঠিক হুকুম জারির নেই যে কোন তুলনা তাঁর।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম

মুফতি সিরাজুল ইসলাম আল বায্‌যাযী

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে --------------------------- ১৭৯-২৭২

চতুর্থ অধ্যায়---২৭৩- ৩০২

পঞ্চম অধ্যায়: ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে-----------------------------------৩০৩-৩৪৮

সপ্তম অধ্যায়: একটি ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা ও তার জওয়াব ---------------------------------------৪৬৩ – ৫০৪

অষ্টম অধ্যায়: ------------------------------ ৫০৫-৫১০

ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত করে পাঠিয়েছেন,আর তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী সমূহ শিক্ষা দিয়েছেন। এ শিক্ষা গ্রহণের উপরই আশরাফিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্বের মাত্রা পরিমিত হবে। তবে এর সবকিছুই নির্ভরশীল সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ এর উপর, কেননা আশরাফিয়াত এর মূলই হচ্ছে সুন্নাতের ইত্তেবা। যে যত বেশি সুন্নাহ্ পালনে যত্নশীল হবে তার আশরাফিয়াত ততই পরিপূর্ণ হবে। অপরদিকে সুন্নাহ্ হতে যে যত বিমুখ হবে, নফসানিয়্যাত তত নিকটবর্তী হবে পর্যায়ক্রমে পশুত্বের দিকে ধাবিত হবে, আর তাদের সর্ম্পকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বলেছেন أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ "তারা পশুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট" (সুরা আরাফ, আয়াত-১৭৯) এ নিকৃষ্ট গণ্ডি হতে মুক্তি পাওয়ার পথ দেখিয়ে আশরাফিয়াত এর গুণ হাসিলের জন্য অবধারিত করে দিয়ে বলেছেন– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়া'লার রাসূলের হুকুম পালনে রয়েছে উত্তম পাথেয়" (সুরা আহ্যাব,আয়াত-২১) এটাই হচেছ আশরাফিয়াত এর সোপান।

এ সোপানে আরোহনের প্রথম ধাপই হচ্ছে নিজ নফসানিয়্যাতকে পরিত্যাগ করা, স্বীয় মতামতকে শরীয়াতের বন্ধনে অটুট রাখা, আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম অনুযায়ী হাবিবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ প্রতিপালনের প্রাথমিক ধাপ।

উসওয়াতুল হাসানাহ্ সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম আদায়ের পর পাঠক সমিপে পেশ করছি ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম এর ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস আছে তা নিয়ে আলোচনা করার তাগিদ অনেক দিন ধরেই পোষণ করে আসছি, কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান কল্পে দলিল আদিল্লার যথাযথ পর্যালোচনা করে সঠিক মানদণ্ডে স্থাপন করা জরুরী বিধায় বইটি বের করতে দেরি হলো।

অনেকে হাদীস আমল করতে গিয়ে কৌম চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন, হাদীসের হুকুমের প্রকৃত পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, ফলে হাদীস বুঝার প্রথম সোপান সাহাবিগণের নীতিমালার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজস্ব আদলে হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, যা খুবই দু:খজনক। ইহা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, হাদীসের মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণের ব্যাখ্যা এবং আমলই অগ্রগণ্য। হাদীস পেলাম আর দলিল দিয়ে দিলাম ইহা অনভিপ্রেত। কোন হাদীস দলিলযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় অনস্বীকার্য-

১। হুয্যিয়াতুস্ সুন্নাহ্ (সুন্নাহ্ শরঈ বিধানের উৎস)
২। সুবুতুস্ সুন্নাহ্ (সহিহ্ সাবিত হওয়া)
৩। ফাহ্মুস্ সুন্নাহ্ (সুন্নাহ্র হুকুম বুঝা)

১। হুয্যিয়াতুস্ সুন্নাহ্ (حجية السنة): শরঈ বিধান প্রতিপালণে সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। ইহা দলিলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমগণের সকলেই একমত। যুগ পরিক্রমায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের কেহই ইহা অস্বীকার করেন নাই। তবে বর্তমানে কোন কোন ভ্রান্ত আকিদা সম্পন্ন আধুনিক মননশিলতা ভাবাপন্ন শরীয়তের প্রকৃত জ্ঞানশূন্য শিক্ষিতজন সুন্নাহকে দলিল হিসেবে মানতে নারাজ, এদের সংখ্যা এত নগণ্য যে তা পরিমাপযোগ্য নয়, তবে এ নগণ্য সংখ্যাই লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে হলে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম অনুযায়ী কথা বলতে হবে, শরঈ উসুলের বাহিরে নিজ থেকে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। কেননা হুকুম বা আদেশ-নিষেধ হিসেবে আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ্‌র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তায়া'লা-ই তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধকে পালন করা সমস্ত মানব জাতি ও জীন জাতির জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। তাই দুটি হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করলে বা সুন্নাহকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে.

স্বতন্ত্রভাবেই সুন্নাহ্ হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস। এ কারণে ইহার অনুসরণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর হুকুম মানার ব্যাপারে সকলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, أَطِيْعُوا اللهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا "তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর আর সতর্ক হও" (সুরা মায়িদা, আয়াত- ৯২)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আরও বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ "কেহ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো" (সুরা নিসা, আয়াত– ৮০)।

আল্লাহ্ তায়া'লার উক্ত অদেশের ফল স্বরুপ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى: كتاب الله و سنتى

"তোমাদের নিকট আমি যা রেখে গেলাম আমার পরে তা যদি আঁকড়িয়ে ধরে রাখ, তাহলে কখনই তোমরা পথ হারা হবে না : আল্লাহ্ তায়া'লার কিতাব আল-কুরআন এবং আমার সুন্নাহ্" মুয়াত্তা ইমাম মালিক।"

আল্লাহ্ তায়া'লার উপরোক্ত হুকুম ও সতর্ক বাণী এবং রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশণা হতে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে বুঝা গেল যারা মনে করে শুধু আল-কুরআনই তাদের পথের দিশা দেখানোর জন্য যথেষ্ট, হাদীসের প্রয়োজন নাই, তারা স্পষ্টভাবেই আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুমের

খিলাফ করছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা স্বতন্ত্রভাবে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু أَطِيْعُوا শব্দটি যেমন নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন, আবার একইভাবে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ "তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর" বলে সম্বন্ধ করেছেন। আলাদাভাবে নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হলো আল-কুরআনে যা আছে তা মানা যেমন ফরজ, অনুরুপ হাদীসে যে হুকুম এসেছে তা মানাও ফরজ। আল্লাহ্ তায়া'লার এ স্পষ্ট নির্দেশকে যারা অস্বীকার করবে তারা কাফির হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়া'লা দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ و مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيْنَا.

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করার কোন অধিকার নাই। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুমের বিপক্ষে মত পোষণ করবে সে স্পষ্ট ভ্রষ্টটায় থাকবে"। (সুরা আহ্যাব, আয়াত-৩৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম মানা যেমন অবধারিত করে দিয়েছেন তদ্রূপ তাঁর হুকুম অমান্য করাকে গোমরাহি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যার পরিনাম জাহান্নাম। পথভ্রষ্টদের অবাধ্যতা ও হীনতা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– يشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عنى فيقول بيننا و بينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال إستحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمنا ه ألا و إن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الذى حرم الله.

"সোফায় হেলান দিয়ে বসে তোমাদের কেহ হয়তো আমার হাদীস সম্পর্কে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে (হাদীসের প্রয়োজন নাই) আল-কুরআনে যা হালাল পাবো তা হালাল

হিসেবে মেনে নিব, আর যা হারাম পাবো তা হারাম হিসেবে মানবো। এ মত যারা পোষণ করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,) সাবধান! প্রত্যেকটি বিষয়েই তোমাদের প্রয়োজনে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন বিষয়কে হারাম করে থাকেন যেভাবে আল্লাহ্ তায়া'লা হারাম করেন"।

উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো হাদীস বা সুন্নাহ্ শরঈ বিধান প্রণয়নে আল-কুরআনের মতই স্বতন্ত্র দলিল।

২। সুবুতুস সুন্নাহ্ (ثبوت السنة) :

এর অর্থ হলো হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এসেছে তা প্রমাণিত হওয়া। মুহাক্কিক ইমামগণ বিশেষ করে তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈনগণ সুন্নাহকে সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। কোন্ ইসনাদটি সহীহ্ আর কোন্ ইসনাদটি দ্বঈফ তা নির্ধারণ করতে যথার্থ চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়টির সাথে হুযযিয়াতুস সুন্নাহ্র সম্পর্ক নাই। কিন্তু সুন্নাহ্ অস্বীকারকারীগণ সুবুতুস সুন্নাহ্ ও হুয্যিয়াতুস সুন্নাহকে এক করে ফেলে ইহাকে পরিত্যাগ করছে। এটা তারা করেছে হাদীস শাস্ত্র ও শরঈ বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানের কারণে। পূর্বাপর সমস্ত আলেমগণই হাদীসকে শরঈ বিধান প্রণয়নের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যার প্রমাণ ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে।

৩। ফাহমুস সুন্নাহ্ (فهم السنة) :

হাদীস হতে মাসআলা নিরুপণের জন্য উক্ত বিষয় দুটি সাবিত হওয়ার পর হাদীস হতে মাসআলা নিরুপণের জন্য উক্ত বিষয় দুটি সাবিত হওয়ার পর হাদীসের মর্ম বুঝে সঠিক স্থানে প্রয়োগ করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, অন্যথায় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনার হাকীকাত ব্যহত হবে। আর হাদীসের মর্ম না বুঝে, যথাযথভাবে যথাস্থানে যদি না হয়, তাহলে ইখতিলাফ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য হাদীস শুধু সহীহ্ হলেই হবে না, হাদীসের মর্মও বুঝতে হবে, এবং সে অনুযায়ী যথাস্থানে ইহার প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সিদ্দীকাহ্ বিনতে সিদ্দীক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা এর বক্তব্য খুবই যথোপযুক্ত।

ইমাম মুসলিম সহীহ্ মুসলিম এর কিতাবুল জানাইযে উল্লেখ করেছেন– হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,.إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه "যে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য পরিবারের লোকেরা কান্নাকাটি করবে, সে কান্নার জন্য মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে" হযরত আবু মুসা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, অমিরুল মুমিনীন এর উক্ত কথা শুনার পর মুসা বিন তালহাকে বললাম, তিনি বললেন,হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলতেন হাদীসে যাদের আযাবের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল ইয়াহুদী।

হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বলেন, فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله يعذب لمؤمن ببكاء احد. ولكن قال "إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه" قال : و قالت عائشة: حسبكم القرأن " وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى "

"আমিরুল মুমিনীন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু ইন্তেকালের পর এ বিষয়ে আমি হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়া'লা হযরত উমারের উপর রহম করুন। আল্লাহ্র কসম করে বলসি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি, জীবিত কারো কান্নার কারণে মৃত ব্যাক্তিকে শাস্তি দিবেন" বরং বলেছেন, কোন কাফির মারা গেলে তার স্বজনদের কান্নায় তার শাস্তিকে বাড়িয়ে দিবেন"। ইবনু আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু অনহুমা বলেন, হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লার কুরআনই ইহা বুঝার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,"কোন ব্যক্তিই অন্যের গুণাহের বোঝা বহন করবে না।

উক্ত বর্ণনা হতে বুঝা যাচ্ছে হাদীস সহীহ্ হওয়া এক জিনিস আর তা বুঝে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারা আর এক জিনিস। কেহ যদি শুধু এক হাদীসের উপর ভিত্তি করে মাসআলা বাস্তবায়ন করে বা রায় দেয় তাহলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। রায় প্রকাশ বা ফাতাওয়া দেওয়ার পূর্বে বিষয় সংবলিত আরও হাদীস আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা জরুরী। হযরত উমর রাদ্বীআল্লাহু আনহু

বর্নিত হাদীস দিয়ে রায় প্রকাশ করলে হবে এক রকম আর সাথে উম্মুল মুমিনিনের বর্ণিত হাদীস এর সাথে মিলিয়ে রায় দিলে হবে আরেক রকম। তিনি শুধু হাদীস উল্লেখ করেই শেষ করেননি এ ব্যাপারে আল কুরআনের হুকুমও দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

ইমাম মুসলিম উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাহ্ আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা সূত্রের আর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে হাদীসের প্রকৃত বিষয়টি ফুটে উঠেছে, হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা এর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বলেন, "জিবীতদের কান্নার কারণে মৃতদের শাস্তি দেওয়া হয়" একথা শুনে উম্মুল মুমিনীন বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লা তাকে ক্ষমা করুণ, আমি বলিনা যে, ইবনু উমার মিথ্যা বলেছেন বরং তিনি হয়তো ভুলে গেছেন অথবা বুঝতে ভুল করেছেন। তবে ইহার প্রকৃত রহস্য হলো, একদা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইয়াহুদী নারীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন তাদের মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছে, তখন তিনি বললেন তারা কাঁদছে আর এ নারীকে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে"।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা যাচ্ছে হাদীস বুঝার জন্য তিনটি বিষয় জানা অপরিহার্য-

প্রথমত: হাদীসটি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ্ সনদে সাবিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: সাবিত হওয়ার পর হাদীসটি এমনভাবে বুঝা যাতে প্রমাণিত হয় হাদীসটি যে বিষয়ের জন্য উল্লেখ করা হবে তা ঐ উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত।

তৃতীয়ত: হাদীসটি সহীহভাবে বুঝার পর খেয়াল রাখতে হবে ইহার বিপক্ষে অন্য কোন হাদীস নেই যা ঐ উদ্দেশ্যকে বাধা দেয়। এত গুলো শর্ত পাওয়ার পরই হাদীস দিয়ে মাসআলা পেশ করা উচিত, তাহলেই শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। অনেকে না বুঝেই হানাফী ফিক্বহ্ সম্পর্কে বৈরী মনোভাব প্রকাশ করে থাকে এবং ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে হাদীসে স্বল্প জ্ঞানের তোহ্মত দিয়ে থাকে। তাদের এ তোহমত হানাফী ফিক্বহ ও ইমাম

আযম সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই তাদের এ অন্তঃসার শুন্য বক্তব্য। একজন ফক্বীহ্ সর্বদা হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, হাদীসের মতন হতে সারকথা বের করার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। সহীহ্ সনদে তার কাছে হাদীসটি পৌছার পরই তার এ প্রচেষ্টা। কেবল সনদের উপর সময় ক্ষেপণ করেন না । কিন্তু একজন মুহাদ্দিস তিনি তার মূল কাজ করেন সনদ নিয়ে । সহীহ যা পান তার উপরই তার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে কেহ কেহ এক হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাদের মত প্রকাশ করেছেন এবং মুক্তাদির জন্যও সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। শুধু তাই নয় মুক্তাদি যদি সুরা ফাতিহা না পড়ে তাহলে তার সালাত আদায় হবেনা বলেও রায় প্রকাশ করেছেন। যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ ফাতাওয়া দিয়েছেন তা সহীহ্ কিন্তু খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীস উক্ত হুকুমকে বাধা দেওযার কারণে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব রহিত হয়ে গেছে। এ সংক্রান্ত যত গুলো হাদীস আছে তা এ বইয়ে যথাযথ তাহকীক সহ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীসেরই বর্ণনাকারীগণের জিবনী উল্লেখ করে তারা সিক্বাহ্ কী না তার তাহকীক দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে উলুমুল হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী আল-জারহু ও আত-তা'দীল এর কায়েদা অনুযায়ী রাবীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, ফলে পাঠক নিজেই হাদীসগুলো পড়ে সহীহ্ হওয়ার মানদণ্ড বুঝতে পারবেন।

সুক্ষ্ম অনেক বিষয় আছে যা স্বাভাবিকভাবে পাঠকের বোধগম্য নহে তা উল্লেখ পূর্বক সমাধান দেওয়া হয়েছে। আরও একটি বিষয় হলো এ বইতে উল্লিখিত কোন রাবী সর্ম্পকে ভায়া কোন মন্তব্যের উপর নির্ভর করা হয় নাই,বরং মূল বক্তার বক্তব্য উল্লেখ করে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। যেমন–ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী) বলেছেন, আবু খালিদ আল আহমার ভুল করেছেন। তিনি তার ফাতহুল বারি কিতাবের কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই একথাটি কার, অনেকেই এটাকে ইবনু হাযার এর কথা হিসেবে তাদের কিতাবে দলিল দিয়েছেন। কিন্তু সঠিক তথ্য হলো ইহা ইমাম ইবনু হাযার

এর নয় বরং তার অনেক পূর্বের ইমাম ইবনু আদীর বক্তব্য যা তিনি তার আল কামিল কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু আদী (মৃত্যু ৩৬৫ হিঃ) ইমাম আবু খালিদ আল আহমার সর্ম্পকে যেভাবে বলেছেন, ইবনু হাযার সেভাবে বলেননি, বরং ভুল তথ্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে **"হাদীসকে দ্বঈফ বানানোর প্রবনতা"** এ বইয়ের যথাস্থানে ইমাম ইবনু আদীর আল কামিল কিতাবের ইবারত সহ দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।

সঠিক তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে ব্যাক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় নাই, বরং সঠিক তথ্যের দিকেই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা ব্যক্তি দিয়ে ইসলাম বিচার্য নয়, বরং ইসলাম অনুযায়ী ব্যক্তিকে বিচার করা হবে। এ অমোঘ সত্যবাণী যে সমাজে ও কৌমের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে সমাজ ও কৌম বিভ্রান্তির পিচ্ছিল পথে হোচট খাবেনা। আরও একটি বিষয় হলো কোন ক্রমেই ইবারত লুকানো হয় নাই সেটা যদিও লিখকের মতের বিপরিত, তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে উক্ত ইবারত সমূহ উল্লেখ পূর্বক তার সঠিক ও অকাট্য জওয়াব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা-ই সর্বোজ্ঞ এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন, আমীন ।

সিরাজুল ইসলাম

১৯ যিলকদ, ১৪৩৭ হিজরী।

৮ ভাদ্র, ১৪২৩ বাংলা।

২৩ আগষ্ট, ২০১৬ ইংরেজী।

রোজ: মঙ্গল বার।

পরিভাষা পরিচিতি

ইহা একটি গবেষনা মূলক বই। হাদীস সংক্রান্ত মাসআলা ইহার পরতে পরতে। উসুলুল হাদীসের আরবী শব্দ ও পরিভাষা গুলো প্রয়োজন মাফিক সন্নিবেশিত। এগুলো বুঝতে না পারলে মূলভাব অনুধাবন করা কষ্টকর হবে,এ সমস্ত শব্দের বাংলা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করলে প্রকৃত অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। আবার লিখাস্থলে এগুলোর বিশ্লেষণ করা হলে মূল ভাবধারার ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটবে। তাই যথাস্থানে উল্লিখিত পরিভাষা সমূহের ব্যাখ্যা অধিকাংশ স্থানেই করা হয় নাই। এ কারণে পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে এখানে পরিভাষা সমূহের পর্যালোচনা করা হলো।

১। জাহরী সালাত: যে সমস্ত সালাতে ক্বিরাআত আওয়াজ করে পড়া হয়

২। সিররী সালাতঃ যেসমস্ত সালাতে ক্বিরাআত নিরবে পড়া হয়।

৩। আম (عام): অর্থ সাধারণ হুকুম যা সকলের জন্য বা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

৪। খাছ (خاص): যা সকলের জন্য বা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয় বরং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫। তাআ'উয: আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বোয়ানির রাযীম বলাকে তাআ'উয বলে।

৬। সাকতাহ্ (سكتة): অর্থ নিরবতা । তাকবির বলার পর ইমাম সাহেব নিরবে দোয়া পড়েন অত:পর জাহ্‌রী সালাতে আওয়াজ করে সুরা ফাতিহা পড়েন, তাকবির ও সুরা ফাতিহা পড়ার মাঝের সময়ের এই নিরবতাকে সাকতাহ্ বলে।

৭। তাহ্‌মিদ : সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলাকে তাহ্‌মিদ বলে।

৮। মুত্বলাক (مطلق) : যা শর্তহীনভাবে কোন হুকুমের নির্দেশ করে।

৯। মুকাইয়্যাদ (مقيد) : ইহা মুত্বলাক এর বিপরীত যে হুকুমটি কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত।

১০। রাবী (راوى): হাদীস বর্ণনাকারী।

১১। ইজমা (إجماع): সকলের ঐকমত্য রায়।

১২। আকলী দলিল (دليل عقلى): বুদ্বিবৃত্তিক দলিল যা কুরআন হাদীস তথা শরীয়তের অনুগামী। শরীয়ত বিরোধী বুদ্বিবৃত্তিক জ্ঞান ইসলাম সমর্থন করে না।

১৩। নকলী দলিল (دليل نقلى): কুরআন-হাদীস ভিত্তিক দলিল।

১৪। মুনফারিদ (منفرد) : একাকী সালাত আদায়কারী।

১৫। জুয্ (جزؤ): আংশিক যা শরীয়তের কোন মাসআলার অংশ বিশেষ নিয়ে আলোচনা করে।

১৬। কুল্লি (كلى): সামগ্রিক।

১৭। মুহকাম (محكم): মুহ্কাম এমন বাক্য সংবলিত হুকুমকে বলে যার অর্থ স্পষ্ট, যা বুঝতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

১৮। মুবহাম (مبهم) : অস্পষ্ট।

১৯। মুজমাল (مجمل) : এমন হুকুমকে বলে যার অর্থ সাধারণ দৃষ্টে বুঝা যায় না বরং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তবে শর্ত হলো এর ব্যাখ্যা নকলী দলিল দ্বারা হতে হবে, আকলী দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।

২০। মুরসাল (مرسل): মুরসাল এমন হাদীসকে বলে, যার সনদ তাবেঈ পর্যন্ত শেষ হয়েছে অর্থাৎ তাবেঈ সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের, হাদীসের হুকুম হলো; তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনগণের মতে হাদীসটি সহীহ।

২১। মুসনাদ (مسند): যে হাদীসের সনদ পরম্পরা বাহিত হয়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

২২। মুত্তাসিল (متصل): মুত্তাসিল অর্থ মিলিত। যে হাদীসের সনদ একজনের সাথে আরেকজন মিলিতভাবে এসেছে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, তাই মুত্তাসিল

হাদীস। ইহার আরেক নাম মাওসূল।

২৩। আন্‌আনাহ্ (عنعنة): রাবীগণ একে অপর থেকে গ্রহণকালে عن শব্দ দিয়ে হাদীস গ্রহণ করলে তাকে عنعنة বলে। যেমন ابن عيينة عن الزهري। ইবনু উয়ায়নাহ্ জুহরী হতে।

২৪। হাফিজ (حافظ): যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের একলক্ষ হাদীস মুখস্ত তাদেরকে হাদীসের হাফিজ বলে।

২৫। মুনকার (منكر): উলূমুল হাদীসের পরিভাষায় মুনকার বলে এমন হাদীসকে যে হাদীসের রাবী একক এবং সর্বক্ষেত্রেই এ রাবী দ্বঈফ যেমন, নৈতিকতা, স্মরণশক্তি যেমন নেই আবার ফাসেকী কাজে জড়িত। এক কথায় যার দোষ ছাড়া কোন গুণ নেই। এধরনের কোন রাবী কোন হাদীস বর্ণনা করলে মুহাদ্দিসগণ ঐ সনদকে মুনকার বলেছেন।

২৬। মুনকাত্বে' (منقطع): যে হাদীসের সনদ পরস্পর মিলিত নয় বরং বিচ্ছিন্ন তাকে মুনকাত্বে' বলে।

২৭। মাজহুল (مجهول): মাজহুল অর্থ অপরিচিত। যে হাদীসের বর্ণনাকারীকে কেহই চিনে না।

২৮। মাতরুক (متروك): মাতরুক এমন বর্ণনাকারীকে বলে যাকে সকলে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানে, এবং অন্য কোন সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণিত নহে।

২৯। আদালত (عدالت) : নৈতিক ও শোভনীয় গুণ।

৩০। দ্ববত্ব (ضبط) : পরিপূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন গুণ।

৩১। সিক্বাহ্ (ثقة): যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নৈতিকতা, স্মরণশক্তি, তাকওয়া ও পরহেজগারী প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান সে সিক্বাহ রাবী। এ ধরনের রাবী বা বর্ণনাকারীর জন্য দুটি বিষয় অতীব প্রয়োজনীয়। ১) عدالة (Honesty): ২। ضبط (Control) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন রাবী যেভাবে তার উস্তাদ হতে শুনেছেন সেভাবেই তার ছাত্রদের নিকট কম-বেশী ছাড়াই হুবহু বর্ণনা করতে পেরেছেন।

৩২। তাদলীস (تدليس): রাবীর স্মৃতি শক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সে তার পূর্বের রাবী হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ধারণা করে নাম বলে থাকে, এটা সাধারণত কোন রাবীর শেষ জীবনে হয়ে থাকে।

৩৩। জারহু ও তা'দীল (الجرح و التعديل): জারহুন অর্থ দোষ আর তা'দীল অর্থ গুণ। যে বিষয় কোন রাবীর দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করে তা-ই হচ্ছে আল জারহু ওয়াত তা'দীল।

৩৪। নুক্কাদুল হাদীস (نقاد الحديث) : এর অর্থ হলো হাদীস সমালোচক। হাদীস সমালোচক বলতে হাদীসের সনদ ও মতনের বিষয়ে যারা গভীর জ্ঞান রাখেন, কোন রাবীর দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করেন। মতনের ব্যাপারে তা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা নাকি অন্য কারো বানানো ইহা যাচাই-বাছাই করাও নুক্কাদুল হাদীসগণের কাজ।

৩৫। সনদ (سند): হাদীস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

৩৬। শায (الشاذ) : ইহাও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু তার বর্ণনার বিপরীত কোন হাদীস যদি পাওয়া যায়,আর তা যদি আরও শক্তিশালী হয় তাহলে তুলনামূলক কম শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে শায বলে।

প্রথম অধ্যায়

সাহাবীগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়..............

- সাহাবীগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।
- ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা না পড়ার প্রথম হাদীস।
- হাদীস সমুহের রাবী পরিচিতি।
- অভিযোগকারীদের অভিযোগের জওয়াব।
- ইমাম ইবনু হিব্বান এর অভিযোগের জওয়াব
- এ হাদীসটি কী মুদরাজ ?
- "অত:পর সকলে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন"এ কথাটি কার?

সাহাবীগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন

ما لى أنازع القرآن.... فا نتهى الناس"কী হলো তোমরা আমার কুরআন পড়ার সময় তা টেনে ধরছো, এরপর থেকে সকলে ইমামের পিছনে কুরআন পড়া ছেড়ে দিয়েছেন" এ হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের মত সালাতে ক্বিরাআত পড়ার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধাপে ধাপে কী ভাবে সালাত আদায় করতে হবে, ইমামের পিছনে মুক্তাদি কী কী কার্য করবে তা সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ-কে শিক্ষা দিয়েছেন। لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "সূরা ফাতিহা ব্যাতীত সালাত আদায় হবে না।" এ হাদীসে-র ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতদ্বৈধতা লক্ষণীয়। ইমাম মালেক ও ইমাম আহ্‌মাদ বলেছেন, জাহ্‌রী সালাতে মুক্তাদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না, ইমাম শাফেঈর নতুন মতও এটাই। আর হানাফীগণ এর মত হলো জাহ্‌রী ও সির্‌রী কোন সালাতেই ইমামের পিছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে না। তবে ইমাম হুমাইদী উক্ত মত সমূহ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, এরপর তার ছাত্র ইমাম বুখারী তাদের মতকে প্রাতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত হাদীসকে পাশ কাটিয়ে বলে দিলেন, ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদির জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া জাহ্‌রী ও সির্‌রী প্রত্যেক সালাতেই ওয়াজিব। ইমাম হুমাইদী ও ইমাম বুখারীর মতকে গ্রহণ করা যেতো যদি তা অকাট্যভাবে তাদের মতকে সমর্থন করতো এবং তাদের প্রদর্শিত দলিলের বিপক্ষে অন্য কোন সহীহ হাদীস না থাকতো।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত না পড়ার পক্ষে চারটি হাদীস রয়েছে, তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা না পড়ার প্রথম হাদীস

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর "আল মুয়াত্তা" এর প্রথম খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় ইয়াহইয়া বিন আল লাইসী আল কানাবীর সূত্রে বর্ণিত: حدثنی مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة. فقال: هل قرأ معى منكم احد آنفا؟ "فقال رجل نعم. انا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انى اقول: " مالي انازع القرآن؟ "فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقرأة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"ইমাম মালিক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি ইবনু উকাইমাহ আল লাইসী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহ্‌রী সালাত (যে সমস্ত সালাতে আওয়াজ করে কুরআন পড়া হয় তাকে জাহ্‌রী সালাত বলে, যেমন:-ফজর,মাগরিব,ঈশা ইত্যাদি।) সমাপ্ত করার পর বললেন, তোমাদের কেহ কি আমার সাথে সালাতের মধ্যে কুরআন পড়েছ ? এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জী হ্যাঁ, আমি পড়েছি, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কী হলো তোমরা আমার কুরআন পড়ার সময় তা টেনে ধরছো?! তারপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল সালাতে কুরআন আওয়াজ করে

পড়তেন সে সকল সালাতে সাহাবিগণ কুরআন পাঠ হতে বিরত থাকলেন, যখন তারা এ হাদীসটি শুনতে পেলেন"।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্‌রীস আশ্‌শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ তার "মুসনাদ আশ্ শাফেঈ"এর প্রথম খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন: أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة. فقال: هل قرأ معى منكم احد آنفا "فقال رجل نعم. انا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم "انى اقول: "مالي انازع القرآن؟ "فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقرأة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم"

"ইমাম মালিক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহ্‌রী সালাত (যে সমস্ত সালাতে আওয়াজ করে কুরআন পড়া হয়) সমাপ্ত করার পর বললেন, তোমাদের কেহ কি আমার সাথে সালাতের মধ্যে কুরআন পড়েছো ? এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জী হ্যাঁ, আমি পড়েছি, আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কী হলো! তোমরা আমার কুরআন পড়ার সময় তা টেনে ধরছো?! তারপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল সালাতে কুরআন আওয়াজ করে পড়তেন সে সকল সালাতে সাহাবীগণ কুরআন পাঠ হতে বিরত থাকলেন, যখন তারা এ হাদীসটি শুনতে পেলেন"।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্ তার মুসনাদ আহ্‌মাদ এর সপ্তম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

حدثنا سفيان عن الزهري سمع ابن أكيمة يحدث سعيد ابن مسيب يقول: سمعت ابا هريره يقول: صلى بنا رسول الله لى الله عليه وسلم صلاة يظن

أنها الصبح, فلما قضى صلاته قال: هل قرأ منكم أحد؟ قال رجل: أنا قال أقول: مالى انازع القرأن؟ قال معمر عن الزهرى فانتهى الناس عن القرأة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"সুফিয়ান আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি যুহ্‌রী হতে তিনি ইবনু উকাইমাহ্‌কে সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব এর নিকট বর্ণনা করতে শুনেছেন, আমি আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছি, আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, সম্ভবত তা ফজরের সালাত ছিল, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করে বললেন, (আমার ক্বিরাআত পড়ার সময়) তোমাদের মধ্যে কেহ ক্বিরাআত পড়েছ কি? তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আমি পড়েছি, এরপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমিও তো বলছি আমার ক্বিরাআত নিয়ে টানা-টানি কেন করা হচ্ছে ? ইমাম মা'মার যুহ্‌রী থেকে বলেন, তারপর থেকেই লোকেরা জাহ্‌রী সালাতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন"।

অনুরূপ হাদীস ইমাম নাসাঈ সুনান আন নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪০-১৪ পৃষ্ঠা, ইমাম কুতাইবার সূত্রে...

ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আল কানাবীর সূত্রে...

ইমাম তিরমিযী আল জামে' আত্ তিরমিযীর প্রথম খণ্ডের ৩৪৪ পৃষ্ঠায়, (ইসহাক বিন মুসা) আল আনসারী হতে মা'ন (معن) এর সূত্রে...।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি সূত্রই ইমাম মালিক হতে তিনি ইমাম যুহ্‌রী হতে, তিনি ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসী হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم إنصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال: هل قرأ معى أحد منكم آنفا ؟ قال رجل نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إنى اقول: "مالي أنازع القرآن؟ "فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه

رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقراة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم

"জাহ্‌রী ক্বিরাআতের সালাত শেষে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এ মাত্র তোমাদের মধ্য হতে কেহ কি আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ ? তাদের থেকে একজন বললেন, জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমিও তো বলি, আমার ক্বিরাআত নিয়ে টানা-টানি করছে কে? (আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াআল্লাহু আনহু)বলেন, এরপর থেকে জাহ্‌রী সালাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে লোকেরা (সাহাবীগণ) ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন"।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদ ইমাম শাফেঈ, মুসনাদ আহ্‌মাদ বিন হাম্বল, সুনান আন্ নাসাই, সুনান আবু দাউদ ও আল জামে' আত তিরমিযীর বর্ণিত হাদীসটি অকাট্যভাবে সহীহ। বিশেষ করে মুসনাদ শাফেঈ-তে বর্ণিত হাদীসটি সর্ববিচারে সর্বদিক থেকেই অতি উত্তম সনদে বর্ণিত। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনু শিহাব আল যুহ্‌রী ইনারা তিনজনই তিন দিগন্তের তিন নক্ষত্র, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসী যদিও তিনি খুব কম হাদীস বর্ণনা করেছেন তথাপী বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব এর নিকট তিনি এ হাদীসটি আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ এ হাদীসটি শুনেছেন ও তা গ্রহণ করেছেন, ইবনু উকাইমাহ আল লাইসী রাহিমাহুল্লাহর উচ্চ মর্যাদা ও তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানি সহীহ্ সুনান আবু দাউদের তৃতীয় খণ্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: اسناده: حدثنا القعنبى عن مالك عن إبن شهاب عن إبن أكيمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قلت: هذا إسناده صحيح و رجاله الثقات رجال الشيخين غير إبن أكيمة وهو ثقة ولم يروى عن غير الزهرى فقد قال أبو حاتم صحيح الحديث حديثه مقبول و قال يحي بن سعيد ثقة.

"এ হাদীসের ইসনাদটি হলো কা'নাবী- মালিক হতে তিনি ইবনু শিহাব হতে তিনি ইবনু উকাইমাহ্ হতে তিনি আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে। আমার মত হচ্ছে এ হাদীসটির ইসনাদ সহীহ, ও ইহার বর্ণনাকারীগণ সিকাহ্ এবং বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনাকারী, আর ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসী যদিও বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনাকারী নয়, কিন্তু তিনি সিকাহ্, ইবনু শিহাব ব্যতীত অন্য কেহ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে তা দেখা যায়না। (এ কথাটি ঠিক নয়, যথাস্থানে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।) ইমাম আবু হাতিম বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ্, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ তাকে সিক্বাহ্ বলেছেন।

একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন হাদীস সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম এ থাকা শর্ত নয়, বরং শর্ত হলো, হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে عدالت ও ضبط (নৈতিকতা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা) পরিপূর্ণভাবে থাকা, এ দু'টি গুণ যার মধ্যে থাকবে, তিনিই সিক্বাহ্, আর যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যাবে তা যে কিতাবেই থাকুক, উহা সহীহ্ এবং দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

উক্ত হাদীস সমূহের রাবী পরিচিতি

১। ইমাম মা'মার : ইমাম মা'মার বিন রাশেদ আল আস্‌দী বর্ণিত হাদীস বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ্, মুসনাদ আহ্‌মাদ বিন হাম্বল এ উল্লেখ আছে।

ইমাম আবু হাতীম বলেন: إنتهى الإسناد الى ستة نفر أدركهم معمرو كتب عنهم لا أعلم اجتمع لاحد غير معمر من الحجاز الزهرى, و عمرو بن دينار و من الكوفة أبو إسحاق و الأعمش ومن البصرة قتاده و من اليمامة يحيى بن ابى كثير

"হাদীসের ইসনাদ ছয় ব্যক্তির নিকট শেষ হয়েছে, মা'মার তাদের সকলকেই পেয়েছেন এবং তাদের থেকে হাদীস লিখেছেন, মা'মার ব্যতীত অন্য কারো নিকট তাদের সকলের বর্ণনার সম্মিলন হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তাদের মধ্যে হিজাযের জুহ্‌রী ও আমর বিন দিনার, কুফার আবু ইসহাক ও

আমাশ, বসরার কাতাদা ও ইয়ামামার ইয়াহ্ইয়া বিন আবু কাসীর"।

ইমাম আব্বাস আদ্দুরী তার আত্তারীখ কিতাবের ২ খণ্ডের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, اثبت الناس فى الزهرى مالك بن انس و معمر, و يونس و عقيل و شعيب بن حمزة و ابن عيينة. "ইমাম জুহ্রীর নিকট সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন মালেক বিন আনাস, মা'মার, ইউনুস, উকাইল, শুয়াইব বিন আবু হামযাহ্ ও ইবনু উআইনাহ্"।

ইমাম ইজ্লী মা'রিফাতুস সিকাত কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, মা'মার বিন রাশেদ কুনিয়াত আবু উরওয়া বসরী ইয়ামানে থাকতেন, তিনি হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য (ثقة) এবং পরহেজগার ছিলেন। ইমাম ইবনুল মুবারাক তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইয়ামানের রাজধানী সানায় থাকতেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ইমাম মা'মার থেকে হাদীস গ্রহণ করার জন্য সানা পর্যন্ত সফর করেন, এবং সেখানেই তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

ইমাম ইবনু হাযম আল আন্দালুসী তার বিখ্যাত কিতাব "আল মুহাল্লা"এর নবম খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় বলেন: معمر ثقة مأمون فمن إدعى عليه أنه أخطأ فعليه برهان بذلك ولا سبيل له إليه.

"ইমাম মা'মার, হাদীসে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন। যে ব্যক্তি বলবে তিনি ভূল করেছেন, তার উচিত এ ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল পেশ করা। এছাড়া তার অন্য কোন পথ নেই"।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে ইমাম মা'মার সর্বদিক থেকেই হাদীসের একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও হাফিজ ছিলেন।

বিস্তারিত জানার জন্য তাহযীবুত তাহযীব ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬৩, তাহযীবুল কামাল আঠাশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৩, আল জারহু ওয়াত তা'দীল অষ্টম খণ্ড ১১৬৫ তরজমাহ্, সিয়ারু আ'লামীন নুবালা সপ্তম খণ্ডের ৫ পৃষ্ঠা, মিযানুল ইতিদাল চতুর্থ খণ্ডের ৮৬৮২নং তরজমাহ্, মা'রিফাতুস সিক্বাত দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯০ পৃষ্ঠা, সুওয়ালাতু ইবনু জুনাইদ পৃষ্ঠা ৯৫ ইত্যাদি।

২. ইমাম আল কানাবী: পূর্ণ নাম, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসলামাহ্ বিন কা'নাব আল কানাবী আল হারেসী আবু আব্দুর রহমান আল মাদানী। ইমাম কা'নাবী

বর্ণনাকৃত হাদীস বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈতে উল্লেখ আছে।

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইয়াকুব বিন আবু সুফিয়ান, আবদ্ বিন হুমাইদ, আবু যুরআ'হ্ আর রাযী প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ইমাম কানাবী হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর পঞ্চম খণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, سئل أبى عن عبد الله بن مسلمة القعنبى فقال: بصرى ثقة حجة.

"আমার পিতাকে আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কা'নাবী বসরী হাদীসে সিকাহ্ এবং হুজ্জত তথা হাদীস শাস্ত্রে প্রমাণিত

ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল কিতাবের ষষ্ঠদশ খণ্ডের ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ সুলাইমান বিন মা'বাদ আস্ সাবাখী হতে বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বলেন, ইয়াহইয়া বিন মাঈন কে বলতে শুনেছি, ওয়াক্বী ও কানাবী ব্যতীত এমন কাউকে দেখি নাই যারা শুধু আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। (এ সমস্ত কথা কারো সুখ্যাতীর জন্য বলা হয়, এর দ্বারা বর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কাউকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।)

হাফিজ আবু হাফ্স উমার বিন শাহীন (মৃত্যুঃ৩৮৫হি.) "তারিখু আসমাইস্ সিকাত কিতাবের ১৩২ পৃষ্ঠায় বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসলামাহ বিন কা'নাব আল কানাবী আল হারেসী, সিকাহ্ এবং খুবই ইবাদাত গুজার ছিলেন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আলী বিন মাদিনী উভয়েই মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত রাবীদের মধ্যে অন্য কাউকে কা'নাবী থেকে বেশী অগ্রগণ্য মনে করেননি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন কে জিজ্ঞেস করা হলো মুতার্‌রাফ কী কা'নাবী ও মা'ন বিন মালিকের মতই ? উত্তরে বলেন সকলেই সিক্বাহ্ ছিলেন।

সমকালিন আলেমগণের নিকট ইমাম কা'নাবীর অবস্থান কিরূপ তা নিম্নের ঘটনা হতেই স্পষ্ট পরিস্ফুটিত। হুনাইনী বলেন আমরা একদা ইমাম মালিক বিন আনাস এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ তাকে বলা হলো, হে আবু

আব্দুল্লাহ্ ইবনু কা'নাব আসতেছেন, জিজ্ঞেস করলেন কখন ? এখনই, ইমাম মালিক বললেন উঠো, আমাদের সাথে চলো, জমিনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে সালাম করি, অতঃপর উঠলেন এবং সালাম করলেন।

৩.**ইমাম ইসহাক বিন মূসা :** ইসহাক বিন মূসা বিন আব্দুল্লাহ বিন মূসা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল আনসারী। তার পরদাদা আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ সাহাবী ছিলেন।

ইমাম নাসাঈ, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাযাহ,এবং ইমাম ইবনু খুযাইমাহ্, ইনারা সকলেই তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম নাসাঈ বলেন, ইমাম ইসহাক বিন মূসা সিকাহ্ ছিলেন। খত্বীব বাগদাদী তারিখে বাগদাদের পঞ্চম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন, মূলত; তিনি মদীনার আধিবাসী ছিলেন।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম বলেন, আমার পিতা মূসা বিন ইসহাক এর সত্যবাদিতা, হিফজশক্তি, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃঢ়তার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

বিস্তারিত জানার জন্য তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮০-৪৮৩ পৃষ্ঠা, তাহযীবুত্ তাহযীব এর প্রথম খণ্ডের ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা, তারিখে বাগদাদ এর ষষ্ঠ খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৪.**ইমাম মা'ন :** পুরো নাম মা'ন বিন ঈসা বিন ইয়াহইয়া বিন দিনার আল আশজায়ী আল মাদানী। মা'ন বিন ঈসা বর্ণিত হাদীস মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনু মাযাহ্, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ আছে।

ইমাম আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর অষ্টম খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন- اثبت اصحاب مالك و أو ثقهم معن بن عيسى

"ইমাম মালেক এর ছাত্রদের মধ্যে মা'ন বিন ঈসা সবচয়ে বেশী দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন"।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ 'তাবাকাত'এর সপ্তম খণ্ডের ৬১৫ পৃষ্ঠায় বলেন- كان ثقة كثيرالحديث ثبتا مامونا "মা'ন বিন ঈসা, সিকাহ্, অনেক হাদীস জাননেওয়ালা, দৃঢ় ও বিশ্বস্ত ছিলেন " ।

৫.ইমাম কুত্বাইবাহ্ : জন্ম ১৪৮ হিজরী, পূর্ণ নাম কুত্বাইবাহ্ বিন সাঈদ বিন জামিল বিন ত্বারীফ বিন আব্দুল্লাহ্, ইমাম কুত্বাইবাহ যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন ইমাম মালেক বিন আনাস, ইসমাইল বিন জাফর, ইসমাইল বিন উমাইয়া, বকর বিন মুদার আর মিসরী, জারীর বিন আব্দুল হামিদ আদ্ দাববী, হাতিম বিন মুসলিম আল মাদানী, জাফর বিন সুলাইমান আননাখঈ, সালিম বিন নূহ, সুফিয়ান বিন উআইনাহ্, আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, লাইস বিন সা'দ প্রমূখ।

যারা হদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম দারেমী, আবু বকর বিন আবু শায়বা, আবু হাতিম আররাযী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল জুহালী প্রমূখ।

বিস্তারিত জানার জন্য তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল ২৩ খণ্ড ৫২৩ পৃষ্ঠা, তাহযীবুত্ তাহযীব পঞ্চম খণ্ড ৩৩২ পৃষ্ঠা, সিয়ারু আ'লামীন্ নূবালা নবম খণ্ড ৩৩০ পৃষ্ঠা। ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযীবুত্ তাহযীব কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবু হাতিম, নাসাই বলেছেন, ইমাম কুতাইবাহ্ সিক্বাহ ছিলেন, ইমাম হাকিম বলেছেন, কুতাইবাহ্ সিক্বাহ্ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী ইমাম কুত্বাইবাহ হতে ৩০৮টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম ৬৬৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬.ইমাম মালিক বিন আনাস : জন্ম- ৯৮ হিজরী, মৃত্যু- ১৭৯ হিজরী। মালেকী মাযহাবের ইমাম মদীনা শরীফের বিখ্যাত ফক্বিহ ও মুহাদ্দিস, একনামে যাকে إمام دار الهجره বলা হয়। অর্থাৎ,ইমামুল মাদীনাহ বা মদীনা শরীফের

ইমাম। ইমাম মালিক যে সমস্ত তাবেঈগণ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন জাফর বিন মুহাম্মাদ আস্ সাদিক রাহিমাহুল্লাহ্, ইমাম নাফে', ইমাম যায়েদ বিন আসলাম, ইমাম যুহরী, আব্দুর রহমান বিন কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী, আমির বিন আব্দুল্লহ্ বিন যোবাইর বিন আওয়াম, ছালিহ্ বিন কায়সান, প্রমূখ।

যারা ইমাম মালিক হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ্ শায়বানী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্‌রীস আশ্ শাফেঈ, ইমাম সুফিয়ান বিন উ'আইনাহ্ প্রমূখ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্গণ। বিস্তারিত জানার জন্য তাহযীবুল কামাল সপ্তবিংশ খণ্ডের ৯১পৃষ্ঠা, তাহযীবুত্ তাহযীব এর ষষ্ঠ খণ্ড ১৪০ পৃষ্ঠা, সিয়ারু আ'লামীন নুবালা অষ্টম খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা।

ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানি হিলইয়াতুল আউলিয়া কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠায় বলেন, قال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يقول: اذا جاء الاثر فمالك النجم ومالك وابن عيينة القرينان.

"ইউনুছ বিন আব্দুল আ'লা বলেছেন, ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি, হাদীসের প্রসঙ্গে যদি কথা বলতে হয়, তাহলে ইমাম মালিক হলেন এ ক্ষেত্রে নক্ষত্র স্বরূপ, ইমাম মালিক ও ইমাম ইবনু উ'আইনা দু'জন একই যুগের।"

ইমাম আবু নাঈম আরো বলেন, وكان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا وهو على الطهارة.

"ইমাম মালিক সর্বদাই অযু অবস্থায় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করতেন।"

ইমাম মিয্‌যী তাহযীবুল কামাল কিতাবের সপ্তবিংশ খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায়, আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম আর জারহু ওয়াত তা'দীল এর অষ্টম খণ্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলেন, قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لابى من اثبت اصحاب الزهرى قال: مالك أثبت فى كل شئ.

"আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন আমি আমার পিতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে (হাদীসে) কে

অধিক দৃঢ় ও সিকাহ্ ছিলেন ? তিনি বলেন ইমাম মালিক সর্বদিক থেকেই অধিক গ্রহণযোগ্য ছিলেন"।

ইমাম ইবনু হিব্বান তার আস্ সিকাত কিতাবের সপ্তম খণ্ডের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন, كان مالك اول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة واعرض عمن ليس بثقة فى الحديث ولم يكن يروى إلا ما صح ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك وبه تخرج الشافعى.
"ইমাম মালিকই প্রথম যিনি মদিনার ফক্বীহ্ রাবীদের বাছাই করেছিলেন, এবং যারা হাদীসে সিকাহ্ ছিলেন না তাদেরকে বাদ দিয়েছেন, এবং সহীহ্ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনা গ্রহণ করেননি। শুধু সিকাহ্ই নয় সিকাহ্ এবং ফক্বীহ্ রাবী ছাড়া অন্য কারও থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি, ইমাম শাফেঈ তাঁর থেকেই হাদীসের মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম নসাঈ বলেন : হাদীসের ক্ষেত্রে আমার কাছে তাবেঈদের পরে ইমাম মালিক হতে অধিক বুদ্ধিমান সম্মানিত ও সিকাহ্ আর কেহ্ নেই। ইমাম ইসহাক বিন মানসুর বলেন, ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, ইমাম মালিক সিক্বাহ্, তিনি ইমাম নাফে' এর ছাত্রদের মধ্যে সবচাইতে বেশী সিক্বাহ ছিলেন।

ইমাম আলী বিন মাদিনী বলেন, لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين اعلم منه ومن ابن شهاب و يحي بن سعيد وبكير بن الأشج.
"বড় বড় তাবেঈগণের পরে আল মাদীনাহ্ আল মুনাওওয়ারায় ইমাম মালিক, ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও বুকাইর বিন আশাজ এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেহ ছিলেন না"

ইমাম আবু যাহ্রাহ্- "ইমাম মালিক হায়াতুহু ওয়া আ'ছরুহু" কিতাবের ৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ আল ক্বাদী বলেন, ما رأيت أعلم من ثلاثة: مالك ابن ابى ليلة وأبى حنيفة.
"আমি ইমাম মালিক, ইবনু আবি লায়লা ও ইমাম আবু হানিফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখি নাই"।

আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন, হাদীসের ইমাম যাদেরকে অনুসরণ করা যায় চারজন: কুফার সুফিয়ান সাওরী, হিজাযের ইমাম মালিক, শাম এর ইমাম আওযায়ী এবং বসরার হাম্মাদ বিন যায়দ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, ইমাম মালিক ইলমের ক্ষেত্রে আলেমগণের নেতা ছিলেন, তিনি হাদীস ও ফিক্বহ্ শাস্ত্রেও ইমাম ছিলেন।

ইমাম আবু হাতিম আল জারহ্ ওয়াত্ তাদীল কিতাবের ১ খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- حدثنا عبد الرحمن نا الربيع بن سليمان المرادى قال سمعت الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز.

"আব্দুর রহমান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, রবী বিন সুলাইমান আল মুরাদী বলেন, ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি, যদি ইমাম মালিক ও সুফিয়ান না থাকতো তাহলে হিজাযের ইল্‌ম চলে যেতো।

ইমাম ইবনুল মুহার্‌রাম "মা'রিফাতুর রিজাল" কিতাবের ১২০ পৃষ্ঠায় বলেন- سمعت يحيي يقول مالك بن انس أوثق من روى عن الزهرى,من اصحاب الزهرى, ليس فيمن روى عن الزهرى او ثق منه.

"ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে যারা ইমাম যুহরী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম মালিক বিন আনাস বেশী সিকাহ্ ছিলেন। ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী সিক্বাহ্ আর কেউ ছিলনা"।

৭.ইবনু শিহাব আল যুহরী : ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরী হিজরী ৫৮ হিজরীতে হযরত মুআ'বিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এর খেলাফতের শেষদিকে, এবং উম্মুল মো'মিনীন সাইয়্যেদা আয়েশা রাদিআল্লাহু আন্‌হা এর মৃত্যুর বছর জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মিয্‌যী তাহযীবুল কামাল কিতাবের ষষ্ঠবিংশ খণ্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- وقال الذهلى, عن عبد الرزاق: قلت لمعمر, هل سمع الزهرى من ابن عمر؟ قال نعم, سمع منه حديثين.

"ইমাম জুহলী ইমাম আব্দুর রাজ্জাক হতে বলেন, মা'মারকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম যুহরী কি আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস শুনেছেন তিনি বললেন হ্যাঁ দু'টি হাদীস শুনেছেন"।

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ্ আল ইজলী (জন্ম ১৮২-মৃত্যু২৬১) তার "মা'রিফাতুস সিক্বাত" কিতাবের ২ খণ্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন শিহাব আয্ যুহরী মাদানী তাবেঈ সিকাহ্"।

ইমাম ইজলী তার উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ করেন- حدثنا ابو مسلم قال: قال ابى, ادرك الزهرى من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم انس بن مالك الأنصارى وسهل بن سعد الساعدى, وعبد الرحمن بن ايمن بن نابل ومحمود بن الربيع الأنصرى و روى عن عبدالله بن عمر نحو من ثلاثة أحاديث وروى عن السائب بن يزيد.

"আবু মুসলিম আমাদেরকে বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন, ইমাম যুহরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য হতে যাদেরকে দেখেছেন তারা হলেন, আনাস বিন মালিক আল আনসারী, সাহ্ল বিন সা'দ আল আস্ সাআ'দী, আব্দুর রহমান বিন আইমান বিন নাবিল, মাহমুদ বিন রবী' আল আনসারী। আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে প্রায় তিনটি হাদীস এবং সায়েব বিন ইয়াযিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তাহযীবুত্ তাহযীব কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম লাইস, জাফর বিন রাবিআ'হ্ থেকে বর্ণনা করেন জাফর বিন রাবিআ'হ্ বলেন, ইরাক্ব বিন মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, মদীনাবাসীগণের মধ্যে ফিক্বহ্ শাস্ত্রে কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, উত্তরে তিনি বলেন সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, উরওয়া এবং উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্, ইরাক্ব বিন মালিক আরও বলেন, আমার মত হচ্ছে তাদের সকলের মধ্যে ইমাম যুহ্রী বেশী জানতেন, কেননা তিনি সকলের ইলম্কে তার মধ্যে একত্রিত করেছিলেন।

ইমাম মিয্যী তাহ্যীবুল কামাল এর ষষ্ঠবিংশ খণ্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন وقال ابو بكر بن منجويه رأى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم وكان من احفظ اهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار وكان فقيها ناضلا.

"আবু বকর বিন মানজুওয়াইহী বলেন, ইমাম যুহরী দশজন সাহাবিকে দেখেছেন, তিনি তার সময়কালে সকলের থেকে হাদীসের বেশী হাফিজ ছিলেন, হাদীসের মতন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি মর্যাদা সম্পন্ন ফক্বীহ্ ছিলেন"।

সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন: قال ابو بكر الهذلى قد جالست الحسن, وابن سرين فما رأيت احدا اعلم منه يعنى الزهرى.

"আবু বকর আল হুজালী বলেন, আমি হাসান আল বসরী ও মুহাম্মাদ বিন সিরীন এর নিকট বসেছি কাউকেই ইমাম যুহরী হতে অধিক জাননেওয়ালা দেখি নাই"।

আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম, তার আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল কিতাবের অষ্টম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال عمرو بن ابى سلمة: سمعت سعيد بن عبد العزيز يحدث عن محكول. قال: ما بقى على ظهرها احد اعلم بسنة ماضية من الزهرى.

"আমর বিন আবু সালামাহ্ বলেন, সাঈদ বিন আব্দুল আযীযকে বলতে শুনেছি তিনি মাকহুল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জমিনে এমন কেহ নেই যে বিগত দিনের সুন্নাত সম্পর্কে ইমাম যুহরী হতে বেশী জানে।"

৮। ইবনু উকাইমাহ্ আল-লাইস ঃ উমারা বিন উকাইমাহ্ আল লাইসী ২২ হিজরীতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০১ হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্‌হু হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হাতিম "আল জারহু ওয়াত তা'দীল" কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- عمارة بن أكيمة الليثى روى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم مالى انازع القرأن... سمع منه الزهرى سمعت ابى يقول ذلك وسألته عنه فقال هو صحيح الحديث حديثه مقبول.

"উমারাহ্ বিন উকাইমাহ্ আল লাইসী আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্‌হু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কী হলো, কুরআন তিলাওয়াতে আমার সাথে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে ? ইমাম

যুহরী তার থেকে হাদীস শুনেছেন। আমার পিতাকে উপরোক্ত কথা বলতে শুনেছি, এবং আমি তাকে ইবনু উকাইমাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেন, ইহা সহীহ্ হদীস তার এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য"

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযীবুত্ তাহযীব কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ৬৭৭পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال (عباس بن احمد) الدورى عن يحيي بن سعيد عمارة بن أكيمة ثقة.
"আব্বাস বিন আহমাদ আদ্দূরী ইয়াহইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, উমারা বিন উকাইমাহ্ সিক্বাহ্ ছিলেন।"

ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বলেন, هو من مشاهر التابعين بالمدينة
"ইবনু উকাইমাহ্ মদিনার একজন সর্বজন বিদিত বিখ্যাত তাবেঈ ছিলেন"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তার আত্ তাহযীবুত তাহযীব কিতাবের চতূর্থ খণ্ডের ৬৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন ইবনু উকাইমাহ্ সম্পর্কে বলেন, كفاك قول الزهرى سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب وقد روى عنه غير الزهرى محمد بن عمرو وروى الزهرى عنه حديثين: احدهما فى القرأة خلف الإمام و هو مشهور والآخر فى المغازى.
"ইবনু উকাইমাহ্ এর হাদীস বর্ণনার সত্যবাদীতার ক্ষেত্রে, আপনার জন্য ইমাম যুহরীর কথাই যথেষ্ট, ইমাম যুহরী বলেন, আমি শুনেছি ইবনু উকাইমাহ্ সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্ এর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, যুহরী ছাড়াও, মুহাম্মাদ বিন আমর ইবনু উকাইমাহ্ হতে হদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম যুহরী উকাইমাহ্ হতে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া প্রসঙ্গে অন্যটি কিতাবুল মাগাজীতে"।

তবে ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্ উমারাহ্ বিন উকাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ্র (مجهول) হওয়ার যে দাবি করেছেন তা সঠিক নয়। ২২ হিজরী সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করা ও ১০১ হিজরীতে তথায় ইন্তেকাল করা একজন প্রথম শ্রেণীর তাবেঈ যার জীবনের পরতে পরতে মদীনার সাহাবি ও তাবেঈগণের সান্নিধ্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তার সম্পর্কে ৩৮৪ হিজরী সনে জন্ম

গ্রহণ করা ইমাম বায়হাক্বির সমালোচনা মূলক বক্তব্য- অর্থহীন। (যার কোন দলিল নেই)

তিনি মদীনাবাসীর কাছে অপরিচিত (مجهول) ছিলেন, কেউ তাকে চিনতো না, এই ভিত্তিহীন দাবি তিনি কি করে করতে পারলেন ? ইমাম হুমাইদি কিংবা ইমাম বায়হাক্বী কেউ কিন্তু তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে পারেননি যে, ইবনু উকাইমার সময়কার অমুক আলেম বা মদীনাবাসীগণ বলেছেন যে, আমরা তাকে চিনি না বরং "আল মা'রেফাহ্ ওয়াত তারীখ" কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বলেন, هو من مشاهر التابعين بالمدينة و قد وجدنا حديثه متابعا بسند مستقيم.

"তিনি মদীনা শরীফের একজন মাশ্হুর ও সম্মানিত তাবেঈ ছিলেন, তাছাড়া তার বর্ণিত হাদীসকে পুরোপুরি ভাবেই সহীহ্ সনদ অনুযায়ী পেয়েছি"।

এছাড়াও ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ মদীনার বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্‌র নিকট হাদীস বর্ণনা করছেন আর তা তিনি মনযোগ সহকারে শুনেছেন, যা ইবনু উকাইমাহ্, হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্‌হু হতে শুনেছেন কারণ সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহও হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্‌হু এর ছাত্র ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার আত তামহীদ কিতাবের একাদশ খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় বলেন, الدليل على جلالته انه كان يحدث فى مجلس سعيد بن مسيب و سعيد يصغى الى حديثه عن ابى هريرة رضى الله عنه وسعيد اهل اصحاب ابي هريرة.

"ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ রাহিমাহুল্লাহ যে একজন মর্যাদাবান (তাবেঈ) ছিলেন, তার প্রমাণ হলো তিনি ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ এর মজলিসে বসে আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আন্‌হু হতে যে হাদীস তিনি গ্রহণ করেছেন তার বর্ণনা দিতেন আর সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ মনযোগ সহকারে তা শুনতেন, কেননা তিনি নিজেই হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ছাত্র ছিলেন।"

ইমাম ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যাহ্ তার তাহ্‌যীবুস্ সুনান আবু দাউদ

কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৩৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, إن بن اكيمة من التابعين وقد حدث بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بابي هريرة وهو سعيد بن مسيب.

"নিশ্চই ইবনু উকাইমাহ্ তাবেঈগণের অন্তর্ভূক্ত। তিনি এই হাদীস যে সময় বর্ণনা করেন (তখন তাবেঈগণ তো বটেই, সাহাবাগণেরও বিঢ়াট সংখ্যক জীবিত ছিলেন, তাদের কেহই এই হাদীসকে অস্বীকার করেন নাই, বিশেষ করে) হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীস সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন, তিনি হলেন (মদীনার বিশিষ্টি আলেম ও ফক্বীহ্ এবং তাবেঈগণের মধ্যেও যিনি সর্বজন মান্য) সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ"।

উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো, ইমাম ইবনু উকাইমাকে مجهول তথা অপরিচিত বলা, ইমাম বায়হাক্বীর মত আলেমের জন্য শোভনীয় ছিল না, হাদীসের ইসনাদের দিকে না তাকিয়ে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ না করেই কথাটি বলে ফেলেছেন। তার কথা মেনে নেওয়া যেতো, যদি এ ব্যাপারে ইমাম মালেক ও ইমাম যুহরী এ সনদের বর্ণনাকারী না হতেন, যেখানে ইমাম যুহরীর স্পষ্ট বক্তব্য, আমরা সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লার মজলিসে ছিলাম, তখন ইবনু উকাইমাহ্ তার কাছে বললেন, আমি আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছি...এরপর হাদীসটি বর্ণনা করলেন। এ ক্ষেত্রে যদি সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্ বলতেন, আপনি কে ? আপনাকে তো চিনলাম না! বা ইমাম যুহরী যদি তার বর্ণনায় বলতেন কোন এক আগন্তুক সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্ এর নিকট এসে বললো আমি হযরত আবু হুরাইরাহ্ হতে হাদীস শুনেছি: তাহলে বুঝা যেতো ইমাম বায়হাক্বীর দাবি তিনি 'অপরিচিত' মন্তব্যটি সঠিক। ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী, ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব ইনারা সকলেই আহলুল মাদীনাহ্ তথা মদীনাবাসী এবং ইনাদের সকলেই একই সময়ে একই স্থানে বসবাসকারী এবং তাদের নিকট ইবনু উকাইমাহ্ পরিচিত। এর বিপক্ষে ইনাদের ৩৫০ বছর পরে ৩৮৪ হিজরীতে ইরানের নিসাপুরে বায়হাক্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে ইমাম বায়হাক্বী ঘোষনা দিয়ে দিলেন ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ অপরিচিত (কেউ তাকে চিনতো না)। ইমাম বায়হাক্বী ভূল করেছেন

এটা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও একটি মহল ইমাম বায়হাক্বীর উক্ত বক্তব্যটি তাদের স্বপক্ষে হওয়ার কারণে তা লুফে নিয়ে আজও বলছে এবং তাদের কিতাবে দলিল হিসেবে পেশ করছে 'ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন ইবনু উকাইমাহ্ مجهول তাই হাদীসটি দ্বঈফ (দুর্বল)।'এ লোকগুলো এতটাই অন্ধ যে, শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানীর মন্তব্য,'ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ সিক্বাহ্ ছিলেন, এটাও তারা জানে না বা মানতে নারাজ। যাহোক অন্ধ জনের কাছে না হলেও চক্ষুস্মান ব্যক্তিদের নিকট ইমাম বায়হাক্বীর কথাটি ভূল, আর এটা ঐতিহাসিক ও দালিলীক উভয় ধারায়-ই প্রমাণিত।

তাহরীরু তাক্বরীবুত্ তাহযীব কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি সিক্বাহ্ (হাদীসে বিশ্বস্ত) ছিলেন।

ইমাম আবু বকর বিন আরাবি আল মালেকি তার "আল মাসালিক শরহু মুআত্তা ইমাম মালিক" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮০ পৃষ্ঠায় বলেন, والحديث عنه صحيح ثابت وبه قال مالك واهل المدينة فى ترك القرآة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقرآة.

"ইবনু উকাইমাহ আল লাইসি হতে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য,এই হাদীস দ্বারাই ইমাম মালিক ও মদিনাবাসীগণ জাহ্রী ক্বিরাআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন"।

আল্লামা শাইখ আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির,'মুসনাদ আহমাদ'এর সপ্তম খণ্ডের ৯৯পৃষ্ঠায় ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি সম্পর্কে বলেন, اسناده صحيح, إبن اكيمة هو عماره بن اكيمة الليثى ثم الجندى المدنى وهو تابعى ثقة.

"এ হাদীসের সনদ সহীহ্, ইবনু উকাইমাহ, পুরো নাম হলো উমারাহ্ বিন উকাইমাহ্ আল লাইসি আল জুন্দী আল মাদানী, তিনি তাবেঈ এবং সিক্বাহ্ ছিলেন"।

আল্লামা আহমাদ্ শাকির মুসনাদ আহমাদ এর হাশিয়াতে আরও উল্লেখ করেন- وقال يحيي بن معين كفاك قول الزهرى: سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب يريد بذلك ان سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين و من اعلم الناس بابى هريرة قبل هذا الحديث من ابن اكيمة و سمعه منه

بحضرة تلميذه إبن شهاب الزهري وكفى من هذا ايضا ان مالكا روى الحديث عن الزهرى ومالك من اعلم الناس باهل المدينة وينقد رواياتهم, ومعرفة الثقة من غير الثقة منهم.

"ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসির(পরিচিতি এবং হাদীসে তার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি সম্পর্কে জানার জন্য) ইমাম যুহরীর কথাই যথেষ্ট, ইমাম যুহরী বলেন আমি শুনেছি ইবনু উকাইমাহ্, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব এর সামনে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম যুহরীর এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্ তাবেঈদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। তিনি এই হাদীসকে ইবনু উকাইমাহ্ হতে গ্রহণ করেছেন এবং তার ছাত্র ইমাম যুহরীর উপস্থিতিতেই এ হাদীসটি শুনেছেন। আর এটাও যথেষ্ট যে, এ হাদীসটি ইমাম যুহরী হতে ইমাম মালিক গ্রহণ করেছেন, এটা-তো সর্বজন বিদিত, ইমাম মালিক বিন আনাস (তার সময়ে) মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন, আর হাদীসে চুল-চেরা বিশ্লেষণ এবং হাদীসের কোন রাবী সিক্বাহ্ ছিলেন, আর কে ছিলেন না, সে ব্যপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন।"

আল্লামা আহমাদ শাকির এর উক্ত কথার সাথে আরও একটি কথা যা অবশ্যই যোগ করতে হবে তা হলো ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ এর সিক্বাহ্ হওয়ার জন্য এটাও যথেষ্ট যে, ইমাম শাফেঈ যিনি শাফেঈ মাযহাবের ইমাম, তিনি তার উস্তাদ ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ্ হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেঈ যেখানে ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য পেশ করেন নাই, সেক্ষেত্রে যদি কেউ ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি রাহিমাহুল্লাহ্ এর ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করে তাহলে একটা কথাই বলবো মেঘ এসে সূর্যকে যতই আড়াল করে রাখুক চক্ষুস্মানদের জন্য সর্বদাই তা দীপ্তমান থাকবে, আর যাদের চোখের আলো কম থাকবে তারা ক্ষণিকের জন্য অন্ধকারে বা আলোহীন থাকবে সবসময়ের জন্য নয়।

আল্লামা আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির "মুসনাদ আহমাদ" এর সপ্তম খণ্ডের ১০০-১০১ পৃষ্ঠায় বলেন- وقوله فى الإسناد عن الزهرى سمع ابن اكيمة

يحدث سعيد بن مسيب هذا هو الصواب اى ان الزهرى حضر مجلس سعيد بن المسيب حين حدثه ابن اكيمة بهذا الحديث عن ابى هريرة رضي الله عنه فالحديث حديث بن اكيمة عن ابى هريرة مباشرة سمعه منه سعيد بن المسيب والزهرى وحكى الزهرى ذالك.

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এই হাদীসের ইসনাদে বলেন, যুহরী হতে বর্ণিত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব ইবনু উকাইমাহ্ হতে শুনেছেন এটাই সঠিক অর্থাৎ ইবনু উকাইমাহ্ এমন সময় সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব এর নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করেন যখন ইমাম যুহরী তার উস্তাদ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাই এই হাদীসটি ইবনু উকাইমাহ্ হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে সরাসরি শুনেছেন, আর সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব ও ইমাম যুহরী এই হাদীসটি হযরত ইবনু উকাইমাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ হতে শুনেছেন। আর এই ঘটনা বর্ণনা করেন ইমাম যুহ্রী নিজেই"।

ইমাম ইজলী মা'রিফাতুস সিক্বাত কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩১ পৃষ্ঠায় বলেন- ابن اكيمة مدنى تابعى ثقة "ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি মদিনার অধিবাসী, তাবেঈ ও সিক্বাহ্ ছিলেন।"

যারা ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাদের প্রসঙ্গে হাফিজ ইমাম ইবনু ক্বাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ্ বলেন-

ولا يعلم احد قدح فيه ولا جرحه بما يوجب ترك حديثه ومثل هذا اقل درجات الحديث ان يكون حسنا كما قال الترميذى.

"যে কারণে কোন রাবীর বর্ণনা ত্যাগ করা ওয়াজিব ঐ সমস্ত দোষ ত্রুটিতে ইমাম ইবনু উকাইমাহ্‌কে কেহ আখ্যায়িত করেছেন তা আমার জানা নেই। ইবনু উকাইমাহ্ এর প্রতি যে সন্দেহ পোষণ করা হয় তা যদি ধরেও নেই, তথাপি এ ধরনের কম বর্ণনাকৃত সনদকে হাসান হাদীস পর্যায়ের নিচে আনা সম্ভব নয়। যেমন ইমাম তিরমিযী বলেছেন"।

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম এর কথাটির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়না যে, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ এর সিক্বাহ্ হওয়ার ব্যপারে কোন সন্দেহ আছে, বরং তিনি কথাটি একান্তই যুক্তির খাতিরে বলেছেন কারণ একটি সনদকে যে

সমস্ত শর্তে হাসান স্তরে আখ্যায়িত করা হয় তার একটিও ইবনু উকাইমাহ্ এর মধ্যে নেই। এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদ ইমাম শাফেঈ, মুসনাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, সুনান আবু দাউদ, আল জামে' আত্তিরমিযী, সুনান আন্ নাসায়ী, সহীহ্ ইবনু হিব্বান প্রভৃতি কিতাবের সহীহ্ সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে সমস্ত বর্ণনাকারী উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকেই সিক্বাহ্, তাদের عدالت ও ضبط এর ব্যাপারে সকল হাদীস বিশারদ ও সমালোচক (ناقد الحديث) একমত। ইনাদের প্রত্যেকের বর্ণনাকৃত হাদীসই সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান আন্ নাসায়ী, আল জামে' আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্ প্রভৃতি হদীসের কিতাবে বিদ্যমান। ইমাম মা'মার, ইমাম কুতাইবাহ্, ইমাম ইসহাক্ব বিন মূসা, মা'ন বিন ঈসা, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আল কুরাশি আশ্ শাফেঈ, ইমাম মালিক বিন আনাস আল মাদানী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল জুহরী আল মাদানী, ইমাম উমারা বিন উকাইমাহ্ আল মাদানী রাহিমাহুমুল্লাহ্গণ হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত ছিলেন। এ হাদীসের প্রত্যেকটি সূত্রের সনদই সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত। এরপরও একটি মহল নিজেদেরকে আহলুল হাদীস তথা হাদীসের রক্ষক দাবি করে, আর তাদের বিপক্ষে হলে কলা-কৌশলে সেই হাদীসকে দ্বঈফ হিসেবে প্রমাণ করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে।...مالى أنازع القرآن এ হদীসটিই তার প্রমাণ। হাদীসটির সনদ সর্ববিচারে সহীহ্ এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা হাদীসটিকে দ্বঈফ বলতে দ্বিধাবোধ করেনি। এ হাদীসাট যদি দ্বঈফ হয়, তাহলে বুখারী ও মুসলিম সহ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ি, ইবনু মাজাহ্ এর শত শত হাদীস দ্বঈফ হয়ে যাবে। কেননা ইমাম কা'নাবী, ইমাম কুতাইবা, ইমাম মা'মার, ইমাম ইসহাক্ব বিন মূসা, ইমাম মা'ন বিন ঈসা বর্ণিত প্রচুর হাদীস উল্লিখিত হাদীসের কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ইমাম ইবনু উকাইমাহ

আল লাইসি বর্ণিত হাদীসটি অকাট্য সহীহ্, আর ইমাম হুমাইদি ও ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে মুদরাজ ও মাজহুল এর যে আখ্যা দিয়েছেন তা কল্পনা প্রসূত ও দালিলীক প্রমাণ বহির্ভূত। অথবা তার থেকে বেশি হাদীস বর্ণিত হয় নাই সে কারণে, কিন্তু এ কথা তো সর্বজন বিদিত যে, বেশি হাদীস বর্ণনা করাই কারও সত্যবাদি বা নির্ভরযোগ্য হওয়ার মাপকাঠি নয়, অনেক সাহাবি, তাবেঈ আছেন যাদের থেকে তেমন হাদীস বর্ণিত নেই, তাহলে কি তারা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবেন না ? বা তাদেরকে কি অপরিচিত বলা যাবে! মূল কথা হলো একজন বর্ণনাকারীর দ্বঈফ হওয়ার যে সমস্ত কারণ থাকে তার একটি কারণও উমারা বিন উকাইমাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ এর মধ্যে নেই। সুতরাং সম্পূর্ণভাবেই তিনি সিক্বাহ্ রাবীর অন্তর্ভূক্ত এবং হাদীসটি সহীহ। ما لی أنازع القرآن উক্ত হাদীসটির রাবী (বর্ণনাকারী) পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে যে, ইমাম কুতাইবা, ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্, বিশেষ করে মুসনাদ শাফেঈ এর ইসনাদটি- ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ বর্ণিত হাদীস ইনাদের প্রত্যেকের গুণ এবং সুখ্যাতি আকাশসম, এ ধরনের ইসনাদকে ইসনাদুল যাহাব্ বা স্বর্ণ ইসনাদ বলা যেতে পারে। এই ধরনের ইসনাদের ব্যাপারে যদি কেহ প্রশ্ন তোলেন, তাহলে তাদের ইল্‌ম নয়, বরং ইলমের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন জাগবে, কেননা তারা একজন মাশহুর তাবেঈকে মাজহুল তথা অপরিচিত বলেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো ইসনাদের দিক থেকে হাদীসটি মুত্তাসিল, মারফূ' এবং সহীহ।

তবে হাদীসের শেষ অংশ- فانتهى الناس عن القرأة বাক্যটি কার তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। জেনে রাখা ভালো এ কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয়, বরং এটা হাদীস বর্ণনাকারীর বক্তব্য আর এ ধরনের কথা হাদীসেরই অংশ, এ ধরনের হাদীসের আরও একটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম নাসায়ী রাহিমাহুল্লাহ্ তার সুনান আন্ নাসায়ী এর প্রথম খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায়, কিতাবুত্ তাহারাত এর গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নিষিদ্ধ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন- اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنايحيي- يعنى ابن سعيد

عن محمد بن عجلان قال: اخبرنى القعقاع عن ابى صالح عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: انما انا لكم مثل الوالد أعلمكم: إذا ذهب أحدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنج بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة.

"ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম আমাদেরকে বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আমাকে ইবনু আজলান হতে বলেন, তিনি আল কা'কা হতে তিনি আবু সালেহ হতে আমাদেরকে বলেন, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতৃতুল্য, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। তোমাদের মধ্যে কেহ যখন পায়খানার স্থানে যাবে তখন সে যেন কিবলাকে সামনে ও পিছনে রেখে না বসে আর ডান হাত দিয়ে যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩টি ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা হাসিলের নির্দেশ দিতেন এবং হাড় ও গোবরকে ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন"।

উক্ত হাদীসের শেষোক্ত বাক্য যেমন:- وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة "আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩টি ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা হাসিলের নির্দেশ দিতেন এবং হাড় ও গোবরকে ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।" এটা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা নয় বরং ইহা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা। এ ধরনের হাদীস যখন কোন সাহাবি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, কোন হুকুম দেখতে বা শুনতে পান, তখন শ্রবণকারীদের কেহ উক্ত হাদীস বা হুকুম সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করেন, আর এটা তখনই হয় যখন ঐ সাহাবি হাদীসটি কারো নিকট বর্ণনা করেন। প্রথম দৃষ্টিতে এ হাদীসের দিকে তাকালে মনে হবে পুরো বর্ণনাটিই সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। কিন্তু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে, বাক্য বিন্যাসের দিকে তাকালে বুঝা যাবে, বাক্য দু'টোর ধরন আলাদা كان يأمر বাক্যটি হতেই বুঝা যায় এটা বর্ণনাকারীর তথা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর। সাহাবিগণ

তাবেঈগণের নিকট হাদীস বর্ণনার সময় হদীসের ফায়েদা সম্পর্কে এবং এ হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ? একটি ধারণা ব্যাক্ত করে থাকেন, এটা হদীসেরই অংশ।

অনুরুপ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত مالى أنازع القرآن এ হাদীস শোনার পর সাহাবীগণের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ? তারই ফল স্বরূপ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন فانتهي الناس عن القراة----- "সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন"।

مالى انازع القرآن...فانتهى الناس عن القرأة. এই হাদীসটি সম্পর্কে অভিযোগকারীদের অভিযোগের জবাব

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ্ প্রমাণিত হওয়ার পর ইহার মতন তথা মূল হাদীসটির কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করা আবশ্যক নিম্নে তা আলোচনার করা হলো–

প্রথম জওয়াব

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সাহাবাগণের সকলে ক্বিরাআত পড়তেন নাঃ

ইমাম মালিক এর মুয়াত্তা, ইমাম শাফেঈ এর মুসনাদ ইমাম শাফেঈ, সুনান আন্ নাসায়ী, সুনান আবু দাউদ, আল জামে' আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্ প্রভৃতি সহীহ্ হাদীসের কিতাব সমূহের প্রতিটি বর্ণনায় দেখা যায় একজন মাত্র সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়েছেন, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ বর্ণিত হাদীসটিই এর প্রমাণ। এই হাদীসটির আলোচনা অনেক কিতাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু একটি বিষয় এর ব্যপারে কেহই পর্যালোচনা করেননি,অথচ হাদীসটির মর্মার্থ বুঝার জন্য এই দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করে সাহাবীগণের দিকে ফিরে যখন জিজ্ঞেস করলেন, هل قرأ معى منكم احد آنفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"তোমাদের মধ্যে কেহ এই মাত্র আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ কী ? তখন

একজন সাহাবি বললেন, হ্যাঁ, আমি পড়েছি হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"এই বর্ণনাটি থেকে বুঝা গেল সমস্ত সাহবা ই ক্বিরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না, এর থেকে এটাও বুঝা গেল দুই একজন যদিও ইমামুল মুরসালিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন, তারা ক্বিরাআত পড়ার জন্য নয়, বরং হয়তো তাদের কুরআন মুখস্ত ছিল না তাই সালাতের মধ্যেই ক্বিরাআত পড়ে সাথে সাথে তা মুখস্ত করে নিতেন।

সকলেই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না তার দ্বিতীয় প্রমাণ হলো আমরা সকলেই জানি ক্বিরাআত পড়ার হুকুম হলো এমন আওয়াজে পড়া প্রত্যেকেই যাতে নিজ কানে তার পঠিত ক্বিরাআত শুনতে পায়। যাকে বলা হয় تلفظ (উচ্চারণ) সহ পরা, শুধু জিহ্বা নড়াচরা করে বিনা আওয়াজে ক্বিরাআত পড়লে ঐ ক্বিরাআত পড়া হলো না, আর এভাবে পড়লে সালাত আদায় হবে না। প্রত্যেকেই যদি নিজ কানে শুনা যায় এমন পরিমাণ আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়েন, তাহলে কি দুইশত মানুষের আওয়াজ একত্রে মিলে একটি ঘরের ভিতর গুঞ্জরণ সৃষ্টি হবেনা ? এমতাবস্থায় ইমামের ক্বিরাআত শুনা ওয়াজিব তা কি ব্যহত হবে না ? একজন সাহাবির আওয়াজ শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম مالى انازع القرآن বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। জামা'আতে উপস্থিত সমস্ত সাহাবি, তাদের সংখ্যা কমপক্ষে দুইশত জনও যদি ধরে নেই তাহলে কি অবস্থা হবে! হে পাঠকগণ, একটু ভেবে দেখুন।

ফিক্বহী জ্ঞান শূণ্য শুধু হাদীসের জ্ঞান সম্পন্ন মুহাদ্দিসগণের একটি বাতিক হয়ে গেছে, উনারা যখন যে হাদীস বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন তখন ঐ হাদীসের মধ্যেই ডুবে থাকেন, বিষয় সংশ্লিষ্ট কুরআন-হাদীস সমূহের মধ্যে তুলনা, পর্যালোচনা করার মত তাগিদ বোধ করেন না। যথাস্থানে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া সংক্রান্ত প্রতিটি হাদীসেরই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। অনুরুপভাবে উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত

হাদীসেও একই অর্থ প্রকাশ পায়, তিনি বলেন- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات اللتى يجهر فيها بالقرأة فلما إنصرف اقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرأون إذا جهرت بالقرأة؟ قال بعضنا: إنا لنصنع ذلك, وفى رواية قلنا: اجل يا رسول الله ﷺ, قال: وانا اقول مالى انازع القرآن فلا تقرأوا بشئ من القرأن اذا جهرت إلا بأم القرآن.

"রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে কোন এক ওয়াক্তে জাহেরী সালাত আদায় করলেন, সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন: আমি যখন আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়ছিলাম তখন কি তোমরা ক্বিরাআত পড়েছ ? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বললো হ্যাঁ, তা আমরা করে থাকি। অন্য বর্ণনায় আছে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি বলি কে আমার ক্বিরাআত পড়া টেনে ধরছে ? আমি আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়ার সময় এরূপ করবেনা, তবে সূরা ফাতিহা ব্যাতীত।

উক্ত হাদীসেও দেখা যায় ইমামের পিছনে সকলে ক্বিরাআত পাঠ করতেন না। কেননা- قال بعضنا কেহ কেহ বলেন হ্যাঁ আমরা পড়ে থাকি। আর قلنا শব্দ দ্বারাও সকলকে বুঝায়না আরবী ভাষায় তিনজন দ্বারাও قلنا বুঝায়। যদি বলা হতো كلنا نقرأ আমরা সকলেই পড়ে থাকি, তাহলে বুঝা যেতো কুরআন পড়া যারা জানেন আর জানেন না সকলেই ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন। যেহেতু তিনজন দ্বারাই قلنا শব্দের অর্থ আদায় হয়ে যায়। তাই جميع (সকল) অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, আর بعض শব্দটিও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থক ও উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। قلنا একটি মুব্হাম (অস্পষ্ট) শব্দ যা তিনজন বা ততোধিক সংখ্যা শামিল করে। হাদীসের একই বর্ণনাকারী সাহাবি একবার বলেছেন بعض আর একবার قلنا , যেহেতু قلنا শব্দের মধ্যে بعض এর অর্থ বিদ্যমান তাই অস্পষ্ট كل (সকল) এর অর্থ বাদ দিয়ে স্পষ্ট بعض এর অর্থই গ্রহণযোগ্য। এ অর্থ গ্রহণ করলে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু

বর্ণিত হাদীস এর সাথে হযরত উবাদা বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকেনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সমস্ত সাহাবা ই কিরামগণ সূরা ফাতিহা পড়তেন না, বরং কেহ কেহ পড়তেন। এ দু'একজনের প্রত্যেকেই যদি জামাআ'তে শামিল হন তাহলে উবাদা বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা সঠিক, আর যদি তাদের মধ্যে জামাআ'তে একজন শরিক থাকতেন তাহলে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীস, একজন বললেন আমি পড়েছি এটাই সঠিক। অর্থাৎ দুটি হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং পার্থক্য হলো পরিবেশ-পরিস্থিতির। ইহা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সকলেই সূরা ফাতিহা পড়তেন না, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন সহ বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিগণের মধ্যে কেহ সূরা ফাতিহা পরেছেন তার প্রমাণ নেই। তাই مالى انازع القرآن দ্বারা এর বিরক্তি প্রকাশ এবং এর ফল স্বরূপ فانتهى الناس عن القرأة দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ হয়ে গেছে প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় জওয়াবঃ

২। **.....فانتهى الناس عن القراة حين سمعوا ذلك** "অতঃপর যখন সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে مالى انازع القرآن এই কথাটি শুনতে পেলেন, তখন সকলেই ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিলেন। হাদীসের উক্ত অংশটিতে আল কুরআন শব্দটি দ্বারা সূরা ফাতিহা হতে সূরা নাস পর্যন্ত সমগ্র কুরআনকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না فانتهى الناس عن القرأة বাক্যটি এবং مالى انازع القرآن বাক্যটি সূরা ফাতিহাকে বাদ দিয়ে হবে। যারা এ কথা বলেন, তারা শরীয়তের উসূলকে মানেন না,বরং মনগড়া ভাবে বলছেন উক্ত হুকুম সূরা ফাতিহাকে বাদ দিয়ে হবে, তাদের এ কথা দলিল বিহীন। তবে হ্যাঁ, তাদের এ দাবিকে মেনে নেয়া যেতো, যদি তাদের দাবির বিপক্ষে ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত না পড়ার দলিল না পাওয়া যেতো। ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে, এ বই এর যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম ইবনু হিব্বান এর অভিযোগের জওয়াব

তবে, مالى انازع القرآن এর ব্যপারে ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বান এর পঞ্চম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায় একটি অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা হাদীসের ইবারাত এবং এ হাদীস প্রসঙ্গে মদীনাবাসী সাহাবাই ক্বিরাম ও তাবেঈগণের আমলের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। তিনি বলেন, واما قول الزهرى: فانتهى الناس عن القرأة- اراد به رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم اتباعا منهم لزجره صلى الله عليه و سلم عن رفع الصوت والإمام يجهر بالقرآة فى قوله: مالى انازع القرآن.

"আর ইমাম যুহরীর কথা, লোকেরা যখন ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য হলো তাদের সকলের উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাহরী ক্বিরাআতের সাথে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া, তাই সকলের উচ্চ আওয়াজের কারণে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধমকের কায়দায় বললেন مالى انازع القرآن"

প্রচ্ছন্নভাবে ইমাম ইবনু হিব্বান এর কথার মধ্যে ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত না পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে কোন মসজিদে দুইশত লোক যদি তালাফ্‌ফুজ্ এর (আওয়াজ করে) সাথে ক্বিরাআত পড়ে তাহলে উচ্চ আওয়াজ হবেই এবং তাতে ইমামের জন্য ক্বিরাআত পড়া কষ্টকর হবেই। ইমাম ইবনু হিব্বানের মতে বুঝা যায় তালাফ্‌ফুজ না করলেও ক্বিরাআত পড়া হয়ে যাবে, কিন্তু ইহা কুরআন সুন্নাহ্‌র সম্পূর্ণ খিলাফ। ইমামগণের ঐকমত্য হলো সালাতে এতটুকু আওয়াজে ক্বিরাআত পড়তে হবে যাতে নিজ কানে শুনা যায়।

ইমাম ইবনু হিব্বান এর উক্ত ব্যাখ্যা مالى انازع القرآن বলে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তা তার পিছনে ক্বিরাআত পড়ার জন্য নয় বরং সাহাবা ই ক্বিরামগণ ক্বিরাআত পড়ার ক্ষেত্রে যে উচ্চ আওয়াজের সৃষ্টি হয় সে কারণে। এখানে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সঠিক নয় কারণঃ

(ক). রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এ মাত্র আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ ? 'তখন একজন মাত্র সাহাবি বলেছেন আমি, ইহা হতে বুঝা গেল এখানে ক্বিরাআতকে উদ্দেশ্য করেই এ কথা বলেছেন, صوت অর্থাৎ আওয়াজকে উদ্দেশ্য করে নয়।

(খ).উচ্চ আওয়াজের কারণেই যদি مالى انازع القرآن বলে থাকবেন, তাহলে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম هل قرأ احد معى 'কেহ কি আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ ?' এ প্রশ্ন করতেন না, বরং প্রশ্ন করতেন কে আমার সাথে এত আওয়াজে ক্বিরাআত পড়েছে? তখন মূল উদ্দেশ্য হতো আওয়াজ। তাছাড়া মদীনাবাসী সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমার, যায়েদ বিন সাবেত রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা এবং তাবেঈগণ এর মধ্যে ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইমাম জুহরী, ইমাম মালিক রাহিমাহুমুল্লাহ্ সহ প্রমূখ ফক্বীহ্ ইমামগণ ইমাম ইবনু হিব্বানের উক্ত অর্থ গ্রহণ করেননি, বরং তারা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার মত সমর্থন করতেন না। তাই ইমাম ইবনু হিব্বানের উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ). ইমাম ইবনু হিব্বান কী করে এত স্পষ্টভাবে বুঝলেন فانتهى الناس عن القراة এ বাক্যটি ইমাম যুহ্রীর কথা। অথচ ইমাম মালিক হতে ইহা হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা হিসেবে সংরক্ষিত। ইমাম শাফেঈও এভাবেই বর্ণনা করেছেন, কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। এ কথাটি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর না হলে ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেঈ তার মুসনাদ ইমাম শাফেঈতে মুত্তাসিল সনদ সহ হাদীসটি فانتهى الناس عن القرأة সহ উল্লেখ করতেন না, বরং হাদীসের এ শেষ অংশটি বাদ দিয়েই উল্লেখ করতেন।

এ হাদীসটি কি মুদরাজ?

ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার হুকুমকে আবশ্যক করতে গিয়ে, তারা এর বিপক্ষের সহীহ্ হাদীস সমূহকে দ্বঈফ বানাতে যারপরনাই চেষ্টা চালিয়েছে। مالى انازع القرآن হাদীসটির সনদ বর্ণনাকারী পরম্পরায় সিক্বাহ্ সাব্যস্ত হওয়ার পরেও কিছুলোক হাদীসটি মুদরাজ এর কথা বলে দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের এ দাবির কোন ভিত্তি নেই, বরং সম্পূর্ণ রূপেই দলিল বহির্ভূত মস্তিস্ক বিবর্জিত। নিম্নে মুদরাজ হাদীসের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হলো।

মুদরাজ এর সংজ্ঞা: مدرج শব্দটি باب افعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ্, অর্থ কোন কিছুর মধ্যে কিছুকে প্রবেশ করানো, যেমন: ادرج الميت فى الكفن والقبر اى ادخله. 'মৃত ব্যক্তিকে কাফনে পেঁচানো ও কবরে প্রবেশ করানো। আর ادراج শব্দের অর্থ হলো كف الشئ فى الشئ অর্থাৎ কোন জিনিসের মধ্যে আরেকটি জিনিসকে ভাঁজ করে রাখা। ইহা ইমাম ইবনু মান্‌যুর তার লিসানুল আরাব এর তৃতীয় খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

মুদরাজ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইমাম হাফিজ ইবনু হাজার তার নুযহাহ্ কিতাবের ৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ما غير سياق اسناد او ادخل فى متنه ما ليس منه بلا فصل. 'যা হাদীসের ইসনাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং উহার মতনে এমন কিছু (বাক্য)অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা হাদীসের অংশ নয়, আর এ সংযোজন কোন পার্থক্য ছাড়াই করা হয়।

তাওদ্বীহুল আফকার কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, قال علماء هذا الفن: إن الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه.
"উলূমুল হাদীসের আলেমগণের মত হচ্ছে, মুদরাজ এমন হাদীসকে বলে, যার মধ্যে এমন বাক্য সংযোজন করা হয়, যা উহার অংশ নয়।

ইমাম যয়নুদ্দিন ইরাক্বী বলেন, هو اقسام: منها ما ادرج فى حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم من كلام بعض رواته بان يذكر الصحابي او من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه.
"ইহা কয়েক প্রকার: এর মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের সাথে বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে কারও কথা মিলিয়ে ফেলা এভাবে যে, হাদীসটি বর্ণনা করার পর সাহাবি বা তাবেঈ নিজের থেকে কোন বাক্য জুড়ে দেওয়া (যা হতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকে পার্থক্য করা সম্ভব হয়না।)"

উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা গেল মুদরাজ হাদীস বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার সাথে হাদীসের বর্ণনাকারীর কথা, তিনি সাহাবী আর তাবেঈ বা তারপর যেই হোন তাদের কথার সাথে একিভুত হয়ে যায়, যার ফলে পাঠকের নিকট বর্ণনাকারীর কথাটিও হাদীস হিসেবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসগণের নিকট উক্ত হাদীসটি মুদরাজ হিসেবে বিবেচ্য হয়, এবং উহার হুকুম দ্বঈফ বলে পরিগণিত হয়, এ হলো মোটামোটি ভাবে মুদরাজ হাদীসের পরিচয়।

আলোচ্য হাদীসটি কী মুদরাজ ?

আলোচ্য হাদীসটি মুদরাজ কী না, ইহাই এখন দেখার বিষয়। কোন কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে মুদরাজ বলেছেন এবং একই কারণে ইহাকে দ্বঈফও বলেছেন, যারা মুদরাজ বলেছেন প্রকারন্তরে তারা আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসকে আমলহীন করারই প্রবণতা দেখিয়েছেন। কেননা মুহাক্কিক্ব ইমামগণের তাহ্ক্বীক অনুযায়ী হাদীসটি অকাট্যভাবে সহীহ এবং মুদরাজ নয়। যারা হাদীসটি মুদরাজ বলেছেন তাদের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো।

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী "তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী বিশারহি জামে' আত তিরমিযি" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় বলেন, قال

الزهرى فانتهى الناس كما روى بعض اصحاب الزهرى فقوله فانتهى الناس مدرج.

"ইমাম যুহরী বলেন, এরপর লোকেরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিলেন, আর এ কথা তার কিছু সংখ্যক ছাত্ররাই বলেছেন। সুতরাং ইমাম যুহরীর কথাটি মুদরাজ।"

আল্লামা মুবারাকপুরীর উক্ত কথাটি সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে, তিনি একবার বললেন এ কথাটি ইমাম যুহরীর, আবার বললেন হাদীসটি মুদরাজ। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুদরাজ হলো ঐ হাদীস যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার সাথে বর্ণনাকারীর কথা এমনভাবে মিশে যায় যার ফলে বর্ণনাকারীর কথাটি হাদীস বলেই মনে হয়। তিনি তো স্বীকারই করলেন فانتهى الناس কথাটি ইমাম যুহরীর এবং ما لى أنازع القرآن কথাটি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর, হাদীসের মতনের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর কথাকে যদি পার্থক্য করাই গেল তাহলে হাদীসটি মুদরাজ হলো কী করে ? এ মত পোষণকারীগণ বা মুবারাকপুরী সাহেবের অনুসরণকারীগণ কি একটু ভেবে দেখবেন?!

আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতার কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, وقوله: فانتهى الناس عن القرأة مدرج فى الخبر كما بينه الخطيب واتفق عليه البخارى فى التاريخ و ابو داؤد و يعقوب بن سفيان والذهلى والخطابى و غيرهم قال النبوى: وهذا مما لا خلاف فيه بينهم.

"এবং তার কথা এরপর লোকেরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছে, হাদীসে ইহা মুদরাজ্। খত্বীব বাগদাদীও একই কথা বলেছেন। ইমাম বুখারি তার তারিখের কিতাবে, আবু দাউদ, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান, যুহালী, খাত্তাবী প্রমূখ একই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নববী বলেন, এ ব্যপারে ইনাদের সকলেই একমত"।

আল্লামা মুবারাকপুরী এবং আল্লামা শাওকানী বা তাদেরও পূর্বসুরী ও উত্তরসূরী এদের সকলকেই দেখা যায় কোন ইখতেলাফি বিষয়ে বিভিন্ন মতকে উল্লেখ না করে অপেক্ষাকৃত দূর্বল মতটিকে তাদের সমর্থিত মত হওয়ার কারণে

গ্রহণ করে থাকেন, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। উক্ত আলোচনায় আল্লামা শাওকানী তার কিতাবে ইমাম বুখারি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম খত্বীব আল বাগদাদী এবং ইমাম খাত্তাবির কথা উল্লেখ করেছেন, অথচ ইনাদের সকলের উক্ত মতের উৎস হলেন একজন, আর তিনি হলেন ইমাম আওযাঈ। ইমাম আওযাঈ এর এই মতটি যে দূর্বল দলিলের উপর ভিত্তি করে রচিত, তা এ অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ তায়া'লা।

উক্ত হাদীসের দুটি অংশ:-

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা।

২। বর্ণনাকারী তথা সাহাবীর কথা।

এ ব্যপারে সকলে একমত যে, فانتهى الناس বাক্যটি ইমামুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয়, বরং مالى أنازع القرآن পর্যন্তই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শেষ। অতঃপর বর্ণনাকারী (সাহাবী হোন আর তাবেঈ হোন) উক্ত হাদীস সাহাবীগণ শোনার পর তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেহেতু مالى أنازع القرآن বাক্যটি মদীনাবাসীকে লক্ষ্য করে বলা এবং এ ধরনের উক্তি দ্বারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, তাই মদীনাবাসীগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাহাবি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বা তাবেঈ ইমাম যুহরী এ فانتهى الناس কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার শেষে যোগ করে দেন, তা না হলে অন্য এলাকার লোকদের জন্য অথবা সকলের পক্ষেই এ হাদীসের মূল বক্তব্য হতে শিক্ষা নেয়া দূরূহ হয়ে পড়তো। তাই مالى أنازع القرآن এর সাথে فانتهى الناس এ অংশের যোগ হওয়াটা স্বাভাবিক। এ ধরনের অনেক হাদীসই আছে সাহাবিগণ শোনার পর কারো কাছে বর্ণনার সময় তাদের প্রতিক্রিয়া বা হাদীসের শিক্ষা ব্যক্ত করতেন। তাই এ ধরনের হাদীসকে মুদরাজ বলা মোটেই সমিচিন নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে মুদরাজ বলা হয় ঐ হাদীসকে যে হাদীসের সাথে হাদীস বর্ণনাকারীর বক্তব্য এমন ভাবে মিশে যায় যে, পাঠকের পক্ষে দুটো অংশের মধ্যে পার্থক্য বুঝে বিভাজন করা দূরহ হয়ে পরে, কিন্তু বক্ষ্যমান আলোচনায় উল্লেখিত হাদীসটি সে ধরনের নয় বরং ইমাম

যুহরীর সময় বা সাহাবীদের সময় হতেই হাদীসটি সাধারণ্যে এবং আলেমগণের মাঝে فانتهى الناس কথাটি বর্ণনাকারীর হিসেবে চলে আসছে, এবং ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম খত্বীব বাগদাদী, ইমাম খাত্ত্বাবী, আল্লামা শাওকানী, আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী সহ ইনাদের কেহই এ প্রমাণ দেখাতে পারবেন না فانتهى الناس বাক্যটিকে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন বা দলিল দিয়েছেন। তাছাড়া আরবী ভাষা সম্পর্কে যার ন্যূনতম ইলম্ আছে সেও উক্ত বাক্য দুটোর পার্থক্য বুঝতে পারবে। কারণ হাদীসের ভাষাই বলে দিচ্ছে, হাদীসের এ শেষ অংশটি রাবী তথা বর্ণনাকারীর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয়, সুতরাং হাদীসটি মুদরাজ নয় বরং সহীহ্ হাদীস।

এ হাদীসটি মুদরাজ কী না এ সম্পর্কে আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'মুসনাদ আহমাদ' এর সপ্তম খন্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় বলেন, ثم أنا لا ازال أعجب من دعوى الادراج هذه! فان الادراج هو ان يذكر الراوى كلاما من عنده او من كلام غيره يدرجه فى لفظ الحديث, افهذا هكذا؟! كلا.

"অতঃপর আমি যখন থেকে জানতে পারলাম কেহ কেহ এ হাদীসকে মুদরাজ হওয়ার দাবি করছে তখন থেকেই আমি খুবই আশ্চর্য হলাম! হাদীসের ক্ষেত্রে ইদরাজ তো ঐ হাদীসকে বলে যে হাদীসের মধ্যে রাবীর নিজের কথা বা অন্যের কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার সাথে মিশিয়ে দেওয়া, এটি কি তাই মনে হয় ? কখনই নয়'।

আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির উক্ত কিতাবের সপ্তম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় বলেন, وليس من شك ان هذا الثياق صريح فى ان هذه الكلمة الأخيرة من اصل الحديث لا مدرجة ولا منفصلة وعلى هذا الوجه رواه الأئمة الحفاظ من طريق مالك.

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে,এ প্রসঙ্গটি স্পষ্ট কেননা শেষোক্ত কথাগুলো মূল হাদীসের ই অন্তর্ভূক্ত, মুদরাজও নয়, মূল হাদীস হতেও বিচ্ছিন্ন নয়। এভাবেই হাদীসের হাফিজগণ ইমাম মালিকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে আসছেন।"

ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি,

ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী, ইমাম মালিক রামাহিমাহুমুল্লাহগণ প্রত্যেকেই মদীনাবাসী, সাহাবিগণের সাহচর্য্যে থেকে যারা বড় হলেন এবং এ হাদীসকে সনদ পরম্পরায় একে অপর থেকে একই শব্দে মিলিত ভাবেই হাদীসটি গ্রহণ করলেন, অতঃপর ইমাম মালিক তার মুয়াত্তাই মালিকে সংকলন ও সংরক্ষণ করলেন, তারপর ইমাম শাফেঈ তার মুসনাদ ইমাম শাফেঈতে কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই হাদীসটি ইমাম মালিক হতে গ্রহণ করলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালও একইভাবে তার মুসনাদে উল্লেখ করলেন, কিন্তু ইনাদের কেহই হাদীসটির মধ্যে ইদরাজ পেলেন না, অথচ বারশত বছর পর এসে আল্লামা শাওকানি কোন তাহক্বীক না করে হাদীসটিকে ইদরাজ বলে দ্বঈফ বানিয়ে দিলেন। কৌম চেতনার আবর্তে ও ঘূর্ণনে যারা বিমোহিত অন্যের সফলতায় যাদের মন কুপের মত সরু আর বিফলতায় যাদের আনন্দের ঢেউ পাহাড় সম, কী করে তারা ইনসাফের সাথে কুরআন- হাদীসের ব্যাখ্যা করবে ? যাদের মন গড়া মত সালাফ তথা পূর্ববর্তী ইমাম গণের নীতিমালা পরিপন্থি তাদেরই মুখে সালাফির দাবি ! সহীহ্ হাদীসকে দ্বঈফ বানাতে নিতান্তই কমজোর ও অখ্যাত মতকে গ্রহণ করে, যা অধিকাংশ সালাফগণের প্রত্যাখ্যাত মত। তারপরও তারা আহলুল হাদীস হিসেবে নিজেদেরকে স্ব-প্রচারে বিভোর।

উক্তকথাগুলো সত্যতা প্রসঙ্গে শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি তার হিদাআতুর রুআত্ কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় বলেন, وقد ادعى بعضهم ان قوله, "فانتهى الناس مدرج فى الحديث ليس من كلام ابى هريرة رضي الله تعالى عنه وليس هناك ما يؤيد ذلك, بل قد رده العلامة ابن القيم فى بحث له هام فى " تهذيب السنن" فليراجعه من شاء .

“আর এ ব্যাপারে কেহ কেহ এ দাবী করে যে, فانتهى الناس বাক্যটি হাদীসে মুদরাজ, এটা আবু হুরাইরাহ্রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা নয় (এ সমস্ত কথা যারা বলে, তাদের) এ কথার সমর্থনে কোন দলিল নেই। এ লোকগুলোর উক্ত কথার প্রতিবাদে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তার তাহযীবুস সুনান কিতাবে জোরালোভাবে জওয়াব দিয়েছেন”।

শাইখ আলবানির উক্ত কথা হতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হলো:

১। যারা فانتهى الناس বাক্যটি সহ مالى أنازع القرآن হাদীসটিকে মুদরাজ হিসেবে গণ্য করে থাকে, তাদের এ দাবির স্বপক্ষে ন্যূনতম দলিল নেই, সুতরাং এ হাদীসকে মুদরাজ বলা আল্লামা শাওকানি ও তার অনুসারিদের একটি কাল্পনিক ও ধারণাকৃত বক্তব্য যা উলূমুল হাদীসের নীতিমালা বিরোধী।

২। আল্লামা মুবারাকপুরী ও শাওকানি তাদের কিতাবে فانتهى الناس কথাটিকে ইমাম যুহরীর বলে আখ্যায়িত করেছেন এ কথাটি আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহ আনহু এর নয়, এটা দলিল সমর্থিত নয়, বরং সম্পূর্ণরূপেই তাদের ধারণা প্রসূত মত।

এ হাদীসটি যে মুদরাজ নয় এ প্রসঙ্গে শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী সহীহ্ সুনান আবু দাউদ এর তৃতীয় খণ্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, فثبت بذلك انها زيادة صحيحة غير مدرجة "ইহা দ্বারা প্রমাণিত হলো হাদীসটি সহীহ, মুদরাজ নয়।

فانتهى الناس عن القراة: সাহাবিগণ ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন : এ কথাটি কার?

এ কথাটি কার ? হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নাকি ইমাম যুহরীর ? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে প্রভূত মতানৈক্য রয়েছে, কেহ বলেন এটি ইমাম যুহরীর কথা, অনেকে বলেন এটি সাহাবী হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা, আবার অনেকে বলেন এটি ইমাম মা'মার এর কথা, এখন দেখা যাক দালিলীক প্রমাণে কোনটি সঠিক প্রমাণিত হয় ।

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী তার তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামে' আত্ তিরমিযী কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, :قال الزهرى فانتهى الناس عن القرأة..الخ يعنى بعض اصحاب الزهرى فصل قوله فانتهى الناس الخ عن الحديث و جعله من قول الزهرى.

"ইমাম যুহ্‌রী বলেন, অতঃপর লোকেরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিলো অর্থাৎ ইমাম যুহ্‌রীর কিছু সংখ্যক ছাত্র হাদীস থেকে ইমাম যুহরীর কথা فانتهى الناس বাক্যটিকে পৃথক করে দিলো এবং এটাকে ইমাম যুহরীর কথা হিসেবে আখ্যায়িত করলো।"

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারাকপুরীর উক্ত কথাটি কয়েকটি কারণে পরিত্যাজ্য:

(ক). মুবারাকপুরীর কথা بعض اصحاب الزهرى "ইমাম যুহরীর কিছু ছাত্র" এ কথাটি খুবই অস্পষ্ট, এ ধরনের কথা দলিলযোগ্য নহে। ইমাম যুহরীর কোন্ কোন্ ছাত্র এটাকে ইমাম যুহরীর কথা বলেছেন তা তিনি বলেননি আর কোন্

ছাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি مالی أنازع القرآن হতে فانتهى الناس কে ইমাম যুহরীর উক্তি হিসেবে আলাদা করেছেন তা মুবারাকপুরী সাহেব উল্লেখ করেননি, তবে হ্যাঁ, তিনি যদি ইমাম আওযাঈ এর দিকে সম্বন্ধ করে থাকেন তাহলে কৌশলগত কারণে ইমাম আওযাঈ এর নাম উল্লেখ করেননি, কেননা ইমাম যুহরী হতে ইমাম আওযাঈ এর এ হাদীসটি গ্রহণ এবং তা বিতরণ ত্রুটিপূর্ণ এ ব্যাপারে সামনে বিষদ আলোচনা করা হবে। আর ইহা যে, নিরেট কাল্পনিক এবং মুবারাকপুরী সাহেবের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত তার প্রমাণ দেখুন। শাইখ আব্দুল মুহসীন আব্বাদ শরহু আবু দাউদ এর ১০৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قال مسدد فی حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القرأة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"মুসাদ্দাদ তার বর্ণনাকৃত হাদীসে বলেন, মা'মার বলেছেন, অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে জাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়া হতে বিরত থাকলো"।

ইমাম মা'মার ইমাম যুহরীর ছাত্র, মা'মার তার ছাত্র মুসাদ্দাদকে বলেননি এটা ইমাম যুহরীর কথা, আমরা এ হাদীস থেকে পৃথক করে দিয়েছি অপর দিকে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ মদীনার বিখ্যাত আলেম, যার মাসআলা গ্রহণের অন্যতম উসূল ছিলো- عمل اهل المدينة মদীনাবাসীদের আমল। এটা যদি ইমাম যুহরীর কথা হবে তাহলে তিনি فانتهى الناس বাক্যটিকে আলাদা করে উল্লেখ করলেন-না কেন ? তাছাড়া ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন, তাহলে বুঝা যাবে মুবারাকপুরী সাহেবের উক্ত কথার সত্যতা কতটুকু বা আদৌ আছে কী না।

فانتهى الناس কথাটি যদি ইমাম যুহরীরই হবে, তাহলে অবশ্যই ইমাম মালিক বলতেন- قال الزهری فانتهى الناس ইমাম যুহরী বলেছেন লোকেরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। আর এ কথাটি যে ইমাম যুহরীর নয় তার প্রমাণ হলো, ইমাম ইবনুস সার্‌হী তার বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টভাবে বলেন- قال معمر عن الزهرى: قال ابو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس عن القرأة.

"ইমাম মা'মার বলেন ইমাম যুহরী বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর লোকেরা জাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিলো।

ইমাম ইবনুস সারহ্‌ীর উক্ত কথা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো فانتهى الناس কথাটি ইমাম যুহরীর নয়, বরং সাহাবী হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর উক্তি, যা তিনি-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায়কারী অন্যান্য সমস্ত সাহাবা ই কিরামمالى أنازع القرآن শুনার পর সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী তার হিদাআতুর রুয়াত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় বলেন, 'কোন কোন আলেম এ দাবি করেন যে, হাদীসে উল্লেখিত فانتهى الناس বাক্যটি মুদরাজ, এটা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহুআনহু এর উক্তি নয়। যারা এ কথা বলে তাদের মতের সমর্থনে কোন দলিল নেই। এ ব্যপারে ইমাম ইবনু কাইয়্যিম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রয়েছে, কেহ চাইলে তার তাহযীবুস সুনান কিতাবে দেখে নিতে পারে।

এখন দেখা যাক ইমাম হাফিজ ইবনু কাইয়্যিম তার তাহযীবুস সুনান কিতাবে কী বলেন, তিান উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় বলেন, وقد اعل البيهقى هذا الحديث بابن اكيمة وقال: تفرد به وهو مجهول ولم يكن عند الزهرى من معرفته اكثر من ان رأه يحدث سعيد ابن مسيب و اختلفوا فى اسمه: فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخارى. و قوله فانتهى الناس عن القرأة من قول الزهرى قاله محمد بن يحيى الزهالى صاحب الزهريات والبخارى و ابو داود.واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعى حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهرى, قال: وكيف يكون ذلك من قول ابى هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر فيه و فيما خافت.
وقال غيره: هذا التعليل ضعيف, فان ابن اكيمة من التابعين وقد حدث بهذا الحديث ولم ينكره عليه اعلم الناس بابى هريرة وهو سعيد بن مسيب.
ولا يعلم احد قدح فيه ولا جرحه بما يوجب ترك حديثه ومثل هذا اقل درجات حديثه ان يكون حسنا كما قال الترمذى.
وقوله " فانتهى الناس وان كان الزهرى قاله, فقد رواه معمر عن الزهرى

قول ابى هريرة, واى تناف بين الأمرين؟ بل كلاهما صواب قاله ابوهريرة رضي الله عنه كما قال معمر وقاله الزهرى كما قال هؤلاء وقال معمر أيضا كما قال ابو داود.فلو كان قول الزهرى له علة فى قول ابى هريرة لكان قوله معمر له علة فى قول الزهرى وان نجعل ذلك كلام معمر.

وقوله كيف يصح ذلك عن ابى هريرة رضى الله عنه وهو يأمر بالقرأة خلف الإمام", فالمحفوظ عن ابى هريرة رضي الله عنه انه قال إقرأ بها فىنفسك وهذا مطلق ليس فيه بيان ان يقراء بها حال الجهر.

ولعله قال له: يقرأ بها فى السر والسكتات ولو كان عاماً فهذا رأى له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته اولى.

"ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসী বর্ণনার কারণে ইমাম বায়হাকী এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্হু হতে ইবনু উকাইমাহ্ ছাড়া আর কেহই এ হাদীস বর্ণনা করেননি, মাজ্হুল (অপরিচিত) ও বটে, তাছাড়া ইমাম যুহ্রী সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এর চেয়ে বেশী জানা ছিল না, আর তার নামের ব্যাপারে ও মতানৈক্য আছে, কেউ বলেছেন উমারা, আবার কেউ বলেছেন: আম্মার, বুখারীও এ কথা বলেছেন। আর فانتهى الناس কথাটি যে, ইমাম যুহ্রীর এটা জুহ্রীয়াত কিতাবের লিখক ইমাম জুহলী, বুখারী এবং আবু দাউদও বলেছেন। এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো, 'ইমাম আওযায়ী যখন হাদীস থেকে এ কথাটি (فانتهى الناس) পৃথক করেন তখনই ইহাকে ইমাম যুহ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। তারা এটাও বলেন যেখানে আবু হুরাইরাহ আল্লাহু আনহু ইমামের পিছনে জাহরী ও সির্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়ার পক্ষে সেখানে কী ভাবে তিনি এ কথা বলতে পারেন ? (এর জওয়াবে) অন্যদের বক্তব্য হচ্ছে, (যেমন:-ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্, হাফেজ ইবনু কাইয়্যিম নিজেই এবং বর্তমান যামানার শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি প্রমূখ) এ ধরনের ব্যাখ্যা (শক্তিশালী নয়) বরং দূর্বল, কেননা ইবনু উকাইমাহ্ (প্রথম স্তরের) তাবেঈ ছিলেন, এ হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেছেন এমন লোকের সামনে অর্থাৎ সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব যিনি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্হু এর হাদীস সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন, বেশী জানতেন ও বুঝতেন, অথচ তিনি এ হাদীস ইবনু

উকাইমাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ হতে শুনার পর অস্বীকার করেন নাই বা বাধা দেন নাই।

(দ্বিতীয় যে বিষয়টি তা হলো:) ইবনু উকাইমাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ এর সময়ের কেহই তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেননি বা দোষারোপ করেননি, যে কারণে তার বর্ণিত হাদীসকে ছেড়ে দেওয়া যায়, (এমনকি ইমাম আওযায়ীও না, বরং তার প্রায় একশত বছর পরে এসে ইমাম হুমাইদী এ ঘোষনা দিলেন, তিনি মাজহুল, আর এ মতকে সমর্থন করলেন তারই ছাত্র ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ, এবং চারশত বছর পরে এসে ইমাম বায়হাকী, সত্যিই এটা আশ্চর্য তো বটেই বরং মহাআশ্চর্য)। এ ধরনের হাদীসকে কম করে বললেও হাসান বলতে হবে, যেমন ইমাম তিরমিযী বলেছেন।فانتهى الناس কথাটি যদিও যুহরী বলেছেন, (এটা তার নিজের কথা নয়) কেননা মা'মার যুহ্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এটা আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা, এ দু'টি কথার মধ্যে বিরোধ কোথায় ? দু'টিই সঠিক।(এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) আর কথাটি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর যা মা'মার বলেছেন, ইমাম যুহ্রী বলেছেন যেমন অন্যরা বলেছেন, এবং আবু দাউদ বলেছেন কথাটি মা'মার এর।

ইমাম যুহ্রী বলেছেন যে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন, এ কথার মধ্যে যদি ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে তো, মা'মার বলেছেন ইমাম যুহরীর কথা, এর মধ্যেও ত্রুটি পাওয়া যাবে। তার কথা (ইমাম বায়হাক্বী) এটা কি করে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা হতে পারে, যেখানে তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত পরার পক্ষে, তবে তার আসল মত হলো সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়ে নিবে। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর এ বক্তব্য শর্তহীন অর্থাৎ জাহ্রী সালাতে মনে মনে পড়ে নিবে এ কথা বুঝায় না, সম্ভবত তিনি বলেছেন সির্রী সালাতে ও সাকতাহ্ এর অবস্থায় পড়ে নিবে। আর যদি এটাকে عام(সাধারণ) ও বলা হয় তাতেও হাদীসের হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই, কেননা এটা তার নিজস্ব কিয়াসি মত, যা অন্যান্য সাহাবীদের রায়ের খিলাফ, আর কারো ব্যক্তিগত মতের চেয়ে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা উত্তম।(ইমাম ইবনু কাইয়্যিম এর বর্ণনা এখানেই শেষ)

فانتهى الناس প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ 'আল ইলমাম বি হুকমিল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম ওয়াল জওয়াবু আম্মা ইহ্তাজ্জা বিহিল বুখারী' কিতাবের চৌদ্দ পৃষ্ঠায় বলেন, وهذا اذا كان من كلام الزهرى فهو من ادل الدلائل على ان الصحابة لم يكونوا يقراؤن فى الجهر مع النبى ﷺ فإن الزهرى من اعلم اهل زمانه اواعلم اهل زمانه بالسنة وقرأة الصحابة خلف النبى ﷺ اذا كانت مشروعة واجبة او مستحبة تكون من الاحكام العامة اللتى يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهرى من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها, فكيف اذا قطع الزهرى بأن الصحابة لم يكونوا يقراؤن خلف النبى صلي الله عليه وسلم في الجهر.

فإن قيل: قال البيهاقى: ابن اكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهرى.

قيل: ليس كذلك, بل قد قال ابو حاتم الرازى فيه صحيح الحديث حديثه مقبول وحكى عن ابى حاتم البستى انه قال: روى عنه الزهرى, وسعيد بن ابى هلال وابن ابيه عمر وسالم بن عمار ابن أكيمة بن عمر.

"এটা যদি ইমাম যুহ্রীর কথাও হয় তাহলে অবশ্যই ইহা একটা শক্তিশালী দলিল যে, সাহাবাই কিরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সালাতে ক্বিরাআত পাঠ করেন নাই, কেননা ইমাম যুহরী তার যামানায় সুন্নাহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ইল্‌ম রাখতেন। আর ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া যদি শরীয়ত সম্মত এবং ওয়াজিব হতো অথবা মোস্তাহাবও হতো তাহলে এ ধারা সকল সাহাবীদের মধ্যে আমভাবে চালু থাকত, যা সমস্ত সাহাবা ও তাবেঈগণের জানা থাকত, (ইমাম যুহরী যেহেতু সুন্নাহ্র সংগ্রাহক আর সাহাবিগণ হতেই সরাসরী তিনি তা সংগ্রহ করেছেন আর এটা নয় যে, তিনি কুফা, বসরা বা মিসর থেকে সুন্নাহ্ সংগ্রহে ও লিপিবদ্ধে মশগুল ছিলেন, বরং তিনি মাদানী, ইল্‌ম হাসিল ইলম বিতরণ সবই মদীনায়, তার সামনে মদীনাবাসীদের আমল ছিল জাজ্জ্বল্যমান, নখদর্পন) তাই ইমাম যুহ্রী যদি সুন্নাহ্ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবাগণের মন্তব্যের ব্যাখ্যা না দেন, বা বর্ণনা না করেন, তাহলে তা নেতিবাচক দলিল হয়ে যায়। তাছাড়া সাহাবাই ক্বিরামগণ যে, ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করেন নাই তার যদি বর্ণনা না দেন তাহলে কী অবস্থা

হবে ? অর্থাৎ সুন্নাতের আমল বিলীন হয়ে যাবে।

যদি বলা হয় ইমাম বায়হাকী বলেছেন, ইবনু উকাইমাহ্ অপরিচিত ছিলেন, তাকে কেউ চিনত না, এবং এ হাদীস ছাড়া তিনি আর অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই, আর যুহ্রী ব্যাতীত অন্য কেহ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নাই। এর উত্তরে বলা হবে, ব্যাপারটি তা নয় বরং ইমাম আবু হাতিম আর রাযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্ তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য। আবু হাতিম আল বুসতী হতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, ইবনু উকাইমাহ্ হতে ইমাম যুহ্রী, সাঈদ বিন আবু বিলাল, তার ভাই উমার এবং সালিম বিন আম্মার বিন উকাইমাহ্ বিন উমার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাক্বীর উক্তি, 'ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি অপরিচিত ছিলেন, এবং ইমাম যুহরী ব্যতীত আর কেহ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।' ইমাম ইবনু তাইমিইয়্যার উক্ত বর্ণনায় ইমাম আবু হাতিম আল বুসতির মন্তব্য অনুযায়ী ইমাম বায়হাক্বীর উক্তি সঠিক নয়, কেননা এক দিকে অন্যান্য ইমাম গণের মতে ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি যেমন মশহুর তাবেঈ ছিলেন, অন্য দিকে ইমাম যুহ্রী ছাড়াও আরো তিন জন তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্ এর উক্তি সঠিক নয়, এবং তার এ উক্তি দিয়ে কেহ দলিল দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ উক্তিটি ভিত্তিহীন।

সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ তার উক্ত আল ইলমাম কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় আরও বলেন- وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلى إلا وراء الإمام وروى عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سئل: هل يقراء خلف الإمام؟ يقول: اذا صلى احدكم خلف الإمام تجزءه قرأة الإمام, واذا صلى وحده فاليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام, وروى مسلم فى صحيحه عن عطاء بن يسار انه سأل زيد بن ثابت عن القرأة مع الإمام, فقال: لا قرأة مع الإمام فى شيئ.

وروى البيهقى عن ابى وائل ان رجلا سأل ابن مسعود عن القراة خلف الإمام. فقال انصت للقرأن فإن فى الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام و ابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيهاً اهل المدينة واهل الكوفة من الصحابة وفى كلامهما تنبيه على ان المانع انصاته لقراة الإمام.

"ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় ওয়াহাব বিন কায়সান হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন, যে সালাত আদায় করবে আর তাতে ক্বিরাআত পড়বেনা (সূরা ফাতিহা) তার সালাত আদায় হবেনা। তবে ইমামের পিছনে হলে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া লাগবেনা। (ইমাম মালিক) ইমাম নাফে' হতে বর্ণনা করেন, ইমাম নাফে' বলেন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হলো ইমামের পিছনে কি ক্বিরাআত পড়তে হবে ? উত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের কেহ যদি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের ক্বিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট। আর যদি একাকী সালাত আদায় করে তাহলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ইমাম নাফে' বলেন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহুমা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না। ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ মুসলিমে আত্বা বিন ইয়াসার এর সূত্রে বর্ণনাা করেন, তিনি যায়েদ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে সালাত আদায়ে কোন ক্বিরাআত পড়তে হবে না।

ইমাম বায়হাক্বী আবু ওয়ায়েল এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু ওয়ায়েল বলেন একজন লোক আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন পড়া হয় তখন চুপ থাক। কেননা সালাতে মুক্তাদির যে ক্বিরাআত আছে তার জন্য ইমামই যথেষ্ট। (এটা যেনে রাখতে হবে) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও যায়েদ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা সাহাবীদের মধ্যে মদীনা ও কুফাবাসীদের ফক্বীহ্ ছিলেন অর্থাৎ ফাতাওয়া দানকারী সাহাবী ছিলেন। দু'জনই বলেন, ইমামের ক্বিরাআত পড়ার সময় মুক্তাদিকে চুপ থাকতে হবে, এটা যারা নিষেধ করেন তাদেরকে এ ধরনের ফাতাওয়া না দিতে সাবধান করে দিয়েছেন"।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো فانتهى الناس বাক্যটি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু ও ইমাম যুহ্রী যার কথাই হোক না কেন ? তার বাস্তবতা ও প্রয়োগ আল মদীনা আল মুনাওওয়ারাহ্তে বিদ্যমান ছিলো। কেননা মদীনাবাসীগণ এ আমলের উপরে ছিলেন। ইমাম

মালিক বিন আনাস আল মাদানী, ইমাম ইবনু শিহাব আয্ যুহরী আল মাদানী, তাবেঈগণের উস্তাদ ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব আল মাদানী রাহিমাহুমুল্লাহ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত যায়েদ বিন সাবিত এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু তা'আলা আনহুমগণের উক্ত ফাতাওয়া হতে প্রমাণিত হচ্ছে মদীনাবাসীগণ সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস مالى أنازع القرآن এ কথা শুনার পর ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম কাযী আয়ায রাহিমাহুল্লাহ فانتهىالناس উক্তিটিকে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর বলে উল্লেখ করেছেন,এ প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইকমালুল মু'লিম শারহু মুসলিম কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন, وقول ابى هريرة رضى الله عنه: "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام" وبقوله ﷺ "اذا قرأ الإمام فانصتوا له" وذهب اكثر العلماء ان القراءة خلف الإمام غير واجبة.

"হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা, 'অতঃপর লোকেরা ইমামের পিছনে জাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা 'ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক। এ হাদীস থেকে অধিকাংশ আলেমগণের মত হচ্ছে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব নহে"।

মাহমুদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস্ সুবুকি আল মানহালূল আযব আল মাওরুদ শরহু সুনান আবু দাউদের পঞ্চম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, (قوله فانتهى الناس الخ) اى قال ابو هريرة رضى الله عنه او الزهرى فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما جهر فيه, وفيه دلالة لمن قال ان المأموم لايقراء خلف الإمام فى الجهرية.

"فانتهى الناس এ কথাটি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আন্হু বা ইমাম যুহ্‌রী যারই হোক অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। আর যারা বলেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদি জাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়বে না তাদের জন্য ইহা দলিল"।

শাইখ আলবানী সহীহ্ আবু দাউদের ৩ খণ্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- "قال ابو داؤد: ورواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهرى, وانتهى حديثه الى قوله: "مالى انازع القرأن". ورواه الأوزعى عن الزهرى قال فيه: قال الزهرى: فاتعظ المسلمون بذلك, فلم يكنوا يقراؤن فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال ابو داؤد سمعت محمد بن يحيي بن فارس قال: قوله: فانتهى الناس... من كلام الزهرى" ! وفيه أمور تحتاج الى بيان اهمها آخرها فاقول:

أولا: رواية عبد الرحمن بن اسحاق, وصلها الإمام احمد: ثنا اسماعيل قال: انا عبد الرحمن بن اسحاق... به. وتابعه ابن جريج: اخبرنى ابن شهاب... به.أخرجه احمد: ثنا محمد بن بكر: انا ابن جريج.

ثانيا: رواية الأوزاعى: اخرجها الطحاوى, وابن حبَان والبيهقى من طريقين عنه: حدثنى الزهرى عن سعيد بن مسيب انه سمع ابا هريرة يقول... فذكره ! هكذا قال الأوزاعى: عن سعيد بن المسيب خلافا لجميع الرواة عن الزهرى كما رأيت. ولذلك قال البيهقى عقبه: "الصواب ما رواه ابن عيينة عن الزهرى قال: سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن مسيب وكذالك قال يونس بن يزيد الأيلى".
قلت: وفى رواية لابن حبان من طرق الوليد- وهو ابن مسلم- عن الأوزاعى عمن سمع ابا هريرة. فهذا مما يؤكد ان الأوزاعى لم يحفظ الحديث جيدا فمرة قال: عن سعيد ومرة قال: عمن سمع, لم يسمه.

ثالثا:قول ابن فارس: "فانتهى الناس" من كلام الزهرى"!
قلت: كذلك قال البخارى فى "الجزء القراءة", قال: وقد بينه لى الحسن بن الصباح قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعى: قال الزهرى فاتعظ المسلمون بذلك! وعلى ذلك جرى جماعة من العلماء سماهم الحافظ فى "التلخيص". والعجب من البيهقى حيث قال- عقب رواية الأوزاعى السابقة... حفظ الأوزاعى كون هذا الكلام من قول الزهرى: ففصله عن الحديث: ألا انه لم يحفظ اسناده والصواب ما رواه ابن عيينة... الخ كلامه المتقدم. فكيف يحتج برواية من ثبت انه اخطأ فى بعضهما: على انه حفظ البعض

الآخر؟! لا سيما وهو مخالف فى هذا البعض لمن هو احفظ منه فى الزهرى واكثر عددا ؟! الآ وهو الإمام مالك ومن معه, كما سبق بيانه فى رواية الأولى المصنف رحمه الله تعالى فان كل اؤلائك جعلوا هذه الكلمة الأخيرة من اصل الحديث ومن قول ابى هريرة, لا من قول الزهرى ولا من قول معمر! بل ان رواية سفيان عند المصنف من طريق ابن السرح عنه عن معمر صريحة فى ذلك, قال معمر: عن الزهرى: قال ابو هريرة: فانتهى الناس... ولا ينافى هذا التصريح قول مسدد فى حديثه المتقدم عند المصنف: قال معمر: فانتهى...,لأن هذا القول إنما هو من سفيان: بدليل صريح رواية عبد الله ابن محمد الزهرى, فإنه قال: قال سفيان: وتكلم الزهرى بكلمة لم اسمعها فقال معمر: انه قال: فانتهى الناس... فقوله: فقال: انما هو من قول سفيان وقول معمر: انه قال: يعنى الزهرى, كما هو واضح بل هو صريح فى رواية احمد المتقدمة عن سفيان: فان فيها قول سفيان: قال معمر عن الزهرى: فانتهى الناس... قال سفيان: خفيت على هذه الكلمة. ومثلها رواية البيهقى عن ابن المدينى: قال سفيان ثم قال الزهرى شيئا لم احفظه, انتهى حفظى الى هذا, وقال معمر عن الزهرى: فانتهى الناس... ويتخلص من مجموع الروايات عن سفيان فى هذا الحديث: انه كان مع معمر فى المجلس اللذى حدث الزهرى بهذا الحديث, وانه لم يسمع منه قوله فى آخره فانتهى الناس... فلم يحفظه عنه, ولكنه استفاده من معمر هذا المجلس او فى غيره فكان سفيان اذا روى هذا الحديث بين هذه الحقيقة, ويعزو هذه الزيادة الى معمر.واختلف الرواة عنه فى التعبير عنها: فمنهم من يقول عنه: قال معمر: فانتهى الناس. ومنهم من يقول: قال معمر: قال الزهرى. ومنهم من يقول: قال معمر عن الزهرى: قال ابو هريرة. وهذا اختلاف شكلى والمؤدى واحد, فانهم يعنون جميعا ان سفيان قال: قال معمر فى هذا الحديث الذى رواه عن الزهرى عن ابن اكيمة عن ابى هريرة تلك الزيادة التى لم اسمعها من الزهرى. فمن عزاها الى قول معمر, فهو صادق ويعنى: باسناده عن الزهرى. ومن عزاها للزهرى فكذالك. والنتيجة واحدة, وهى: ان هذه الزيادة من قول ابى هريرة: حفظها معمر عن الزهرى, وهو باسناده عن ابى هريرة. ومما يؤكد ما قلنا: ان الحديث

رواه غير سفيان عن معمر... مثل رواية مالك عن الزهرى فيها الزيادة من اصل الرواية, لم تسنب للزهرى ولالمعمر, لأنها من اصل الحديث فى روايته. فثبت بذلك ان هذه الزيادة هى من اصل الحديث فى رواية معمر, وكانه لذلك- لوضوح الأمر- لم يحتج بها البخارى والبيهقى على انها من قول الزهرى, وإنما احتجا برواية الأوزاعى المتقدمة ! وفيها ما سبق بيانه من ان الأوزاعى لم يحفظ الحديث, فلا ينبغى ان يحتج بما تفرد به فيه, لا سيما وقد خالف مالكا ويونس بن يزيد واسامة بن زيد- كما تقدم- و معمر أيضا: الذين جعلوا هذه الزيادة من اصل الحديث من قول ابى هريرة: فثبت بذلك انها زيادة صحيحة غير مدرجة وهو الذى اختاره ابن قيم فى "تهذيب السنن", وحققه العلامة احمد شاكر فى تعليقه على "المسند", واطال فى ذلك جزاه الله خيرا.

"ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইহা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক-যুহরী হতে বর্ণনা করেন, এবং তার কথা مالى أنازع القرآن এ হাদীস পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং আওযায়ী- যুহরী হতে বর্ণনা করে বলেন, যুহ্‌রী বলেন, এ হাদীসের দ্বারাই মুসলমানগণ (সাহাবিগণ) রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দেন। আবু দাউদ (আরও) বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া বিন ফারিস হতে শুনেছি তিনি বলেন, فانتهى الناس হচ্ছে যুহ্‌রীর কথা। (শাইখ আলবানী বলেন) এখানে এমন কয়েকটি বিষয় আছে যে বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন, এর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, হাদীসের শেষ অংশটুকু, এ ব্যাপারে আমার মত হচ্ছে,

প্রথমত: আব্দুর রহমান বিন ইসহাক এর বর্ণনা যা আহমাদ বিন হাম্বল মুসনাদ এর (২/৪৮৭) উল্লেখ করেছেন এভাবে, ইসমাইল আমাদের নিকট বর্ণনা করে বলেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাক যুহরী হতে.... অনুরুপ ইবনু যুরাইজ, ইবনু শিহাব আল যুহরী হতে....উক্ত হাদীস ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল মুসনাদ এর (২/২৮৫) উল্লেখ করেছেন আমাদের নিকট মুহাম্মাদ বিন বকর বর্ননা করেন তিনি ইবনু জুরাইজ হতে....।

দ্বিতীয়ত: ইমাম আওযায়ী এর বর্ণনাকৃত হাদীস যা (ইমাম ত্বহাবী) শারহু মাআ'নীল আসার এর (১/২১৭), ইবনু হিব্বান এবং বায়হাক্বী দুটি সূত্রে ইমাম

আওযায়ীর বর্ণনা উল্লেখ করেন। আওযায়ী বলেন, যুহ্রী আমার নিকট সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন, অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এভাবে ইমাম আওযায়ী সমস্ত ইমামগণের বর্ণনার বিপরীত, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে (عن سعيد بن المسيب) শব্দটি ব্যবহার করেন। এ করণেই ইমাম বায়হাক্বী উক্ত বর্ণনার পরে উল্লেখ করে বলেন, সঠিক হচ্ছে যা (সুফিয়ান) বিন উয়ায়না ইমাম যুহরী হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বর্ণনা করেন, ইবনু উকাইমাহ্ হতে শুনেছি। অনুরূপ ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল আইলি বলেন।

আমি বলি : (শাইখ আলবানি) সহীহ্ ইবনু হিব্বান এ বর্ণিত আছে, এভাবে ওয়ালিদ-ইমাম আওযায়ী হতে, আওযায়ী বলেন : আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন (عمن سمع ابا هريرة) তবে হ্যাঁ উক্ত বর্ণনা হতে যা প্রমাণ হচ্ছে তা হলো ইমাম আওযায়ী উল্লিখিত হাদীসটি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি, একবার বলেন সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে, আবার বলেন যার থেকে শুনেছেন, নাম উল্লেখ করেননি।

তৃতীয়ত : ইবনু ফারিস এর কথা فانتهى الناس হচ্ছে ইমাম যুহ্রীর বর্ণনা।

আমি বলি : (শাইখ আলবানি) অনুরূপ ইমাম বুখারী তার যুজউল ক্বিরাআতে (২৪পৃ:) বলেন, হাসান বিন সাব্বাহ্ আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, মুবাশ্শীর- আওযায়ী হতে আমাদের নিকট বর্ননা করেন, যুহ্রী বলেন- فاتعظ المسلمون...।

এভাবে এ হাদীস সম্পর্কে আলেমগণ তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন, হাফিজ ইবনু হাযার তার তালখিস কিতাবে (১/৩৩১), তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

তবে এ ব্যপারে ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্য শুনলে অবাক হতে হয়, ইমাম আওযায়ীর বর্ণনা যা একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এরপরও ইমাম বায়হাক্বী বলেন, আওযায়ী ইমাম যুহরীর কথাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং مالى انازع القرآن হাদীস হতে فانتهى الناس বাক্যটিকে পৃথক করেছেন, তবে এ হাদীসের ইসনাদকে তিনি মনে রাখতে পারেন নি। সঠিক হলো ইমাম ইবনু উয়াইনাহ্ যা

বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং ইমাম বায়হাক্বী কী ভাবে এমন সনদ দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করলেন,যার বর্ণনাকারী এক ইসনাদ নিয়ে দু রকম কথা বলেছেন, যার একটি সনদ ভূল অন্যটি অস্পষ্ট। বিশেষ করে এমন ইসনাদের বিপক্ষে, যা ইমাম যুহ্‌রী হতে বর্ণিত ইসনাদ অধিক সংরক্ষিত এবং বর্ণনাকারীও অনেক (এবং ইমাম আওযায়ী হতে অধিক গ্রহণযোগ্য)। ইনারা হচ্ছেন ইমাম মালিক সহ অন্যান্যগণ যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সমস্ত ইমামগণের প্রত্যেকেই فانتهى الناس কে মুল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন, যা হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। ইহা ইমাম যুহরীর বক্তব্যও নয়, ইমাম মা'মার এরও নয়। বরং সুনান আবু দাউদে বর্নিত সুফিয়ান-মা'মার হতে ইবনুস সারহী এর সনদটি একেবারে স্পষ্ট। ইহা হলো মা'মার ইমাম যুহ্‌রী হতে, ইমাম যুহ্‌রী আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, فانتهى الناس عن القرآة.. মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসে আছে মা'মার বলেন فانتهى الناس এটা কখনই স্পষ্ট বর্ণনাকে না বোধক করে না, সুফিয়ান কোন রাখ ঢাক না রেখেই স্পষ্টভাবেই বলেছেন, যুহ্‌রীর কথা শুনতে পাই নাই, অত:পর মা'মার বলেন, তিনি বলেছেন, فانتهى الناس- তিনি বলেছেন অর্থাৎ, সুফিয়ান বলেছেন- আর মা'মার বলেছেন, তিনি বলেছেন অর্থাৎ যুহরী বলেছেন, ইহা অত্যান্ত স্পষ্ট। বরং ইতিপূর্বে মুসনাদ আহমাদ এ উল্লিখিত হাদীস যা সুফিয়ান হতে বর্ণিত তা স্পষ্ট। কেননা সেখানে সুফিয়ান হতে এভাবে বর্ণিত আছে যে ইমাম মা'মার ইমাম যুহ্‌রী হতে বলেন-.فانتهى الناس আর ইমাম সুফিয়ান নিজেই বলেছেন

فانتهى الناس কথা গুলো কার আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি।

অনুরূপ ইমাম বায়হাক্বী ইমাম আলী বিন মাদীনী হতে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান বলেন অত:পর যুহ্‌রী এমন কিছু বলেছেন আমি কণ্ঠস্থ করতে পারিনি, আমি যে পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পেরেছি তা হলো ইমাম মা'মার ইমাম যুহ্‌রী হতে বলেছেন, فانتهى الناس

উপরোক্ত বর্ননা সমূহে ইমাম সুফিয়ান হতে বর্নিত হাদীসের মূল কথা

হলো ইমাম যুহ্‌রী যে মাজলিসে হাদীস বর্ণনা করছিলেন সেখানে ইমাম মা'মার এর সাথে ইমাম সুফিয়ানও ছিলেন, কিন্তু হাদীসের শেষোক্ত বাক্যগুলো তিনি শুনতে পাননি, যার ফলে তার কণ্ঠস্থ না থাকার কারণে তিনি উক্ত হাদীস বর্ননার ক্ষেত্রে فانتهى الناس বাদ দিয়েই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

তিনি হয়তো হাদীসটি মা'মার হতে শুনেছেন অথবা অন্য কেহ হতে। তাই তিনি বলেছেন ইমাম মা'মার বলেছেন, আর এর প্রকৃত রহস্য ইমাম সুফিয়ান নিজেই প্রকাশ করেছেন এই বলে, আমার নিকট এই শব্দগুলো অস্পষ্ট ছিলো। ফলে ইমাম সুফিয়ান এ শব্দগুলো মা'মার এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন অর্থাৎ ইমাম মা'মার বলেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনার যে বৈপরীত্য লক্ষণীয় তার ব্যাখ্যা হলো কেহ কেহ বলেছেন, মা'মার বলেছেন فانتهى الناس আবার কেহ কেহ বলেছেন মা'মার বলেছেন, ইমাম যুহ্‌রী বলেছেন فانتهى الناس আবার কেহ বলেছেন, মা'মার যুহ্‌রী হতে বলেছেন, ইমাম যুহরী বলেন হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন فانتهى الناس عن القرآة।

উল্লিখিত মতানৈক্যে দেখা যাচ্ছে, ইহা কোন মৌলিক মতানৈক্য নয় বরং আকৃতিগত যার প্রকৃত আদায়কারী একজন। তারা সকলে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইমাম সুফিয়ান বলেন, ইমাম মা'মার বলেছেন যা ইমাম যুহ্‌রী ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে উল্লেখ করেছেন, আর এ শব্দ গুলো ইমাম সুফিয়ান ইমাম যুহ্‌রী হতে শুনতে পাননি।

সুতরাং যিনি فانتهى الناس عن القرآة বাক্যটিকে মা'মার এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন তিনি সত্য কথাই বলেছেন (কারণ তিনি তার থেকেই শুনেছেন)। আর যিনি ইমাম যুহ্‌রীর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনিও সঠিকটাই বলেছেন (কারণ তিনি ইমাম যুহ্‌রী হতে হাদীসটি শুনেছেন)। অন্যদিকে যিনি ইহাকে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি সম্পূর্ণটাই জানতেন।

চূড়ান্ত ফল একটাই তা হলো হাদীসের এ শেষাক্ত অংশটুকু হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এরই উক্তি। ইহা ইমাম মা'মার ইমাম যুহরী হতে

বর্ণনা করেছেন ইমাম যুহ্রী এই ইসনাদের মাধ্যমে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

এতক্ষণ আমরা (শাইখ আলবানি) যা বললাম, তাকে যা আরও শক্তিশালী করেছে তা হলো ইমাম সুফিয়ান আস্ ছাওরী ইমাম মা'মার হতে........ এ সূত্র ছাড়াও আরও একাধিক সূত্র রয়েছে যেমন: ইমাম মালিক ইমাম যুহ্রীহতে বর্ণনা করেছেন এখানেও فانتهى الناس عن القراءة অংশটুকু মূল হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত ইহাকে যুহরীর সাথে সংযুক্ত করা হয় নাই, আবার মা'মার এর সাথেও না বরং ইহা মূল হাদীসেরই অংশ (অর্থাৎ,রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা مالى أنازع القرآن শুনার পর ইহাতে সাহাবিগণের যে প্রতিক্রিয়া ছিল তা বুঝার পর মূল বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনা। সাহাবি কর্তৃক এ ধরণের বর্ণনা অনেক হাদীসেই লক্ষণীয়)।

সামগ্রীক আলোচনায় এটা প্রমাণিত হলো যে, فانتهى الناس অংশটি ইমাম মা'মার এর বর্ণনা অনুযায়ী মূল হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ স্পষ্ট নিদর্শন জানার পরই ইমাম বায়হাক্বী সহ যারহি এ হাদীসকে দ্বঈফ বলেছেন, তারা সহীহ্ সনদকে বাদ দিয়ে দূর্বল বর্ণনার মাধ্যমকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর তা হলো ইতিপূর্বে উল্লিখিত ইমাম আওযায়ীর বর্ণনা যা তার নিকট সংরক্ষিত নয়। সুতরাং এ ত্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা যার সাথে অন্য কোন সহীহ্ বর্ণনাকারী নেই, এধরনের বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয় আর এটা গ্রহণযোগ্যও নয়। বিশেষ করে ইমাম আওযায়ীর বর্ণনাটি ইমাম মালিক, ইমাম ইউনুস বিন ইয়াযিদ ও উসামা বিন যায়েদ রাহিমাহুমুল্লাহগণের শক্তিশালী বর্ণনার বিপরীত। ইনারা কেহই فانتهى الناس অংশটিকে ইমাম যুহ্রীর বলে উল্লেখ করেননি, বরং ইমাম যুহ্রী হতে, তিনি ইমাম ইবনু উকাইমাহ্ হতে فانتهى الناس অংশটি সহ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু উকাইমাহ্ হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে এ শেষোক্ত অংশ সহকারে গ্রহণ করেছেন, ইহা হতেও প্রমাণিত হলো فانتهى الناس বাক্যটি সাহাবি কর্তৃক একটি সহীহ্ বর্ণনা যা মুদরাজ নয়। ইমাম ইবনু কাইয়্যিম তার তাহযীবুস সুনান এর প্রথম

খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া আল্লামা আহমাদ্ শাকির মুসনাদ আহমাদ্ বিন হাম্বাল এর তাহ্ক্বীক এ দীর্ঘ আলোচনা করে এমতই ব্যক্ত করেছেন (যা আমি করলাম) আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন"।

আল্লামা আহমাদ্ মুহাম্মাদ্ শাকির মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বাল এর সপ্তম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় বলেন

وكذلك رواه الرواة غير سفيان عن معمر رووا هذه الكلمة متصلة بالحديث غير منفصلة كما صرح بذلك ابن الصرح شيخ ابوداؤد حين رواه عن ابن عيينة فروى عنه انه قال: "قال معمر عن الزهرى قال ابو هريرة: فانتهى الناس" يعنى ان معمراً حدث سفيان بهذه الكلمة فى مجلس الزهرى, اذا لم يسمعها سفيان فهى متصلة بالإسناد نفسه لا منفصلة عنه من كلام الزهرى كمايوهم بعض الناس ولا منقطعة برواية الزهرى عن ابى هريرة. اذا حدث بها معمر سفيان فى مجلس السماع وكذالك وصلها بالحديث عن معمر عبد الاعلى، كما ذكرنا فى الرواية ابن ماجه و كذالك وصلها به عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى، بهذا الاسناد فيما سيأتى فى المسند وكذالك وصلها عن الزهرى-: مالك الامام. فروى الحديث فى الموطأ عن الزهرى بهذا الاسناد، وآخره هكذا " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى أقول مالى أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شك ان هذا السياق صريح فى ان هذه الكلمة الاخيرة من اصل الحديث لا مدرجة ولا منفصلة وعلى هذا الوجه رواه أئمة الحفاظ من طريق مالك فرواه احمد فيما سيأتى عن عبد الرحمن من مهدى عن مالك و كذالك رواه ابو داؤد عن القعنبى. ورواه الترمذى عن الأنصارى عن معن و رواه النسائى عن قتيبة. ورواه البيهقى من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضى، ومن طريق ابى داؤد كلاهما عن القعنبى-: كلهم عن مالك عن الزهرى به فهؤلاء اثبت الرواة عن الزهرى: مالك ثم معمر ثم ابن عيينة رووها متصلة عن الزهرى، فمن الناس بعدهم.

"অনুরূপ ইমাম সুফিয়ান সাওরি ব্যতীত ইমাম মা'মার হতে অন্যান্য বর্ণনা-

কারীগণ এ বাক্যাংশ বিচ্ছিন্নভাবে নয় বরং মূল হাদীসের সাথে মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে ইমাম আবু দাউদের ওস্তাদ ইবনু সারহী- ইবনু উয়ায়না হতে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন, অত:পর তার থেকে এ ভাবে বর্ণনা করেন, ইমাম যুহরী হতে ইমাম মা'মার বর্ণনা করে বলেন, যুহরী বলেছেন হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন, এর পরে লোকেরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া হতে বিরত থাকলেন। অর্থাৎ এ সমস্ত বাক্য সমূহ ইমাম যুহ্রীর মজলিসেই ইমাম মা'মার ইমাম সুফিয়ানকে বলেছেন: ইমাম সুফিয়ান যদিও নিজ থেকে ইমাম যুহরী হতে শুনেননি। কিন্তু ইহা এই ইমামদের সাথে সম্মিলিতভাবেই এসেছে ইমাম যুহরী হতে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়নি যেমন কেহ কেহ মনে করে থাকেন। আর ইহা কর্তিত ইসনাদ হয়ে আসেনি, যেমন ইমাম যুহরী হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন এভাবে নয়, বরং فانتهى الناس সহ মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে, বুঝা গেল ইমাম মা'মার, ইমাম সুফিয়ানকে একই মজলিসে বর্ণনা করেছেন, একই ভাবে মা'মার আব্দুল আ'লা বর্ণনা করেছেন, যেভাবে ইবনে মাযাহ্– তে আমরা দেখতে পাই মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। একই ভাবে আব্দুর রাজ্জাক ইমাম মা'মার হতে, ইমাম মা'মার ইমাম যুহরী হতে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা মুসনাদ আহমাদের ৭৮০৬ নং হাদীসে বর্ণিত অনুরূপভাবে ইমাম মালেক ইমাম যুহরী হতে মুত্তাসিল সনদে একই ইসনাদে বর্ণিত (মুয়াত্তা ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথার মধ্যে قال শব্দ দ্বারা বিচ্ছন্নভাবেই হাদীসটি বর্ণিত হয়নি বরং এভাবে- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني اقول مالى انازع القرآن، فانتهى الناس عن القرآءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقرآءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

এখানে দেখুন مالى أنازع القرآن এর পরেই فانتهى الناس বাক্যটি মিলিতভাবে এসেছে قال فانتهى الناس এভাবে বর্ণিত হয়নি, এ স্পষ্ট বাক্যের কারণে বুঝা যায় শেষের এ বাক্যটি আসল হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত, (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে

বর্ণিত। মুদরাজও নয় বিচ্ছিন্নও নয়। এভাবেই হাদীসের হাফিজগণ ইমাম মালিক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অত:পর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ৭৯৯৪ নং হাদীসে আব্দুর রহমান বিন মাহদী হতে, তিনি ইমাম মালিক হতে, অনুরূপ আবু দাউদ ইমাম কা'নাবী হতে, ইমাম কা'নাবী ইমাম মালিক হতে, ইমাম তিরমিযি আনসারী হতে, তিনি ইমাম মা'ন বিন মালেক হতে তিনি ইমাম মালিক হতে, আর ইমাম নাসাঈ ইমাম কুত্বাইবাহ্ হতে, ইমাম বায়হাক্বী ইসমাঈল বিন ইসহাক্ব ও আবু দাউদ উভয়েই কা'নাবী হতে ইনাদের সকলেই ইমাম মালিক হতে ইমাম মালিক ইমাম যুহরী হতে আর ইনাদের সকলের সনদ বিশ্বস্তভাবে বর্ণিত। ইমাম মালিক, ইমাম মা'মার, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না প্রত্যেকে মুত্তাসিল সনদে ইমাম যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত ইমামগণ ব্যাতীত আর কে আছে যাদের ইসনাদকে সঠিক বলে গণ্য করা হবে" ?!

আল্লামা আহ্‌মাদ মুহাম্মাদ শাকির উক্ত কথা বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন ইনাদের মত হাফিজ যে সনদকে মুত্তাসিল বলেছেন, যে হাদীসকে সহীহ বলেছেন, আর কে আছে যে, এ হাদীস দ্বঈফ বলবে এবং এ কথা বলবে উক্ত হাদীস মুত্তাসিলভাবে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়নি?

فانتهى الناس বাক্যটি যদি হাদীসের প্রথম অংশ সহ হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর না হয়ে, অন্য কারো হতো, যেমন ইমাম মা'মার ও ইমাম যুহরীর তাহলে বাক্যটি একইভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসতো না। একেক বর্ণনায় একেক রকম হতো, যেমন ইমাম আওযায়ী হতে হয়েছে। ইমাম আওযায়ী যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনা দিয়েছেন তার শব্দের মধ্যে হেরফের আছে কারণ مالى انازع القرآن এ মূল হাদীস বর্ণনা করার পর নিজের থেকে فاتّعظ المسلمون বাক্যটি জুরে দিয়েছেন, কেননা তিনি নিজেই বলেছেন ইমাম যুহরী হতে مالى انازع القرآن পর্যন্ত শুনতে পেয়েছেন এর পরের অংশটি ভাল করে শুনতে পাননি, ইহা প্রমাণ করে উক্ত বাক্যটি তার নিজের। এটা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনা নয়। ইমাম যুহরী হতে আওযায়ী ব্যাতীত যারাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসে

একই শব্দে ও বাক্যে পরম্পরা বাহিত হয়ে চলে এসেছে ইহাও প্রমাণ করে فانتهى الناس বাক্যটি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর।

সকল প্রকার দলিলের ভিত্তিতে যেহেতু উক্ত হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হলো, তাই এখন যদি কেহ ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ে তাহলে তা হবে সুন্নাহ্র খিলাফ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়.........................

“ইমামের কিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত” এ হাদীসের হুকুম

একজন ফক্বীহ যখন কোন মাসআলার বর্ণনা করেন তখন তিনি মাসআলাটির সমাধানে আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র যে সমস্ত দলিল বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত আছে তার আদ্যপ্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণ করেন। কাঙ্ক্ষিত মাসআলার পরস্পর সমর্থিত ও বিরোধী সব দলিলের দিকেই তার খেয়ালকে নিবদ্ধ করেন, অন্য দিকে একজন মুহাদ্দিস শুধু নির্দিষ্ট হাদীসের প্রতিই তার দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন।

ইমামের পিছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে কী পড়বে না ? অন্যান্য অনেক মাসআলার মত এ ক্ষেত্রেও সাহাবি ও তাবেঈগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, তবে তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈগণের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, কেহ কারো প্রতি বিরাগভাজন হননি। তৎপরবর্তী সময়ে, বাৎসরিক সন গণনায় ২০০ হিজরীর পর হতে কিছু সংখ্যক আলেম ইখতিলাফি মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসকে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অন্য হাদীসগুলোকে যত্নের সাথে গ্রহণ করেননি এবং তাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের নীতিমালাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেননি। চার মাযহাব প্রতিষ্ঠার পরই এই দুর্যোগটা শুরু হয়। ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান ইনারা সকলেই ইমাম আবু হানিফার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। ইলমুল হাদীস ও ফিক্বহের ক্ষেত্রে তার অবদান ও বিচক্ষণতার স্তুতি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস অনুসরণ করে তিনি মাসআলা নিরুপণ করেছেন তাকে দ্বঈফ বলেননি, অথচ তার ৭০ থেকে ২০০ বছর পর এসে ইমাম বুখারী ও ইমাম দ্বারাকুৎনী ইমাম আবু হানিফাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল আখ্যায়িত করলেন। ইমামগণের ইমাম, ইসলামি দুনিয়ার সমস্ত আলেমগণের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধেয়জন ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বাকির যেখানে ইমাম আবু হানিফার সাথে আলোচনার পর তার বিচক্ষণতা ও ফিক্বহী সমঝ দেখে আলিঙ্গন করলেন, কপালে চুমু খেলেন, অথচ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, তার মাসআলার সাথে বৈসাদৃশ্যের কারণে সহীহ্ আল বুখারীতে ইমাম আযমের নামটি উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করলেন, যেখানেই ইমাম আযমের প্রসঙ্গ এসেছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন এ কথা না বলে, বলেছেন "কেহ কেহ বলেছেন"। আর ইমাম দ্বারাকুৎনী এসে তো ইমাম আবু হানিফাকে দ্বঈফই বলে ফেললেন যার ফলে পরবর্তীতে একই ধারায় বাহিত তাদের অনুসরণকারীগণ কোন তাহক্বীক না করে একই মত পোষণ করতে লাগলেন من كان له إمام হাদীসটি দ্বঈফ, দলিলযোগ্য নয়।

ইতিপূর্বে আলোচীত مالى أنازع القرآن হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের পিছনে জাহ্রী সালাতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ। এ মত পোষণকারী ইমামগণ হলেন, ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইমাম ইবনু শিহাব আল যুহ্রী, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম কাতাদা, ইমাম মালিক ও তার ছাত্রগণ, ইমাম শাফেঈ এর জাদীদ তথা নতুন মত, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক,ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম দাউদ বিন আলী, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যাহ, শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি, প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহগণ।

যে সমস্ত সালাতে ইমাম আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়েন মুক্তাদির জন্য ঐ সমস্ত সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া রহিত হয়ে গেছে বলে অধিকাংশ ইমামগণ মত প্রকাশ করেছেন। ইনাদের দলিল হলো- مالى أنازع القرآن "তোমাদের মধ্যে কে আমার ক্বিরাআতকে টেনে ধরসে" এ ধরনের উক্তি দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ

পায়, তাই সাহাবিগণ এরপর থেকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায়ের সময় সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। উপরোক্ত ইমামগণ مالى أنازع القرآن হাদীস এর উপর ভিত্তি করে স্পষ্টভাবে বলেছেন, জাহ্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ, কেননা ইমামের পিছনে জাহ্‌রী সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া অকাট্য ও স্পষ্ট দলিলের খিলাফ আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম। যা সূরা আরাফ এর ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু পরিস্কার ভাবে ইরশাদ করেন, واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا "যখন কুরআন পড়া হয় তোমরা তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুন ও চুপ থাক"। এবং সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, واذا قراء فأنصتوا "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা চুপ থাক।" আল-কুরআনের উক্ত নির্দেশ এবং হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত দুটি হাদীস দ্বারা لا صلاة الا بفاتحة الكتاب "সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হবে না।"এ হুকুম হতে, "ইমামের জাহ্‌রী সালাতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ" গ্রহণ করেছেন। তাই উপরোক্ত ইমামগণসহ অধিকাংশ ইমামগণের মতে, ইমাম যখন আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদি চুপ থাকবে, সূরা ফাতিহা পড়বে না। কিন্তু যে সমস্ত সালাতে ইমাম নিচু আওয়াজে যেমন যোহর, আসর এর সালাত আদায় করবেন তখন মুক্তাদিগণ চুপ না থেকে সূরা ফাতিহা পড়ে নিবেন। এ মত পোষনকারী ইমামগণের মতে مالى أنازع القرآن এ হাদীস দ্বারা জাহ্‌রী সালাতে মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

অন্য দিকে যারা জাহ্‌রী ও সির্‌রী সর্ব প্রকার সালাতেই ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ বলেন, ইনারা হলেন সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, যায়দ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুম। তাবেঈগণের মধ্যে ইমাম ইব্রাহিম আননাখঈ, হাম্মাদ বিন সুলায়মান, ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রগণ, ইমাম সুফিয়ান আস্‌সাওরী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহুগণ। এ মত পোষনকারীগণ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত এ

من كان له إمام فقراة الإمام له قراة হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। من كان له امام "যার ইমাম আছে" এ হাদীসে ইমামকে মূল ধরা হয়েছে, এখানে জাহ্‌রী ও সির্‌রী সালাতের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নাই। যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে, ইমাম তার ক্বিরাআতের যিম্মাদার হয়ে যাবে, এ হাদীসের উপর আমল করার দ্বারা হানাফীগণই কেবলমাত্র এ সম্পর্কীত সমস্ত হাদীসের উপর সমন্বয় সাধন করে হাদীস গুলোর আমল জারি রেখেছেন।

“ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত” হাদীসটি কি দ্বঈফ?

অনেকে পরিপূর্ণ তাহকীক না করে এ হাদীসটিকে দ্বঈফ বা দূর্বল বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য ও তাহকিক সম্মত মত হচ্ছে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এ হাদীসটি একাধারে মুসনাদ, মুত্তাসিল এবং এর প্রত্যেক বর্ণনাকারীই সিক্বাহ। তাই হানাফীগণ এ সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সর্বপ্রকার সালাতেই সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ মনে করেন। কেননা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম من كان له امام “যার ইমাম আছে” এর দ্বারা ইমামকে মানদণ্ড করেছেন। সুতরাং ইমাম ক্বিরাআত জাহ্‌রী পড়ুক অথবা সির্‌রী পড়ুক ইমামের ক্বিরাআত-ই মুক্তাদির ক্বিরাআত। নিম্নে বিস্তারিত ভাবে হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইমাম ত্বাহাবী শরহু মাআ'নিল আসার এর প্রথম খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় আল ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثناعمى عبد الله بن وهب قال اخبرنى الليث بن سعد عن يعقوب عن النعمان وهو ابو حنيفة عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقرأة الإمام له قراءة.

“আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আমাদেরকে বলেন, আমার চাচা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বলেন, লাইস বিন সা'দ আমাকে ইয়াকুব (ইমাম আবু ইউসুফ) হতে তিনি নু'মান (ইমাম আবু হানিফা) হতে, তিনি মুস বিন আবু আয়িশা হতে,

তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার ইমাম আছে ইমাম এর ক্বিরাআত-ই তার ক্বিরাআত।"

এ হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল এবং ইহার প্রত্যেক রাবীই সিক্বাহ সামান্য পরিবর্তনে ইমাম দ্বারাকুৎনী, তার সুনান আদ্ব দ্বারাকুৎনী এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا علی بن عبد الله بن مبشر حدثنا محمد بن حرب الواسطی ، حدثنا إسحاق الأزرق عن ابی حنيفة عن موسى بن أبی عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقرأة الإمام له قراة.

"আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবাশশির আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন হারব আল ওয়াসেত্বী আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, ইসহাক বিন আয্‌রাক আমাদেরকে আবু হানিফা হতে তিনি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে, তিনি সাহাবি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।"

উক্ত হাদীসের দুটি সনদ একই সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত অর্থাৎ জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এবং তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে গ্রহণ করেছেন"।

ইমাম দ্বারাকুৎনী উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, لم يسنده عن ابی عائشة غير أبی حنيفة "মুসা বিন আবু আয়িশা হতে (আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে) এ সনদে হাদীসটি আবু হানিফা ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম দ্বারাকুৎনী আরও বলেন, أبو حنيفة والحسين بن عمارة ضعيفان আবু হানিফা ও হুসাইন বিন উমারাহ্ উভয়েই দ্বঈফ।

ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান দ্বারাকুৎনী এর ২৭১ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তাহলো,

وقال عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر بن عبد الله : أن رجلا قراء خلف النبي صلي الله عليه وسلم في الظهر والعصر فأوما إليه رجل فنهاه فلما إنصرف قال : أتنهاني أن أقراء خلف النبي صلي الله عليه وسلم فتذاكرا ذلك حتي سمع النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من صلي خلف الإمام ، فإن قراءته قراءة.

"আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবু ওয়ালিদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি (একজন সাহাবী) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে যোহর ও আছর এর সালাত আদায় করছিলেন, অন্য একজন তাকে (ইমামের পিছনে) এরূপ করতে (ক্বিরাআত পড়তে) নিষেধ করলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চলে গেলেন, তখন সালাতে ক্বিরাআত পড়া ব্যক্তি বললো, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করছেন ? এরপর উভয়েই তর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আলোচনা শুনতে পেলেন, তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"।

এ হাদীস উল্লেখ করার পর ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেন, ابو الوليد هذا مجهول ولم يذكر في هذا الإسناد جابرا غير أبي حنيفة. رواه يونس بن بكير عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة عن موسي بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم بهذا.

"আবু ওয়ালিদ মজহুল (অপরিচিত) এই ইসনাদে আবু হানিফা ব্যতীত আর কেহ জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নাম উল্লেখ করেননি। এ হাদীসটির পূর্ণ ইসনাদ হলো- ইউনুস বিন বুকাইর, আবু হানিফা ও হাসান বিন উমারাহ হতে, ইনারা দুজন মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন"।

এ হাদীসের ইসনাদ সম্পর্কে ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান দ্বারা কুৎনীর ২৭১ পৃষ্ঠায় আরো বলেন, وروي هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة و إسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسي بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلي الله عليه وسلم.

"এবং এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী, শোবাহ, ইসরাইল বিন ইউনুস, শারীক, আবু খালিদ আদ দাল্লানী, আবুল আহ্ওয়াস, সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও জরীর বিন আব্দুল হামিদ প্রমুখ ইমামগণ মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুরসাল হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন আর এই ইস্নাদটিই ঠিক"।

ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান এর ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করার পর নিম্নোক্ত অভিযোগগুলো বের করে উক্ত হাদীসটি দ্বঈফ তথা দূর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

১। لم يسنده عن موسي بن أبي عائشة غير أبي حنيفة "আবু হানিফা ব্যতীত আর কেহ মুসা বিন আবু আয়িশা হতে মুসনাদ বা মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন নি।"

২। أبو حنيفة والحسن بن عمارة ضعيفان "আবু হানিফা ও হাসান বিন উমারাহ উভয়েই দ্বঈফ (দূর্বল)।

৩। أبو الوليد هذا مجهول এই বর্ণনায় আবু ওয়ালিদ মজহুল অর্থাৎ অপরিচিত। তাকে কেউ চিনে না তাই ইহা দ্বঈফ।

৪। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শারীক, ইমাম শোবাহ, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ্ প্রমুখ মুসা বিন আবু আয়িশা হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন ইনাদের কেহই জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নাম উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করেননি,এই ইস্নাদের সকলেই সিক্বাহ। তবে এ ইস্নাদটি মুরসাল হওয়ার কারণে দ্বঈফ। এ কারনে হাদীসটি দলিলযোগ্য নয়।

ইমাম দ্বারাকুৎনীর উপরোক্ত অভিযোগের জওয়াব।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সুখ্যাতি হাদীসের মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে তার দূরদৃষ্টিতা ও কুরআন-সুন্নাহ হতে মাসআলা গ্রহণে তার অনন্য বিচক্ষণতাকে অনেকেই তাদের হীনম্মন্যতার কারণে গ্রহণ করতে পারে নাই। এ ব্যাপারে দুই শ্রেণীর লোক ইমামের বিরুদ্ধে আঘাত করেছে-

১) হিংসাকারীগণ,

২) নির্বোধ জাহিল।

এ প্রসঙ্গে ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী তার তাহযীবুত্ তাহযীব কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম হাফিজ জামালুদ্দিন আল মিয্যী তার তাহযীবুল কামাল কিতাবের ২৯ খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أبو داوُد عن نصر بن علي : سمعت إبن داوُد يعني الخريبي يقول : الناس في أبي حنيفة حاسد وجاهل.

"আবু দাউদ বলেন, নসর বিন আলী বলেছেন, আমি খারিবী বিন দাউদ হতে শুনেছি তিনি বলেন,দুই শ্রেণীর লোক ইমাম আবু হানিফার বিরোধিতা করে থাকে। ১) হিংসাকারী। ২) নির্বোধ জাহিল।

ইমাম মুহাদ্দিস, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ফক্বীহ আবু আবুদুল্লাহ হুসাইন বিন আলী আস সাবিমারী (ইনি ইমাম দ্বারা কুৎনীর সমসাময়িক ছিলেন) তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু' কিতাবের ৬৪ পৃষ্ঠায় বলেন, أخبرنا عبد الله بن محمد الحلواني قال : ثنا مكرم قال ثنا أحمد قال ثنا ثابت بن محمد الزاهر يقول سمعت مسعرا يقول ما أحسد بالكوفة إلا رجلين أبا حنيفة لفقهه والأسد بن صالح لزهده.

"আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল হালওয়ানী আমাদেরকে বলেন, মুকাররাম আমাদেরকে বলেন, আহমাদ আমাদেরকে বলেছেন, সাবিত বিন মুহাম্মাদ আল জাহির বলেন, আমি মিসআ'র কে বলতে শুনেছি কুফাতে দু'জন লোককে কেহ কেহ হিংসা করতো

১। ইমাম আবু হানিফাকে ফিক্বাহ শাস্ত্রে,

২। হাসান বিন ছালেহ্কে যুহদের ক্ষেত্রে।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইমাম দ্বারাকুৎনী কী তাহলে উক্ত জাহিল ও হিংসাকারীদের থেকে বিনা তাহকীকে ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে তথ্য গ্রহণ করে বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন এবং দ্বঈফ বলেছেন ? প্রকারান্তরে কারণ দুটির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন! তিনি তো ইমাম আযমের যামানায় ছিলেন না, তারও দুইশত বছর পর দুনিয়াতে তার ইলমের বিকাশ ঘটে। ইমাম আযম সম্পর্কে তিনি যে তথ্য পেয়েছেন, তা কী হিংসুক ও নির্বোধ জাহিলদের সরবরাহকৃত বা ছড়িয়ে দেয়া মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য ? যা তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফার প্রতি দোষারোপ করেছেন। ইমাম আযমের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة এ সহীহ হাদীসটিকে দ্বঈফ বানানোর যত গুলো পথ ছিলো সবগুলো পথেই ভিত্তিহীন তথ্য ছড়িয়েছেন, এটা তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে করেছেন নাকি অনিচ্ছাকৃত ভাবে তা তিনিই জানেন তবে যারাই বিকৃত তথ্য অনুসারে এ হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেছেন তারা যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع "কারো মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা-শুনে (তাহকীক না করে) তা-ই বলে"। এ হাদীসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবেন।

একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, ব্যক্তি অনুযায়ী ইসলামী শরীয়তকে বিচার করা হবে না, বরং ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিকে বিচার করতে হবে। এ মূলনীতি যে বা যারা মূল্যবান মনে করবে বা খেয়াল রাখবে তাদের দ্বারা ইসলাম বিকৃত হবে না এবং কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা হবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে, একটি শ্রেণী বলে থাকে আমরা হাদীস নয় বরং ইমাম

আবু হানিফার মতানুযায়ী আমল করে থাকি তাই আমরা হানাফী, এ মত যারা পোষণ করেন তারা হানাফী মাযহাব সর্ম্পকে জানেন না বিধায় এ ধরনের অমূলক মন্তব্য করে থাকেন। এ লোকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি হানাফী ফিক্বহের কিতাব সমূহ পড়ার। মাবসুত-ইমাম মুহাম্মাদ, মাবসূত-সারাখসি, আল মুহিত আল বুরহানি, আল হিদায়া, ফাতাওয়া আলমগিরি ইত্যাদি কিতাব সমূহ পড়লে বুঝতে পারবেন অনেক মাসআলাতেই ইমাম আবু হানিফার মতকে গ্রহণ করা হয় নাই, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এর মত অনুযায়ী ফাতাওয়া গৃহিত হয়েছে। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে হাদীস গ্রহণে আমরা ইমাম আযম আবু হানিফার প্রদর্শিত নীতিকে গ্রহণ করেছি, আর তা হলো প্রতিটি বিষয়ে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ আমল সম্পর্কীত হাদীস। ইমাম আবু হানিফা এ শেষ আমল সম্পর্কীত হাদীসকে মাসআলা নিরুপণের ভিত্তি বানিয়েছেন। এ অর্থেই আমরা হানাফী, এ বইটি পড়লেই উক্ত কথার সত্যতা পাওয়া যাবে।

এখন দেখা যাক ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান দ্বারাকুৎনীতে من كان له إمام হাদীসটি উল্লেখ করে, ইহাকে দ্বঈফ বানাতে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন, সত্যের মানদন্ডে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে কী না?

প্রথম অভিযোগের জওয়াব

ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেছেন, আবু হানিফা ব্যতীত মুসা বিন আবু আয়িশা হতে من كان له إمام হাদীসটি আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। তার এ দাবি সঠিক নয়। পরিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ তথ্য সংগ্রহ না করেই তিনি এ মন্তব্য করেছেন। ধারণার উপর ভিত্তি করেই একটি সহীহ্ হাদীসের বিপক্ষে কলম ধরেছেন, এই ভিত্তিহীন কথাকেই পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক আলেম পথ হারা হয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাইয়েছেন, অর্থাৎ একটি সহীহ হাদীসকে বিনা তাহকীকে দ্বঈফ বানিয়েছেন।

ইমাম দ্বারাকুৎনীর কথাটি যে, ভিত্তিহীন ও কল্পনা প্রসূত, নিম্নের ইসনাদের বর্ণিত হাদীসটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইমাম হাফিজ শিহাবুদ্দিন আহমাদ আবু বকর বিন ইসমাইল আল বুছিরী তার কিতাবু ইহ্তাফিল খাইরাতিল মাহ্রাহ এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أحمد بن منيع : أبنا إسحاق ثنا الأرزق ثنا سفيان وشريك عن موسي بن أبي عائشة عن عبد الله شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

"আহমাদ বিন মুনী বলেন, ইসহাক আল আয্‌রাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও শারীক উভয়েই মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।

ইমাম বুছিরী তার কিতাবে আরও উল্লেখ করেন, رواه عبد بن حميد: ثنا أبو نعيم، ثنا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم..... فذكره حديث.

"আবদ বিন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, আবু নাঈম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাসান বিন ছালেহ আবুয যোবায়ের হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে অত:পর উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাফিজ আবু বকর বিন ইসমাইল আল বুছিরী উল্লেখ করে বলেন, قلت : إسناد حديث جابر الأول صحيح علي شرط الشيخين و الثاني علي شرط مسلم.

"আমি বলি, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ, আর দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ"।

ইমাম আবু বকর আল বুছিরী রাহিমাহুল্লাহ এর উক্ত কিতাবে বর্ণিত প্রথম হাদীসটির সনদ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো ইমাম দ্বারাকুৎনীর বক্তব্য لم يسنده عن موسي بن أبي عائشة غير أبي حنيفة.

"মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, হাদীসটি ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত আর কেহ গ্রহণ করেননি" উক্তিটি সঠিক নয়, কেননা মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, من كان

له إمام হাদীসটি ইমাম আবু হানিফা ছাড়া ইমাম শারীক ও ইমাম সুফিয়ান আস সাওরীও গ্রহণ করেছেন। আল ইলমুল জারহী ওয়াত তা'দীলের পরিমাপে ইমাম শারীক ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী সিক্বাহ গুনে গুনান্বিত। তাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো ইমাম দ্বারাকুৎনী من كان له إمام হাদীসটির ব্যাপারে لم يسنده বলে, 'যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সর্বৈব ভিত্তিহীন, অসত্য ও দলিল অযোগ্য।

তাছাড়া ইমাম দ্বারাকুৎনী لم يسنده এই হাদীসকে অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই" বলে এ হাদীসকে দলিলের অযোগ্য করার যে চেষ্টা করেছেন তা ইলমুল হাদীসের নীতিমালার সম্পূর্ণ খিলাফ। কেননা কোন সনদে একক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের হুকুমের গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়টি মুত্বলাক নয় (শর্তহীন) বরং মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত)। কোন হাদীসের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কোন স্তরে যদি একজন রাবী পাওয়া যায়, তাহলেও ঐ সনদ যুক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো এক্ষেত্রে হাদীস বিশারদ (نقاد الحديث) গণ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন, এ ব্যাপারে নিম্নে বিষদভাবে আলোচনা করা হলো–

আল্লামা আবুল হাসান মুস্তাফা বিন ইসমাইল তার "শিফাউল আ'লীল বিল আলফাজি ওয়া কাওয়ায়িদীল জারহী ওয়াত তা'দীল কিতাবের ৩৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قولهم: "فلان لا يتابع علي حديثه". هذا معناه أن الراوي يأتي بغرائب وافراد لا يأتي بها غيره ومثل هذا يدل علي أنه قليل الضبط ، وهذه الألفاظ لا تنافي الثقة لأن الثقة الضابطة لحديثه لا يلزمه ان يتابع علي كل حديثه، وقد ذكر العقيلي ثلاثة أحاديث غريبة لثابت بن عجلان الأنصاري السلمي وقال : لا يتابع في حديثه..."فتعقبه ابن القطان وقال : ان هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة وأما من وثق فانفراد لا يضره.

"তাদের বক্তব্য অমুক রাবীর সাথে অন্য কোন বর্ণনাকারী নেই।"এ কথার অর্থ হলো রাবী কোন হাদীস তার উস্তাদ হতে একাই বর্ণনা করেছেন, অন্য কোন বর্ণনাকারী এ হাদীসটি এ উস্তাদ হতে বর্ণনা করেননি। এধরনের বর্ণনা হতে মনে করা হয় একাকী বর্ণনাকারীর ضبط শক্তি কম।" কারো সাথে অন্য কোন বর্ণনাকারী নেই" এ ধরনের শব্দ বা বাক্য দ্বারা কখনই কোন রাবীর সিক্বাহ্র ক্ষেত্রে কম হওয়া বুঝায় না। প্রভাব ফেলে না। কেননা কোন হাদীসের কোন

সহীহ তার কয়েকটি কারণ–

১। ইমাম আবু হানিফা নিজে সিক্বাহ্।

২। মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফা ছাড়াও ইমাম শারীক ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইনারা সকলেই সিক্বাহ্।

৩। কোন সিক্বাহ্ রাবী উক্ত হাদীসের বিপক্ষে বর্ণনা করেননি, এ সমস্ত উপকরণ হতে যেহেতু من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة হাদীসটি মুক্ত, তাই ইবনু হাযার আসকালানির মতেই হাদীসটি অকাট্যভাবে সহীহ্।

এ ছাড়াও ইমাম ইবনুস সালাহ এর উলুমুল হাদীস লি ইবনিস সালাহ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ومذهب جمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه "الخطيب ابو بكر" ان الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها.

"অধিকাংশ হাদীস বিশারদ ও ফক্বীহ্গণের মত হচ্ছে, কোন সিক্বাহ্ বর্ণনাকারী যদি অতিরিক্ত শব্দ সংবলিত হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে উহা গ্রহণযোগ্য। অনুরুপভাবে খত্বীব আবু বকর বাগদাদীও একই মত পোষণ করেছেন।"

কোন সনদে কোন বর্ণনাকারী হতে যদি একজন মাত্র রাবী হাদীস গ্রহণ করে থাকে তাহলে ইহা দলিল হিসেবে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় এর তিনটি অবস্থা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উলুমুল হাদীস লি ইবনিস সালাহ কিতাবের ১০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে– وقد رأيت تقسيم ما يتفرد به الثقة إلي ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يقع مخالفا منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ .

الثاني : ان لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة اصلا؛ فهذا مقبول. وقد إدعي الخطيب فيه إتفاق العلماء عليه.

الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين ؛ مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.

"একক সিকাহ রাবীগণের ক্ষেত্রে তিন প্রকার বর্ণনাকারী দেখতে পেয়েছি:

রাবীর সিক্বাহ্ হওয়া অর্থ এ নয় যে, তার বর্ণনার সাথে অন্য কোন বর্ণনাকারী আবশ্যক। ইমাম উকাইলী,সাবিত বিন আযলান আল আনসারী আসসুলমা হতে বর্ণিত তিনটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, সাবিত বিন আযলান এর সাথে অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেননি। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান বলেন, উস্তাদ হতে একাকী বর্ণনার ক্ষেত্রে তখনই দোষান্বিত হবে যখন উক্ত রাবীর সিক্বাহ্ হওয়া প্রমাণিত না হবে। আর যদি একাকী বর্ণনাকারী সিক্বাহ্ ও মশহুর হন, তাহলে সনদের কোন ক্ষতি হবে না। অর্থাৎ সনদটি গ্রহণযোগ্য ও হাদীসটি সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হবে"।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান এর বক্তব্য হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো,ইমাম দ্বারাকুৎনী মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফার একা বর্ণনার কারনে হাদীসটি দ্বঈফ হওয়ার যে ত্রুটি উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়, এ মতকে যারা গ্রহণ করেছেন তারাও ভুলে নিপতিত। কেননা ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে দ্বারাকুৎনীর বক্তব্য শুধু সত্য বিবর্জিতই নয় বরং বিভ্রান্তিমূলক।

হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী তার তাহযীবুত্ তাহযীব কিতাবে উল্লেখ করেছেন, وصدق فان مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات لا غير فيكون حديثه حينئذ شاذا والله أعلم.

"ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান সত্য কথাই বলেছেন, একক সিক্বাহ্ রাবীর বর্ণনা যুক্ত হাদীস গ্রহণে কোন সমস্যা নেই, তবে যদি অন্যান্য সিক্বাহ্ রাবীগণ এর বিপরীত বর্ণনা করেন, তাহলে একাকী বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে। তখন হাদীসটি শায (বিরল) হবে। আল্লাহ তায়ালাই সর্বোজ্ঞ"।

ইবনু হাযার আসকালানী ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান এর বক্তব্যকে পূরোপূরি ভাবে সমর্থন করে সাথে আরও কিছু শর্ত যুক্ত করেছেন, তাহলো উক্ত একক রাবীর বর্ণনার বিপক্ষে যদি অন্য কোন সিক্বাহ রাবীর বর্ণনা পাওয়া যায় তাহলে একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া বা উহাকে দলিলযোগ্য মনে করা জায়েয নেই।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী এর বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক বর্ণিত من كان له إمام হাদীসটি যে

১। কোন উস্তাদ হতে তার অন্যান্য সমস্ত সিক্বাহ ছাত্রগণ এর বিপরীত যদি একজন মাত্র বর্ণনাকারী ছাত্র অন্যান্য সকলের খিলাফ বর্ণনা করেন, তাহলে একজনের বর্ণিত হাদীসের হুকুম পরিত্যাজ্য।

২। বর্ণনাটি এমন যে, এর কোন বিপরীত বা তার খিলাফ কোন বর্ণনা কারী নেই যে ব্যাপারে অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য যারা ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, একক বর্ণনাকৃত রাবীর বর্ণনার সাথে কোন বৈপরীত্য নেই, তাহলে এধরনের একক বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য, এক্ষেত্রেই ইমাম খত্বীব বাগদাদী আলেমগনের মধ্যে ঐকমত্য পেয়েছেন।

৩। তৃতীয় যে অবস্থাটি হতে পারে তাহলো উক্ত দুটি প্রকারের মাঝামাঝি, যেমন- হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ যোগ, ইহাতে অন্যান্যগণ ঐ শব্দ উল্লেখ করেননি।

অনুরুপ ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানী তার আল ইফসাহ বি-তাকমিণিন নুকাত আলা ইবনিস সালাহ কিতাবে একই মত পোষণ করেছেন।

উক্ত তিনটি প্রকার অনুসারেই দেখা যায় ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনানে, মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতার অভিযোগ তুলেছেন তা সঠিক নয়। কেননা উপরোক্ত প্রথম কারণটির কোন লক্ষণ ইমাম আযম আবু হানিফার মধ্যে নেই, কারণ মুসা বিন আবু আয়িশা হতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনাকৃত হাদীসটি শুধু ইমাম আবু হানিফাই উল্লেখ করেননি, বরং তার সাথে ইমাম শারীক এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুমাল্লাহ একই ভাবে মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে মুসা বিন আবু আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ্ হতে হাদীসটি ইমাম আবু হানিফা যে শব্দে ও বাক্যে বর্ণনা করেছেন, একইভাবে ইমাম সুফিয়ান সাওরি এবং শারীক বিন আব্দুল্লাহও বর্ণনা করেছেন উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন তারতম্য নাই। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরিত্য না থাকার কারনে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বর্ণীত হাদীসটি সহীহ।

উপরোক্ত শর্তানুসারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শারিক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুমুল্লাহ্‌র মত ফক্বীহ্ হাদীস বর্ণনাকারী মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. "যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।

এ পূর্ণাঙ্গ (মুত্তাসিল,মারফু ও মুসনাদ) সন্দেহাতীত সনদ থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ইমাম দ্বারাকুৎনী উক্ত সনদটিকে দ্বঈফ তথা দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করলেন, এবং ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী নিজেও জানেন যে, কিছু সংখ্যক হিংসুক ও নির্বোধ জাহিল ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে তাদের বিষোদগার উদগিরণ করেছে, তারপরও কোন তাহকীক ছাড়া কী করে ইমাম দ্বারাকুৎনীর মতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না।

কিন্তু লিখক কর্তৃক এ অবগুণ্ঠন উম্মোচীত হওয়ার পরও যদি কেহ বর্তমান যামানায় ইমাম দ্বারাকুৎনীর মতকে গ্রহণ করে যা ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতহু বারী কিতাবে উল্লেখ করেছেন, "ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির কিরাআত" এ হাদীসটি দ্বঈফ বলেন এবং এ হাদীসের আমল হতে বিরত থাকেন, তাহলে তা হবে তাদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু হক্ব প্রকাশ হওয়ার পরও কেহ যদি অসত্যের উপর স্থির থাকে, কোন হাদীস সহীহ প্রমাণ হওয়ার পরও যদি, কেহ কোন অসত্যে বিভোর হয়ে এবং স্বীয় মতের বিপক্ষে যওয়ার কারণে উক্ত হাদীসকে দ্বঈফ বলে প্রচার করে, তাহলে এ কার্য ভ্রান্তের আওতাভূক্ত হবে নাকি হিদায়াতের !!! এর ফয়সালা তাদের উপরই রইল।

অতএব কোন হাদীসকে দ্বঈফ বলতে হলে, প্রত্যেক আলেমরই উচিত পরিপূর্ণভাবে তাহকীক করে নেয়া। কাওমী বা মাযহাবী অন্ধত্বে বিভোর হয়ে বিরোধিতা করতে গিয়ে হাদীসকেই অস্বীকার করা হচ্ছে তা কি একবারও এ সমস্ত লোক গুলো ভেবে দেখেছে?

আল্লাহ তায়ালাই সমস্ত হিদায়াতের মালিক, যাকে ইচ্ছা দ্বীন বুঝার সঠিক জ্ঞান দান করেন, তাঁর নিকটই সমস্ত আশ্রয়।

দ্বিতীয় অভিযোগের জওয়াব

দ্বিতীয় যে অভিযোগটি ইমাম দ্বারাকুৎনী- ইমাম আবু হানিফার প্রতি করেছেন, তা খুবই গর্হিত এবং ধারনা প্রসূত। এ ক্ষেত্রে ইমাম দ্বারাকুৎনী, ইনসাফের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কুৎসাকারী ও হিংসুকদের কিছু অনৈতিক, ভিত্তিহীন ও সত্য বিবর্জিত এবং মুহাক্কিক ইমামগণ কর্তৃক সমর্থিত নয়, এমন হীন বক্তব্যকে ইমাম আযমের হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান ও আকলের বিপক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সত্য কখনও মিথ্যার দ্বারা সমাহিত হয় না, আর মিথ্যা কখনও সত্যকে চেপে রাখতে পারে না। এ কারণে ইমাম দ্বারাকুৎনী ইমাম আযমের প্রতি হাদীসে দুর্বলতার তকমা লাগিয়ে দুটি ভুল করেছেন,এবং নিজের ইনসাফের সমিকরণকে সমান্তরাল রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভুল দু'টি হলো–

এক: ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা হাদীস বর্ণনায় দ্বঈফ। এটা একটা মুবহাম (مبهم) অস্পষ্ট শব্দ। কেন দ্বঈফ, কী কারণে দ্বঈফ? তার কোন বিশ্লেষণ করেননি, প্রমাণ দেননি। ইমাম দ্বারাকুৎনী ইমাম আযমের মৃত্যুরও একশত পঞ্চান্ন (১৫৫) বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন,(৩০৫-৩৮৫) এত বছর পরে এসে সমালোচনা করলেন অথচ ইমাম আযমের সমসাময়িক কোন ইমামের বক্তব্যকে তার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারেননি, যিনি তাকে ضعيف বলেছেন। তিনি এটা বলতে পারেননি বা বলেননি যে, আমি অমুক হতে শুনেছি সে অমুক হতে বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এ কারণে দ্বঈফ। ইসনাদের ক্ষেত্রে রাবী পরম্পরায় সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মত ব্যতীত, বিচ্ছিন্ন ও নৈতিক স্খলনজনিত ব্যক্তিদের বক্তব্য কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। তার যুগের ইমাম আত্বা বিন আবি রাবাহ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ যেখানে ইমাম আযমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, সেখানে ইমাম দ্বারাকুৎনী অকথনীয়

বক্তব্য গ্রহণ করে হীন প্রাণ লোকদের হিংসার প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে ইমাম আযমের প্রতি দোষারোপ কারীদের নির্লজ্জ দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

দুই: ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেছেন أبو حنيفة وحسن بن عمارة ضعيفان "ইমাম আবু হানিফা ও হুসাইন বিন উমারা উভয়েই দ্বঈফ।

হুসাইন বিন উমারাহ দ্বঈফ এটা প্রামাণ্য, কিন্তু হুসাইন বিন উমারার কারণে ইমাম আযমের বর্ণনাকেও বাদ দিতে হবে তা ইসলামী শরীয়াতের কোথায় আছে?

ফক্বীহ নন এমন মুহাদ্দিসের জন্য শুধু হাদীসের ইলম দিয়ে সমালোচনা করা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ একজনের অন্যায়ের বোঝা আর একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বিরোধী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা সূরা আনআ'ম এর ১৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, ولا تزر وازرة وزر أخري. "আর কেহ অন্য কারো (কৃতকর্মের) ভার বহন করবে না"। এ আয়াতে وزر এর অর্থ হলো বোঝা বহন করা। তার ইমাম মাওয়ার্দী বলেন الوزر শব্দটির দুটি দিক আছে। প্রথমটি হলো الثقل বোঝা এর থেকেই উজিরকে (মন্ত্রীকে) وزير বলা হয় এজন্য যে, বাদশাহকে দেশ চালনায় তার মাথার চিন্তার বোঝা উজির وزير বহন করে। দ্বিতীয়টি হলো ملجأ আশ্রয় নেওয়া। এ কারণেই বাদশাহর মন্ত্রীকে উজির বলা হয়। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন বিষয়ে বাদশাহ উজিরের আশ্রয় নেয়। কিন্তু এখানে প্রথম অর্থটিই গ্রহণীয়। ইমাম ইবনু কাসীর তাফসীর ইবনু কাসীর এর তৃতীয় খণ্ডের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন, لا يحمل من خطيئة أحد علي أحد وهذا من عدله تعالي." "কেহ কারো ভুলের বোঝা বহন করবে না, আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইনছাফ"।

ইমাম ইবনু কাসীর আরও বলেন, قال علماء التفسير اي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. তাফসীর এর আলেমগণ বলেন, অন্যের পাপের (সেটা যে ধরনেরই হোক না কেন?) বোঝা, কোন লোককে বহন করতে বলে, জুলুম করা হবে না, এবং নেক আমল হতে কমিয়েও জুলুম করা হবে না।"ষরযন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা" কিতাবে ইমাম আবু হানিফার সিক্বাহ হওয়ার স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ইমাম

আবু হানিফা সিক্বাহ তাই হাদীসটি সহীহ। ইমাম দ্বারাকুৎনী মুসা বিন আবু আয়িশার ছাত্রদের মধ্যে খোঁজে শুধু হাসান বিন উমারাকে পেলেন, এবং এ কারণে হাদীসটিকে দ্বঈফ বলে ফেললেন (যদি ও হাসান বিন উমারার দ্বঈফ এর কারণে হাদীসটি সহীহ না হওয়ার প্রভাব পরবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন, একজনের কারণে আর একজনকে পাকরাও করা হবে না। যা আল্লাহ তায়ালার বিধান) অথচ ইমাম শারীক ও সুফিয়ান আসসাওরীও হাদীসটি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম দ্বারাকুৎনী, হাসান বিন উমারাহকে পেলেন আর ইমাম শারীক বিন আব্দুল্লাহ ও সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহর কোন সন্ধানই পেলেন না, আশ্চর্যের বিষয়ই বটে।

তাদের মনে কি একবারও উদয় হলো না, ইমাম আযম কে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে দ্বঈফ বানাতে গিয়ে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসকেই দ্বঈফ তথা অস্বীকার করা হচ্ছে ? তার সামনে এ তথ্যটি কী ছিলনা যে, এ হাদীসের উপর হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, যায়েদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুম প্রমুখ ফক্বীহ সাহাবিগণের আমল ছিল? একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি যে, অনেক মুহাদ্দিসই কোন হাদীসের ক্ষেত্রে যদি একাধিক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেন এদের মধ্যে একজন যদি দ্বঈফ রাবী থাকে তাহলে ঐ একজনের কারণে আরো পাঁচজন সিক্বাহ রাবীর বর্ণনাকে তারা দ্বঈফ বলে ফেলেন। যেমন উল্লিখিত من كان له إمام হাদীসটি। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত। ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম শারীক বর্ণনা করেছেন। ইনাদের প্রত্যেকেই সিক্বাহ, এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অকাট্যভাবে সহীহ প্রমাণিত। তথাপি হুসাইন বিন উমারার কারণে ইমাম দ্বারাকুৎনী এবং তৎপরবর্তীতে কেহ কেহ এ হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেছেন।

অন্য একটি সূত্রে হাসান বিন ছালেহ ইমাম আবুয যোবায়ের হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসটি মুত্তাসিল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও জাবির জুফঈ এর কারণে হাদীসটিকে দ্বঈফ এবং পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন অবস্থা দৃষ্টি মনে হয় হাদীসকে দ্বঈফ বানানোই তাদের কাজ।

ইমাম দ্বারাকুৎনী, ইমাম ইবনু হাযার আলকালানী, আল্লামা শাওকানী, শামসুল হক আযীমাবাদী (ইনি তোহফাতুল আহওয়াজী শরহু তিরমিযী এর লিখক)এবং বর্তমানে যারা আহলুল হাদীস, তথা সালাফী নাম ধারন করে আছেন তাদের কাছে একটি প্রশ্ন ? উক্ত হাদীসটি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম শারীক বর্ণনা করেছেন ইনারা সকলেই সিক্বাহ ও সত্যবাদী তাকওয়া পরহেজগারী সর্বদিক থেকেই প্রশ্নাতীত। ইনাদের সকলকেই কি হাসান বিন উমারাহ এর কারণে মিথ্যায় পর্যবসিত করা হবে ? একজন মিথ্যাবাদীর সংবাদ যদি তিন জন সত্যবাদীর সংবাদের সাথে মিলে যায় তখন একজন মিথ্যাবাদী অনুযায়ী তিনজনের সংবাদ কি মিথ্যা হবে ? না কি তিনজন সত্যবাদীর সাথে একজন মিথ্যাবাদীর সংবাদ এক হওয়ার কারণে, যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু সত্যবাদীগণের সাথে তার সংবাদটি এক হওয়ার কারণে তার এ সংবাদটি সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া হবে ? ফিকির করুন হে-আল্লাহ্ তায়া'লার বান্দাগণ, প্রত্যেকেই যার যার ইলম ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, সুতরাং সাবধান!

হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে যদি এমন রাবী পাওয়া যায় যে, সত্যবাদী ও সিক্বাহ রাবীর সাথে দ্বঈফ রাবীর বর্ণনা মিলে যায়, তাহলে তখন তার ঐ বর্ণনাটি দ্বঈফ থাকে না বরং তা সহীহ হিসেবেই গণ্য হবে। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি তার ইরওয়া উল গালীল কিতাবে এ মতকেই সমর্থন করেছেন। সুতরাং যারা হাসান বিন উমারার কারণে উক্ত হাদীসকে দ্বঈফ বানাতে সচেষ্ট হবেন তাহলে তারা হাদীস অস্বীকারকারী হিসেবেই পরিগণিত হবেন।

তৃতীয় অভিযোগের জওয়াব

ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান দ্বারাকুৎনীর "ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত" অধ্যায়ের ৪নং হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, وقال عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر "আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, আবু ওয়ালিদ হতে তিনি জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে" এখানে ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেন, ابو الوليد هذا مجهول এ হাদীসের সনদে আবুল ওয়ালিদ নামে যে বর্ণনাকারী আছে সে

مجهول (অপরিচিত) এ ধরনের অপরিচিত রাবীর বর্ণিত হাদীস দ্বঈফ। এখানেও ইমাম দ্বারাকুৎনীর দাবি সঠিক নয় বা তিনি এ ব্যাপারে জানেন না। পরিপূর্ণ তাহকীক ব্যতীত ইসলামী শরীয়াত তথা আল কুরআন ও আল সুন্নাহর কোন বিষয়েই মন্তব্য করা উচিত নয়। বিশেষ করে বিষয়টি যদি হাদীসের সহীহ-দ্বঈফ সংক্রান্ত হয়, এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেও বলেছি। কিন্তু ইমাম দ্বারাকুৎনী পূর্বের ন্যায় এখানেও ভুল করেছেন, তার এ ভুলটির ব্যাপারে ইমাম বায়হাক্বী তার মারিফাতুস সুনান কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আবুল ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ এরই কুনিয়াৎ নাম। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الفضيل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن أبي الحسن موسي بن أبي عائشة عن أبي الوليد وهو عبد الله بن شداد، عن جابر رضي الله عنه قال :"إنصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر.

"আবু আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেন, বকর বিন মুহাম্মাদ বিন হামদান আল ছাইমারী আমাদেরকে বলেন, আব্দুছ ছামাদ বিন আব্দুল ফুদাইল আমাদেরকে বলেন, মক্কী বিন ইব্রাহীম (ইনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ) আমাদেরকে ইমাম আবু হানিফা হতে তিনি আবুল হাসান মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আবুল ওয়ালিদ হতে, আর ইনিই আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যোহর ও আসরের সালাত শেষ করলেন।

ইমাম বায়হাকীর উল্লিখিত হাদীসটির সনদে দেখা যায় আবুল ওয়ালিদ আর আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ একই ব্যক্তি। কোন হিংসুক হয়তোবা দ্বারাকুৎনী উল্লিখিত হাদীসের সনদটিতে أبو الوليد عبد الله بن شداد এর মাঝখানে عن হরফটি সংযোগ করে দিয়েছে। ফলে সনদটি عبد الله بن شداد عن أبي الوليد হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম দ্বারাকুৎনীর তো উচিত ছিল এ ব্যাপারে তাহকীক করা, তার ভাবা উচিত ছিলো। من كان له إمام হাদীসটি যত গুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কোথাও عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر "আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবুল

ওয়ালিদ হতে তিনি জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে এভাবে বর্ণনা নেই। বরং প্রতিটি সূত্রেই আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আবুল ওয়ালিদ যে স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ তা ইমাম দ্বারাকুৎনীর বুঝা উচিত ছিলো। তারপরেও ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাকে আল্লাহ্ তায়া'লা উত্তম প্রতিদান দিন, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্র প্রতি যে জুলুম করা হয়েছে তা থেকে তাকে মুক্ত করতে পেরেছেন, অন্যথায় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস আমলহীন হয়ে যেত।

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন, عبد الله شداد إبن الهاد الليثي الفقيه ابو الوليد المدني ثم الكوفي. "আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন হাদ আল লাইসী ফক্বীহ ছিলেন, তিনিই আবুল ওয়ালিদ মাদানী অতঃপর কুফা চলে যান এবং যেখানে বাকী জিন্দেগী অতিবাহিত করেন"।

ইমাম দ্বারা কুৎনীর من كان له إمام হাদীসটিকে দ্বঈফ বানানোর তৃতীয় প্রচেষ্টাটিও ভুল প্রমাণিত হলো। কারণ আবুল ওয়ালিদই আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ তাই তিনি অপরিচিত নন বরং সাহাবী ও তাবেঈগণের মাঝে খুবই সুপরিচিত ছিলেন, তার ব্যাপারে রাবী পরিচিতিতে বিস্তারিত জানা যাবে।

চতুর্থ অভিযোগের জওয়াব

ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেন- ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শারীক, ইমাম শোবাহ, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না প্রমুখ আলেমগণ মুসা বিন আবু আয়িশা হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কেহই জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নাম উল্লেখ করেননি। আর এটাই সঠিক ইসনাদ আর এটি মুরসাল হওয়ার কারণে দ্বঈফ।

ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেছেন হাদীসটি ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শারীক, মুসা বিন আবু আয়িশা হতে গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেখানে জাবির

রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর উল্লেখ নেই। কিন্তু এ কথাটিও যে, সম্পূর্ন রূপে ভুল তা প্রথম অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে।

তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম শারীক এর মুকাবিলায় ইমাম শোবাহ্‌র অভিমত শক্তিশালী নয় বরং দুর্বল।

উপরোক্ত আলোচনায় ইমাম দ্বারাকুৎনীর চারটি অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তাই যারা কোন তাহকীক না করে অন্ধভাবে ইমাম দ্বারাকুৎনীর কিতাবের ও মতের দলিল দিয়ে থাকেন, এবং ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী ও দ্বারাকুৎনীর ভাষায় তার ফাতহুল বারী কিতাবে উক্ত উক্তির-আলোকে من كان له إمام হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেছেন তার প্রতিটিই ভুল প্রমাণিত হলো। ইমাম দ্বারাকুৎনী শাফেঈ মাযহাব ভুক্ত ছিলেন, তিনি তার মাযহাবী মাসআলা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ন্যক্কারজনক ভাবে হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে কলম চালিয়েছেন, যা তার মাযহাবের ইমাম কর্তৃক সমর্থিত নহে। ইমাম বুখারী, ইমাম হুমাইদী, ইমাম দ্বারাকুৎনী এবং অন্যান্য যারাই তাদের মতের সমর্থনে হাদীস উল্লেখ ও গ্রহণ করেছেন, আমাদের মতের সমর্থিত হাদীসের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীসগুলোকে আমরা দ্বঈফ বলি না। যদিও তাদেরই প্রদর্শিত পন্থায় হাদীসের সনদকে দ্বঈফ প্রমাণ করা যায়। যেমন لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এ হাদীসটি। ইমাম বুখারী, ইমাম দ্বারাকুৎনী من كان له إمام হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেছেন, কেন বলেছেন ? ইমাম আবু হানিফা তাদের দৃষ্টিতে দ্বঈফ তাই! এবং তিনি একাই হাদিসটি তার উস্তাদ আবু মূসা আয়িশা হতে বর্ণনা করেছেন এ কারণে! (যদিও ইহা সঠিক নয়)। من كان له إمام এর দ্বঈফ হওয়া প্রসঙ্গে যে যুক্তি দেখিয়েছেন একই যুক্তি لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসের উপরও বর্তায়, কারণ হাদীসটি মাহমুদ বিন রবী হতে ইমাম যুহ্‌রী ব্যাতীত আর কেহ বর্ণনা করেননি, এবং ইমাম যুহ্‌রী হতে ইমাম ইবনু উয়ায়না গ্রহণ করেছেন, ইমাম সুয়ূতীর মতে তিনি তাদলিসের দোষে অভিযুক্ত, তাহলে দেখা যায় تفرد (একজন মাত্র বর্ণনাকারী) ও تدليس এ দুই কারণে সনদ দ্বঈফ হয়ে যায় তাই উক্ত হাদীসটির সনদ দ্বঈফ। কিন্তু আমরা তা বলিনা। কেননা উসূলুল হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীস বর্ণনাকারী একজন হলেও তার মধ্যে যদি পরিপূর্ণ

সিক্বাহ্ এর গুনাবলি পাওয়া যায় তাহলে ঐ একক (تفرد) বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই, আর ইমাম সুয়ূতি যদিও ইমাম ইবনু উয়ায়নার প্রতি তাদলিস এর তকমা লাগিয়েছেন, আমরা সুযোগ গ্রহণ না করে ইনসাফের সাথে অন্যান্য সমস্ত গুণাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলি এ ধরণের কিছু বিচ্ছিন্ন উক্তি একজন হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনে প্রভাব ফেলে না। তাই আমরা বলি হাদীসটি সহীহ্, কিন্তু উনারা একই কারণে من كان له إمام হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেন যা এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এবার প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন প্রকৃত আহলুল হাদীস কারা আমরা হানাফিগণ নাকি যারা মুখে মুখে আহলুল হাদীস!? দাবি করে তারা। আমরা কখনও কোন সহীহ হাদীসকে দ্বঈফ বানানোর চেষ্টা করি না। সে হাদীসের আমল যদিও অন্য রকম হয়। ইমাম দ্বারাকুৎনী من كان له إمام হাদীসটির সনদটিকে এমনভাবে কাটা-কাটি করেছেন এবং তাকে দূর্বল করতে চেষ্টা করেছেন তাতে তার ইলমের ফিক্বহী গভীরতা ও সুক্ষ্মতা কতটুকু ছিলো তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে! তবে একজন মুহাদ্দিসের হাদীস আলোচনার ইনসাফের সীমা যে তিনি অতিক্রম করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই ভাবে ইমাম বুখারী তার জুয্উল কিরাআতের ২৪ পৃষ্ঠায় ইমামকে রুকুর অবস্থায় পাওয়া গেলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আকলি ও নকলি সর্ব দলিলেই ভুল প্রমাণিত। **শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি তার ইরওয়াউল গালীল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর ভুল মতের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন এবং তার এ ভুল মতকে গ্রহণ না করার জন্য সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন।** এ বিষয়ে আমার এ বইয়ের "ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে দুঃখজনক হলো, শায়খ আলবানির এ সাবধান বানী শুণানোর পরও বর্তমানে কেহ কেহ ইমাম বুখারীর উক্ত মতকে অনুসরণ করে হাদীসের বিপক্ষে আমল করছেন। আর মুখে বলেন আমরা আহলুল হাদীস, হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন মাযহাব মানি না। অথচ এটা সমস্ত ইমামগণের ও হাদীসের বিপরীত, ইমাম বুখারীর মাযহাব।

ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত হাদীসের সনদ দুটির রাবী পরিচিতি।

১। আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবাশশির আলওয়াসেত্বী: আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবাশশির আল ওয়াসেত্বী ৩২৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম যাহাবী তারীখুল ইসলাম এর সপ্তম খণ্ডের ৪৯৮ পৃষ্ঠায় ১৮৯ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন, আব্দুল হামিদ বিন বয়ান, আহমাদ বিন সিনান, মুহাম্মাদ বিন হারব আম্মার বিন খালিদ ও মুহাম্মাদ বিন মুসান্না প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হতে আলী বিন আব্দল্লাহ্ বিন মুবাশশির হাদীস গ্রহণ করেছেন।

আবু বকর বিন মুকরী, দ্বারাকুৎনী, আবু আহমাদ হাকিম প্রমুখ তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম যাহাবী তার সিয়ারু আ'লামিন নূবালা কিতাবের ১৫ খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, هو أحد شيوخ الكبار ثقة "তিনি বিখ্যাত হাদীস বিশারদ গণের একজন এবং সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম কুতলুবুগা তার আস্‌সিক্বাত কিতাবের সপ্তম খণ্ডের ২১৯ পৃষ্ঠায় ৮০৪৩নং তরজমায় বলেন قال مسلمة بن قاسم : واسطي ثقة ،كثير الرواية وكان مؤديا لما سمع، وكان يرحله إليه من جميع الامصار لعلو درجته وكان يزن بتشيع وكان ينفي ذلك عن نفسه كتبت عنه كتابا كثيرا ، مات سنة ست وعشرين وثلاث مائة.

"মাস্‌লামাহ বিন কাসিম বলেন, (আলী বিন আব্দুল্লাহ) আল ওয়াসেত্বী সিক্বাহ্ ছিলেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেভাবে হাদীস শুনতেন

সেভাবেই বর্ণনা করতেন। হাদীসে তার বিশেষ মর্যাদার কারণে বিভিন্ন স্থান হতে তার কাছে হাদীস শুনার জন্য মুহাদ্দিসগণ জড়ো হতেন। তাকে শিয়া মনে করা হতো। তবে তিনি নিজেই এটা অস্বীকার করেছেন। আমি তার থেকে বহু সংখ্যক হাদীস লিখে রেখেছি তিনি ৩২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম দ্বারাকুৎনী আলী বিন আব্দুল্লাহ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং সিক্বাহ্ বলেছেন।

২। **মুহাম্মাদ বিন হারব আল ওয়াসেত্বীঃ** মৃত্যু ২৫৫ হিজরী ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল এর ২৫ খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ মুহাম্মাদ বিন হারব হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সহীহ ইবনু খুযাইমাতে মুহাম্মাদ বিন হারব বর্ণিত হাদীস উল্লেখ আছে।

ইমাম মিয্যী আরও বলেন,"كان ثقة" قال ابو القاسم الطبراني "আবুল কাসিম আত তাবারানী বলেন, মুহাম্মাদ বিন হারব সিক্বাহ্ ছিলেন"।

আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর ৭ খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ১৩০১ নং তরজমায় উল্লেখ আছে, আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম বলেন, আমার পিতাকে মুহাম্মাদ বিন হারব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন হারব সত্যবাদী।

তাহ্রীরু তাকরীবুত্তাহযীব এর তৃতীয় খণ্ডের ২২৬ পৃষ্ঠায় ৫৮০৪ নং তরজমায় উল্লেখ আছে। (محمد بن حرب) ثقة فقد روي عنه جمع غفير من الثقات منهم : البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داؤد وهو لا يروي إلا عن ثقة ، وبقي بن مخلد الأندلسي وهو ممن نصواعلي أنه لا يروى إلا عن ثقة وأبو حاتم الرازي قال صدوق وهو اللفظ الذي يستعمله لشيوخه الثقات وقال الطبراني : ثقة وذكره إبن حبان في الثقات ولا نعلم فيه جرح.

"মুহাম্মাদ বিন হারব আল ওয়াসেত্বী একজন সিক্বাহ্ রাবী ছিলেন, তার থেকে বহু সংখ্যক সিক্বাহ্ রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইনাদের মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই তাদের কিতাব বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মুহাম্মাদ বিন হারব বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদও তার কিতাবে মুহাম্মাদ

বিন হারব এর বর্ণনাকে উল্লেখ করেছেন, তিনি সিক্বাহ্ রাবী ব্যতীত অন্য কারো বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। বাকী বিন মাখলাদ আল আন্দালুসী, তিনি সিক্বাহ্ ব্যতীত হাদীস গ্রহণ করতেন না। ইমাম আবু হাতিম আর রাযী বলেন তিনি সত্যবাদী ছিলেন। এটা এমন একটি শব্দ যা তার উস্তাদের জন্য ব্যবহার করতেন। ইমাম তাবারানী বলেন, তিনি সিক্বাহ্ ছিলেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে সিক্বাহ্ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাকে কেউ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন দোষে দোষান্বিত করেছেন, তা আমাদের জানা নেই"।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মুহাম্মাদ বিন হারব একজন সিক্বাহ্ রাবী ছিলেন।

৩। **ইসহাক আল আযরাক:** জন্ম-১১৭, ১২০ । পুরো নাম ইসহাক বিন ইউসুফ বিন মিরদাস আল কুরাশী আল মাখযুমী আবু মুহাম্মাদ আল ওয়াসেত্বী, তবে আল আয্রাক হিসেবে সমধিক পরিচিত।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান আল আমাশ মিসআর বিন ক্বিদাম, ফুযাইল বিন গাযওয়ান আদ দাব্বী, হিশাম দাসতাওয়াইহি ওয়ারাকা বিন উমার আল ইয়াসকুরী প্রমুখ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ বিন ইব্রাহিম আল দাওরাকী, আহমাদ বিন খালিদ খাল্লাস, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন ইব্রাহিম আল বাগাবী, হাসান বিন খাল্ফ আল ওয়াসেত্বী প্রমূখ মুহাদ্দিস তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম দ্বারেমী ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেন ইসহাক আল আযরাক সিক্বাহ্ ছিলেন। অনুরুপ ভাবে ইমাম আল ইজলীও তাকে সিক্বাহ্ বলেছেন।

খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে এবং ইমাম মিয্যী তার তাহযীবুল কামাল এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قيل إسحاق الازرق ثقة ؟ قال : إي والله ثقة.

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলো ইসহাক আল আয্রাক কি সিক্বাহ্ ছিলেন ? তিনি বললেন আল্লাহর কসম তিনি সিক্বাহ্ ছিলেন"। আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর প্রথম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ইমাম আবু হাতিম

বলেন, صحيح الحديث صدوق، لا بأس به "ইসহাক আল আয্‌রাক এর বর্ণিত হাদীস সহীহ তিনি সত্যবাদী, তার থেকে হাদীস গহণে কোন সমস্যা নেই।

৪। **আহমাদ বিন আব্দুর রহমানঃ** মৃত্যু-২৬৪ ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা এর ১২ খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- الحافظ العالم المحدث "তিনি একাধারে একজন হাফিজুল হাদীস, আলেম ও মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম শাফেঈ, তার চাচা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব, শুয়াইব বিন লাইস বিন সা'দ প্রমুখ ইমামগণ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু জুরআ'হ, ইমাম আবু হাতিম, মুহাম্মাদ বিন জরীর তাবারী, ইমাম ত্বাহাবী, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ প্রমুখ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মিয্‌যী তাহযীবুল কামাল এর প্রথম খণ্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال الحاكم ابو عبد الله: سمعت محمد بن إسحاق- يعني إبن خزيمة وقيل له لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال : لان أحمد بن عبد الرحمن لما انكروا عليه تلك الاحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس، إذا حضر العشاء فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس. وأما سفيان بن وكيع، فإنه وراقه ادخل عليه أحاديث قراؤها وكلمناه، فلم يرجع عنها فاستخرت الله وتركت الرواية عنه.

"হাকিম আবু আব্দুল্লাহ বলেন, ইবনু খুযাইমাহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি আহমাদ বিন আব্দুর রহমান হতে হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ সুফিয়ান বিন ওয়াকি হতে বর্ণনা করেন না কারণ কী? ইমাম ইবনু খুযাইমাহ্‌ বলেন, আহমাদ বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত কিছু হাদীসের ইনকার করা হলে অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ পূর্ণঃল্লেখ করতে পারতেন, একটি হাদীস ব্যতীত তা হলো মালেক যুহরী হতে তিনি আনাস বিন মালেক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে إذا حضر العشاء তিনি বলেছেন ইহা তিনি তার চাচার লিখিত কাগজে পেয়েছেন। অন্য দিকে সুফিয়ান বিন ওয়াকী তার নিয়ুক্ত কেরানী হাদীস সমূহ কাগজে লিপিবদ্ধ করতো এরপর তিনি বর্ণনা করতেন। তার সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি পুণরায়

উল্লেখ করতে পারতেন না। এরপর আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট কল্যাণ কামনা করি এবং সুফিয়ান বিন ওয়াকীর বর্ণনা হতে মুখ ফিরিয়ে নেই"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তাহযিবুত্তাহযীব এর ১ খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী মাআ'নীল আখইয়ার ফি শারহি উসামী রিজালে মাআ'নীল আসার" এর প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال ابو حاتم: ثقة ما رأيناه إلا خيرا قيل له هل سمع من عمه؟ قال: اي والله. ووثقه أيضا عبد المالك بن شعيب بن الليث .

"ইমাম আবু হাতিম বলেন, আহ্‌মাদ বিন আব্দুর রহমান সিক্বাহ ছিলেন, কল্যাণ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু পাইনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কি তার চাচা হতে হাদীস শুনেছেন, (আবু হাতিম) বলেন তবে! অবশ্যই। আব্দুল মালেক বিন শুয়াইব বিন লাইসও তাকে সিক্বাহ্ বলেছেন"।

তবে কেহ কেহ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান এর ইসনাদের ব্যাপারে সংমিশ্রনের অভিযোগ করেছেন। অর্থাৎ এক হাদীসের ইসনাদের সাথে আর এক হাদীসের ইসনাদের অনুপ্রবেশ এর অভিযোগ তুলে তাকে দ্বঈফ বলার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের এ অভিযোগ সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তার তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,আব্দুল রহমান বিন আবু হাতিম বলেন:- سمعت أبي يقول: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط وسئل أبي عنه فقال: كان صدوقا.

"আমি আমার পিতা হতে শুনেছি, আমরা আহমাদ বিন আব্দুর রহমান হতে হাদীস লিখেছি, তার কাজটি সঠিক ছিল। এরপর তার মধ্যে ইসনাদে সংমিশ্রনের প্রসঙ্গ চলে আসে। অতঃপর আমাদের নিকট সঠিক সংবাদ আছে তিনি تخليط হতে রুজু হয়েছেন। তারপর আমার পিতাকে যখন তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় পিতা বলেন, আহমাদ বিন আব্দুর রহমান হাদীসে সত্যবাদী ছিলেন"। আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম, "আল জারহু ওয়াত তা'দীল" এর প্রথম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় ৯১ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন, قال أبو محمد سألتمحمد عبد الله بن الحكم عنه فقال ثقة.

"আবু মুহাম্মাদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম কে আহমাদ বিন আব্দুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বললেন, তিনি সিক্বাহ্ ছিলেন।"

তাহযীবুল কামাল এর প্রথম খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, قال إبن عطار: وثقه أهل زمانه.

"ইবনু আত্তার বলেন, তার সময়কার সকলেই তাকে সিক্বাহ্ সাব্যস্ত করেছেন" ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেন, লোকেরা তার সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করেছেন। তবে উপরোল্লিখিত বক্তব্য ও ইবনু আত্তাবের কথা হতে বুঝা যায়, তার যামানায় তিনি সিক্বাহ্ হিসেবেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। ইলমুল জারহু ওয়াত তা'দীল এর কায়েদা অনুযায়ী কোন রাবীর ব্যাপারে جرح (দোষ) যদি ধারণার উপর হয় আর তা'দীল যদি স্পষ্ট হয় তাহলে তা'দীল (গুন) অগ্রগণ্য হবে।

৫। **আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাবঃ** জন্ম-১২৫, মৃত্যু-১৯৭। আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বিন মুসলিম আল কুরাশী আল ফিহরী আবু মুহাম্মাদ আল মিসরী ফক্বীহ।
ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম লাইস বিন সা'দ, সুফিয়ান আস সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ্, আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী, ইব্রাহিম বিন সা'দ, আল যুহ্‌রী প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বিহগণ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

হাফেজ আবু হাফস উমার বিন শাহীন (মৃত্যু-৩৮৫) তার তারীখু আস্‌মায়িস সিক্বাত এর ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল বাগাবী বলেন- سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان عبد الله بن وهب عالما صالحا فقيها كثير العلم وفي رواية العباس بن محمد عن يحيي بن معين قال عبد الله بن وهب ثقة.

"আমি আহ্‌মাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব একজন আলেম, নেককার ব্যক্তি, ফক্বীহ্ এবং অগাধ ইলমের অধিকারী ছিলেন। আব্বাস বিন মুহাম্মাদ, ইয়াহইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব সিক্বাহ্ ছিলেন"।

ইমাম মিয্‌যী তাহযীবুল কামাল এর ১৬ খণ্ডের ২৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيي بن معين ثقة- "আবু বকর বিন

আবু খাইসামাহ্ ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেন। ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব সিক্বাহ্ ছিলেন"।

আব্দুর রহমান বিন হাতিম, আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর পঞ্চম খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قلت لابي: إبن وهب أحب إليك أو عبد الله بن نافع؟ قال: إبن وهب، قلت: ما تقول في إبن وهب؟ قال: صالح الحديث، صدوق، أحب إلي من الوليد بن مسلم، وأصح حديثا منه بكثير.
"আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনার নিকট কে বেশি পছন্দনীয়, ইবনু ওয়াহাব নাকি আব্দুল্লাহ বিন নাফে'? তিনি বললেন, ইবনু ওয়াহাব। বললাম ইবনু ওয়াহাব সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ? তিনি বললেন, হাদীসে সঠিক অবস্থানে এবং সত্যবাদী, ওয়ালিদ বিন মুসলিম হতেও তিনি অধিক পছন্দনীয় তার থেকে আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব এর বর্ণিত হাদীস অনেক গুণ বেশী সহীহ্"।

ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল এর ষোল খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায়, ইবনু আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর পঞ্চম খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায়, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব এর তৃতীয় খণ্ডের ৭০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال إبن أبي حاتم عن أبي زرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألفا من حديث إبن وهب بمصر وغير مصر، لا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، وهو ثقة.
"ইবনু আবু হাতিম আবু জুরআ'হ আর রাযী হতে বলেন, আবু জুরআ'হ আররাযী বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব এর ত্রিশ হাজার হাদীসের প্রতি নজর দিয়েছি, যা তিনি মিসর ও মিসর এর বাহির হতে হাদীস সংগ্রহ করেছেন, তার প্রত্যেকটিই সহীহ্ হিসেবে পেয়েছি, আর তিনি সিক্বাহ্ ছিলেন"।

ইমাম ইবনু আদী বলেন, و ابن وهب من أجلة الناس وثقاتهم وحديث الحجاز و مصرو ما و إلى تلك البلاد يدورعلى رواية ابن وهب وجمعه لهم مسندهم و مقطوعهم وقد تفرد عن غيرشيخ بالرواية عنهم مثل عمرو بن الحارث و حيوة بن شريح و معاوية بن صالح و سليمان بن بلال وغيرهم من الثقات المسلمين و من الضعفاء و لا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات

"ইবনু ওয়াহাব আলেমগণের মধ্যে তিনি খুবই সম্মানিত এবং সবচেয়ে বেশি সিক্বাহ্ ছিলেন। হিজায ও মিসরের সমস্ত বর্ণনাই তার বলয়ে প্রবেশ করেছে, তিনি তাদের জন্য মুসনাদ হাদীস ও গায়রে মুসনাদ একত্রিত করেছেন, সিক্বাহ্ যেমন আমর বিন আল হারিস, হাইওয়া বিন শুরাই, মুআ'বিয়া বিন সালিহ ও সুলাইমান বিন বিলাল প্রমূখ সিকাহ রাবী ও দ্বঈফ রাবীদের থেকেও তার একক বর্ণনা রয়েছে। তার থেকে কোন মুনকার সনদ বর্ণিত আছে তা আমার জানা নেই। কেননা তার থেকে কেবল সিক্বাহ্ রাবীগণই হাদীস বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম ইজলী তার মারিফাতুস সিক্বাহ্ কিতাব এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, عبدالله بن وهب المصرى ثقة "আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল মিসরী সিক্বাহ ছিলেন।"

হাফিজ ইবনু হাযার তাহযীবুত্তাহযীব এর তৃতীয় খণ্ডের ৭০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন قال النسائى: كان يتساهل فى الأخذ ولا بأس به وقال فى موضع أخر ثقة وقال الساجى صدوق و ثقة.

"ইমাম নাসাই বলেন, হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব এর সহজ নীতি ছিল, তারপরও তার বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই। অন্যত্র বলেন তিনি সিক্বাহ্ ছিলেন সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও সিক্বাহ্ ছিলেন"।

৬। **লাইস বিন সা'দ :** তিনি মশহুর ইমামগণের একজন মিসরের বিখ্যাত ইমাম, মুহাদ্দিস, শায়খুল ইসলাম, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, লাইস অনেক হাদীস ও ইলমের আধার ছিলেন।

ইমাম মিযযী তাহযীবুল কামাল এর ২৪ খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায়, আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম, আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর ৭ খণ্ডে, ইমাম ইবনু হাযার তাহযীবুত্তাহাযীব কিতাবের ৫ খণ্ডের ৪৩১ পৃষ্ঠায়, ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামীন নুবালা এর ৮ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال على بن المدينى: الليث ثقة ثبت و قال النسائ:ثقة وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث قال يعقوب بن شيبة : الليث ثقة و دونهم فى الزهرى يعنى دون مالك ومعمر وابن عيينة و قال ابو داؤد:حدثنى محمد بن الحسين:سمعت احمد

يقول: الليث ثقة "আলী বিন আল মাদীনী বলেন, লাইস বিন সা'দ সিকাহ এবং হাদীসে ষ্ঠীর সাব্যস্ত। ইমাম নাসাই বলেন, লাইস সিক্বাহ অন্যত্র আরো বলেন, সত্যবাদী ও হাদীস শাস্ত্রে সহীহ।

ইয়াকুব বিন শায়বাহ্ বলেন,লাইস সিক্বাহ্ ছিলেন। তবে ইমাম যুহ্রীর অন্যান্য ছাত্রগণ যেমন , ইমাম মালিক, ইমাম মা'মার, ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়ায়না হতে কম ছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আমাকে বলেছেন,আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি লাইস বিন সা'দ সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম ইজলী মারিফাতুস্ সিক্বাত এর দ্বিতীয় খন্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় বলেন,

ليث بن سعد مصرى فهمى ثقة ثبت فقيه امامشهور

"লাইস বিন সা'দ সিক্বাহ্ হাদীসে দৃঢ় ফক্বীহ্ এবং মশহুর ইমাম"।

খত্বীব বাগদাদী তার তারীখুল বাগদাদে ১৩ খন্ডের ১২ পৃষ্ঠায় বলেন,

قال احمد بن سعد بن ابراهيم الزهرى سمعت احمد بن حنبل يسئل عن الليث بن سعد فقال ثقة ثبت.

আহমাদ বিন সা'দ বিন ইব্রাহিম আয যুহরী বলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে লইস বিন সা'দ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লাইস সিক্বাহ্ ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তার তাবাকাত বলেন, هو من الطبقة الخامسة من اهل مصر قال: و كان ثقة كثير الحديث صحيحة.

"তিনি মিসরের অধিবাসী পঞ্চম তবকার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি তার যামানায় মিসরের ফাতাওয়া দেওয়ার একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সিক্বাহ্ ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীসের অধিকারী ছিলেন"।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী তার তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের ৫ খণ্ডের ৪৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين الليث احب إليك أو يحي بن ايوب ؟ قال الليث احب إلي و يحي ثقة قلت فابراهيم بن سعد او الليث قال ثقاتان قلت:فالليث كيف حديثه عن نافع؟ قال:صالح الحديث و ثقة.

"উসমান আদদারেমী বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বললাম লাইস এবং

ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ুব এর মধ্যে কে আপনার নিকট প্রিয়, তিনি বললেনলাইস আমার নিকট অধিক প্রিয়, তবে ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ুব, সিক্বাহ্ আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইব্রাহিম বিন সা'দ অথবা লাইস? বললেন উভয়েই সিক্বাহ্, ইমাম নাফে' হতে বর্ণনার ব্যাপারে লাইস এর বর্ণিত হাদীস কিরূপ, তিনি বললেন লাইস হতে বর্ণিত হাদীস সঠিক ও সিক্বাহ"।

আল ইলাল ফি মারিফাতির রিজাল কিতাবে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্মাদ বিন হাম্বল বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, সাঈদ আল মাকবুরী হতে হাদীস বর্ণনায় লাইস বিন সা'দ অধিক সহীহ্ ছিলেন।

৭। **ইয়াকুব ইমাম আবু ইউসুফ** : জন্ম- ১১৩, মৃত্যু-১৮২। ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফার প্রধান ছাত্র ছিলেন। তিনি কুফাবাসী ছিলেন, ফিক্বাহ তত্ত্ববিদ ও হাদীসের হাফিজ ছিলেন। আবু ইসহাক শায়বানী, সুলায়মান আত্বতাইমী, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী, আমাশ, হিশাম বিন উরওয়াহ প্রমুখ হাদীস তত্ত্ববিদ হতে হাদীস গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানি ইমাম আবু ইউসুফ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনু কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর ১৩ খণ্ডের ৬১৭ পৃষ্ঠায়, জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়া ফি তাবাকাতে হানাফিয়ার তৃতীয় খণ্ডের ৬১১ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনুল জাওযী "আল মুনতাজাম ফি তারীখিল মুলুক ওয়াল উমাম" এর নবম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال احمد بن حنبل و ابن معين و على بن المدينى: كان ثقة.

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ও ইমাম আলী বিন মাদিনী প্রত্যেকেই বলেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ সিক্বাহ্ ছিলেন।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার আল ইন্তিকা কিতাবে বলেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ হাদীসের হাফিজ ছিলেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ইমাম আলী বিন মাদিনী ইনারা প্রত্যেকেই সর্বযুগের মধ্যে সব চাইতে অভিজ্ঞ হাদীস ও ইসনাদ এর সমালোচক ছিলেন। ইনারা যাকে সিক্বাহ্ বলেছেন, আর কে বাকী থাকে এর

বিপরীতে যাদের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

৮। নু'মান বিন সাবিত (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আযম): ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ শ্রেণিভূক্ত ছিলেন, তিনি ৮০হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরতে ইন্তেকাল করেন, সহীহ বর্ণনা মতে তিনি সাতজন সাহাবীকে দেখেছিলেন। তিনি যে সমস্ত সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন-

১) হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিআল্লাহু আনহু: ইমাম ইবনুল জাওযী ইলালুল মুতানাহিয়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক রাহিমাহুল্লাহ এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

ইবনু খালকান তার ওয়াফইয়াতুল আয়ান কিতাবের ৫ খণ্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠায়, খত্বীব বাগদাদী হতে, ইমাম নবাবী তাহযীবুল আসমা কিতাবের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় খত্বীব বাগদাদী হতে, ইমাম যাহাবী তায্কিরাতুল হুফ্ফাজে ইবনু সা'দ হতে এবং ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তাহ্যীবু ত্তাহ্যীব এ উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু হানিফা সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। তবে তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদীস শুনেছেন কিনা বা বর্ণনা করেছেন কিনা তা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত। সহীহ্ মত হলো তিনি হাদীস শুনেছেন, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নিজের মুখেই শুনা যাক তিনি কি বলেন।

ইমাম মুআফ্ফিক বিন আহ্মাদ আল মাক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول: الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان.

"আমি আনাস মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি কোন কল্যানকর কাজের পথ দেখানো ঐ কাজটি করারই শামিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা অভাব গ্রস্থকে সাহায্য করতে ভালবাসেন"।

২। আব্দুল্লাহ বিন জুয আল যুবাইদি রাদ্বিআল্লাহু আনহু: ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, سمعت ابا حنيفة يقول حججت مع أبى سنة ست و تسعين و لى ست عشرة سنة فإذا انا بشيخ قد إجتمع عليه الناس فقلت لابى من هذا الشيخ ؟ قال هذا رجل قد صحب النبى صلى الله عليه و سلم يقال له عبد الله بن جزء الزبيدى فقلت لابى أي شيئ عنده قال احاديث سمعها من النبى صلى الله عليه و سلم. قلت قدمنى إليه حتى أسمع منه فتقدّم بين يدي فجعل يفرج عن الناس حتى دونت منه فسمعت منه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :من تفقه فى دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب.

"আমি আবু হানিফা হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হজ্জ করেছি, তখন আমার বয়স ১৬ বছর। তখন দেখতে পেলাম একজন শায়খ এর চর্তুপাশে লোকেরা সমবেত, আমি আমার পিতাকে বললাম, কে এই শায়খ ? তিনি বললেন, ইনি আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি। তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন জুয্ আল যুবাইদি। আত:পর পিতাকে বললাম তার কাছে কী আছে ? যে কারণে মানুষজন ভির করে আছে। তিনি বললেন, হাদীস সমূহ যা তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছেন। তখণ বললাম আমাকে তার নিকট পৌছে দিন যাতে আমিও হাদীস শুনতে পারি। তারপর লোকদের ভির ফাঁক করে আমাকে পৌঁছে দিলেন আর আমি সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জুয্ আল যুবাইদির নিকটবর্তী হলাম। অত:পর তার থেকে শুনতে পেলাম,"যে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীন সম্পর্কে ফিক্বহ্ হাসিল করে আল্লাহ তায়া'লা তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এমন ভাবে দূর করে দেবেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে ভাবতেও পারে না"।

হাফিজ যাআ'বী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জুয্ আল যুবাইদী ৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার আল ইসতিয়াব কিতাবে বলেন ৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তায়া'লাই ভাল জানেন।

৩। আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু: ইমাম আবু হানিফা বলেন, سمعت عبد الله بن ابى أوفى يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: من بنى مسجدا و لو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة.

“আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে একটি মসজিদ বানাবে যদি একটি গর্তও করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ী বানিয়ে দিবেন”।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফার সর্বশেষ সাহাবী। হাফিজ ইবনু আব্দুর বার্ তার ইস্তিআব কিতাবে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৭ হিজরীতে কুফায় ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে তখন ইমাম আযমের বয়স ছিল ৭ বছর। যা হাদীস গ্রহণের জন্য গ্রহণীয়, তাছাড়া তিনিও কুফায় ছিলেন। আল্লাহ্ তায়া'লা ই ভাল জানেন।

৪। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাদ্বীআল্লাহু আনহু: ইমাম আবু হানিফা আরও বলেন, ولدت سنة ثمنين و قدم عبد الله بن أنيس الكوفة سنة أربع وتسعين و سمعت منه و أنا ابن إربع عشرة سنة سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:حبك الشئ يعمى و يصم.

“আমি ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করি আর আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৯৪ হিজরীতে কুফায় আসেন, তার থেকে আমি যখন হাদীস শুনি তখন আমার বয়স ১৪ বছর। আমি তাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহব্বত মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়"।

৫। ওয়াসিলাহ্ বিন আসকা রাদ্বীআল্লহু আনহু: ইসমাইল বিন আয়াশ, আবু হানিফা হতে বলেন, حدثنى واثلة بن الاثقع رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك.

“ওয়াসিলা বিন আস্‌ক্বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে তা ছেড়ে দাও। যে পর্যন্ত না সন্দেহ দূর হয়”।

উল্লিখিত হাদীস গুলোর প্রত্যেকটিই অন্যান্য হাদীসের কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনু কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর

১৩ খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় উপরোল্লিখিত সাহাবিগণ হতে ইমাম আযম সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ উল্লেখ করেছেন। তবে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য সাহাবীগণ হতে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তা ইমাম আযম শুনেছেন কী না তাতে সন্দেহ আছে। ইমাম আযম সর্বদা হাদীস হতে কী ভাবে হুকুম বের করা যায় সে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার ছাত্রগণও ফিক্বহী মাসআলা নিরুপণে সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। উনারা তাই বর্ণনা করতেন, যা ফিক্বহী মাসআলা বের করতে সহায়ক হয়, হাদীস বর্ণনায় নিয়োজিত ছিলেন না। তাই এগুলো প্রচলিত মশহুর হাদীসের কিতাব গুলোতে তার সনদ সহ হাদীস স্থান পায় নাই। যেহেতু হাদীস গুলো অন্যন্য সূত্রে প্রমাণিত তাই মনে করতে হবে ইমাম আবু হানিফার উক্ত বর্ণনা সহীহ। এই হলেন ইমাম আযম আবু হানিফা যার সুখ্যাতি ও প্রশংসা করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরী, ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ, ইমাম আওযায়ী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ। উক্ত ইমামগণের প্রশংসার বিপরীতে আর কে আছে ইমাম এর বিপক্ষে যার কুৎসাকে গ্রহণ করা যায় ? এরপর কে বাকী রইল ইমাম আযমের মূল্যায়ন করার ?

ইমাম দ্বারা কুৎনী ? ইমাম হুমাইদী ? উপরোক্ত ইমামগণের প্রশংসার মুকাবিলায় ইমাম আযমের প্রতি ইনাদের বিষোদগার কি গ্রহণযোগ্য হবে ? ইমাম আবু জাফর বাকির বলেছেন, দ্বীন সর্ম্পকে তোমার সুক্ষতত্ত্ব ও দূরদৃষ্টিই তোমাকে হিংসুকদের তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে দিয়েছে। ইমাম শাফেঈ বলেছেন, ফিক্বহ শাস্ত্রে সমস্ত আলেমগণই ইমাম আবু হানিফার সন্তান তুল্য। অন্যদিকে ইমাম দ্বারা কুৎনী, ইমামের দুইশত বছর পর এসে বলেছেন ইমাম আবু হানিফা দ্বঈফ, একজন দ্বঈফ তথা অযোগ্য লোককে কী তাহলে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ এত উচ্চ আসনে বসিয়ে দিলেন ? হে! ইমাম দ্বারাকুৎনীর ও ইমাম হুমাইদীর কল্প কথার অনুসারীরা আপনারা ইনাদের এই ভিত্তিহীন কথাকে গ্রহণ করবেন নাকি ? ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈর কথা মানবেন, সেটা আপনাদের

ব্যাপার, তবে যাচাই-বাছাই বাদ দিয়ে শুধু শুনা কথায় কান দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করলে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ হাদীসের নিশানায় পড়ে যাবেন। আর তা হলো, كفى بالمرء كذباأن يحدث بكل ما سمع"কোন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট (কোন যাচাই-বাছাই ব্যতীত) যা শুনে তা-ই বলে"।

ইমাম দ্বারা কুৎনী, ইমাম হুমাইদী এবং অন্যান্য যারা ইমাম আবু হানিফাকে দ্বঈফ বলেছেন তা যে, নিতান্তই অমূলক ও ভিত্তিহীন এর বিস্তারিত বর্ণনা লিখক প্রণিত " ষরযন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফী ফিক্বহ্" বই-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। **মুসা বিন আবু আয়িশা:** মুসা বিন আবু আয়িশা আল হামদানী আল কুফী। মুসা বিন আবু আয়িশা হতে যারা হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, সুফিয়ান আস সাওরী, আবু হানিফা, সুফিয়ান বিন ওয়ায়না শারীক বিন আব্দুল্লাহ, আবু আওয়ানাহ্ প্রমুখ বিখ্যাত ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল এর ২৯ খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায়, আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর ৮ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قال على بن المدينى:سمعت يحي بن سعيد قال:كان سفيان الثورى يحسن الثناء على موسي بن أبى عائشة. وقال الحميدى عن سفيان بن عيينة، حدثنا موسى بن أبى عائشة وكان من الثقات . وقال إسحاق بن منصور وعباس الدورى عن يحي بن معين:ثقة.

"আলী বিন মাদিনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান হতে শুনেছি তিনি বলেন, সুফিয়ান সাওরী সর্বদা মুসা বিন আবু আয়িশা এর প্রশংসা করতেন। হুমাইদী সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে বর্ণনা করেন মুসা বিন আবু আয়িশা সিক্বাহ্ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভূক্ত। ইসহাক বিন মানসুর ও আব্বাস আদ দুরী ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন থেকে বর্ণনা করেন, মুসা বিন আবু আয়িশা সিক্বাহ্ ছিলেন"। ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ৬ খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, وثقه ابن عيينة সুফিয়ান বিন উয়ায়না তাকে সিক্বাহ্ বলেছেন।

১০। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আল হাদ :মৃত্যু-৮২হিজরী, আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ একজন মর্যাদাবান বুযুর্গ তাবেঈ। তার মা সালমা বিনতে উমাইস যিনি প্রথমে সাইয়্যিদুশ শোহাদা হযরত হাম্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী ছিলেন, উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হওয়ার পর শাদ্দাদ বিন হাদ্দ সালমা বিনতে উমাইস রাদিআল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। উম্মুল মোমিনীন মায়মুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তার খালা। এ হিসেবে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাদিআল্লাহু আনহুমার খালাতো ভাই হলেন আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ। কারণ ইনাদের সকলেরই খালা হলেন উম্মুল মোমিনীন মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা যিনি উম্মুল মুমিনীন।

এত গুলো পরিচয়ের কারণ হলো সাহাবীগণের আমল ও মদীনাবাসীগণের আমল এবং উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তার খালা হওয়ার কারণে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল সম্পর্কে তার জ্ঞাত বিষয়ের আওতার বিস্তৃতি। তিনি যে সমস্ত সাহাবীগণ থেকে হাদীস শুনেছেন তারা হলেন- রিফাআহ্ বিন রাফে, যুরাক্বী, তার পিতা শাদ্দাদ বিন হাদ, তাল্হা বিন উবায়দুল্লাহ্, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, আলী বিন আবু তালিব, উমার বিন খাত্তাব, মুআজ বিন জাবাল রাদ্বীআল্লাহু আনহুম, তার খালা আসমা বিনতে উমাইস, মাইমুনা বিনতে উমাইস, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহুন্না।

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা এর তৃতীয় খণ্ডের ৪৮১পৃষ্ঠায় এক কথায় আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্র পরিচয় তুলে ধরেছেন যার পর তার সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য থাকে না। তিনি উল্লেখ করেছেন, حديث عبد الله مخرج فى الكتب الستة ولا نزاع فى ثقته.

"আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বর্ণিত হাদীস বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরিমিযী, নাসাই ও ইবনু মাযাহ্তে উল্লেখ আছে। এর থেকে বুঝা গেল আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্র সিক্বাহ্ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কোন ইখ্তিলাফ নেই"। উল্লিখিত আলোচনায় من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة "সালাতে যার ইমাম রয়েছে ইমামের ক্বিরাআতই তার

ক্বিরাআত" হাদীসটির দু'টি সূত্রের সকল বর্ণনাকারীই সিক্বাহ্ এবং দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কোন হাদীস এর হুকুম গ্রহণ ও বর্জনের মানদণ্ড হলো হাদীসের ইস্নাদ। হাদীসের ইস্নাদ যদি বর্ণনাকারী পরম্পরায় সাহাবী হয়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে হাদীসের হুকুম গ্রহণযোগ্য। আলোচ্য হাদীসটিও প্রত্যেকটি ইসনাদ সিক্বাহ্ হওয়ার কারণে সহীহ্, এরপরও যদি কেহ বলে হানাফী ফিক্বহ্ যে সমস্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা দ্বঈফ, তা হবে তাদের ইলমী দৈন্যতা। এ সমস্ত লোকদের প্রতি লিখকের উপদেশ হলো যথাযথ তাহকীক করেই প্রত্যেকের উচিত কথা বলা ও লিখা, অন্যথায় লজ্জাকে সঙ্গি করে নিতে হবে।

ইমাম বুখারী তার "খাইরুল কালাম ফি ক্বিরাআতে খালফাল ইমাম" এর ৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز و أهل العراق و غيرهم لإرساله وإنقطاعه.

"এ হাদীসটি হিজায ও ইরাকের আলেমগণের নিকট মুরসাল ও মুনকাত্বে হওয়ার কারণে সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি।" এ কথার জওয়াব ইমাম বুখারীর নীতি ও মত খণ্ডণ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة হাদীসটি একাধিক সুত্রে সহীহ্ সনদ থাকা সত্বেও, মুত্তাসিল ও মুসনাদ সনদ থাকার পরেও তিনি মুত্তাসিল ইসনাদের (সংযুক্ত ইসনাদ) দিকে দৃষ্টি না দিয়ে , শুধু ইনকিত্বা (বিচ্ছিন্ন সনদ) ও ইরসাল সনদের প্রতিই তার দৃষ্টিকে আবদ্ধ রেখে বলে দিলেন হাদীসটির বর্ণনায় মক্কা-মদিনার কোন আলেম যুক্ত নয়। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর উক্ত মন্তব্যটি যে সঠিক নয় তা অকাট্য দলিল ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত। অন্যদিকে তার মতের বিপক্ষে হওয়ার কারণে "মুক্তাদির ক্বিরাআতই ইমামের ক্বিরাআত" হাদীসটি প্রসঙ্গে এক কথায় বলে ফেললেন হিজাযের ও ইরাকের আলেমগণের মতে সহীহ্ সাবিত হয় নাই, অথচ ইতিপূর্বে রাবী পরিচিতিতে দলিল সহকারে হিজায, ইরাক ও মিসরের ইমামগণের, আহলুল ইলম গণের নামোল্লেখ করে, কোন কিতাবে আছে কত পৃষ্ঠায় আছে, তাও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, আলী বিন

মাদিনী, আহ্‌মাদ বিন মুনী' সুফিয়ান বিন উয়ায়না, সুফিয়ান সাওরী ইনারা সকলেই হিজায ও ইরাকের আলেম এ সমস্ত আলেমগণের দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া হাদীসকে তিনি কী করে বললেন হিযায ও ইরাকের আলেম কর্তৃক من كان له إمام হাদীসটি সাবিত নাই।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল কেহই কোন মাসআলার ক্ষেত্রে এত শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেননি। কোন মাসআলার ক্ষেত্রেই বলেননি, হিজায, ইরাক এর আলেমগণ দ্বারা ইহা সাবিত হয়নি। এজন্যই বলেছি তার এ শক্ত অবস্থান অনিচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়। কেননা এটা একজন আলেমের ইলমের সাথে ইন্‌সাফ নয়।

যাই হোক, যেহেতু বলেই ফেলেছেন তাই জওয়াব দিতেই হয়, কেননা সমস্যা তো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্‌কে নিয়ে নয়, সমস্যা হলো যারা তার মতকে অন্ধের মত যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণ করে তাদের নিয়ে। কেননা বিভিন্ন মাসআলায় ইখতিলাফ সাহাবা ই কিরামগণ হতেই চলে আসছে, ইমামগণ তাদের বুঝে যা দলিল সম্মত মনে করেছেন গ্রহণ করেছেন। কেহ কী দেখাতে পারবে হানাফীগণ, শাফেঈদেরকে খারাপ বলেছে; প্রত্যেকেই যার যার মাযহাব সর্ম্পকে দালিলীক জওয়াব দিয়েছেন। শরীয়তের প্রত্যেক বিষয়েই অবুঝের মতো মত প্রকাশ করা কারও জন্যই উচিত নয়।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার মতের স্বপক্ষে দুটি ইস্‌নাদের কথা উল্লেখ করেছেন-

১। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত–

২। ইমাম হাসান বিন সালিহ হতে মুনক্বাতে সনদে বর্ণিত–

১। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে মুরসাল : ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা তার আল মুছান্নাফ এর তৃতীয় খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, (৩৮০০ নং হাদীস) حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشةعن عبد الله بن شداد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قرأة.

"শারীক ও জরীর আমাদেরকে মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে,আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ বলেন,রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"

এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণের প্রত্যেকেই সিক্বাহ্ শারীক, জরীর, মুসা বিন আবু আয়িশা, আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ সকলেই নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত, তবে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্ তাবেঈ, সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাই হাদীসটি মুরসাল।

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্র সূত্রে من كان له إمام হাদীসটি চারটি সনদে বর্ণিত এর মধ্যে তিনটি মুসনাদ, আর একটি মুরসাল।

মুসনাদ সনদ গুলো হলো–

১। আহমাদ বিন আব্দুর রহমান- আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব হতে তিনি লাইস বিন সাদ হতে তিনি ইয়াকুব (ইমাম আবু ইউসুফ) হতে তিনি নু'মান বিন সাবিত (ইমাম আবু হানিফা)হতে তিনি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراة.

"যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"

২। আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবাশশির– মুহাম্মাদ বিন হরব আল ওয়াসেত্বী হতে, তিনি ইসহাক আল আয্রাক হতে, তিনি আবু হানিফা হতে, তিনি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراة.

৩। ইসহাক আল্ আযরাক- সুফিয়ান সাওরী ও শারীক বিন আব্দুল্লাহ্ হতে, ইনারা উভয়ে মুসা বিন আবু আবু অয়িশা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে,

তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

দেখা যাচ্ছে এ তিনটি সনদ এর প্রত্যেকেই তাঁর উর্দ্ধতন রাবী হতে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই সিক্বাহ বর্ণনাকারী যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এর প্রত্যেকেটিই জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহ্ আনহু হতে আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে, তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবী নন কিন্তু সোহবতের স্থাণ বাদে সাহাবীগণ হতে কমও নন। তিনি নিজে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা উল্লিখিত তিনটি ইসনাদেই প্রমাণিত। সাহাবীগণের মাঝেই যার শৈশব, কৈশর, যৌবন অতিবাহিত, তিনি কি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যা কথা বলবেন ? অন্য কারো কথাকে বলবেন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ? উপরোক্ত তিনটি সনদ যা রাবী (হাদীস বর্ণনা কারী) পরম্পরায় সাহাবী হয়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমন শক্তিশালী সনদের তিনটি হাদীসের দিকে ইমাম বুখারী দৃষ্টি না দিয়ে তার দৃষ্টি পড়লো একটি মুরসাল ইসনাদের দিকে, যার সনদ হলো নিম্নরূপ-

৪। ইসহাক আল আয্রাক, সুফিয়ান সাওরী ও শারীক বিন আব্দুল্লাহ্ ইনারা প্রত্যেকে মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে – এখানে সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু এর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উল্লেখ করেছেন, এটি মুরসাল। এ ধরনের মুরসাল সনদ বিশিষ্ট হাদীস, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আল শাফেঈ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ গণের মতে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শায়খ আলবানি ইরওয়াউল গালীল কিতাবের ২ খণ্ডের ২৭২ -৭৩ পৃষ্ঠায় বলেন, ان الصواب فيه انه مرسل،ولكنه مرسل صحيح الإسناد সঠিক তথ্য হলো ইহা মুরসাল, তবে মুরসাল হলেও ইসনাদ সহীহ্।

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা- মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বার তৃতীয় খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায় ৩৮০০ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, هذا إسناد صحيح الإسناد এ ইসনাদটি হচ্ছে একটি সহীহ্ ইস্নাদ ।

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা হতে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো- ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ এর সূত্রে সাহাবী হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুত্তাসিল সনদে সহীহ হাদীস। তিনটি সনদ সহীহ্ হওয়ার পর মুরসাল সনদের দিকে তাকাতে হবে কেন ? এই মুরসাল সনদটির হাদীসের মধ্যে কী কোন শাব্দিক পরিবর্তন আছে ? মুরসাল এর মূল হাদীসটি মুত্তাসিল এরই পরিপূরক বা সম্পূরক হওয়ার পর এটিও শক্তিশালী সনদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা কেন ? মুত্তাসিল সনদে প্রমাণিত হাদীস তিনটি কী কেহ অস্বীকার করতে পারবে যে, এটা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস নয় ? দুনিয়ার এমন কোন মুহাদ্দিস নাই যে উক্ত তিনটি সনদের হাদীসকে দঈফ প্রমাণ করতে পারবেন। আর এ সনদটি যদি দলিল হিসেবে গ্রহণ নাও করা হয় তাহলেও সমস্যা নেই, কেননা প্রথম তিনটি মুত্তাসিল সহীহ্ সনদই দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং যথেষ্ট।

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" এ হাদীসটি জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু আনহু হতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম দ্বারাকুৎনি এ হাদীসকে দ্বঈফ বলেছেন, এতে বুঝা গেল মুত্তাসিল সনদ গুলো তার জানা ছিলনা। এবং ইমাম বুখারীর কথা هذا خبرلم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز و العراق و غيرهم لإرساله و إنقطاعه.

" হিজায, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলের আলেমগনের নিকট, মুরসাল ও মুনকাত্বে (সনদের বিচ্ছিন্নতা) এর কারণে হাদীসটি সহীহ হিসেবে সাবিত হয় নাই।"

ইমাম বুখারীর উক্ত কথাটি সত্যের মাপকাঠিতে পরিমিত নয়। তিনি এ হাদীসকে ইরসাল ও ইনকিতার যে অভিযোগ করেছেন তা সর্ববিচারে নহে। সহীহ আল বুখারী সংকলন করতে যতটা যত্ন নিয়েছেন এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

ইমাম বুখারির অভিযোগের জওয়াব

ইমাম বুখারীর উক্ত لم يثبت عند أهل العلم কথাটির জওয়াব নিম্নে প্রদান করা হলো, এতে প্রমাণিত হবে , তার এ কথাটির কোন সারবত্তা নেই এবং প্রাণহীন। নিম্নোক্ত হাদীসগুলো তার প্রমান–

১। ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল তার মুসনাদ এর ১১ খণ্ডের ৫০৩ পৃষ্ঠায় ১৪৫৭৮ নং হাদীসে উল্লেখ করেন, حدثنا اسود بن عامر أنا حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقرأءة الإمام له قرأة.

"আসওয়াদ বিন আমির আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, হাসান বিন ছালেহ আবুয্ যোবায়ের হতে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"।

২। ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ তার "আল মুছান্নাফ" এর তৃতীয় খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় ৩৮২৩ নং হাদীস উল্লেখ করেনحدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: كل من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة.

"মালেক বিন ইসমাইল আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি হাসান বিন ছালেহ হতে, তিনি আবুয যোবায়ের হতে তিনি জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রত্যেক (মুক্তাদি) যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"। মুসনাদ আহ্‌মাদে বর্ণিত ১৪৫৭৮ নং হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেন,

وإسناده صحيح والحسن بن صالح ثقة فقيه.

"এ হাদীসের ইসনাদ সহীহ হাসান বিন সালিহ সিক্বাহ এবং ফক্বীহ"।

মুছান্নাফ ইবনু শায়বাতে উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, إسناده صحيح وصحّحه العلاء المارديني في الجوهر النقي "এ হাদীসের ইসনাদ সহীহ্। ইমাম আলাউ আল মারীদীনী জাওহারুন নাকী কিতাবে ইহাকে সহীহ্ বলেছেন"।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রথম হাদীসটি যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ আসওয়াদ বিন আমির হতে গ্রহণ করেছেন, আসওয়াদ বিন আমির হাসান বিন ছালেহ হতে এবং শেষ পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম এর শর্তানুযায়ী সহীহ্, কেননা হাদীসটির সনদ এর সংযুক্তির মধ্যে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

প্রথমত: ইমাম আহমাদ হাদীসটি আসওয়াদ বিন আমির হতে গ্রহণ করেছেন তা প্রমাণিত। ইমাম আহমাদ ১৬৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে আসওয়াদ বিন আমির ১২০ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন এবং ২০৮ হিজরীতে উন্তেকাল করেন। অর্থাৎ আসওয়াদ বিন আমির এর ইন্তেকালের সময় ইমাম আহমাদ এর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর, ইহা আসওয়াদ বিন আমির হতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর হাদীস গ্রহণ প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত: হাসান বিন ছালেহ ১০০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, এখানে দেখা যায় হাসান বিন সালিহ এর ইন্তেকালের সময় আসওয়াদ বিন আমির এর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

তৃতীয়ত: আবুয্ যোবায়ের ১২৮হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এ সময় হাসান বিন ছালেহ এর বয়স হয়েছিল ২৮ বছর।

চতুর্থত: ইমাম আবুয্ যোবায়ের যে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীস শুনে বর্ননা করেছেন তা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার সহীহ আল বুখারীর কিতাবুল বুয়্‌' তে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ইমাম আবুয যোবায়েরের হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত।

উক্ত তালিকায় দেখা যায়, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ তাদের উর্দ্ধতন হতে সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন। ইহা হতেও প্রমাণিত হলো হাদীসটির সনদ মুনকাত্বে'(বিচ্ছিন্ন)নয় বরং মুত্তাসিল (সংযুক্ত)। মুরসাল নয় বরং মারফু'।

অন্যদিকে ইমাম দ্বারাকুৎনী, ইমাম বুখারী প্রমূখ বলেছেন সনদটি মুনকাত্বি, (মিলিত নয় বিচ্ছিন্ন) এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো সুনান দ্বারা কুৎনীর ২৭৬ পৃষ্ঠার ২১ নং হাদীসটি ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেন, حدثنا محمدبن مخلد ثنا العباس بن محمد نا ابو نعيم ثنا الحسن بن صالح عن جابر عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة.

"মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আবু নঈম আমাদের নিকট হাসান বিন সালিহ্ হতে, তিনি জাবির আল জুফী হতে তিনি আবুয্ যোবায়ের হতে তিনি জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বলেন, "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"।

ইমাম দ্বারাকুৎনীর বর্ণনায় দেখা যায়, হাসান বিন ছালেহ জাবির আল জুফী হতে জাবির জুফী আবুয্ যোবায়ের হতে। এক্ষেত্রে ইমাম দ্বারা কুৎনীর বক্তব্য হলো এ সনদে হাসান বিন ছালেহ এবং আবুয্ যোবায়ের এর মাঝে জাবির আল জুফী আছে যিনি অধিকাংশ মুহাদ্দিস গণের দৃষ্টিতে দ্বঈফ, এ কারণে হাদীসটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর মুসনাদ এর হাদীস এবং ইমাম আবুবকর বিন আবু শায়বার মুছান্নাফে উল্লিখিত হাদীসের সনদে হাসান বিন ছালেহ ও আবুয্ যোবায়ের এর মাঝে অন্য কেহ নেই তাই সনদটি মুনকাত্বে (বিচ্ছিন্ন) এ কারণে এ হাদীসটিও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে হাসান বিন ছালেহ শুধু জাবির জুফী হতে নয়, লাইস বিন সা'দ হতেও হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, লাইস বিন সা'দ সিক্বাহ্ ফক্বিহ্ এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। হাসান বিন ছালেহ লাইস বিন সা'দ হতে গ্রহণ করার কারণে এ সনদের দুর্বলতা আর রইলো না, কেননা লাইস বিন সাদ এর মাধ্যমে সনদটি মুত্তাসিল পর্যায়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে এবং প্রত্যেকেই সিক্বাহ্ হিসেব প্রমাণিত যা রাবী পরিচিতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল অসওয়াদ বিন আমির এর সূত্রে এবং আবু বকর বিন আবু শায়বা মালিক বিন ইসমাইল এর সূত্রে হাসান বিন ছালেহ জাবির জুফীকে বাদ দিয়ে সরাসরি আবুয্ যোবায়ের হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এখানেই ইমাম দ্বারাকুৎনী ও ইমাম বুখারী প্রমূখ সনদটিতে ইনকিত্বা'র (বিচ্ছিন্নতা) ত্রুটি পেয়েছেন। একই যামানায় (হাসান বিন ছালেহ এর জীবদ্দশায়ই মৃতু ১৬৯, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর জন্ম ১৬৪ হিজরীতে) ইমাম আহ্মাদ, আবুয্ যোবায়ের হতে হাসান বিন ছালেহ এর বর্ণনায় ত্রুটি পেলেন না, হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে তার মুসনাদে উল্লেখ করলেন, আর ইমাম দ্বারাকুৎনী, ইমাম আহমাদের মৃত্যুর ৬৫ বছর পর জন্ম গ্রহণ করে ত্রুটি পেলেন! অর্থাৎ হাসান বিন ছালেহ এর মৃত্যুর ১৩৭ বছর পর, জন্ম হিসেবে ২০৬ বছর পর এসে তার চিন্তায় হাসান বিন ছালেহ আবুয যোবায়েরকে দেখেন নাই এ তত্ত্ব পেয়ে গেলেন! এবং হাদীসটি মুনকাত্বে' বলে ঘোষনা দিলেন!!

কোন কিছুকে মাইনাস করার চিন্তা যখন কারো মাথায় জেঁকে বসে, তখন ছলে-বলে-কৌশলে সে কাজে ওঠে পড়ে লেগে যায়, ভাল কোন কিছু তখন মাথায় আসে না। ইমাম দ্বারাকুৎনীরও তাই হয়েছে।

ইমাম হাসান বিন ছালেহ এর জন্ম ১০০ হিজরীতে আর ইমাম আবুয্ যোবায়ের এর মৃত্যু ১২৮ হিজরীতে তার মানে, আবুয্ যোবায়ের এর মৃত্যুর সময় হাসান বিন ছালেহ এর বয়স ছিল ২৮ বছর।

ইমাম বুখারী এবং দ্বারাকুৎনী একটা জায়গাতেই তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন, সেটা হলো এক বর্ণনায় হাসান বিন ছালেহ জাবির জুফী ও লাইস বিন

ইমাম দ্বারাকুৎনী ও ইমাম বুখারীর অভিযোগের জওয়াব

ইমাম দ্বারা কুৎনী সহ যারা আবুয্ যোবায়ের হতে হাসান বিন ছালেহ এর বর্ণনাকে বিচ্ছিন্নতার কারণে দুর্বল বলেছেন এবং এটাও বলেছেন এ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ জায়েয নেই।

এ ব্যাপারে জাবির জুফী যদিও মাতরুকুল হাদীস হওয়ার কারণে দ্বঈফ, কিন্তু হাসান বিন ছালেহ জাবির জুফী ছাড়াও ইমাম লাইস বিন সা'দ হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। তাই সনদটি দূর্বলের যে যুক্তি তারা দেখিয়েছেন তা গ্রহণীয় নহে।

ইমাম ত্বাহাবী শরহু মাআ'নিল আসার এর প্রথম খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا أبو امية: ثنا إسحاق بن منصور السلولى قال: ثنا الحسن بن صالح عن جابر وليث عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"আবু উমাইয়্যা আমাদের নিকট বর্ণনা করে বলেন,ইসহাক বিন মানসুর আস সালুলী আমাদেরকে বলেন, হাসান বিন ছালেহ, জাবির ও লাইস হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়েই আবুয্ যোবায়ের হতে, তিনি জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন"।

সাদ এর মাধ্যমে আবুয্ যোবায়ের হতে আর এক বর্ণনায় জাবির জুফী ও লাইস বিন সাদ এর মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আবুয্ যোবায়ের হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। এখানেই যত বিপত্তি, হাসান বিন ছালেহ এর এই দ্বিতীয় বর্ণনার কারণে সনদটি ইনকিত্বাহ তথা দ্বঈফ সাব্যস্ত করেছেন, তারা কখনও সু-চিন্তায় কাজটি করেননি, কখনও ভেবে দেখেননি হাসান বিন ছালেহ্ যখন জাবির জুফী ও লাইস বিন সাদ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন তখনও ইমাম আবুয্ যোবায়ের এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি, পরবর্তীতে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সরাসরি উদ্ধর্তন পূর্বের রাবীকে বাদ দিয়ে ইমাম আবুয্ যোবায়ের হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সম্ভবনা সত্যের দ্বার প্রান্তে এজন্য যে, ইমাম আবুয্ যোবায়ের মৃত্যুর সময় তার বয়স ২৮ বছর, কারো থেকে কিছু গ্রহণ করার পরিপক্ক বয়স। আর যদি ইমাম আবুয্ যোবায়ের এর মৃত্যুর পরে হাসান বিন ছালেহ এর জন্ম হতো বা মৃত্যুর সময় তার ৪-৫ বছর বয়স হতো তাহলে এ বর্ণনাকে ইনকিত্বাহ বলা যেত, যার ফলে সনদটি দ্বঈফ হতো।

বিষয়টি আরও সহজভাবে বুঝার জন্য এবং চিন্তাকে উৎকর্ষ করার জন্য একটি গল্প শোনা যাক- ধরুন আব্দুর রহমান নামে এক ব্যক্তি বললো তার বাবা বলেছে তার দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে, আর একবার বললো তার দাদা বলেছে সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে, এ দুটি বর্ণনার সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে, তার বয়স অনুসারে, সে যদি তার দাদাকে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত পেয়ে থাকে তা ধরে নিতে হবে তার বর্ণনা সত্য, আর যদি দাদার মৃত্যুর পর তার জন্ম হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে বর্ণনা মিথ্যা। কেহ বলতে পারেন এটি একটি পারিবারিক ঘটনা এমনটা হতেই পারে, এর উত্তরে বলবো সমিকরণটা কঠিন কিছু না। সে সময় যে যেখানেই থাকুক না কেন হজ্জের সময় মক্কা আল মুকাররামায় ও আল মদীনা আল মুনাওয়ারায় সাক্ষাৎ হয়ে যেত। তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক, কারণ ইমাম আবুয্ যোবায়ের রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মক্কী, এজন্য তাকে আবুয্ যোবায়ের মক্কী বলা হয়। সবার মধ্যেই একটি সুপ্ত বাসনা থাকে, হাদীসের ইসনাদে এক ধাপে এগিয়ে যাওয়ার, তাই তিনি সুযোগ যখন পেয়ে গেলেন, হাত ছাড়া না করে জাবির জুফী ও লাইস বিন সাদ এর স্থানেই

নিজের জায়গাটা করে নিলেন, চলে গেলেন বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরও নিকটে।

প্রিয় পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা তাদের কিতাবে হাসান বিন ছালেহ, আবুয যোবায়ের হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা সহীহ্ মুনকাত্বে নয়, ইমাম দ্বারাকুৎনী এবং ইমাম বুখারী তাদের মতের সমর্থনে কোন দালিলীক প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। তাঁরা যদি প্রমাণ করতে পারতেন যে, ইমাম আবুয যোবায়ের এর সাথে ইমাম হাসান বিন সালেহ্ এর সাক্ষাত হয়নি বা ইমাম আবুয যোবায়ের এর মৃত্যুর পর ইমাম হাসান বিন সালেহ এর জন্ম হয়েছে, তাহলে তাদের অভিযোগ এ সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা (إنقطاع) বিদ্যমান, তাই হাদীসটি দ্বঈফ বলাটা সঠিক হতো। তাছাড়া ইমাম বুখারী নিজেই তার সহীহ আল বুখারীতে আবুয যোবায়ের হতে হাসান বিন সালিহ এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাই ইমাম বুখারী যদি من كان له إمام হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেন তাহলে তার কথাটি স্ববিরোধি হয়ে যাবে। যারা ইমাম বুখারীর ও ইমাম দ্বারাকুৎনির মতকে গ্রহণ করে উক্ত হাদীসটিকে দ্বঈফ বলেন তারা চিন্তা করে দেখুন হানাফীগণের আমল সহীহ হাদীসের উপর কিনা, আর আপনাদের চিন্তাধারা সঠিক কিনা?

من كان له إمام ও لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ দুই হাদীসের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে সালাত আদায় হবে না, এ মত পোষণকারীগণ শুধু একটি হাদীসের উপর নির্ভরশীল না হয়ে এবং আরও একটি হাদীসকে মাইনাস করার নীতিকে বাদ দিয়ে যদি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীসকে কীভাবে স্ব স্ব স্থানে রাখা যায় সেভাবে গবেষনা করতেন, চিন্তা করতেন, তাহলে সঠিক হিসাব পেয়ে যেতেন। এজন্য সকলের উচিত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে কোন হাদীসকে বাদ দিয়ে নয় বরং সর্বাত্বিক প্রচেষ্টা চালানো যে, সনদের মধ্যে ত্রুটি আছে কিনা, এ ব্যাপারে ঐকমত্যের ভিত্তি পাওয়া গেলেই হাদীসটি গ্রহণ না করার প্রশ্ন আসে। অস্পষ্ট বিষয় নয় বরং যদি কোন রাবীর মধ্যে স্পষ্ট স্খলন পাওয়া যায় এবং সর্বদিক থেকেই উক্ত স্খলনজনিত বর্ণনাকারীর বর্ণনাটি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত পাওয়া যায় তাহলে ঐ বর্ণনাকে পরিত্যাগ করা। কয়েকটি কারণে من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة. হাদীসটি উক্ত পর্যায় ভূক্ত নয়।

প্রথমত: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ হাদীসের সাথে সংঘর্ষিক নয় কারন لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب হাদীসটি عام যা ইমাম, মুনফারিদ, মুক্তাদি, নারী-পুরুষ সকলকেই অন্তর্ভূক্ত করে। من كان له إمام হাদীসটি ঐ عام কে ইমাম ও মুনফারিদ (একাকী নামাজী) এর জন্য খাছ করে দিয়েছে, এবং মুক্তাদি

যেহেতু ইমামের তাবে, তাই ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত। لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب. এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী সুফিয়ান বিন উয়ায়নাও বলেছেন, হাদীসটি ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য। তাছাড়া এমতকে আরো শক্তিশালী ও জোড়ালো করে দিচ্ছে.إنما جعل الإمام ليؤتم به "নিশ্চয়ই ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য" এ হাদীসটি। এতে দেখা যায় من كان له إمام হাদীসটি إنما جعل الإمام ليؤتم به হাদীসের মুআফিক। তাছাড়া আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন ও চুপ থাক। এ আয়াতেরও মুআফিক।

এতে বুঝা গেলো لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب হাদীসটি من كان له إمام হাদীসের সাথে বৈসাদৃশ্য নয়, বরং দুটি হাদীসই সহীহ ও আমলযোগ্য একটি ইমাম ও মুনফারিদ এর জন্য, আর একটি মুক্তাদির জন্য।

দ্বিতীয়ত : ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ্। ইমাম মুসলিম কোন হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য إحتمال اللقاء "সাক্ষাতের সম্ভবনা" কে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন বর্ণনাকারী তার উর্দ্ধতন বর্ণনাকারী হতে যদি এ কথা বলে আমি তার থেকে হাদীসটি শুনেছি বা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝা গেলো উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হয়েছে, আর যদি বর্ণনাটি عن দ্বারা হয় অর্থাৎ عن حسن بن صالح عن أبى الزبير তাহলে এতে সাক্ষাতের সম্ভাবনা বুঝায়। এ সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত জরুরী

১। অবশ্যই দুই জন রাবী একই সময়ের হতে হবে, যাতে দুইজনের মধ্যে দেখা হওয়া সম্ভব।

২। অধস্তন রাবীকে ضبط ও عدالت এর গুণে গুণান্বিত সিক্বাহ হতে হবে। ইমাম আবুয্ যোবায়ের হতে হাসান বিন ছালেহ রাহিমাহুল্লাহ্র বর্ণনাটি একই ভাবে ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহর শর্ত মোতাবেক সহীহ, কেননা হাসান বিন ছালেহ সিক্বাহ্ এবং ফক্বীহ্ রাবী, একই সময়ে হাসান বিন ছালেহ কুফায়

ছিলেন, আর আবুয্ যোবায়ের মক্কী মক্কা আল মুকাররামায় ছিলেন, হাসান বিন ছালেহ এর মক্কা আল মুকাররামায় হজ্জ করতে এসে তার সাক্ষাৎ করা এবং হাদীস শোনা, নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই হাদীসটি মুনকাত্বি নয় বরং মুত্তাসিল এবং সহীহ।

মুসনাদ আহমাদ ও মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বার হাদীসের রাবী পরিচিতি।

১। আসওয়াদ বিন আমিরঃ জন্ম ১২০ মৃত্যু ২০৮ ।

আসওয়াদ বিন আমির রাহিমাহুল্লাহ যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, ইসরাইল বিন ইউনুস, জাবির বিন হাযেম, হাসান বিন ছালেহ, হাম্মাদ বিন যায়দ, হাম্মাদ বিন সারামাহ, জুহাইর বিন মুআবিয়া, শোবাহ্ বিন হাজ্জাজ, আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু সালামাহ, আল মাজেশুন, সুফিয়ান আস সাওরী প্রমূখ। যারা আসওয়াদ বিন আমের হতে হাদীস শুনেছেনতারা হলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইব্রাহিম বিন সাঈদ আল জাওহারী, আবু বকর বিন আবু শায়বা, উসমান বিন সাঈদ আল দারেমী, উসমান বিন আবু শায়বা, আলী বিন মাদিনী, আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদদুররী প্রমূখ।

ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানী তার তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের ১ খণ্ডের ৩১৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ৩ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায়, ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামীন নুবালা কিতাবের ১০ খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায়, এবং ইমাম আবু হাতিম তার আল জারহু ওয়াত তাদীল কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, قال على بن المدينى:أسود بن عامر ثقة. "ইমাম আলী বিন মাদিনী বলেন, আসওয়াদ বিন আমির সিক্বাহ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, আসওয়াদ বিন আমির সিক্বাহ।

ইমাম ওসমান বিন দারেমী তারীখুল দারেমী কিতাবে বলেন, قال يحي بن معين: اسود بن عامر لا بأس به يعنى ثقة.

"ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, আসওয়াদ বিন আমির এর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই অর্থাৎ সিক্বাহ"।

শায়খ আলবানি ইরওয়াউল গালীল কিতাবের ২ খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় বলেন, والأسود بن عامر ثقة احتج به الستة

"আর আসওয়াদ বিন আমের সিক্বাহ সহীহ ছয়টি কিতাবের সকলেই তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন।"

২। মালিক বিন ইসমাইলঃ মৃত্যুঃ ২১৯।

তিনি যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেন তারা হলেন, হাসান বিন ছালেহ, সুফিয়ান বিন উয়ায়না, শারীক বিন আব্দুল্লাহ প্রমূখ।

যারা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তারা হলেন, ইমাম বুখারী, ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ্দুরী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল জুহলী, আবু হাতিম, আবু যুরআহ্ আর রাযী, আবু যুরআহ্ আদ্দিমাশকী প্রমূখ।

ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল এর ২৭ খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব এর ৬ খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায়, আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম, আল জারহু ওয়াত তাদীল এর ৮ খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- قال يحي بن معين :ليس بالكوفة أتقن منه وقال :يعقوب بن شيبة :ثقة صحيح الكتاب وكان من العابدين وقال فى موضع أخر:كان متثبتا.وقال النسائى:ثقة وقال معاوية بن صالح عن ابن معين ثقة.

"ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, কুফাতে (তার যামানায়) হাদীসে তার মত দক্ষ আর কেহ ছিল না। ইয়াকুব বিন শায়বাহ বলেন, মালিক বিন ইসমাইল সিক্বাহ্ ছিলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ্। তিনি খুব ইবাদাত-গুজার ছিলেন, আরও বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় স্থীর ছিলেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি সিক্বাহ্

ছিলেন, মুআ'বিয়া বিন ছালেহ, ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন মাঈন হতে বলেছেন, মালিক বিন ইসমাইল সিক্বাহ্ ছিলেন"।

ইমাম ইজলী মারিফাতুস সিক্বাত এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন, مالك بن إسماعيل إبو غسان النهدى كوفى ثقة. "মালিক বিন ইসমাইল আবু গাস্‌সান আননাহ্‌দী কুফী সিক্বাহ্"।

হাফিজ আবু হাফস উমার বিন শাহীন তারীখু আসমাইস সিক্বাত এর ২১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, إبو غسان مالك بن إسماعيل صدوق ثبت متقن إمام من الأئمة.

"আবু গাস্‌সান মালিক বিন ইসমাইল, হাদীসে সত্যবাদী, স্থির, দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন (তার যামানায়) ইমামগণেরও ইমাম"।

শায়খ আলবানি ইরওয়াউল গালীল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় বলেন, و مالك إحتج به السنة, "মালিক বিন ইসমাইল সিক্বাহ ছিলেন, বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, তিমমিযী ও ইবনু মাযাহ্ প্রত্যেকেই তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।"

ইমাম আবু হাতিম বলেন, و هو متقن و ثقة "হাদীস গ্রহণে তিনি দক্ষ ও সিক্বাহ্ ছিলেন।

৩। হাসান বিন ছালেহ : জন্ম - ১০০, মৃত্যু- ১৬৯ হিজরী।

হাসান বিন ছালেহ যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, ইসমাইল বিন আব্দুর রহমান আসসুদ্দি, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, সালামাহ বিন কুহাইল, আসিম আল আহওয়াল, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল, মুহাম্মাদ বিন আযলান, আত্বা বিন সায়েব, হারুন বিন সা'দ আল ইজলী ও আবুয যোবাইর প্রমূখ।

হাসান বিন ছালেহ হতে যারা হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, ইয়াহ্‌ইয়া বিন আদম, ওয়াকি' বিন জার্‌রাহ, আসওয়াদ বিন আমির, মালেক বিন ইসমাইল, মুসআব বিন ক্বিদাম, উবাইদুল্লাহ বিন মুসা ও আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক প্রমুখ।

বিস্তারিত জানার জন্য তাহযীবুল কামাল ৬ খণ্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাহযীবুত্তাহযীব দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠা, কিতাবুল জারহী ওয়াত তাদীল তৃতীয় খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠা, মাআনীল আখইয়ার ফি শারহি উসামী, প্রথম খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠা।

ইমাম মিয্‌যী তাহযীবুল কামালের ৬ খন্ডের ১৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন, মুহাম্মাদ বিন আলী আল ওয়াররাক বলেন سألت أبا عبد الله احمد بن حنبل، عن الحسن بن صالح كيف حديثه؟ فقال ثقة.

"আবু আব্দুল্লাহ আহ্‌মাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ কে হাসান বিন ছালেহ এর বর্ণিত হাদীস সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলাম তার বর্ণনাকৃত হাদীস কেমন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বললেন, সিক্বাহ্"।

আব্দুল্লাহ বিন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি,.الحسن بن صالح أثبت فى الحديث من شريك

"হাসান বিন ছালেহ এর বর্ণিত হাদীস, শারীক বিন আব্দুল্লাহ হতেও বেশি শক্তিশালী"।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম, আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর তৃতীয় খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় বলেন, আলী বিন হাসান বলেন, سمعت أحمد بن حنبل يقول:الحسن بن صالح صحيص الرواية.

"আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হাসান বিন ছালেহ এর বর্ণনাকৃত হাদীস সহীহ্"।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম আর রাযী আল জারহু ওয়াত তা'দিল কিতাবে আরো বলেন, سمعت أبى يقول:الحسن بن صالح ثقة متقن حافظ.

"আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, হাসান বিন ছালেহ, হাদীস বর্ণনায় সিক্বাহ, দৃঢ় ও হাফিজ ছিলেন"।

হাফিজ আবু হাফস উমার বিন শাহীন তার তারীখুল আসমাইস সিক্বাত কিতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন قال يحي بن معين:الحسن بن صالح ثقة لا بأس به.

"ইয়াহ্ইয়াহ বিন মাঈন বলেছেন, হাসান বিন ছালেহ, সিক্বাহ ছিলেন, তার বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই।

ইমাম আবু হাতিম আররাযী বলেন,- حدثنا عبد الرحمن قال:سئل ابو زرعة الرازى عن الحسن بن صالح قال إجتمع فيه إتقان و فقه وعبادة و زهد.
"আব্দুর রহমান আমাদেরকে বলেন, আবু যুরআহ আর রাযীকে হাসান বিন ছালেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাসান বিন ছালেহ এর নিকট হাদীসের দৃঢ়তা, ফিক্বহ, ইবাদাত এবং দুনিয়া বিরাগী এসব গুণের সমাবেশ ঘটেছে।"

ইমাম বদরুদ্দিন আইনী, মাআনিল আখইয়ার কিতাবের ১ খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম নাসাই, হাসান বিন ছালেহকে সিক্বাহ বলেছেন, ইমাম আবু নাঈম বলেন, كتبت عن ثمانمأة محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن الصالح.
"আমি আটশত মুহাদ্দিস হতে হাদীস লিখেছি কিন্তু হাসান বিন ছালেহ্ হতে উত্তম আর কাহাকেও দেখি নাই।"

ইমাম ইবনু আদী "আল কামিল" কিতাবে উল্লেখ করেছেন, و لم أجد له حديثا منكرا. "আমি তার থেকে বর্ণিত কোন মুনকার হাদীস পাই নাই।"

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আব্বাস আদদুর্রী, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেন, ইয়াহ্ইয়াহ বিন মাঈন বলেন,. و الأوزاعى والحسن بن صالح هؤلاء يكتب راي مالك الثقات.
"ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম হাসান বিন ছালেহ, এ সমস্ত সিক্বাহ্ বর্ণনাকারীগণের মতামত লিখতে হবে। অর্থাৎ ইনাদের রায় সমূহ গ্রহণযোগ্য"। ইমাম ইবনু মারইয়াম, ইয়াহ্ইয়াহ বিন মাঈন থেকে উল্লেখ করেন, হাসান বিন ছালেহ মুস্তাকিমুল হাদীস (হাদীস বর্ণনায় সঠিক) ছিলেন।

শায়খ হামযাহ্ আহ্মাদ যাইন "মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল" এর ১১ খণ্ডের

৫০৩ পৃষ্ঠার টিকায় বলেন. و الحسن بن صالح ثقة فقيه "হাসান বিন ছালেহ ফক্বীহ ও সিক্বাহ্"

উক্ত আলোচনায় দেখা যায় ইমাম হাসান বিন ছালেহ রাহিমাহুল্লাহ্ একজন প্রথম শ্রেণীর হাদীস বর্ণনাকারী সিক্বাহ রাবী ছিলেন। ضبط ও عدالت এর গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ্ আল বুখারীর অসংখ্য যায়গায় ইমাম হাসান বিন সালিহ্ এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন

৪। আবুয যোবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল কুরাশীঃ

ইমাম আবুয যোবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল কুরাশী, আল আসাদী আল মাক্কী ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবুয যোবায়ের যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, সাহাবী জাবীর বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উমার, আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু তোফায়েল প্রমূখ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ। তাবেঈ গণের মধ্যে আবু ছালেহ সাম্মান, ত্বাউস বিন কায়সান, আত্বা বিন আবু রাবাহ প্রমুখ।

যারা হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, তারই শায়খ আত্বা বিন আবু রাবাহ, ইমাম যুহরী, সুফিয়ান আস সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়ায়না, সুলায়মান আল আমাশ, মুহাম্মাদ বিন আযলান প্রমূখ।

ইমাম সামসুদ্দিন আয যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় বলেন, يعلى بن عطأ قال: حدثنى أبوالزبير،وكان اكمل الناس عقلا و أحفظهم.

"ইয়ালা বিন আত্বা বলেন, আবুয যোবায়ের আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আলেমগণের মধ্যে আকল এবং হিফজের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ছিলেন"।

ইমাম মিয্যী তার তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২৬ খণ্ডের ৪০৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম কিতাবুল জারহী ওয়াত তা'দীল এর অষ্টম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قال حرب بن إسماعيل الكرمانى:

سئل احمد بن حنبل عن أبى الزبير، فقال قدإحتمله الناس وأبو الزبيراحب إلي من أبى سفيان لان ابا الزبير اعلم بالحديث منه و ابو الزبير ليس به بأس.

"হারব বিন ইসমাইল আল কিরমানী বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে আবুয যোবায়ের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লোকেরা (কোন কোন আলেম) আবুয যোবায়ের সম্পর্কে ধারনা করে কথা বলে, আমার নিকট তার অবস্থান আবু সুফিয়ান হতে বেশি, কেননা আবুয যোবায়ের তার থেকে বেশি হাদীস জানতেন। আর ইমাম আবুয যোবায়ের এর হাদীস গ্রহণে কোন সমস্য নেই"।

ইমাম আব্বাস আদদূরী তার তারীখের কিতাবে (যা তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন) দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন, قال يحي بن معين:ابو الزبير احب إلي من أبى سفيان.

"ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, আবুয যোবায়ের আমার নিকট আবু সুফিয়ান হতে প্রিয়"।

ইমাম যাহাবী মিযানুল ইতিদাল এর চতুর্থ খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, هو من أئمة العلم إعتمده مسلم وروى له البخارى متابعة.

"তিনি আলেমগণেরও ইমাম ছিলেন। ইমাম মুসলিম হাদীস গ্রহণে তার বর্ণনাকে নির্ভরশীল মনে করতেন। ইমাম বুখারীও তার থেকে মুতাবিয়াতের স্তরে হাদীস বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম ওসমান বিন দ্বারেমী বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন কে জিজ্ঞেস করলাম আবুয যোবায়ের কিরূপ ছিলেন, তিনি বললেন সিক্বাহ। অত:পর বললাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির এবং আবুয যোবায়ের এর মধ্যে কে আপনার অধিক পছন্দের, তিনি বললেন, উভয়েই সিক্বাহ ছিলেন।

ড. কাসিম আল সা'দ "মানহাজুল ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসাই ফিল জারহী ওয়াত তাদীল" কিতাবের ২১২৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আবুয যোবায়ের সম্পর্কে বলেন, قال النسائى: ثقة. وقال أيضا: كان شعبة يسئ الرأى فيه، و أبو الزبيرمن الحفاظ روى عنه يحي بن سعيد الأنصارى و أيوب و مالك.

"ইমাম নাসাই বলেন, আবুয যোবায়ের সিক্বাহ ছিলেন। তিনি আরও বলেন, শোবাহ তার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, কিন্তু সঠিক খবর হলো, তিনি হাদীসের হাফিজগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম মালিক বিন আনাস, আইয়ুব এবং ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল ইজলী তার মারিফাতুস সিক্বাত কিতাবে বলেন,. محمد بن مسلم أبو الزبير المكى تابعى ثقة
"মুদাম্মাদ বিন মুসলিম আবুয যোবায়ের আল মাক্কী তাবেঈ এবং সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম ইবনু সা'দ তাবাকাতুল কবীর এ বলেন, كان ثقة كثير الحديث. "তিনি সিক্বাহ ছিলেন এবং অনেক হাদীস জানতেন"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম ইবনু আদী কিতাবুল কামিল এর ৭ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন, روى مالك عن أبى الزبير كفى بأبى الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك فإن مالكا لا يروى إلا عن ثقة وقال لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبى الزبير إلا و قد كتب عنه و هو فى نفسه ثقة .إلا أن يروى عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف و لا يكون من قبله، و أبو الزبير يروى أحاديث صالحة لم يتخلف عنه أحد وهو صدوق ثقة لا بأس به.

"ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে (আবুয যোবায়ের) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুয যোবাইর এর সত্যবাদীতার ও সিক্বাহ্র জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইমাম মালিক তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, কেননা ইমাম মালিক সিক্বাহ বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কোন রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেন না। (ইমাম ইবনু আদী) বলেন, এমন কোন সিক্বাহ্ রাবী সম্পর্কে আমার জানা নেই যারা আবুয যোবায়ের হতে হাদীস বর্ণনায় বিরত ছিলেন। তিনি নিজেই সিক্বাহ্ ছিলেন, তবে কোন দ্বঈফ রাবী যদি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে থাকেন তাহলে হয়তো সেটা দ্বঈফ হবে, কিন্তু তার থেকে বর্ণিত কোন হাদীস দ্বঈফ নয়। আবুয যোবায়ের যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সকলই দলিলযোগ্য ছিল, তার থেকে হাদীস গ্রহণে কেহ বিরত ছিলেননা। তিনি সিক্বাহ্, সত্যবাদী ছিলেন, তার

হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই"।

ইমাম ইবনু আদী তার আল কামিল ফি দুআ'ফা-ইর রিজাল কিতাবে ইমাম আবুয যোবায়ের এর সিক্বাহ্ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি নিজে সিক্বাহ্ রাবী ছিলেন, তার থেকে সিক্বাহ্ রাবীগণই হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে হ্যাঁ, যদি কখনও কোন দ্বঈফ রাবী তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করে থাকে একমাত্র তখনই কেবল সে হাদীসটি দ্বঈফ হবে অন্যথায় নয়। ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী রাবী ইমাম হাসান বিন ছালিহ একজন সিক্বাহ্ বর্ণনাকারী, ইমামগণ তার সিক্বাহ্র ব্যাপারে ঐকমত্য, তাই ইমাম ইবনু আদীর ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম আবুয যোবায়ের সিক্বাহ্ এবং তার পূর্ববর্তী রাবী হাসান বিন ছালেহ সিক্বাহ্, ইহা হতেও প্রমাণিত হলো, من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة. হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন, قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة: سألت على بن المدينى عنه فقال ثقة ثبت.

"মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবু শায়বাহ বলেন, আমি আলী বিন মাদিনীকে জিজ্ঞেষ করলাম, আবুয যোবায়ের কেমন ছিলেন, তিনি বললেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি সিক্বাহ্ ও স্থির ছিলেন"।

হাদীস বর্ণনায় রাবীর দোষ কখন গ্রহণযোগ্য হবে ?

তবে যারা ইমাম আবুয যোবাইর রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে তাদলীসের দোষ দেখেন, তারা কখনও পরিষ্কার করে বলেননি, কখন তিনি এ দোষে পতিত হন, এবং কোন সময়কার বর্ণিত হাদীস এ দোষের কারণে বাদ হয়ে যাবে। এ ধরনের অস্পষ্ট (مبهم) দোষ (جرح) যদি কোন রাবীর প্রতি আরোপ করা হয়, আর যদি এ সমস্ত শব্দের কোন ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, অপরদিকে তার সপক্ষে যদি জোড়ালো গুণ পাওয়া যায়, যে সম্পর্কে ইবনু আদী স্পষ্টভাবে সুখ্যাতি করেছেন, তাহলে (جرح দোষ) এর উপর تعديل (গুন) অগ্রগণ্য হবে।

শায়খ মুতাওয়ালী আল বাকাজিলী "মাআলিমু মানহাজিশ শায়খ আহমাদ শাকির ফি নকদিল হাদীস" এর ১২০ পৃষ্ঠায় বলেন, ইলমলু হাদীসের জারহু ও তা'দিল তথা রাবীর দোষ গুন এর ব্যাপারে যা কিছু বলা হয় তার ক্ষেত্র ও দলিল বুঝতে হবে। এবং জরহু ও তাদীল এর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ইমামগণ যে নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন তা জানতে হবে। মুহাক্কিক ইমামগন কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা গুলো হলো নিম্নরুপ:

الجرح والتعديل لا يقبلان إلا من عالم بهما و بأسبابهما.

১। জরাহ ও তাদীল এর প্রকৃত ইলম ও এর কারণসমূহ সম্পর্কে যারা জানেন তারা ব্যাতীত অন্য কেহ কোন রাবীর ব্যাপারে কোন কথা বললে তা গ্রহণ যোগ্য হবে না।

الجرح والتعديل لا يقبل إذا صدر بغير إنصاف.

২। জারাহ (দোষ-ক্রুটি) যদি ইনসাফের সাথে না করা হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ শর্তটি অনুযায়ী ইমাম হুমাইদী. ইমাম বুখারী, ইমাম দ্বারাকুৎনী ও ইমাম ইবনু হাযার, আলোচ্য হাদীসের রাবী সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন তা সত্যের মাপকাঠিতে পরিমিত নয়, কেননা তা ইনসাফের বাইরে নিজস্ব লালিত মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক পেশে নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য করা হয়েছে, যা যথাস্থানে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

جرح القرين فى قرينه لا يقبل إذا عارضه قول غيره فيه.

৩। যে সমস্ত কারণে রাবীর দোষ ধরা হয় তার বিপক্ষে যদি অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় যা ঐ দোষকে প্রতিহত করে তাহলে ঐ দোষ গ্রহণযোগ্য নয়।

الجرح المبهم لا يقبل إلا إذا كان من إمام معتبر و لم يعارضه تعديل.

৪। ইলমুল হাদীসের নকদের সাথে সম্পৃক্ত কোন আলেম যেমন- ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আলী বিন মাদীনী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান প্রমুখ নির্ভরযোগ্য কোন ইমামের মত যদি না থাকে আর তার মধ্যে যদি তা'দীল (গুন) পাওয়া যায়, তাহলে অস্পষ্ট দোষ অর্থ্যাৎ কি দোষে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো ইহা বর্ণনা না করা হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

যেমন আব্দুর রহমান নামে একজন রাবী তাকে পাঁচজন আলেম বললেন তিনি সিক্বাহ, তার মধ্যে কোন ক্রটি নেই, আর একজন বললেন তিনি দ্বঈফ, কেন দ্বঈফ, কি কারণে দ্বঈফ কিছুই বললেন না, দ্বঈফ বলা হলো অথচ কি কারণে দ্বঈফ তা বলা হলো না, এটাই হলো الجرح المبهم বা অস্পষ্ট দোষ বর্ণনা। তাই কারও প্রতি এ ধরনের দোষ আরোপ গ্রহণযোগ্য নয়।

الجرح المبهم إنما يقبل فى حق من خلا عن التعديل أما من وثق و عدل فلا يقبل فيه ذلك

৫। যারা তা'দীল এর গুণে গুনান্বিত নয়, তাদের ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট দোষ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যাদেরকে সিক্বাহ্ এবং আদিল বলা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ইহা কখনই গ্রহণযাগ্য নয়।

উপরোক্ত উপকড়ণ সমূহের আলোকে বুঝা যাচ্ছে যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হাদীস গ্রহণের অযোগ্য মনে করা হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালার খিলাফ। ইমাম আবুয যোবায়ের এর ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা প্রকৃত ইতিহাস না জানা বা বিকৃতি করারই নামান্তর। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তার তাহযীবুত্তাহযীব এর ৬ খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি বলেন, قال هشيم عن حجاج إبن أبى ليلى عن عطأ: كنا نكون عند جابر، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه فكان أبو الزبير أحفظنا.

"হুশাইম, হাজ্জাজ হতে এবং ইবনু আবু লায়লা, আত্বা বিন আবু রাবাহ্ হতে বলেন, আমরা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তার থেকে শ্রুত হাদীস নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম, আবুয যোবায়ের আমাদের সকলের থেকে অধিক স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ছিলেন"।

উক্ত ঘটনা হতে বুঝা গেল তার সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের মাঝে তিনি হাদীস বর্ণনায় সম্মানের আসনে ছিলেন, আতা বিন আবু রাবাহ, আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লার মত সর্বজন মান্য ইমাম, মুহাদ্দিস, ফক্বিহগণ যাকে সমীহ করতেন, সাহাবী হযরত জাবীর বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তাদের থেকেও বেশী অবগত ছিলেন বলে স্বীকৃতি দিলেন, এরপরও যদি পরবর্তী কালের কেহ তাকে তাদলীসের দোষে দোষারোপ করেন, তাহলে সেটা হবে তোহমত দেয়া, যা গীবতের গুণাহের চাইতেও ভয়াবহ।

ইমাম আবযু যোবায়ের সম্পর্কে এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তাদলীসের দোহাই দিয়ে তাকে দুর্বল বলা হক তালাশীগণের জন্য শোভণীয় নয়। যদি ধরেও নেই আবু যোবায়ের ও হাসান বিন ছালিহ এর মধ্যে সামান্য তাদলিস (التدليس الخفى) ছিল, আর এ কারণে যদি عنعنة শব্দ সংবলিত من كان له إمام হাদীসটি বাদ হয়ে যায় তাহলে তো, একই কারণে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদিসটিও ضعيف (দ্বঈফ), কেননা এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনা কারী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাও এ ধরনের তাদলীসের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

এ ব্যপারে মানহাজুল ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসাই ফিল জারহী ওয়াত তা'দীল কিতাবের ২১২৫ পৃষ্ঠায় ৮৭৮ নং তরজামায় উল্লেখ আছে, و كان يدلس و هو أحب إلينا فى جابر من أبى سفيان و أبو سفيان هذا إسمه طلحة بن نافع وقال أيضا:ذكر المدلسون: الحسن،و قتادة، و حميد الطويل، و يحي بن أبى كثير، و التيمى، ويونس بن عبيد، وابن أبى عروبة، و هشيم، وأبو إسحاق، و السبيعى، و إسماعيل بن أبى خالد و الحكم،و الحجاج بن أرطاة ومغيرة و الثورى و أبو الزبير المكى و إبن أبى نجيح و إبن عيينة.

"তিনি তাদলীসের দোষে দুষ্ট ছিলেন, তবে তিনি আমার নিকট জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসের ব্যপারে আবু সুফিয়ান হতে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। আর এ আবু সুফিয়ান এর নাম হলো তালহা বিন নাফে। তিনি (ইমাম নাসাই) আরও বলেন, মুদাল্লিসীনগণের মধ্যে আরো যারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারা হলেন, কাতাদা, হুমাইদ আত তাবীল, ইয়াহইয়া বিন আবু কাসীর, আত্ তাইমী, ইউনুস বিন উবাইদ, ইবনু আবু আরূবাহ, হুশাইম, আবু ইসহাক, আস সাবিঈ, ইসমাইল বিন আবু খালিদ, হাকাম, হাজ্জাজ বিন আরতাত, মুগীরা, সাওরী, আবুয্ যোবায়ের আল মাক্কী, ইবনু আবু আন নাজিহ্ এবং সুফিয়ান বিন উয়ায়না।

এছাড়াও ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ূত্বী কিতাবুল মুদাল্লিসীন এর ৫৩ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাকে تغير حفظه فى أخره و ربما دلس و مشهور بالتدليس .

"তিনি তাদলিসে মশহুর ছিলেন। এবং শেষের দিকে তার মুখস্ত শক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত তিনি তাদলিসে আক্রান্ত ছিলেন।

শায়খ আলবানির অভিযোগের জওয়াব

শায়খ আলবানি অন্যদের মত বলেছেন, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আবুয যোবাইর এর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের ইসনাদ সহীহ তবে আবুয

যোবায়ের এর তাদলিস এর কারণে عنعنة যুক্ত হাদীস দ্বঈফ। ফলে দলিল যোগ্য নহে।

এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানি তার ইরওয়াউল গালীল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় বলেন, قال إبن تركمانى : هذا سند صحيح ، و كذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبى الزبير و لم يذكر الجعفى وكذا فى أطراف المزى، و توفي أبو الزبير سنة ثمان و عشرين ومأة ذكره الترمذى وعمرو بن على، و الحسن بن صالح ولد سنة مأة، و توفي سنة سبع وستين و مأة و سماعه من أبى الزير ممكن ومذهب الجمهور إن أمكن لقاءه لشخص وروى عنه، فروايته محمولة على الإتصل، فحمل على أن الحسن سمعه من أبى الزبير مرة بلا وا سطة و مرة أخرى بواسطة الجعفى وليث قلت: الحمل بعيد عندى ،بل الظاهر أن الحسن بن صالح على ثقته كان يضطرب فيه ، فرواه على هذه الوجوه المتقدمة على أنه لو سلم بما قاله إبن التركمانى لكانت لا تزال هناك علة أخرى قائمة فى الإسناد على جميع الوجوه تمنع من الحكم عليه بالصحة و هى عنعنة أبى الزبيرفإنه كان مدلسا كما هو معروف ولم يصرح بالسماع فى جميع الروايات عنه

"ইবনু তুর্কমানী বলেন সনদটি সহীহ, অনুরূপভাবে আবু নাঈম হাসান বিন ছালিহ হতে তিনি আবুয যোবায়ের হতে এখানেও জাবির জুফীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা ইমাম মিয্যীর আল আতরাফ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম তিরমিযী ও আমর বিন আলী উল্লেখ করেছেন,আবুয যোবায়ের ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। অন্যদিকে ইমাম হাসান বিন ছালিহ ১০০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬৭ হিজরীতে উন্তেকাল করেন। এর থেকে বুঝা যায় ইমাম আবুয যোবায়ের হতে হাসান বিন ছালেহ এর হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা সম্ভব। জমহুর ইমামগণের মাযহাব হলো, যদি কোন রাবীর সাথে একজন রাবীর সাক্ষাৎ হওয়াটা সম্ভাবনার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। সুতরাং উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রমাণ হলো ইমাম হাসান বিন ছালিহ, ইমাম আবুয যোবায়ের হতে একবার জাবির জুফী ও লাইস এর মাধ্যমে, আর একবার মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আবুয যোবায়ের হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন"।

(ইমাম তুর্কমানীর উক্ত বর্ণনার প্রসঙ্গে শায়খ আলবানি)বলেন, তুর্কমানী যা বলেছেন তা আমার নিকট সামঞ্জস্যশীল নয়। প্রকাশ্য ভাবে যদিও হাসান বিন ছালিহ সিক্বাহ কিন্তু হাদীসটির বর্ণনার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজমান। যুক্তি তর্কে যদি মেনেও নেই ইমাম তুর্কমানী যা বলেছেন তা সঠিক তথাপি বর্ণনাটিতে ত্রুটি থেকে যায় যা এর সহীহ হওয়ার ব্যাপারে বাধাগ্রস্থ করে। তাহলো আবুয যোবায়ের- জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে عن শব্দ দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি তাদলিস এর দোষে আক্রান্ত ছিলেন। একই ভাবে আবুয যোবায়ের তার সমস্ত বর্ণনাতেই জাবির রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নেই তিনি তার থেকে হাদীস শ্রবন করেছেন।

শায়খ আলবানি যে পদ্ধতিতে ইমাম তুর্কমানীর বক্তব্য খণ্ডণ করার চেষ্টা করেছেন, আমিও তার পথ অবলম্বন করে তার মতকে খণ্ডণ করবো, কিন্তু শায়খ আলবানি বলেছেন, "আমার মতে " আমি তার মত আমার মতে বলবো না বরং তার মতটি যে "ঘুনে ধরা ভিত্তিহীন খুঁটি" তাই দলিল দিয়ে প্রমাণ করবো। ইনশাআল্লাহ্ ।

শায়খ আলবানীর উক্ত ঘূনে ধরা ভিত্তিহীন খুঁটিটি দুভাবে ভুলণ্ঠিত হবে।

১। তিনি বলেছেন আবুয যোবায়ের এর মধ্যে তাদলিস এর দোষ ছিলো, এ কথাটি চর্বিত চর্বন হয়ে যার মাধ্যমেই তার মস্তিষ্কে পৌঁছুক না কেন? তার মূল যে ভিত্তিহীন, বানোয়াট, মনগড়া শিকরহীন ভাসমান উক্তি তার প্রমাণ হলো ইমাম ইয়াকুব বিন সুফিয়ান (মৃতু-২৭৭হিজরী) তার তারীখ এর প্রথম খণ্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

هوابعد عن تهمة التدليس، و هذا لفظه : قال حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد : جئت ابا الزبير فأخرج إلينا كتبا فقلت سماعك من جابر قال و من غيره ، قلت: سماعك من جابر، فأخرج إلى هذهالصحيفة و هذا كلام لا يمس أبا الزبير بتهمة التدليس أبدا.

"ইমাম আবুয যোবায়ের তাদলিস এর তোহমত হতে অনেক দূরে ছিলেন,হুবাইশ বিন সাঈদ, লাইস বিন সা'দ হতে বর্ণনা করেন, আমি আবুয যোবায়ের এর

নিকট আসলাম, তার পর তিনি কয়েকটি কিতাব নিয়ে আসলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কি জাবীর রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আপনার শ্রবণকৃত হাদীস? তিনি বললেন, তিনি ব্যতীত অন্যগুলোও এখানে আছে। বললাম আমি শুধু জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আপনার শ্রবণকৃত হাদীস গুলো চাচ্ছি, অত:পর তিনি জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণকৃত পুস্তিকাটি নিয়ে আসলেন। হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আবুয যোবায়ের এর হাদীস শ্রবণের ইহা এমন একটি প্রমাণ পত্র যার দ্বারা প্রমাণিত হয় ইমাম আবুয যোবায়েরকে তদালিস এর তোহমাত দেওয়া তো দূরের কথা তাকে তাদলিস স্পর্শও করতে পারেনি। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ্র কথাটি যে সঠিক তার প্রমাণ হলো, ইমাম ইবনু হাযার তার তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবে উল্লেখ করেছেন, قال هشيم عن حجاج وإبن أبى ليلى عن عطاء:كنا نكون عند جابر ،فإذا أخرجنا من عنده تذاكرنا حديثه فكان الزبير أحفظنا.

"হুশাইস, হাজ্জায হতে এবং ইবনু আবু লায়লা আত্বা বিন আবু রাবাহ্ হতে বলেন, আমরা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম, সেখান হতে বের হয়ে আসার পর তার থেকে শ্রবণকৃত হাদীস নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম, আবুয যোবায়ের আমাদের সকলের চাইতে অধিক হিফজশক্তি সম্পন্ন ছিলেন"। শায়খ আলবানির উক্ত দলিল বিহীন "আমার মতে" কথাটি উপরোক্ত দলিল দুটো দ্বারা ভিত্তিহীন প্রমাণিত। প্রথম বর্ণনায় ইয়াকুব বিন সুফিয়ান এর দলিল অনুসারে শায়খ আলবানি ইমাম আবুয যোবায়েরকে তাদলীস এর দোষে দোষারোপ করে তোহ্মতের গুণাহ্ করেছেন, উপরোক্ত ঘটনা দুটিই তার প্রমাণ। সুতরাং বর্তমানে যারা শায়খ আলবানির উক্ত মতকে সমর্থন করেন তাদের উচিত শায়খ আলবানির ভিত্তিহীন মত হতে ফিরে এসে মুহাক্কিক ইমামগণের দলিল ও ইতিহাস ভিত্তিক মতকে মেনে নেয়া।

২। শায়খ আলবানী বলেছেন, من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত, এটা যদি মেনে নেইও তথাপি এ হাদীসটির মধ্যে ত্রুটি রয়েই যায়, যে কারণে হাদীসটিকে সহীহ বলা যায় না। কেননা আবুয যোবাইর হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে عن শব্দ যোগে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

যেহেতু عن শব্দ দ্বারা তাদলীস এর ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় سماع (শ্রবণ) প্রমাণ করে না, তাই সনদটি দ্বঈফ। শায়খ আলবানির এ অভিযোগের জওয়াব একটু পূর্বেই দেওয়া হয়েছে যে, তাদলিসের মত ক্রটি ইমাম আবুয যোবায়ের এর মধ্যে নেই, তাই হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে عن শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করলেও তা সহীহ্।

কারণ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু অনহু হতে عن শব্দ দ্বারা আবুয যোবাইর এর হাদীস গ্রহণ অকাট্যভাবে প্রমাণিত। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে عن শব্দ দ্বারা আবুয যোবায়ের রাহিমাহুল্লাহ্র বর্ণিত হাদীস যে, সহীহ নিম্নে তার আরও দলিল পেশ করা হলো। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ্ মুসলিম এ কিতাবুল হজ্জ এর باب: الإشتراك فى الهدى واجزاء البقرة و البدنة كل منهما عن سبعة অধ্যায়ে বলেন, حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك ح وحدثنا يحي بن يحي قال:قرأت على مالك عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة.

"কুতাইবা বিন সাঈদ আমাদেরকে বলেন, মালেক আমাদেরকে বলেন, অনুরূপ ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি ইমাম মালিক এর নিকট পড়েছি তিনি আবুয যোবায়ের হতে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হুদাইবিয়ার বছর উট ও গরুর প্রত্যেকটিতে সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করেছি"।

অনুরুপ ভাবে ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ করেছেন, أخبرنا ابو خيثمة عن أبى الزبير عن جابر ح و حدثناأحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر....... حديث .

"অবু খাইসামাহ আমাদেরকে আবুয যোবায়ের হতে তিনি জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ——

অনুরুপ আহমাদ বিন ইউনুস আমাদেরকে বর্ণনা করেন, জুহাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেন আবুয যোবায়ের রাহিমাহুল্লাহ্ হযরত জাবির বিন

আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন و حدثنى محمد بن حاتم ، حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

মুহাম্মাদ বিন হাতিম আমার নিকট বর্ণনা করেন, ওয়াক্বী আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আযরাহ বিন সাবিত আবুয যোবায়ের হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ---- হাদীস।

উপরোক্ত চারটি হাদীসেই দেখা যায় ইমাম আবুয যোবায়ের হাদীস গুলো জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে عن শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানি সহ এ মতের অনুসারীগণ কী সহীহ মুসলিমের উক্ত হাদীস গুলো عن এর কারণে দ্বঈফ বলবেন ? যদিও কোন কোন হাদীস আবুয যোবায়ের হতে عن শব্দ দ্বারা বর্ণিত কিন্তু ইহা সর্বসময়ে নয় বরং কখনও سماع শব্দ দ্বারাও হাদীস হয়েছে, এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় আবুয যোবায়ের এর প্রতি তাদলিস এর দোষ দেওয়া তোহ্মত ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিম্নে জাবীর বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে سماع শব্দ সম্বলিত হাদীস উল্লেখ করা হলো। ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিমে কিতাবুল হজ্জের একই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন حدثنى محمد بن حاتم حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج اخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال إشتركنا مع النبى صلى الله عليه و سلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة.......

"মুহাম্মাদ বিন হাতিম আমাকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আমাদেরকে ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণনা করেন, আবুয যোবায়ের আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হজ্জ ও ওমরার সময় সাতজন করে প্রত্যেক উটে শরীক হয়েছি---শেষ পর্যন্ত হাদীস।

এ হাদীস দ্বারা জাবীর রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আবুয যোবায়ের রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর سماع (শ্রবণ) প্রমাণিত। এরপরও عن এর কারণে হাদীসকে দ্বঈফ রাখার চেষ্টা করা, মারাত্মক ভুল। এ سماع প্রমাণিত হওয়ায় তার থেকে তাদলিসের দোষ দূর হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, আল বাহরুল মুহীত্ব আল সায্যাজ কিতাবের ২৪ খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে فصرح أبو الزبير بالسماع فزالت تهمة التدليس عنه.

"এখানে আবুয যোবায়ের এর سماع শব্দ দ্বারা স্পষ্টভাবে বলার কারণে তাদলিস এর বিষয়টি আবুয যোবায়ের হতে চলে গেছে।" এ হাদীস কি আজ নতুন আমলে ইহা তো ১৩০০ বছর পূর্বের ঘটনা, ইমাম আবুয যোবায়ের ১৬৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন তখন থেকেই তো প্রমাণিত ইমাম আবুয যোবায়ের তাদলিস মুক্ত এবং তার سماع (শ্রবণ) প্রমাণিত, তাহলে কিসের তাড়নায় শায়খ আলবানি এবং এ মতার্দশের লোকেরা এখনও ইমাম আবুয যোবাযের রাহিমাহুল্লাহকে তাদলিসের তকমা লাগাচ্ছেন, এটা কী ইনসাফ ? সিক্বাহ্ রাবীগণকে দ্বঈফ বানিয়ে হাদীসকে আমলহীন করা কী হাদীসের খিদমাত ? বিনা তাহকীকে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসকে নিজ মতাদর্শ অনুযায়ী না হওয়ার কারণে দ্বঈফ বলা কী হিদায়াতের কাজ ? শায়খ আলবানি বললেন من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة এ হাদীসটি বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ্ যদি মেনেও নেই, তারপরও হাদীসটি দ্বঈফ, কারণ আবুয যোবায়ের এর মধ্যে তাদলিসের দোষ আছে, ইহা যে ধারণা প্রসূত তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

এ লোকগুলো নিজেদেরকে আহলুল হাদীস দাবী করে অথচ তাহকীক না করেই সহীহ হাদীসকে দ্বঈফ বলে থাকে। আর আমরা হানাফীগণ; নিজেদের মতের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কথায় কথায় হাদীসকে দ্বঈফ বলিনা। তার প্রমাণ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এ হাদীসটি। এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, কোন কোন মুহাদ্দিস তাকে তাদলিসের দোষে দোষান্বিত বলেছেন। এ সুযোগে আমরা কখনই বলি না এ হাদীসটি দ্বঈফ। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة এ হাদীসটি গ্রহণ করলেন এবং সে অনুযায়ী ইমামের ক্বিরাঅরতকে মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট বললেন। তিনি কী কোন মিথ্যাবাদী হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন ? একশত হিজরি সন, যখন তাবেঈগণের সমাগম প্রচুর ছিল, এমনকি দু একজন সাহাবির নি:শ্বাসও পৃথিবীর মানুষ ভোগ করতে পারছিলো, ঐ সমস্ত মানুষ তথা

আলেমগণের জ্ঞাতসারেই তো ইমাম আযম আবু হানিফা من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة। হাদীস অনুসারে বললেন ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়া যাবে না। কেউ কী দেখাতে পাড়বে ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মাদ বিন শিহাব আয যুহরী, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা প্রমূখ আলেমগণ বলেছেন উক্ত হাদীসটি দ্বঈফ ? কেউ কী দেখাতে পারবে উক্ত ইমামগণ ইমাম আযমকে বলেছেন হিজাযের কোন আলেম দ্বারা এ হাদীসটি বর্ণিত নহে আপনি ইহা কোথায় পেলেন ? হাদীসের কিতাব সমূহ পাঠ করে কোথায়ও এ সমস্ত প্রশ্নের নেতিবাচক দিকটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অথচ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ উল্লিখিত ইমামগণের পরে এসে এবং ইমাম দ্বারাকুৎনি আরও পরে এসে বললেন এ হাদীসটি সহীহ নহে। এটা ছিলো প্রমাণহীন তাদের মুখের কথা। তারপর আল্লামা শাওকানি, শায়খ আযিমাবাদি এসে একই সুরে তাল মিলালেন। উক্ত হাদীসটি সর্ম্পকে তাদের মত প্রকাশের চারটি স্তর পরিলক্ষিত।

প্রথম স্তর : ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ বললেন এ হাদীসটি মক্কা-মদীনার ও ইরাকের কোন আলেম কর্তৃক সাবিত নহে। ইতিহাস বলছে ইহা ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মাদ বিন শিহাব আয যুহরী, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা, ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ ইমাম আবুয যোবায়ের প্রমূখ হিজায ও ইরাকের আলেমগণ কর্তৃক সাবিত।

দ্বিতীয় স্তর : ইমাম দ্বারাকুৎনি এসে স্বীকার করলেন ইহা হাদীসটি মক্কা-মদীনার ও ইরাকের আলেমগণ কর্তক সাবিত, তবে ইহার সনদ দ্বঈফ। কিন্তু বর্ণনাকারী পরিচিতিতে প্রমাণিত হয়েছে উক্ত হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই সিক্বাহ। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

তৃতীয় স্তর : আল্লামা শাওকানি, শায়খ আযিমাবাদি ইনারা প্রথম দুই স্তর অনুযায়ীই তাদের মত প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ স্তর : এরপর শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি উল্লিখিত তিনটি স্তরের নীতি অনুসরণ না করে নিজস্ব কায়দায় চলেছেন, একবার বলেছেন সনদটি সহীহ্। আবার বলেছেন সনদে দোষ আছে, আবার বলেছেন সনদটি হাসান পর্যায়ের।

পঞ্চম স্তর : এটা বর্তমান যুগ। ইনারা শায়খ আলবানির মতটি জানা সত্ত্বেও পূর্ববৎ বলে দিলেন من كان له إمام হাদীসটি দ্বঈফ।
ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ হতে বর্তমান পর্যন্ত যারা-ই এ হাদীসকে দ্বঈফ বলেছেন কেহই প্রমাণ পেশ করতে পারেন নাই।

অন্যদিকে- উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে দুটি সূত্রের একটি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হতে দ্বিতীয়টি আবুয যোবায়ের সূত্রে বর্ণিত من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "যার ইমাম নির্ধারণ আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।" হাদীসটি উভয় সূত্রেই সহীহ্ প্রমাণিত হলো"।

হানাফীগণই হাদীসের পরিপূর্ণ অনুসারী

ইমাম বুখারী ও দু'-একজন আলেম ব্যতীত মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরিন আলেমগণের প্রায় সকলের মতেই ইমামের সাথে জাহ্‌রী ক্বিরাআতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ। ما لى أنازع القرآن এ হাদীসের আলোচনার অধ্যায়ে অকাট্যভাবে সহীহ্‌ দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈর জাদীদ মত (নতুন মত), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনু কাইয়্যেম, শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানি ইনাদের সকলের মতেই জাহ্‌রী ক্বিরাআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ। এমত পোষণকারীগণের মতে সির্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কিন্তু সির্‌রী ক্বিরাআতেও ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত তথা সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ, এমত পোষণকারীগণ হলেন, ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রগণ তথা হানাফী মাযহাব ভুক্ত সকলেই। আমাদের হানাফীগণের দলিল হলো, উক্ত হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ও আবুয যোবায়ের রাহিমাহুমাল্লাহ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীস। من كان له إمام فقرإة الإمام له قرأة

এ হাদীসের من كان له إمام বাক্যটি عام (সাধারন অর্থবোধক) যা ইমামের পিছনে প্রত্যেক মুক্তাদিকে অর্ন্তভুক্ত করছে। আর فقرأة الإمام বাক্যটি দ্বারা ইমামের জাহ্‌রী ও সির্‌রী (স্বরব ও নিরব) সর্ব প্রকার ক্বিরাআতকেই বুঝানো হয়েছে। আর له قرأة বাক্যটি দ্বারা মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার দায়-দায়িত্ব ইমামের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তাদি হতে সূরা ফাতিহা পড়া রহিত

হয়ে, ইমামের দায়িত্বে চলে গেছে। সির্‌রী সালাতেও ইমামের পিছনে হানাফীগণের সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে অন্যদের অভিযোগ হলো, জাহ্‌রী সালাতে ইমামের ক্বিরাআত শুনা যায়, তাই তার সাথে ক্বিরাআত না পড়ে মুক্তাদিকে তা শুনার জন্য ও চুপ থাকার জন্য নির্দেষ দেওয়া হয়েছে। যাতে মুক্তাদি মনোযোগ সহকারে ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পায় এবং আল কুরাআনের মর্ম বুঝতে পারে। এ কারণে ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, জাহরী ক্বিরাআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়ার চেয়ে আল্লাহ তায়ালার কালাম শুনা উত্তম। আর সির্‌রী ক্বিরাআতে চুপ করে থাকার চেয়ে, আল্লাহ তায়া'লার কালাম পড়া উত্তম।

মজমুআহ্ ফাতওয়ায় উল্লিখিত ফাতাওয়ার জওয়াব হলো তার মতটি একটি ক্বিয়াসী মত তথা আক্বলী দলীল যা من كان له إمام হাদীসের খিলাফ। শরীয়তে কিয়াস তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন মাসআলাটি নিশ্চয়তা বোধক হবে। অনিশ্চিত বিষয়ে ক্বিয়াস গ্রহণযোগ্য নহে। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে, ইমামের পিছনে মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে, এখানে অনিশ্চিয়তার কি আছে ? এ ব্যাপারে আমাদের হানাফীগণের জওয়াব হলো দুই ভাবে ১। নকলি দলিল। ২। আকলি দলিল। এর প্রত্যেকটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

নকলি দলিল :

১। ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান দ্বারাকুৎনী এর ২৭১ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তাহলো,

وقال عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر بن عبد الله : أن رجلا قراء خلف النبي صلي الله عليه وسلم في الظهر والعصر فأوما إليه رجل فنهاه فلما إنصرف قال : أتنهاني أن أقراء خلف النبي صلي الله عليه وسلم فتذاكرا ذلك حتي سمع النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من صلي خلف الإمام ، فإن قراءته قراءة.

"আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবু ওয়ালিদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি (একজন

সাহাবী) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে যোহর ও আছর এর সালাত আদায় এর সময় ক্বিরাআত পরছিলেন, অন্য একজন তাকে (ইমামের পিছনে) এরূপ করতে (ক্বিরাআত পড়তে) নিষেধ করলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষে চলে গেলেন, তখন সালাতে ক্বিরাআত পড়া ব্যক্তি বললো, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করছেন ? এরপর উভয়েই তর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আলোচনা শুনতে পেলেন, তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"।

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে সিররি সালাতেও ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমরা হানাফীগণ কিয়াসের উপর নয়, বরং এ সহীহ হাদীসের উপর আমল করে সিররি সালাতেও ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ি না। এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২। ইমামের সামনের সুতরা যদি মুক্তাদির সুতরা হিসেবে যথেষ্ট হয়, ইমামের সাহু সিজদা দ্বারা যদি মুক্তাদির সাহু আদায় হয়ে যায় তাহলে ইমামের সির্‌রী ক্বিরাআত আদায়ের দ্বারা মুক্তাদির ক্বিরাআত আদায় হবে না কেন?

আকলি দলিল:

১। সির্‌রী (চুপে ক্বিরাআত) সালাতে মুক্তাদি এমন অবস্থায় ইমামের সাথে যুক্ত হলো যে, সে সূরা ফাতিহার ১,২ বা ৩ আয়াত পড়তে পারলো তার পড়া শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে গেলো এমতাবস্থায় মুক্তাদি কী করবে সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করবে নাকি ইমামের সাথে রুকুতে যাবে। ইমামের সাথে রুকুতে গেলে সুরা ফাতিহা পড়া হয় না না আবার সুরা ফাতিহা পড়া শেষ করলে ইমামের রুকু পাওয়া হয় না এমন অনিশ্চিত বিষয় শরীয়ত কখনই ওয়াজিব করে না।

২। সির্‌রী সালাতে মুক্তাদি কি তাহলে এমনিতেই দাড়িয়ে থাকবে?

এ প্রশ্নে আমাদের জওয়াব হলো, মুক্তাদি এমনিতেই দাড়িয়ে থাকবে না, বরং সে তার অন্তরে এমন খেয়াল করবে যে, সে মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে উপস্থিত, সমস্ত ধ্যান-ধারণা, চিন্তাকে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার সমীপে ন্যস্ত করবে, একমাত্র তার ইবাদাতই আমার লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গেই সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- أر، تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك "তুমি এমন ভাবে আল্লাহ তায়া'লার ইবাদাত কর যেন তাঁকে তুমি দেখছো। যদি তাঁক তুমি দেখতে না পাও, তাহলে মনে কর তিনি তোমাকে দেখছেন।" এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জাহরী সালাতে ইমামের ক্বিরাআত শোনা এবং সির্‌রী সালাতে উক্ত হাদীস মোতাবেক নিজেকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে নিয়োজিত রাখাই প্রকৃত ইবাদাত। তাছাড়া ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদির ক্বিরাআত এ হাদীসে সির্‌রী ও জাহ্‌রী কোন পার্থক্য করা হয় নাই। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত দুইটি হাদীস من كان له إمام ও من صلي خلف الإمام ، فإن قراءته قراءة. "যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে ইমামের ক্বিরাআতই তার (মুক্তাদির) ক্বিরাআত এবং যার ইমাম আছে" এর অর্থ হলো ইমামের জাহ্‌রী ও সির্‌রী সর্বপ্রকার ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত। ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে ইমাম জাহ্‌রী সালাতে যেমন মুক্তাদির প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। সির্‌রী ক্বিরাআতেও ইমামই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তাহলে জাহ্‌রী ও সির্‌রী পার্থক্য করা হবে কেন ? ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত এ সহীহ হাদীসের উপর আমল করেই আমরা হানাফীগণ সির্‌রী সালাতেও ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ি না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হচ্ছে যে, আমরা হানাফীগণই প্রকৃতপক্ষে সাইয়্যিদুল মুরসালিন হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেকটি হাদীসকে স্থানভেদে যথাযথ আমল করছি। মাযহাবী অন্ধত্ব নয় বরং আল কুরআন ও আল হাদীসের প্রকৃত অনুসারী হয়ে, কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদাত করছি, আমরা কোন হাদীসকে অস্বীকার না করে

হাদীস অনুযায়ীই সালাত আদায় করছি। তার প্রমান স্বরূপ হাদীস সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সাইয়্যিদুল মুরসালিন হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত সালাত হবে না। এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা, তিনি এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,এ হাদীসটির হুকুম ইমামের জন্য ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য, মুক্তাদির জন্য নয়। ইমাম যুহরী যিনি হাদীস সংকলনকারীদের পুরোধা তিনিও এ হাদীসের এ অর্থই করেছেন অর্থাৎ মুক্তাদি এ হাদীসের লক্ষ্যস্থল নয়। আমরা যখন ইমামতি করি তখন যেমন সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় করি না, অনুরুপ একাকী সালাত আদায় করার সময়ও সূরা ফাতিহা দিয়েই সালাত আদায় করি। لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ হাদীসের হুকুম عام(সাধারন অর্থবোধক) যা ইমাম মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারীকে শামিল করে। অত:পর من كان له إمام এ হাদীসটির হুকুম خاص যা এ হাদীসের হুকুম হতে মুক্তাদিকে বের করে দিয়েছে এবং মুক্তাদিকে ইমামের তাবে (অনুসারী) করে দিয়েছে, ফলে ইমামের হুকুমের মধ্যেই মুক্তাদির হুকুম অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল। এর থেকে বুঝা গেল আমরা যেমনلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ হাদীসের ইপর আমল করছি, আবার من كان له إمام এ হাদীসের উপরও আমল করছি। কিন্তু যারা মুক্তাদির জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলছেন, তারা নিম্নের ৫টি হাদীসের উপর আমল করছেন না।

১। من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة

"যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।" এ হাদীসের উপর তারা আমল তো করেছেনই না বরং একটি সহীহ্ হাদীসকে দ্বঈফ বানানোর সর্বশক্তি ব্যয় করছেন, যা হাদীসটি অস্বীকার করারই নামান্তর।

২। و إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين

"যখন ইমাম বলেন, গাইরিল মাগদ্বুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্বদোয়াল্লীন"তোমরা তখন বলবে-আমীন। এ হাদীসটির দুটি হুকুম :

১। সূরা ফাতিহা প্রসঙ্গে

২। আমীন প্রসঙ্গে।

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া রহিত হয়ে গেছে, কেননা সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে এ হাদীসে মুক্তাদিকে কোন নির্দেশ প্রদাণ করা হয় নাই বরং নির্দেশ করা হয়েছে ইমামকে إذا قال الإمام ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পড়বে ,"রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেন নাই যে إذا قلتم তোমরা যখন সূরা ফাতিহা পড় ইমাম মুক্তাদি সকলকে সম্বোধন করেন নাই বরং শুধু ইমামকে সম্বোধন করে বলেছেন إذا قال الإمام "যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়বে" فقولوا أمين তোমরা আমিন বলবে এখানে মুক্তাদিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসটি মুক্তাদির জন্য রহিত প্রমাণিত। لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ হাদীসসের উপর আমল করতে গিয়ে من كان له إمام এ হাদীসকে বর্জন করছেন। সুতরাং إذا قال الإمام হাদীস দ্বারা সূরা ফাতিহা পড়া ইমামের জন্য খাছ করা হয়েছে মুক্তাদিকে এখানে অর্ন্তভুক্ত করা হয় নাই। আর আমিন বলার ক্ষেত্রে মুক্তাদিকে হুকুম করা হয়েছে। তবে অন্য হাদীসে ইমামকেও আমীন বলার হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেমন- إذا امّن الإمام فأمنوا ইমাম যখন আমীন বলেন তোমরাও আমীন বলবে।" সমস্ত মাযহাবের ইমামগনই সূরা ফাতিহা শেষে আমিন বলা মুস্তাহাব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আমরা হানাফীগণ আমল করছি, এখানে ইমামকে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে, আমরা ইমাম আবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়ি, মুক্তাদিকে এ হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম করা হয় নাই তাই আমরা মুক্তাদি অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়ি না। আর আমীন যেহেতু মুক্তাদি ও ইমাম সকলকেই পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা হানাফীগণ উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করে আমরাই প্রকৃত আহলুল হাদীস বা হাদীস অনুসারে সালাত আদায়কারী। অন্যদিকে যারা মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ওয়াজিব বলছেন তারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের খিলাফ তথা সরাসরি এ হাদীসের খিলাফ করছেন।

৩। যারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ছেন তারা وإذا قرأ فانصتوا

"ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে" এ সহীহ হাদীসের উপর আমল তো করছেনই না বরং দ্বঈফ বলে পরিত্যাগ করছেন, যদিও হাদীসটি সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত।

৪। যারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলছেন এবং রুকু পেলেও ঐ রাকাআত পাওয়া হলো না বলছেন তারা আবু বাক্রাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস زادك الله حرصا এ হাদীস এর উপর আমল করছেন না বরং হাদীসটি পরিত্যাগ করছেন। ইমামুল মুরসালিন হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী আবু বক্রা রাদ্বীআল্লাহু আনহুর রুকু পাওয়ার পর তার ঐ রাকাআতকে ঠিক রেখেছেন, আর ইনারা বলছেন শুধু রুকু পেলেই হবে না বরং কিয়াম ও ক্বিরাআত পেতে হবে বা পড়তে হবে, এটাও রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের খিলাফ। আমরা হানাফীগণও তাই বলি, যা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে, আর কিছু লোক নিজেদেরকে আহলুল হাদীস দাবী করে হাদীসের খিলাফ হুকুম দিচ্ছে রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো কিছু সংখ্যক লোক নিজেদেরকে আহলুল হাদীস নামে প্রচার করে لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ হাদীসের কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে সরাসরি একটি হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে তারা আরো চারটি হাদীসের আমল হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এবং সহীহ হাদীসকে মনগড়া ভাবে দ্বঈফ বলে হাদীস অস্বীকারের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন। আর আমরা হানাফীগণ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب এ হাদীসের ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য হাদীসের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমল করে উল্লিখিত পাঁচটি হাদীসের উপরই আমল করছি।

প্রিয় পাঠক, বিশেষ করে যারা উক্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী আপনারা ভেবে দেখুন একটি হাদীসের উপর আমল করে আপনারা আহলুল হাদীস নাকি আমরা মাযহাবীগণ পাঁচটি হাদীসেরই উপর আমল করে আমরাই প্রকৃত আহলুল হাদীস তথা হাদীস অনুযায়ী আমলকারী। আপনারা কথায় কথায় বলেন, "আমরা

হানাফীগণ ইমাম আবু হানিফার অনুসারী এখন দেখুন তো আমরা ইমাম আবু হানিফার কোন হুকুম অনুযায়ী সালাত আদায় করি, নাকি সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিন হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী সালাত আদায় করি। আপনারা কথায় কথায় বলেন হানাফীগণ দ্বঈফ হাদীস অনুযায়ী সালাত আদায় করে থাকে, এ কিতাবটি ফিকিরের সাথে পড়ে দেখবেন কোথাও দ্বঈফ হাদীসের কোন প্রমাণ করতে পারেন কিনা ? বরং প্রত্যেকটি হাদীসই সহীহ প্রমাণিত হয়েছে এবং সহীহ হাদীসই ইমাম আবু হানিফার মাযহাব।

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়

- ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে।
- ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে: ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস।
- হাদীসের রাবী পরিচিতি
- যে সমস্ত কারণে হাদীসকে দ্বঈফ বলা হয়েছে তার জওয়াব।
- ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে এ বাক্যটি সংরক্ষিত নয়: এ উক্তির জওয়াব।
- দু'টি সনদের সংমিশ্রণের বিভ্রাট এবং এর নিরসন
- হাদীসের ফিক্বহী আলোচনা

ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে, এ হাদীসের তাহকীক।

শরঈ বিষয় তা ইবাদাতের ক্ষেত্রে হোক আর মুআ'মালাত ও অন্যান্য যে বিষয়ই হোক আল-কুরআন ও আল-সুন্নাহ্‌র সর্বদিক বিচার বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেই মতামত প্রকাশ করা উচিত। কিছু লোক আছে যাদের বিষয়গত জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, অথচ মাসআলা প্রদাণে বিশেষজ্ঞের আচরণ করে থাকেন। মহাসমূদ্র হতে প্রবাহিত পানি কোন খাল দিয়ে প্রবেশ করলেই যেমন তা মহাসমূদ্র হয়ে যায় না, অনুরুপ হাদীসের কয়েকটি কিতাব পড়লেই আলেম হওয়া যায় না। আলেম হওয়ার জন্য শরীয়তের উসূল জানা জরুরী। উসূল না জেনে হাদিস চর্চা করা ও তার থেকে ফাতাওয়া দেওয়া ইসলামী শরীয়তকে ধ্বংসের শামিল। অনেককে দেখা যায় বিষয়বস্তু জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও শরীয়তের ব্যাপারে তাদের মত প্রকাশ করে থাকে। পরির্পূণ ইলম অর্জন না করে এভাবে মত প্রকাশ করা এতটাই ক্ষতিকর যে, সে নিজে যেমন বিভ্রান্ত হয় অন্যকেও বিভ্রান্ত করে। এক শ্রেণির লোক আছে, তারা না জেনেই হানাফী মাযহাব সম্পর্কে কটুক্তি করে থাকে। হানাফী মাযহাব হচ্ছে উসূলুশ শরীয়াহ অনুযায়ী একটি সমান্তরাল মাযহাব, এ ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কারণেই হানাফী মাযহাবকে দ্বঈফ ও জাল হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে আখ্যা দিচ্ছে। তাদের এই কল্পনা প্রসূত ধারণা, নিতান্তই হালকা ও অনির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা ধারণকৃত। লিখকের এ মন্তব্য সঠিক কি বেঠিক তা এ কিতাবটি পড়লেই বোঝা যাবে। কেননা ইহা পাঠে বোঝা যাবে

ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া সম্পর্কে হানাফী মাযহাব যে, শতভাগ সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী বাস্তবায়িত তা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কেহ কম বুঝের কারণে যদি কোন হাদীস নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেণ এবং ঐ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেন তাহলে তো ঐ হাদীসটি প্রশ্ন বিদ্ধ হবে না। আর ইহার উপর ভিত্তি করে সমাধানকৃত মাসআলাও অকার্যকর হবে না। ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে এ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত।

হাদীসটি দু'জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু। অথচ হাদসি দু'টি সর্ম্পকে পরিপূর্ণ তাহকীক না থাকার কারণে কেহ কেহ দূর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দলিল বিহীন এ ধরনের দাবি খুবই অনভিপ্রেত। এখানে হাদীসটি অকাট্যভাবে সহীহ হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হলো।

ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে ঃ ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত وإذا قرأ فانصتوا অংশটি সুলায়মান আত তাইমী কর্তৃক তার ওস্তাদ হতে বর্দ্ধিত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে وإذاقرأ فانصتوا হাদীসটি কোন হাদীসের অংশ বিশেষ নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ সনদে বর্ণিত একটি পৃথক হাদীস।

ইমাম নাসাই তার সুনান আন নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় আল্লাহ তায়ালার হুকুম, "যখন আল- কুরআন পাঠ কর তা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক সম্ভবত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلّم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد.

"জারুদ বিন মুআজ আমাদেরকে বলেন, আবু খালিদ আল আহমার আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে তিনি আবু ছালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। ইমাম যখন আল্লাহু

আকবার বলে তাকবির দেয়, তোমরা (মুক্তাদিগণও) তখন তাকবির দিবে। আর ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে, তোমরা তখন চুপ থাকবে। তারপর সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে, তেমারা তখন বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।"

ইমাম নাসাই তার সুনান নাসাইতে, উক্ত হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে সম্পূর্ন পৃথক সনদে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসের সনদ এবং সুনান নাসাইতে উল্লিখিত হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পূর্ন ভিন্ন, একটির সাথে আর একটির সনদের মধ্যে কোনই মিল নেই। সুতরাং সুনান নাসাই-তে উল্লিখিত হাদীসটির وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটিকে হাদীসের বর্দ্ধিত অংশ বলা বা ইহা সংরক্ষিত নয় বলা দলিল সম্পন্ন কথা নয় বা দালিলীক প্রমাণে এ ধরনের কথা প্রমাণিত নহে।

উক্ত হাদীসকে যারা দলিলযোগ্য নয় বলে দাবী করেন, বা দ্বঈফ প্রমাণ করতে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন, তাদের সে যুক্তি উল্লেখ পূর্বক তার দলিল ভিত্তিক জওয়াব প্রদান করা হলো–।

প্রথমতঃ হাদীসটি যে সহীহ তা প্রমাণ সাপেক্ষে হাদীসটির রাবী (বর্ণনাকারীগণের) পরিচিতি পর্যালোচনা করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ এ হাদীস এর সনদের ব্যাপারে যে অভিযোগ করা হয় তার জওয়াব প্রদান করা হবে।

হাদীসের বর্ণনাকারীগণের পরিচিতি

১। **আল জারুদ বিন মুআযঃ** আল জারুদ বিন মুআয আস সুলামী ২৪৪ হিজরী-তে ইন্তেকাল করেন। ইমাম নাসাই ও ইমাম তিরমিযি জারুদ বিন মুআয হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মিয্যী তার তাহযীবুল কামাল এর চতুর্থ খণ্ডের ৪৭৮ পৃষ্ঠায়,ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী তার তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের প্রথম খণ্ডের

৫৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন قال النسائى: ثقة "ইমাম নাসাই জারুদ বিন মুআ'যকে সিক্বাহ বলেছেন।

ইমাম যাহাবী "আল কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহু রেওয়ায়া ফি কুতুবিস সিত্তাহ" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় ৭৪২ নং তরজমায় বলেন, الجارود بن معاذ الترمذى عن جريروابن عيينة و عنه الترمذى والنسائى ومحمود بن محمد المروزى ثقة توفى أربع وأربعين و مأتين.

"জারুদ বিন মুআ'য আত তিরমিযী যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেন তারা হলেন, ইমাম জারীর, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না এবং যারা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন তারা হলেন, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাই ও ইমাম মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ আল মারুযী, ইমাম জারুদ বিন মুআ'য সিক্বাহ ছিলেন, ২৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন"।

ইমাম ইবনু ইবন হিব্বান তার আস সিকাত কিতাবের অষ্টম খণ্ডে ১৬৬ পৃষ্ঠায় বলেন, الجارود بن معاذ السلمى من أهل ترمذ يروى عن وكيع و أبى معاوية مستقيم الحديث.

"জারুদ বিন মুআ'য আস সুলামী তিরমিয এর অধিবাসী তিনি ইমাম ওয়াক্বী ও আবু মুআবিয়া হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে সঠিক ছিলেন"।

সকলের মতেই আল জারুদ বিন মুআ'য আত তিরমিযী সিক্বাহ ছিলেন, তবে কেহ কেহ তাকে ইরজাহ আকিদার দোষে দোষান্বিত করেছেন। এ সমস্ত আকিদা সম্পন্ন হাদীস বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ দু'টি জওয়াব দিয়েছেন।

এক: ইমাম মাসলামাহ বিন কাসিম তার "আস সিলাহ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন– كان يميل إلى الإرجاء وليس بذلك "অনেকে বলেন তিনি ইরজার দোষে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তা নয় অর্থাৎ তিনি এ ধরনের আকিদার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না।" তাছাড়া কারা তাকে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাও স্পষ্ট নয়। এ ধরনের অস্পষ্ট বিষয় কোন বর্ণনাকারীর দোষ ত্রুটির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে।

দুই: এমন কোন হাদীসের কিতাব নেই যেখানে মুরজিয়া, মুতাজিলা, শিয়া, খারেজী, রাফেজি ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদার সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনাকৃত হাদীস উল্লেখ নেই। সহীহ আল বুখারী-তে এ সমস্ত আকিদা সম্পন্ন বর্ণনাকারীদের শত শত হাদীস উল্লেখ আছে। মুহাক্কিক ইমামগণের মত হচ্ছে যদি উক্ত আকিদা সম্পন্ন রাবীদের বর্ণনাকৃত সনদকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে হাদীস এর একটি বিশাল অংশ বাদ হয়ে যাবে। এ কারণে হাদীস বিশারদগণ এ বিষয়টি-তে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। তবে এ সমস্ত আকীদা সম্পন্ন বর্ণনাকারীগণের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমামগণ দুটি শর্ত দিয়েছেন

প্রথমত: হাদীসটি যদি এমন হয় উহা আমল করা হারাম বা কুফরী পর্যায়ের তাহলে উহা গ্রহণ করতে সমস্যা নেই, কেননা নিশ্চয়ই সে নিজের বিপক্ষে দলিল পেশ করবে না

দ্বিতীয়ত: হাদীসটি তার আকিদার মুআফিক হবে না। এ ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসহীনতার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ জায়েজ নেই। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনা গ্রহণে কোন বাধা নেই। বুখারী-তে উল্লিখিত এ সমস্ত রাবীগণের একটি তালিকা হাফিজ ইবনু হাযার তাঁর ফাতহুল বারীর মুকাদ্দিমায় উল্লেখ করেছেন।

২। আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার আল আযদী আল জাফারী আল কুফী, আল জুরজানী। তিনি ১১৪ হিজরী সনে জুরজানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮৯ সনে ইন্তেকাল করেন।

আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান, সুলায়মান বিন আ'মাশ, আবু মালেক আল আশযায়ী, সা'দ বিন তারেক, সুলায়মান আল তাইমী, শু'বাহ বিন হাজ্জাজ, আসিম আল আহওয়াল, সাঈদ বিন আবি আরুবা, মানসুর বিন হাইয়ান আল আসাদী, আব্দুল মালেক বিন জুরাইজ, হিশাম বিন উরওয়া, হিশাম বিন হাস্‌সান, হুমাইদ আল তা'বিল, ইয়াযিদ বিন কাইসান, রজিন বিন হাবীব আল জুহানী, হাতিম বিন আবি ছাগিরা, দাহ্‌হাক বিন উসমান আল

খিরামী, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার, হিশাম বিন সা'দ, হাজ্জাজ বিন আরত্বাত প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহি আলাইহিম। আরো জানার জন্য তাহযীবুল কামাল ১১ খণ্ড ৩৯৪ - ৩৯৮ পৃষ্ঠা, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯ খণ্ড ১৯-২১ পৃষ্ঠা, তাহযীবুত্ তাহযীব ৩ খণ্ড ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

যে সমস্ত ইমামগণ সুলায়মান বিন হাইয়্যান হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন বা বর্ণনা করেছেন তারা হলেন ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা, উসমান বিন আবু শায়বাহ, আবু কুরাইব মুহাম্মাদ বিন আলা, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর, আবু সাঈদ আল আশাজ, ইউসুফ বিন মুসা আল কাত্তান, ছাদাকাহ বিন ফদ্বল, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহী, মুহাম্মাদ বিন আদাম আল মিসসিসী, জারুদ বিন মুআজ আল তিরমিযী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবি খালফ, মুহাম্মাদ বিন সালাম আল বিকানদী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল প্রমুখ।

ইমাম হাফিজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম তার কিতাবুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর চতুর্থ খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন, قال على بن المدينى: ابو خالد الأحمر ثقة.

"আলী বিন মাদিনী বলেন, আবু খালিদ আল আহমার সিক্বাহ অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন"।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ উসমান আল যাহাবী "মিযানুল ইতিদাল" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেণ– سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر كوفى صاحب حديث وحفظ.

"সুলাইমান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ আল আহমার কুফার অধিবাসী হাদীসের হাফিজ ছিলেন"।

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী মারিফাতুর রুয়াত আল মুতাকাল্লিম ফিহিম বিমা লা-ইউজিব আর রুদ্দ কিতাবের ১০২ পৃষ্ঠায়, এবং মান তুকুল্লিমা ফিহি ওয়া হুয়া মুসিকুন আলসালিহুল হাদীস কিতাবের ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠায়, বলেন-سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر ثقة مشهور.

"সুলায়মান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ আল আহমার সর্বজন বিদিত নির্ভরযোগ্য (হাদীস বিশারদ) ছিলেন।"

ইমাম খত্বীব আল বাগদাদী, তারীখুল বাগদাদ এর দশম খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী "তাহযীবুত তাহযীব" এর তৃতীয় খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায়, এবং ইমাম মিযযী তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন قال أبو إسحاق بن راهويه:سألت وكيعا عن ابى خالد الأحمر ثقة؟ فقال: خالد الأحمر ممن يسأل عنه؟!

"ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহী বলেন, আমি (ইমাম) ওয়াকীকে আবু খালিদ আল আহমার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম আবু খালিদ আল আহমার কি সিক্বাহ ছিলেন ? তিনি বললেন আবু খালিদ আল আহমার ! তুমি কার সম্পর্কে প্রশ্ন করছ ?"

ইমাম সুলায়মান বিন হাইয়্যান খুবই উঁচু মানের হাদীস বিশারদ ছিলেন এবং সর্বজন বিদিত ছিলেন, যা ইমাম যাহাবীর ثقة مشهور হতেও প্রমাণিত।

ইমাম যাহাবী আল দিমাশকী "আল কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহু রেওয়ায়য়া ফি কুতুবিল সিত্তাহ" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন, سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر كوفى صدوق إمام .

"সুলায়মান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ কুফী সত্যবাদী ইমাম ছিলেন।"

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী "তাহযীবুত্ তাহযীব" কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায়, উল্লেখ করেছেন, قال ابو هشام الرفاعى: حدثنا ابو خالد الأحمر الثقة الأمين.

"আবু হিশাম আলরেফাঈ বলেন, বিশস্ত সিক্বাহ আবু আহমার আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম আবু হাতিম আররাযী কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল" এর চতুর্থ খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায়, ৪৭৭ নং তরজমায় উল্লেখ করেন, حدثنا عبد الرحمن نا ابو بكر بن ابى خيثمة فيما كتب إلى قال نا محمد بن يزيد الرفاعى: نا ابو خالد الأحمر الثقة المامون.

"আব্দুর রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, আবুবকর বিন আবু খাইসামাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ আর রেফাই আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন- বিশ্বস্ত সিক্বাহ (রাবী) আবু খালিদ আল আহমার আমাদের নিকট বর্ণনা

করেছেন।"

হাফিজ আবু হাফস উমার বিন শাহীন তারিখ আসমাউস সিকাত কিতাবের ১০০ পৃষ্ঠায় ৪৬০ নং তরজমায় বলেন- ابو خالد الأحمر ليس به بأس وفى كتاب ابن ابى خيثمة ابو خالد الأحمر الثقات المامون.
"আবু খালিদ আল আহমার তার রেওয়ায়েতকৃত হাদীসে কোন সমস্যা নেই, (ইমাম) ইবনু আবি খাইসামাহ তার কিতাবে বলেন- আবু খালিদ আল আহমার বিশ্বাসযোগ্য সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম আবুল হাসান আহমাদ বিন ছালেহ আল ইজলী "মারিফাতুস সিক্বাত" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪২৭ পৃষ্ঠায় ৬৬৩ নং তরজমায় উল্লেখ করেন- سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر كفى ثقة .
"সুলায়মান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ আহমার কুফার অধিবাসী এবং সিকাহ ছিলেন"।

ইমাম যাহাবী "মারিফাতুর রুয়াত আল মুতাকাল্লিম ফিহিম বিমা লা-ইউজিবুর রদ্দ" কিতাবের ১০২ পৃষ্ঠায় ১১৯ নং তরজমায় বলেন سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر ثقة مشهور.-
"সুলায়মান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ আল আহমার সর্বজন বিদিত সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম নাসিরুদ্দিন আল দিমাশকী আত তিবইয়ান কিতাবের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন- سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر الأزدى وكان حافظا من الأئمة الفضلاء و وثقه غير واحد.
"সুলায়মান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ আল আযদী আল জাফারী আল কুফী সম্মানিত আলেমগণের মধ্যে হাফিজ ছিলেন, অনেক সংখ্যক আলেম তাকে সিক্বাহ বলেছেন"।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাবাকাতুল কাবীর এর অষ্টম খণ্ডের ৫১৩ পৃষ্ঠায় ৩৫৩৮নং তরজমায় বলেন- سليمان بن حيان كان ثقة كثير الحديث
"তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সিক্বাহ রাবী ছিলেন।"

ড. কাসিম আলী সা'দ "মানহাজু আব্দুর রহমান নাসাই" কিতাবের ১৯৯১ পৃষ্ঠায় ৬২ নং তরজমায় বলেন, سليمان بن حيان ابو خالد الأحمر الأزدى قال النسائى: ليس به بأس.

"সুলায়মান বিন হাইয়্যান সম্পর্কে ইমাম নাসাই বলেন তার হাদীস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।"

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা "কিতাবের নবম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় বলেন -قال ابو حاتم : صدوق وثقه جماعة

"ইমাম আবু হাতিম বলেন- (আবু খালিদ) সত্যবাদী এবং অধিকাংশই তাকে সিক্বাহ বলেছেন"

শায়খ আলবানি তার ইরওয়াউল গালীল কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ২১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- قلت: فقد إتفق ثلاثة من الثقات و هم ابو خالد الأحمر وابن ابى رواد وابو عاصم.

"আমি বলি; নিশ্চয়ই তিনজনের সিক্বাহ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা হলেন,

১) আবু খালিদ আল আহমার

২) ইবনু আবি রাওয়াদ

৩) আবু আছিম"।

শায়খ আলবানি ইরওয়াউল গালীল কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন فقال ابن ابى شيبة فى المصنف : حدثنا ابو خالد الأحمر عن محمد عجلان عن المطلب بن ابى وداعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال:إنى إفطرت يوما من رمضان فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : تصدق واستغفرالله و صم يوما مكانه.

"ইবনু আবি শায়বা তার "আল মুছান্নাফ" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আবু খালিদ আল আহমার, মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তিনি মুত্তালিব বিন আবি ওয়াদাআ' হতে তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেন- সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বলেন- একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন অত:পর বললেন আমি একদিন রোজা রেখে খেয়ে

ফেলেছি, (এখন কী করব) তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, সাদকাহ্ কর এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাও এবং ঐ রোজাটির স্থলে আর একটি রোজা রাখ"।

শায়খ আলবানি বলেন, قلت: وهذا مرسل جيد الإسناد رجاله كلهم ثقة معروفون غير المطلب بن ابى وداعة.

"আমি বলি যদিও ইহা মুরসাল, তার সনদটি অতি উত্তম এ হাদীস এর প্রত্যেক রাবি-ই সিক্বাহ এবং সুবিদিত, সুপরিচিত। আব্দুল মুত্তালিব বিন আবি ওয়াদাআ ব্যতীত"।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইমামগণের ভাষ্য মতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার একজন সুপরিচিত, সুবিদিত, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী পরিপূর্ণ তাকওয়াধারী বুযুর্গ তাবে তাবেঈ ছিলেন।

তবে আবু খালিদ আল আহমার এর ব্যাপারে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে দুই ধরনের মত পরিলক্ষিত। তার ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র আব্বাস আল দুরারী ব্যতীত সকলেই সুলায়মান বিন হাইয়্যান এর সিক্বাহ হওয়ার মত প্রমাণ করেছেন। নিম্নে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এর মতগুলো উল্লেখ করা হলো।

১। ইমাম উসমান বিন সাঈদ আল দারেমী তার উস্তাদ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে হাদীসের বিভিন্ন রাবীদের যে সমস্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা তিনি তার "তারিখু উসমান বিন আল দারেমী "কিতাবে সংরক্ষন করেছেন উক্ত কিতাবে ইমাম দারেমী বলেন-:سألت يحي بن معين عن ابى خالد الأحمر فقال: ليس به بأس.

"আমি আবু খালিদ আহমার সম্পর্কে, ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তার (হাদীস গ্রহণে)কোন সমস্যা নেই"।

ليس به بأس এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চেয়ে তারই আর এক ছাত্র আবু বকর আহমাদ বিন আবু খাইসামাহ তার "তারিখুল কবীর এর প্রথম খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, قلت: ليحي بن معين إنك تقول فلان: ليس به بأس و فلان ,

ضعيف قال إذا قلت: ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت :هو ضعيف فليس
"ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে বললাম, আপনি তো বলে থাকেন, অমুক ব্যক্তি, ليس به بأس এবং অমুক ব্যক্তি ضعيف (দুর্বল) তখন তিনি বলেন, আমি যদি বলি ليس به بأس তাহলে এর অর্থ হবে সিক্বাহ, আর যখন বলি ضعيف তখন এর অর্থ হবে সে সিক্বাহ নয়"।

২। আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম বিন মুহাররাম মারিফাতুর রিজাল কিতাবের ৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, سألت يحي بن معين عن ابى خالد الأحمر سليمان بن حيان فقال:ليس به بأس ثقة ثقة.
"ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে, আবু খালিদ আল আহমার সুলায়মান বিন হাইয়্যান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোন সমস্যা নেই, সিক্বাহ সিক্বাহ"।

এখানে ইবনু মাঈন সিক্বাহ শব্দকে দুইবার বলেছেন এর অর্থ প্রসঙ্গে, সাইয়্যেদ আব্দুল মাজিদ গাওরী তার মওসুআতু উলুমিল হাদীস ওয়া ফুনুনিহী কিতাবের ৫৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, ثقة ثقة من الفاظ التعديل و هى اعلى من قولهم ثقة فقط. وقد جعله الحافظ الذهبى ما كرر فيه لفظ التوثيق من المرتبة الأولى و تبعه ذلك العراقى .ويحتج لحديث من اتصف بها.
"রাবীদের গ্রহণযোগ্যতা মূলক একটি শব্দ হচ্ছে "সিক্বাহ সিক্বাহ" তবে এটা শুধু "সিক্বাহ" এর চেয়ে উঁচু মাপের। ইমাম যাহাবী দ্বিযুক্ত শব্দ দ্বারা সংযুক্ত রাবীকে প্রথম শ্রেণির রাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন, হাফেজ ইরাকীও এমত পোষণ করেন এ ধরনের গুণ যে রাবীর মধ্যে থাকবে অবশ্যই তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য"।

৩। ইমাম খত্বীব বাগদাদী তারিখুল বাগদাদের ১০ খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- أخبرنى احمد بن عبدالله الأنماطى قال: اخبرنا محمد المظفر قال: اخبرنا على بن احمد بن سليمان المصرقال: احمد بن سعد بن ابى مريم قال: سمعت يحي بن معين يقول: سليمان بن حيان ثقة.
"আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল আনমাত্বী বলেন, মুহাম্মাদ বিন মুজাফ্ফর আমাদেরকে বলেন, আলী বিন আহমাদ বিন সুলায়মান আল মিসরী বলেন, আহমাদ বিন সা'দ বিন আবু মারইয়াম বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈন হতে শুনেছি তিনি বলেন সুলায়মান বিন হাইয়্যান সিক্বাহ ছিলেন"।

৪। ইমাম ইবনু আদী, আল কামিল ফি দুআ'ফা-ইর রিজাল কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন, سمعت محمد بن موسى الحلوانى يقول:سمعت عباس الدررى يقول: سمعت يحي بن معين يقول: ابو خالد الأحمر صدوق ليس بحجة.
"আমি মুহাম্মাদ বিন মুসা আল হালওয়ানী হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আব্বাস আদদুরী হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি আবু খালিদ আল আহমার সত্যবাদী কিন্তু তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়"।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন হতে বিভিন্ন সূত্রে উপরের চারটি বর্ণনার তিনটিই সুলায়মান বিন হাইয়্যান এর হাদীস শাস্ত্রের সিক্বাহ হওয়া প্রমাণ করে। অপরপক্ষে আব্বাস আদদুরী সূত্রে বর্ণিত মত দ্বারা বুঝা যায় আবু খালিদ আল আহমার এর সিক্বাহ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু ليس بحجة কথাটি এত দুর্বল যে, দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ মতটি অন্যান্য ইমামগণের মতের সংগে বৈসাদৃশ্য তো বটেই, বরং ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন এর বাকী তিনটি মতেরও বিপরীত। তাই একই ব্যক্তির তিনজন ছাত্র যদি একমত পোষণ করেন, আর একজন ভিন্নমত পোষণ করেন তাহলে তিন জন এর কথা যুক্তি সংগত ভাবেই প্রাধান্য প্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য।

তাছাড়া আলী বিন মাদীনি যাকে সিক্বাহ (হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য) বলেছেন তার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর ইমাম আলী বিন মাদীনি কে তা ইমাম বুখারীর মুখ থেকেই শুনুন । ইমাম বুখারী বলেন, ما استصغرت نفسى عند احد غير على بن مدينى
"আমি আমার নিজেকে আলী বিন মাদীনি ব্যতীত আর কারো থেকে ছোট মনে করি না"।
ইমাম ইবনু হিব্বান আস সিক্বাত কিতাবের ৮ খণ্ডের ৪১৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন, كان من اعلم اهل زمانه بعلل الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم
"ইমাম আলী বিন মাদীনি তার যামানায় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর হাদীস এর রাবীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সবচাইতে বেশী জ্ঞাত ছিলেন"।

ইমাম সামসুদ্দিন যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালার এগার খণ্ডে বলেন,

كان رأسا فى الحديث و علله -

"তিনি হাদীসের সনদ ও মতন এর দোষ ত্রুটির কারণ জানার ব্যাপারে সকলের শীর্ষে ছিলেন"।

ইমাম নাসাই বলেন, لم يكن فى عصر احمد مثل هؤلاء الأربعة: احمد ويحي بن معين وعلى وإسحاق واعلمهم بالحديث و علله على.

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর যুগে এ চার জণের সমতুল্য আর কেহ ছিলেন না। আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আলী বিন মাদীনি ও ইসহাক রাহওয়াইহি। এর মধ্যে আলী বিন মাদীনি হাদীসের মতন ও সনদ এর দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সব চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন"।

এই হলেন আলী বিন মাদীনি যিনি আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমারকে সিক্বাহ রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং, যারা বলেন সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার দ্বঈফ রাবী ছিলেন তাদের কথা অনুমান নির্ভর। কারণ যিনি সিক্বাহ রাবী তাকে অবশ্যই নৈতিকতায় (عدالت) পরিপূর্ণ হতে হবে এবং (ضبط) স্মরণ শক্তির পর্যায় ক্রমিক ক্ষমতা থাকতে হবে। এ দুটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তিনিই সিকাহ অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণ স্বরূপ ও নির্ভরযোগ্য।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিম এর কিতাবুল জানাইজ এ আবু খালিদ আল আহমার সুলায়মান বিন হাইয়্যান এর বর্ণনাকৃত হাদীসকে গ্রহণ করেছেন।

কিতাবুল জানাইজ এর تلقين الموتى: لا إله إلا الله অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, حدثنا ابو بكر و عثمان ابنا ابى شيبة ح حدثنى عمرو الناقد قالو جميعا:حدثنا ابو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن ابى حازم عن ابى هريرة...... الحديث.

"আবু বকর বিন আবু শায়বা ও উসমান বিন আবু শায়বা আমাদেরকে বলেন, অনুরূপ আমর আল নাকিদ ইনারা সকলেই আমাকে বলেন, আবু খালিদ আল

আহমার আমাদেরকে ইয়াযিদ বিন কায়সান হতে তিনি আবু হাযিম হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে — হাদীস"।

উক্ত আলোচনা হতে বুঝা যাচ্ছে সুলায়মান বিন হাইয়্যান একজন উঁচু মাপের হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। এরপরও যদি কেহ তাকে দ্বঈফ বলে, তাহলে বলতে হবে যথোচিত জ্ঞান ছাড়াই এরুপ মন্তব্য করছে।

আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার সর্ম্পকে অহেতুক অভিযোগ ও তার জওয়াব।

ইমাম আবু বকর আল বাযযার বলেছেন, اتفق اهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا وأنه روى عن الاعمش و غيره احاديث لم يتابع عليها. "আলেমগন এ ব্যাপারে একমত যে, সুলায়মান বিন হাইয়্যান হাফিজ ছিলেন না, আর তিনি আমাশ ও অন্যদের হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অন্য কেহই হাদীস বর্ণনায় তার সাথে ছিল না"। অর্থাৎ ইমাম আমাশ ও অন্যান্যদের থেকে যে সমস্ত হাদীস আবু খালিদ আল আহমার গ্রহণ করেছেন, অন্য কেহ ঐ সমস্ত হাদীস গ্রহণে আমাশ ও অন্যান্যদের অন্য কোন ছাত্র ঐ সমস্ত গ্রহণ করেন নাই, তাই সুলায়মান বিন হাইয়্যান বর্ণিত হাদীস সন্দেহ জনক ও দূর্বল।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতহুল বারী কিতাবের ভূমিকায় ১০৭৪ পৃষ্ঠায় ইমাম বাযযার এর উক্ত মতটি উল্লেখ করেছেন, এবং ইমাম বাযযার এর অভিযোগটি যে সঠিক নয় তাও বলেছেন।

এ বিষয়ে কলম ধরার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না, কিন্তু কিছু অসুস্থ অন্তর আছে যারা তাহকীক না করেই এ সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবান্তর উক্তিকে গ্রহণ করে সহীহ হাদীসকে দ্বঈফ আখ্যায়িত করে থাকে, যার মৌলিক কোন ভিত্তি নেই।

ইমাম বাযযার এর উক্ত উক্তিতে কোন পরিপক্কতা নেই, তার মত একজন মুহাদ্দিস এ ধরনের কথা কী করে বলতে পারেন তা মেনে নিতে পারছি না। যাই হোক, যেহেতু ইমাম বাযযার এর নাম উক্ত ইবারত এর সাথে জড়িত তাই ইহা দলিল হয়ে গেছে, একারণে এর জওয়াব প্রদাণ করা জরুরী হয়ে গেছে।

ইমাম বাযযার এর অভিযোগের জওয়াব

ইমাম বাযযার, সুলায়মান আলআহমার সম্পর্কে যা বলেছেন তার মধ্যে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত: ইমাম বাযযার বলেছেন,...إتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا "আলেমগন এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি হাফিজ ছিলেন না"। এ কথা বলার সাথে আলেমগন বলতে কাদের বুঝিয়েছেন, কারো নামই উল্লেখ করেন নাই। তবে হ্যাঁ, তার এ কথার সত্যতা পাওয়া যেত যদি কেহ আবু খালিদ আল আহমার এর সিক্বাহ হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ না করতেন, ইমাম আলী বিন মাদিনী, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ছালিহ আল ইজলী (জন্ম: ১৮২হিজরী - মৃত্যু: ২২১ হিজরী), ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ, ইমাম আবু হাশিম রেফাঈ, ইমাম নাসাই, ইমাম ওয়াক্বী বিন জাররাহ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াজিদ আর রেফাঈ, ইমাম যাহাবী, শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি প্রমূখ ইমামগণ আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমারকে সিক্বাহ এবং হাফিজ বলেছেন। এ ব্যাপারে তো হাদীসবেত্তাগণ একমত যে, যার মধ্যে عدالت ও ضبط এ দুটি গুণ পাওয়া যাবে তাকে সিক্বাহ বলে, আর যিনি ضابط তিনি অবশ্যই হাফিজ।

ইমাম সুলায়মান বিন হাইয়্যান এর হাফিজ হওয়ার বিষয়টি আরও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দিন আদদিমাশকী তিনি তার "التبيان لبدية البيان يتضمن تراجم مشاهر الأعلام" (আত তিবইয়ান লি-বদিআতিল বয়ান ইয়াতাদ্বাম্মানা তারাজুমি মাশাহিরিল আ'লাম) কিতাবের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ২৬২

নং তরজমায় বলেন, سليملن بن حيان أبو خالد الأحمر الازدي الجعفري الكوفي وكان حافظا من الأئمة الفضلاء وثقه غير واحد من العلم.
"সুলায়মান বিন হাইয়্যান আবু খালিদ আল আহমার আল আযদী আল জাফারী আল কুফী, তিনি মর্যাদা সম্পন্ন হাদীসের হাফিজগণের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। অসংখ্য আলেম তাকে সিক্বাহ বলেছেন।"

ইমাম যাহাবী তার যিকরু আসমাই মান তুকল্লিমা ফিহি ওয়া হুয়া মুসিকুন" কিতাবের ৯২ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় উল্লেখ করেছেন, سليمان بن حيان الإمام الحافظ الكوفى সুলায়মান বিন হাইয়্যান ইমাম হাফিজ কুফী"।

উক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল, ইমাম বাযযার সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার সম্পর্কে হাফিজ না হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত" বলে যে দাবি করেছেন তা ভিত্তিহীন হিসেবে প্রমাণিত হলো।

দু'-তিনজন আলেমের মতকে যদি তিনি "সমস্ত আলেমগনের মত" বলেন, তাহলে এর বিপক্ষে আমরা ত্রিশজন ইমামের নাম উল্লেখ করতে সক্ষম হবো যারা বলেছেন, আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান হাদীসের হাফিজ ছিলেন। সুতরাং ইমাম বাযযার এর উক্তিকে গ্রহণ করার পূর্বে হিসাব কষে দেখতে হবে এর শিকড়ের গভীরতা কতটুকু।

একজন আলেমের কাজ নকলনবিশগিরি নয়, আলেম অর্থই হলো সত্য-অসত্য, ভুল-নির্ভুল এর মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে পারা। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক যুগেই তার দ্বীনকে সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য তার বান্দাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক নির্ধারণ করে রাখবেন, যাদের দ্বারা তার বান্দাগণ সঠিক পথের দিশা পাবে। আর এটাই হলো শেষ শরীয়তের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম বাযযার বলেছেন, وأنه روى عن الأعمش و غيره احاديث لم يتابع عليها.
"তিনি ইমাম আমাশ ও অন্যান্য হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাদের থেকে হাদীস বর্ণনায় তার সাথে আর কেহ ছিলেন না। ইমাম আবু খালিদ সম্পর্কে করা এ অভিযোগটি স্পষ্ট ভিত্তিহীন এবং দালিলীক প্রমাণ সাপেক্ষ নহে।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীর ভূমিকার ১০৭৫ পৃষ্ঠায় ইমাম বাযযার এর মতটি উল্লেখ করার পর বলেন, قلت: له عند البخارى نحو ثلاثة احاديث من روايته عن حميد و هشام بن عروة وعبيد بن عبد الله بن عمر كلها مما توبع عليه.

"সহীহ আল বুখারীতে আবু খালিদ আল আহমার বর্ণিত প্রায় তিনটি হাদীস আছে যেখানে তার বর্ণনার সাথে, হুমাইদ, হিশাম বিন উরওয়াহ ও উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার এর বর্ণিত হাদীস আছে, ইহার প্রতিটিতেই তার সাথে অন্যদের বর্ণনা রয়েছে"।

নিম্নে সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু খালিদ আল আহমার বর্ণিত হাদীসের সাথে অন্যদের বর্ণনার একটি তালিকা উল্লেখ করা হলো।

সহীহ আল বুখারী হতে ইমাম বাযযার এর অভিযোগ খণ্ডণ

১। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ আল বুখারীর কিতাবুস সিয়াম এর ما يذكرمن صوم النبى صلى الله عليه و سلم وإفطاره অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنى عبد العزيز بن عبدالله قال: حدثنى محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضى الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرمن الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيأ.

"আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, মুহাম্মাদ বিন জাফর হুমাইদ হতে আমাকে বলেন, তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মাসে এমন ভাবে সাওম (রোজা) ছেড়ে দিতেন যে, মনে হতো তিনি এ মাসে

আর রোযা রাখবেন না। আবার কোন মাসে এমন ভাবে রোযা রাখতেন মনে হতো এ মাসে তিনি রোযা ছাড়বেন না —— শেষ পর্যন্ত হাদীস।

২। ইমাম বুখারী এরপর আবু খালিদ আল আহমার বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেন, حدثنى محمد أخبرنا ابو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضى الله عنه عن صيام النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته و لا مفطرا إلا رأيته.

"মুহাম্মাদ আমার নিকট বর্ণনা করেন, আবু খালিদ আল আহমার আমাদেরকে বলেন, হুমাইদ আমাদেরকে বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, যে কোন মাসে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাওম পালনরত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, দেখতে পেয়েছি, আবার তাকে সাওম পালন না করা অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তাও দেখতে পেয়েছি।"

উপরোক্ত দুটি হাদীসই হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এবং উভয়টিই ইমাম হুমাইদ সাহাবী হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু হুমাইদ হতে প্রথম হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন জাফর বর্ণনা করেছেন আর দ্বিতীয় হাদীসটি আবু খালিদ আহমার বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ একই হাদীস হুমাইদ হতে আবু খালিদ আল আহমার এর সাথে মুহাম্মাদ বিন জাফরও বর্ণনা করেছেন।

৩। অনুরুপ কিতাবুর রিকাক এর التواضع (বিনীত হওয়া) অধ্যায়ে আছে, মালিক বিন ইসমাইল আমাদেরকে বলেন, জুহাইর আমাদেরকে বলেন হুমাইদ আমাদেরকে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বলেন, ——এরপর হাদীস

অপর বর্ণনাটি হলো (ইমাম বুখারী বলেন) মুহাম্মাদ আমার নিকট বর্ণনা করেন, ফাযারী ও আবু খালিদ আল আহমার আমাদেরকে হুমাইদ হতে তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে —— এরপর হাদীস। এখানেও দেখা যাচ্ছে, একই হাদীসের প্রথম বর্ণনাটিতে ইমাম হুমাইদ হতে জুহাইর হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে ইমাম হুমাইদ হতে ফাযারী ও আবু খালিদ

আল আহমার হাদীস গ্রহণ করেছেন।

সহীহ আল বুখারীতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি সনদে দেখা যায়, ইমাম হুমাইদ হতে শুধু আবু খালিদ আল আহমারই গ্রহণ করেন নাই তার সাথে মুহাম্মাদ বিন জাফর, জুহাইর ও ফাযারীও গ্রহণ করেছেন। সহীহ আল বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো ইমাম বাযযার এর কথা لا يتابع عليها অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় আবু খালিদ আল আহমার যার থেকে বর্ণনা করেছেন, অন্য কেহ তার সাথে বর্ণনা করে নাই। ইহা সঠিক নহে, বরং এটি একটি ভিত্তিহীন উক্তি।

সহীহ মুসলিম হতে ইমাম বাযযার এর অভিযোগ খণ্ডণ।

ইমাম বাযযার বলেছেন, . وأنه روى عن أعمش و غيره احاديث لم يتابع عليها "ইমাম আমাশ ও অন্যান্যগণ হতে আবু খালিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু আবু খালিদের সাথে আর কেহ হাদীস বর্ণনা করে নাই। সহীহ বুখারী হতে অন্যান্য রাবীগণের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। এখন সহীহ মুসলিম এর হাদীস দ্বারা ইমাম আবু খালিদ আহমার এর ব্যাপারে ইমাম বাযযার এর উক্তি যে সঠিক নয় তার প্রমাণ দেখুন।

প্রথম হাদীস: ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিম এর কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদ্বিইস সালাত এর "কে ইমাম হওয়ার অধিক হকদার" অধ্যায়ে উল্লেখ করেন। حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وابو سعيد الأشج كلاهما عن ابى خا لد الأحمر قال ابو بكر: حدثنا ابو خالد الأحمر عن الأعمش عن اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن ابى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤم القوم أقرؤهم كتاب الله فإن كانوا فى القرأة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم فى الهجرة فإن كانوا فى فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما و لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا بيته على تكرمته إلا بإذنه.

"আবু বকর বিন আবু শায়বাহ ও আবু সাঈদ আল আশাজ উভয়ে আবু খালিদ আল আহমার হতে, আবু বকর বলেন, আবু খালিদ আল আহমার, আমাদেরকে আমাশ হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইসমাইল বিন রাজা হতে তিনি আওস বিন দ্বামআজ হতে তিনি আবু মাসউদ আল আনসারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আল কুরআন সম্পর্কে বেশী জানবে সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করবে। ক্বিরাআত জানার ক্ষেত্রে যদি সমতা পাওয়া যায় তাহলে দেখতে হবে (আল কুরআনের সাথে) সুন্নাহ সম্পর্কে কে অধিক জানে, এ ক্ষেত্রেও যদি সমান হয় তাহলে দেখতে হবে কে আগে হিজরত করেছে, যদি হিজরতের ক্ষেত্রেও সমান হয়, তাহলে দেখতে হবে কে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির প্রভাবধীন এলাকায় ইমামতি করবে না, বা তার অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ীতে তার বিছানায় বসবে না।"

উক্ত হাদীসের সনদে দেখা যাচ্ছে আবু খালিদ আল আহমার, ইমাম আমাশ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম এরপর একই হাদীস উল্লেখ করেছেন এখানে ইমাম আমাশ হতে আবু খালিদ ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ হাদীস গ্রহণ করেছেন।

১। আবু কুরাইব আমাদেরকে বলেন, আবু মুআবিয়া আমাদেরকে বলেছেন-

২। ইসহাক- জরীর ও আবু মুআবিয়া হতে----

৩। আশাজ, উমার – ইবনু ফুদ্বাইল হতে----

৪। ইবনু আবু উমার, সুফিয়ান হতে---

উক্ত চারটি সনদের আবু মুয়াবিয়া, ইবনু ফুদ্বাইল, জরীর ও সুফিয়ান আস সাওরী সকলেই (উল্লিখিত আবু খালিদ আহমার বর্ণিত হাদীসটি) ইমাম আমাশ হতে একই সনদে একই হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ উক্ত হাদীসটি ইমাম আমাশ হতে শুধু ইমাম আবু খালিদ আল আহমারই বর্ণনা করেন নাই, তার সাথে আবু মুআবিয়া, জরীর, ইবনু ফুদ্বাইল ও সুফিয়ান আস সাওরীও বর্ণনা করেছেন

ইহা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম বাজ্জার এর কথা ইমাম আমাশ হতে হাদীস বর্ণনায় আবু খালিদ এর সাথে আর কেহ ছিল না অর্থাৎ তিনি একাই ইমাম আমাশ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সঠিক নয়। এর পরও যদি কেহ ইমাম আবু খালিদ আল আহমার এর ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে কথা বলেন, তাহলে বলবো অন্ধের জন্য সাদা-কালো সবই সমান।

দ্বিতীয় হাদীসঃ ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সহীহ মুসলিম এর কিতাবুয যাকাত এ أرضاء الساعي مالم يطلب حراما (যাকাত আদায়কারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের বর্ণনা ? অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন- حدثنا يحي بن يحي أخبرنا هشيم ح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر ح وحدثنا محمد بن المثني، حدثنا عبد الوهاب وإبن أبي عدي وعبد الأعلي كلهم عن داود ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له) قال: حدثنا إسماعيل إبن إبراهيم أخبرنا داود عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إذا آتاكم المصدق فاليصدر عنكم وهو عنكم راض.

"ইমাম মুসলিম বলেন- ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়াহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, হুশাইম আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, আবু বকর বিন আবি শায়বা আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, হাফস বিন গিয়াস ও আবু খালিদ আল আহমার আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, মুহাম্মাদ বিন মুসান্না আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, আব্দুল ওয়াহাব ও ইবনু আবি আদি ও আব্দুল আ'লা ইনাদের প্রত্যেকেই দাউদ হতে বর্ণনা করেন, জুহাইর বিন হারব (শব্দ গুলো তার) বলেন, ইসমাইল বিন ইব্রাহিম আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, দাউদ- শাবী হতে এবং শাবী- জরীর বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট যখন যাকাত আদায়কারী আসে তখন তাদের সাথে সৌজন্য মূলক ব্যবহার কর, যাতে সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় ফিরে যেতে পারে"।

এ হাদীসেও দেখা যায়, দাউদ হতে- আবু খালিদ আল আহমার এর সাথে হুশাইম, হাফস বিন গিয়াস, আব্দুল ওয়াহাব, ইবনু আবি আদি, আব্দুল আ'লা, ইসমাইল বিন ইব্রাহিমও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ-

১। আবু খালিদ আল আহমার

২। হুশাইম

৩। হাফস বিন গিয়াস

৪। আব্দুল ওয়াহ্হাব

৫। ইবনু আবি আদি

৬। আব্দুল আ'লা

৭। ইসমাইল বিন ইব্রাহিম ইনাদের প্রত্যেকেই দাউদ হতে, দাউদ শাবী হতে শাবি- সাহাবী জরীর বিন আব্দুল্লাহ হতে এবং জরীর বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত দ্বিতীয় হাদীস হতেও প্রমাণিত হলো لم يتابع বলে ইমাম বাজ্জার আবু খালিদ সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার এর দোষারোপ করেছেন তা সঠিক নয়।

তৃতীয় হাদীসঃ ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ মুসলিম এর কিতাবুল ঈমান এর قول النبي صلي الله عليه وسلم بني الإسلام علي خمس "রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা" ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" অধ্যায়ে ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন– :حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد (يعني سليمان بن حيان الإحمر) عن ابي مالك الأشجعي وسعد بن طارق عن سعد بن عبيد عن ابن عمر، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال بني الإسلام علي خمسة علي أن يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلي الله عليه وسلم.

"মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর আল হামাদানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, আবু খালিদ (সুলায়মান বিন হাইয়্যান আল আহমার) আবু মালিক আল আশজায়ী- সাদ বিন তারিক হতে বর্ণনা করেন, সাদ বিন উবাইদ- ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেন ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ তায়ালার একাত্ব ঘোষনা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় কর, রমজানে রোজা রাখা এবং হজ্জ করা। এক ব্যক্তি ইবনে উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রথমে হজ্জ পরে রামাদ্বানের রোজা রাখা ? ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বললেন, না এরুপ নয়, বরং প্রথমে রোজা এবং পরে হজ্জ এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি"।

আরও বর্ণিত আছে- ইমাম মুসলিম বলেন, حدثنا سهل بن عثمان العسكرى حدثنا يحي بن زكريا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيد السلمي عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم بني الإسلام علي خمس علي أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.

"সাহুল বিন উসমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাদ বিন তারিক বলেন, সাদ বিন উবাইদ আস সুলামী- ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা এবং তিনি ছাড়া আর সব কিছু অস্বীকার করা,সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ করা ও রামাদ্বানের রোজা রাখা"।

উক্ত তৃতীয় হাদীসেও দেখা যাচ্ছে, আবু খালিদ আল আহমার এর মতো ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া ও আবু মালিক আশযায়ী উভয়ে সাদ বিন তারিক হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ-আবু খালিদ আল আহমার ও ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া উভয়ে সাদ বিন তারিক হতে তিনি সাদ বিন উবাইদ হতে তিনি ইবনু উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আল আমীন বিন আব্দুল্লাহ আল উরামী আল আলাবী আল হারারী আশ শাফেঈ তার "আল কাওকাবুল ওয়াহ্হাজ ওয়া রাওদ্বাতুল বাহ্হাজ ফি শারহি সহীহ মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় বলেন, و غرض المؤلف بسوق هذا السند بيان متابعة يحي بن

زكارياء لأبى خالد الأحمر فى رواية هذا الحديث عن سعد بن طارق و فائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول.

"সাদ বিন তারিক হতে ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া কর্তৃক এ হাদীস বর্ণনা করার কারণ হলো ইমাম মুসলিম এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে এ হাদীস বর্ণনায় সাদ বিন তারিক হতে ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া এর এ হাদীস বর্ণনায় আবু খালিদ আল আহমার এর অনুসরণ হয়, আর এ ধরণের অনুসরণের ফায়েদা হলো প্রথম হাদীসকে শক্তিশালী করা"।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ উল্লিখিত হাদীস সমূহ হতে আবু খালিদ আল আহমার সুলায়মান বিন হাইয়্যান এর ব্যাপারে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো-

প্রথমত; ইমাম বাযযার সুলায়মান বিন হাইয়্যান সম্পর্কে যা বলেছেন তা ভিত্তিহীন ও অসত্য। কেননা তিনি যাদের থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এ সমস্ত বর্ণনায় তার সাথে অন্যরাও শরীক আছেন, তাই আবু খালিদ বর্ণিত কোন হাদীসকে দূর্বল বলার কোন সুযোগ নাই। বরং তার থেকে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস সহীহ।

দ্বিতীয়ত; ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তাদের কিতাবে আবু খালিদ আল আহমার রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা গ্রহণ দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি একজন সিক্বাহ বর্ণনাকারী। ইমাম আবু খালিদ বর্ণনার কারণে যদি و إذا قرأ فانصتوا হাদসিটি দ্বঈফ হয় তাহলে একই কারণে বুখারী-মুসলিম এ বর্ণিত হাদীস গুলোও দ্বঈফ হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকের উচিত হাদীসের সনদের ব্যাপারে কথা বলতে হলে তাহকীক করে কথা বলা এবং বিনা তাহকীকে কারো কথা নকল করে কোন হাদীসকে দ্বঈফ না বলা। আল্লাহ তায়ালা সকলকে সহীহ সমাধানের জন্য সঠিক সমঝ দান করুন।

কেহ আছে কী, যে বুখারী-মুসলিমে উল্লিখিত আবু খালিদ আল আহমার বর্ণিত হাদীস গুলোকে দ্বঈফ বলবে ? একই রাবী কর্তৃক নাসাইতে বর্ণিত وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি তাহলে দ্বঈফ হবে কেন ?

৩। মুহাম্মাদ বিন আযলানঃ

মুহাম্মাদ বিন আযলান আল কুরাশী আল মাদানী ১৪৮ হিজরী সনে খলিফা আবু জাফর মানসুর এর খিলাফত কালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

ইমাম বুখারী তার তারিখুল বুখারীর প্রথম খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় ৬০৩ নং তরজমায় বলেন, محمد بن عجلان المدنى القرشى سمع أباه وعكرمة روى عنه الثورى ومالك بن أنس قال: على(بن المدينى) عن يحي لقيت ابن عجلان سنة اربع و اربعين وكتبت عنه وقال لى على عن ابن ابى وزير عن مالك أنه ذكرابن عجلان فذكر خيرا.

"মুহাম্মাদ বিন আযলান আল মাদানী আল কারাশী তিনি তার পিতা ও ইকরিমাহ হতে হাদীস শুনেছেন, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরী ইমাম ও মালিক তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। আলী (বিন মাদিনী) আমাকে ইয়াহ্ইয়া হতে বলেন, আমি ১৪৪ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন আযলান এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি ও তার থেকে হাদীস লিখেছি। আলী বিন মাদিনী আমাকে ইবনু আবু ওয়াযির হতে তিনি মালিক বিন আনাস হতে তিনি ইবনু আযলান সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেন তার সবই ছিল কল্যাণকর"।

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আসকালানী তার তাহযিবুওাহযীব কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৭৪২ পৃষ্ঠায় ইমাম মিয্‌যী "তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিযাল এর ছাব্বিশ খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قال يعقوب بن شيبة من الثقات
"ইয়াকুব বিন শায়বা বলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান সিক্বাহ ছিলেন।"

قال ابو زرعة: ابن عجلان من الثقات وقال ابو حاتم والنسائى ثقة.

"ইমাম আবু যুরআহ আর রাযী, ইমাম আবু হাতিম ও ইমাম নাসাই বলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান সিক্বাহ ছিলেন"।

وقال اسحاق بن منصورعن ابن معين:ثقة. وقال الدورى عن ابن معين: ثقة اوثق من محمد بن عمرو وما يشك فى هذا احد. كان داؤد بن قيس يجلس ابن عجلان يتحفظ عنه.

"ইসহাক বিন মানসুর ইবনু মাঈন হতে বলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান সিক্বাহ ছিলেন, ইমাম দুরী- ইমাম ইবনু মাঈন হতে বলেন, তিনি সিক্বাহ ছিলেন, বরং

মুহাম্মাদ বিন আমর হতেও বেশি সিক্বাহ ছিলেন। এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। দাউদ বিন কাইস মুহাম্মাদ বিন আযলান এর নিকট বসতেন এবং তার থেকে হাদীস মুখস্ত করতেন"।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আরো উল্লেখ করেন و قال عبدالله بن احمد عن ابيه : سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا محمد بن عجلان و كان ثقة و قال ايضا : سألت ابى عن محمد بن عجلان و موسى بن عقبة فقال: جميعا ثقة ما اقربهما.

"আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল তার পিতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হতে বলেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়ায়নাকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন আযলান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন, তিনি সিক্বাহ ছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল কে মুহাম্মাদ বিন আযলান ও মুসা বিন উকবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সকলেই সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারী কিতাবুর রিকাক এ মুহাম্মাদ বিন আযলান বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তার তাবাকাতে বলেন, كان عابدا ناسكا فقيها وكانت له حلقة فى المسجد كان يفتى.

"তিনি খুবই ইবাদাত গুজার ও ফক্বীহ ছিলেন। মসজিদুন নবাবীতে তার নির্দিষ্ট স্থান ছিল যেখানে তিনি ফাতাওয়া দিতেন।"

ইমাম যাহাবী তার মিযানুল ইতিদাল ফি নকদির রিজাল" কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৬৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, محمد بن عجلان امام صدوق مشهور وثقه احمد و ابن معين وابن عيينة و ابو حاتم وروى عباس عن ابن معين قال:ابن عجلان اوثق من محمد بن عمرو و ما يشك فى هذا احد.

"মুহাম্মাদ বিন আযলান সত্যবাদী ও বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম আবু হাতিম ইনারা সকলেই মুহাম্মাদ বিন আযলানকে সিক্বাহ বলেছেন। আব্বাস আদদুরী ইমাম ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেন ইবনু মাঈন বলেন, ইবনু আযলান

মুহাম্মাদ বিন আমর হতে বেশী সিক্বাহ ছিলেন, এ ব্যাপারে কারো কোন সংশয় ছিল না।"

ইমাম হাকিম বলেন, ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিম এ শাওয়াহিদ পর্যায়ে ১৩ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে ইবনু আযলান এর বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম যাহাবী তার মিযানুল ইতিদালে বলেন, পরবর্তীকালের আলেমগণ ইবনু অযলান এর হিফজ শক্তি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।" এ বিষয়টি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যেখানে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনু মাঈন, ইমাম ইবনু উয়ায়নাহ, ইমাম আবু হাতিম প্রমুখ হাদীস সমালোচক মুহাদ্দিসগণ তার সুখ্যাতি করেছেন তাকে সিক্বাহ বলেছেন, সেখানে পরবর্তী কালের আলেমগণের জন্য তার হিফজ নিয়ে বির্তক তোলা হাস্যকর। ইমাম বুখারী তার উস্তাদ আলী বিন মাদীনী হতে ইবনু আযলান এর সম্পর্কে সর্ববিচারে কল্যাণকর বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে পরবর্তীদের অকল্যানকর মন্তব্য কী করে গ্রহণযোগ্য হবে ?

ইমাম ইজলী তার মারিফাতুস সিক্বাত কিতাবের ২৪৮ পৃষ্ঠায় ১৬২৭নং তরজমায় বলেন محمد بن عجلان مدنى ثقة. মুহাম্মাদ বিন আযলান মাদানী সিকাহ।

উপরোক্ত ইমামগণ যেখানে ইবনু আযলানকে সিক্বাহ বলেছেন, এর বিপক্ষে আর কে আছে যার কথা গ্রহণযোগ্য হবে?

৪। যায়দ বিন আসলাম:

ইমাম যায়দ বিন আসলাম আল মাদানী ফক্বীহ ১৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তিনি হযরত আনাস বিন মালেক, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উমার, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, সালামাহ বিন আকওয়াহ প্রমুখ সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুম গণ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাবেয়ী গণের মধ্যে আবু ছালিহ সাম্মান আল আরাজ, আব্দুর রহমান বিন আবু সাঈদ খুদরী, আত্বা বিন ইয়াসার, মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির প্রমুখ তাবেঈ রাহিমাহুল্লাহগণ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেও একজন তাবেঈ ছিলেন।

সুফিয়ান বিন উয়ায়না, সুফিয়ান আস সাওরী, মালিক বিন আনাস, মুসলিম বিন শিহাব আয্‌যুহরী, মা'মার বিন রাশেদ ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল আনাসারী, হিশাম বিন সাদ, মুহাম্মাদ বিন আযলান, মুহাম্মাদ বিন জাফর বিন আবু কাসীর প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগণ ইমাম যায়দ বিন আসলাম হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমা মিযযী "তাহযবিুল কামাল ফি আসমাইর বিজাল" এর দশম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و قال العطاف بن خالد : حدث زيد بن اسلم بحديث فقال له رجل: يا ابا أسامة عن من هذا ؟ قال : يا ابن أخى ما كنا نجالس السفهاء و لا نحمل عنهم حديث .

"আল আওাফ বিন খালিদ বলেন, যায়দ বিন আসলাম হাদীস বর্ণনা করলেন একব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো হে আবু উসামাহ এ হাদীসটি কার থেকে গ্রহণ করেছেন, তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমরা কোন নির্বোধ লোকের মজলিসে বসি না এবং তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করি না।"

ইমাম আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তাদীল এর তৃতীয় খণ্ডের ৫৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- سمعت ابى يقول زيد بن أسلم ثقة.

"আমি আমার পিতা আবু যুরআহ আর রাযী হতে শুনেছি তিনি বলেছেন যায়দ বিন আসলাম সিক্বাহ ছিলেন।"

তিনি আরো উল্লেখ করেন, حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابو زرعة عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أبوه زيد بن أسلم ثقة.

"আব্দুর রহমান আমাদেরকে বলেন, আবু যুরআহ আর রাযীকে আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তার পিতা যায়দ বিন আসলাম সিকাহ"।

ইমাম মিযযী তার তাহযীবুল কামাল এর দশম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায়, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী তার তাহযীবুওাহযীব কিতাব এর তৃতীয় খণ্ডের ৫৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, وقال احمد و ابو زرعة و ابو حاتم ومحمد بن سعد و النسائى و ابن خراش: ثقة.

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু যুরআহ আার রাযী, ইমাম আবু হাতিম,

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ, ইমাম নাসাই ও ইমাম ইবনু খিরাশ ইনারা প্রত্যেকেই বলেছেন, ইমাম যায়দ বিন আসলাম সিক্বাহ ছিলেন"।

হাফিজ ইবনু হাযার আরও বলেন, و قال يعقوب بن شعبة : ثقة من أهل الفقه و العلم و كان عالما بتفسير القرآن.

"ইয়াকুব বিন শোবাহ বলেন, যায়দ বিন আসলাম সিক্বাহ, ফিক্বহ্ ও হাদীস বিশারদ ছিলেন এবং তাফসীর শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন"।

ইমাম ইবনু আদী তার আল কামিল ফি দ্বুআফা-ইর রিজাল কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال الشيخ : و زيد بن اسلم هو من الثقات ولم يمتنع احد من الرواية عنه حدث عنه الئمة.

"শায়খ বলেন, যায়দ বিন আসলাম সিক্বাহ বর্ণনাকারীগণের অর্ন্তভুক্ত তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতে কেহ নিষেধ করেন নাই। ইমামগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারী-তে ইমাম যায়দ বিন আসলাম বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় و إذا قرأ فانصتوا হাদীসটি যেমন ইমাম যায়দ বিন আসলাম তার উস্তাদ আবু ছালেহ হতে বর্ণনা করেছেন অনুরুপ সনদের হাদীস ইমাম বুখারী ও তার সহীহ আল বুখারী-তে উল্লেখ করেছেন। পাঠকের বুঝার জন্য এর থেকে মাত্র দু'টি হাদীস উল্লেখ করছি।

সহীহ আল বুখারী-র কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ্ এর "আল আহকাম আল্লাতি তু'রাফু বিদ দালাইলী' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابى صالح السمان عن ابى هريرة........ حديث إلخ.

"ইসমাইল আমাদেরকে বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক আমাকে যায়দ বিন আসলাম হতে তিনি আবু ছালিহ আস সাম্মান হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে --- এরপর হাদীস"।

এখানে দেখা যাচ্ছে ইমাম নাসাই যেরুপ وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি যায়দ বিন আসলাম ও আবু ছালেহ হয়ে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর সনদে বর্ণনা করেছেন, তদ্রুপ ইমাম বুখারী একই সনদে তার সহীহ আল

বুখারী-তে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে যায়দ বিন আসলাম ও আবু ছালিহ এর অন্তত একশতটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৫। আবু ছালেহ আস সাম্মান:

আবু ছালিহ আস সাম্মান ১০১ হিজরীতে মদীনাতে ইন্তেকাল করেন, তিনি যাকওয়ান নামেও পরিচিত।

তিনি হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস , হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হযরত আবু হুরাইরাহ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন উমার, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, হযরত অবু দারদা, আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহুম এবং আম্মাজান উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবিবাহ, উম্মু সালমাহ, সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহুন্না হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মিযযী "তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের অষ্টম খণ্ডের ৫১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال عبدالله بن احمد بن حنبل عن ابيه ثقة ثقة من أجل الناس و أوثقهم.

"আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তার পিতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, আবু ছালিহ আস সাম্মান সিকাহ ছিলেন সিকাহ, শুধু তাই নয় তিনি লোকদের মধ্যে সম্মানী এবং সকলের চেয়ে বেশী সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম মিযযী উক্ত পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেছেন, قال ابو الحسن الميمونى عن أحمد بن حنبل عن يحي بن أدم عن الأعمش قال ابو صالح: ما كنت اتمنى من الدنيا إلا يومين أجالس فيهما ابا هريرة .

"আবুল হাসান আল মাইমুনী- আহমাদ বিন হাম্বল হতে তিনি ইয়াহইয়া বিন আদম হতে, তিনি আমাশ হতে বলেন, আবু ছালিহ বলেছেন, দুটি দিন ব্যতীত দুনিয়ার আর কোন কিছুর প্রতিই আমার কোন আকাঙ্খা নেই, তাহলো যে দিন গুলোতে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহ এর সোহবতে ছিলাম"।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম "আল জারহু ওয়াত তা'দীল" এর তৃতীয় খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় ২০৩৯ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন سمعت ابى يقول: ابو صالح ذكوان صالح الحديث يحتج بحديثه.

"আমি আমার পিতাকে (ইমাম আবু হাতিম) বলতে শুনেছি, ইমাম আবু সালিহ যাকওয়ান বর্ণিত হাদীস সমস্ত প্রকার দোষ ত্রুটি মুক্ত এবং দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য"।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাদ তার "তাবাকাত ইবনু সাদ" এর ষষ্ঠ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় বলেন كان ثقة كثير الحديث "আবু ছালিহ অনেক হাদীসের অধিকারী এবং সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম যাহাবী আল ইবার ফি খবরে মান গুবার এর প্রথম খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় বলেন ابو صالح السمان ذكوان صاحب ابى هريرة قال احمد بن حنبل كان ثقة من أجل الناس .

"আবু ছালিহ সাম্মান যাকওয়ান- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ছাত্র, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি সিক্বাহ ও সকলের নিকট খুবই সম্মানিত ছিলেন"।

ইমাম যাহাবী তার "সিয়ারু আলামিন নুবালা" কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبدالله كان كبار العلماء المدينة كان يجلب الزيت السمن إلى الكوفة ولد فى خلافة عمر و شهد يوم الدار و حصر عثمان و لازم ابا هريرة مدة.

"যাকওয়ান বিন আব্দুল্লাহ অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হাফিজ, তিনি মদীনার একজন বড় আলেম, তিনি তৈল ও ঘী কুফায় নিয়ে যেতেন। (এজন্য তাকে সাম্মান বলা হয়) তিনি হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর খিলাফত কালে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওসমান রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর অবরোধ এর পরিস্থিতিও তিনি দেখেছিলেন। আর বেশ কিছু সময় তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসের মজলিসে লেগে ছিলেন এবং তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন"।

ইমাম নাসাই উল্লিখিত হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটির সনদ বর্ণনায় বর্ণনাকারীগণের জীবনী বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো আল জারুদ বিন মুআ'য আত তিরমিযী, আবু খালিদ সুলায়মান আল

আহমার, মুহাম্মাদ বিন আযলান, যায়দ বিন আসলাম ও আবু ছালিহ সাম্মান যাকওয়ান বিন আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ গণের প্রত্যেকেই তাকওয়া, পরহেজগারী, ইলম প্রতিটি স্তরে তাদের যামানায় মধ্যমণি ছিলেন, আদালত ও দ্ববত্ব (عدالت و ضبط) সর্বগুণেই গুণান্বিত ছিলেন। দ্বঈফ রাবীর কোন ত্রুটিই তাদের মধ্যে ছিল না, ইহা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো হাদীসটি সহীহ এবং দলিলযোগ্য।

এতদসত্ত্বেও একটি মহল إذا قرأ فانصتوا و হাদীসটিকে দ্বঈফ বলতে এবং ইহাকে দলিল অযোগ্য প্রমাণ করতে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর খুঁজেছেন, এবং উদ্ভট সব যুক্তি ও কারণ দর্শিয়েছেন, যে কারণে কিছু অপরিনামদর্শী আলেম কোন তাহকীক না করেই তাদের বানানো যুক্তিকে পূরোপূরি গ্রহণ করে এক দিকে যেমন সহীহ হাদীসকে অকার্যকর করার চেষ্টায় লিপ্ত থেকে নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, আবার সাধারন মানুষকে তাহকীক না করেই বই লিখে ও প্রচার করে বিভ্রান্ত করছেন।

যে সমস্ত কারণে হাদীসটিকে দঈফ বলা হয়েছে তার জওয়াব

এ হাদীসটি দ্বঈফ বলতে গিয়ে যে সমস্ত কারণ সাব্যস্ত করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। وإذا قرأ فانصتوا হাদীসে এ অংশটুকু সিক্বাহ বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অতিরিক্ত অধিকাংসের দ্বারা বর্ণিত হাদীসে এ বাক্যটি নাই।

২। আবু খালিদ আল আহমার ব্যতীত মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে আর কেহ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি।

৪। যায়াদ বিন আসলাম হতে মুহাম্মাদ বিন আযলান ব্যতীত আর কেহ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

وإذا قرأ فانصتوا এ হাদীসের ব্যাপারে উপরোক্ত যে সমস্ত মন্তব্য করা হয়েছে তার প্রতিটিই অসত্য ও ভিত্তি হীন।

এ ভিত্তিহীন অভিযোগের জওয়াব নিম্নে প্রদান করা হলো–

১। وإذا قرأ فانصتوا এ বাক্যটি সিক্বাহ বর্ণনাকারী অধিকাংশ রাবীর বর্ণিত হাদীসে নেই। এ অভিযোগটি সর্বৈব অসত্য। কেননা সুনান নাসাইতে উল্লিখিত হাদীসটি কোন হাদীসের অংশ নয়। বরং এটি একটি সম্পূর্ন স্বতন্ত্র হাদীস যার

বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু। অনুরুপ হযরত আনাস বিন মালিক, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতেও একই ধরনের কিছুটা ভিন্ন ধারায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী কথা বলেছেন। উৎসের দিক থেকে এ সমস্ত বিষয়ের একটির সাথে আর একটির সম্পর্কও হয়তো ছিলনা বা থাকতো না। এমনই একটি বিষয় হচ্ছে সালাতের ক্ষেত্রে বক্ষ্যমান হাদীসটি। প্রাসঙ্গিক কারণেই হাদীসটির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ধরনের বর্ণনা এসেছে এক হাদীসে যা উল্লেখ আছে অন্য হাদীসে তা নেই বরং ভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। এ ভিন্ন মাত্রার বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনই বলা যাবে না, হাদীসের এ বর্ণনাটি এ হাদীসে নেই, ঐ হাদীসে আছে। এখানে কম-বেশের কথা বলার কোন উপায়ই নেই। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা হতে এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহু হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ আল বুখারী-র কিতাবুল আযানের 'ইন্নামা জুঈলাল ইমাম লিইউতাম্মা বিহি' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمان فصلى صلاة من الصلوات و هو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا و إذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.

"একবার রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ায় সওয়ার হন অত:পর উহা হতে তিনি পরে যান ফলে তার ডান পাশে আঘাত পান, এরপর তিনি কোন এক ওয়াক্তের সালাত বসে আদায় করেন, আমরাও তার পিছনে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয়

তাকে অনুসরণ করার জন্য। তাই ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তোমরাও তার সাথে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, অত:পর যখন রুকু করে তোমরাও রুকু কর, সে যখন মাথা উঠায় তোমরা তারপর মাথা উঠাও, আর ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে, তখন তোমরা বল রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, আর যখন বসে সালাত আদায় করে তোমরাও তার সাথে সকলে বসে সালাত আদায় কর"।

ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারী-র উপরোক্ত একই অধ্যায়ে উল্লেখ করেন উম্মুল মুমিনীন সিদ্দিকাহ বিনতে সিদ্দীক হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بيته و هو شاك فصلى جالسا و صلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم إن اجلسوا فلما انصرف قال:إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.

"একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ থাকার কারণে ঘরে বসেই সালাত আদায় করছিলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী তার পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি তাদেরকে বসে সালাত আদায় করার জন্য ইশারা করলেন, সালাত শেষে বললেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য, তাই সে যখন রুকু করবে, তোমরাও রুকু করবে এবং সে যখন বসে সালাত আদায় করবে, তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে"।

সহীহ আল বুখারীতে উল্লিখিত উক্ত দু'টি হাদীসেই দেখা যায় সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থতার কারণে বসে সালাত আদায় করেন, ইমামকে অনুসরণ এর ব্যাপারে প্রথম হাদীসে কিয়াম, রুকু, তাহমিদ ও বসার কথা উল্লেখ আছে, আর দ্বিতীয় হাদীসে শুধু বসা ও রুকুর কথা উল্লেখ আছে। তাকবীর, সিজদা, তাশাহ্হুদ, ক্বিরাআত, সুরা ফাতিহার শেষে আমিন বলা ইত্যাদির উল্লেখ নেই, তাহলে কেউ কী বলবেন প্রথম হাদীসে কিয়াম ও তাহমিদ অতিরিক্ত এসেছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে কিয়াম ও তাহমিদ বা তাকবীর এর উল্লেখ নেই তাই ইহা নাকিস। তারা হয়তো বলবে এটা বলা কি করে সম্ভব?

দু'টি হাদীসের বর্ণনাকারী তো এক নয়, আর হাদীস দু'টিও এক নয়, প্রথম হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ তিনি ইমাম মালেক হতে তিনি ইবনু শিহাব হতে তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে--

আর দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ তিনি ইমাম মালিক হতে তিনি হিশাম বিন উরওয়া হতে তিনি তার পিতা উরওয়া হতে তিনি হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা হতে-

উল্লিখিত বর্ণনা দু'টির সনদ ভিন্ন সুতরাং হাদীস দু'টি ভিন্ন। একটির সাথে আরেকটিকে যেমন মিলানো যাবে না, তদ্রুপ একটির কারণে আরেকটিকে অতিরিক্ত বা কম হিসেবেও আখ্যায়িত করা যাবে না।

অনুরুপ وإذا قرأ فانصتوا হাদীসের হুকুমও তাই ইহা একটি সম্পূর্ন ভিন্ন হাদীস, কোন হাদীসের অংশ নয়, ইহাকে কোন হাদীসের সাথে সংমিশ্রণ করা হবে অজ্ঞতা। যেমন হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। অনেকে বলে থাকেন وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি আবু মুসা আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের অংশ তাদের এ ধারণা ভুল, কেননা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটির সাথে, হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত সুলায়মান আত তাইমি সূত্রের বর্ণিত وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি এক নয় বরং সম্পূর্ন আলাদা যদিও বাক্যটি একই ধরনের। তাই উভয় হাদীসের বর্ণনার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানো মারাত্মক ভুল।

সহীহ বুখারী-তে উল্লিখিত হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের মতো একই প্রসঙ্গের একটি হাদীস ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহু তার মুসনাদ আহমাদ এর এগারো খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় ১৪১৩৯ নং হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, ইহা হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن ابى سفيان عن جابررضى الله عنه قال: صرع النبى صلى الله عليه و سلم من فرس على جذع النخلة فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده فوجدناه يصلى فصلينا بصلاته و نحن قيام فلما صلى قال:إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن

صلى قائما فصلوا قياما و إن صلى جالسا فصلوا جلوسا ولا تقوم و هو جالس كما يفعلاهل فارس بعظمائها

"ওয়াকী আমাদেরকে বলেছেন আমাশ আমাদেরকে আবু সুফিয়ান হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, একবার "রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার উপর থেকে খেজুরের ডালের উপর পরে যান, এতে তার পা ছিলে যায়, তাই আমরা "রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আসার জন্য যাই, অত:পর তাকে সালাত আদায় অবস্থায় দেখতে পাই; তাই আমরা তার সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে যাই। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বসে সালাত আদায় করছিলেন) আর আমরা দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, সালাত শেষে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়, তাকে অনুসরণ করার জন্য, সে যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তাহলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি বসে সালাত আদায় করে তাহলে তোমরা বসে আদায় করবে। তবে হ্যাঁ, ইমামের বসা এবং তোমাদের দাঁড়ানোটা যেন এমন না হয় যেভাবে পারস্যগণ তাদের গোত্র প্রধানদের সাথে করে থাকে"।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের সাথে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু এক, অথচ ঘোড়া হতে পরে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং কী ভাবে আঘাত পেয়েছেন সে বর্ণনা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় অনুপস্থিত। তাছাড়া হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসের শেষে উল্লিখিত ولا تقوم و هو جالس كما يفعل اهل فارس بعظمائها এ বাক্যটি হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় নেই। এখন কী বলা যাবে হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত শেষোক্ত বাক্যটি অতিরিক্ত এ কথা বলার কোন সুযোগ এজন্য নেই যে, দুটি বর্ণনা দুজন সাহাবীর, যে যেভাবে দেখেছেন সে সেভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহ আনহু বর্ণিত হাদীসটি যদি এ সনদের কোন স্তরে ইমাম আমাশের একাধিক ছাত্র তার থেকে বর্ণনা করতেন এর

মধ্যে সকলেই শেষোক্ত বাক্যটি সহ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তাহলে ইহাকে অতিরিক্ত (زيادة) হিসেবে গণ্য করা যেতো। যেহেতু "রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেই দু'জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং দু'জনের বর্ণনার মধ্যে দেখার ক্ষেত্রে হেরফের হওয়া স্বাভাবিক। তাই ইনারা সকলেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সালাতের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য সালাত এর হুকুম সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হযরত আবু মুসা আল আশআরী বর্ণিত হাদীসেই পরিলক্ষিত। হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা এবং হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে পরিস্থিতি বিবেচনায় অথবা তাবেঈগণের প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দেওয়া হয়েছে।

এতক্ষণ যা বর্ণনা করা হলো তা ছিল একই প্রসঙ্গের পৃথক রাবীগণের বর্ণনা। এখন দেখা যাক একই সাহাবী হতে কীভাবে ভিন্ন শব্দ ও বাক্য সংবলিত হাদীসের বর্ণনা এসেছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ মুসনাদ আহমাদ এর ষোল খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا يحي عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: إذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلو جلوسا.

"ইয়াহ্ইয়া আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন আমর হতে বলেন, আবু সালামাহ আমাদেরকে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবির বলবে তোমরাও তখন তাকবির বলবে, ইমাম যখন রুকু করে তোমরাও তখন রুকু করবে, আর ইমাম যখন সিজদায় যায় তোমরাও তখন সিজদায় যাবে। যখন বসে সালাত আদায় করে তোমরাও তখন বসে সালাত আদায় করবে।"

একই সাহাবী অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একই প্রসঙ্গে কিন্তু শাব্দিক পার্থক্যে দ্বিতীয় হাদীসটি হলো নিম্নরূপ। আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ মুসনাদ আহমাদ এর (তাহকীক শোয়াইব

আল আরনাইত্ব) ১৫ খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় ৯৩২৯ নং হাদীস উল্লেখ করেন-
حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبرفكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا :ربنا لك الحمد وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون.
"মুহাম্মাদ বিন জাফর আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন আমর আমাদেরকে আবু সালামাহ হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারিণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবির বলে তোমরাও তাকবির বলবে, যখন রুকু করে তোমরাও রুকুর করবে। আর ইমাম যখন বলবে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ তোমরা তখন বলবে, রাব্বানা লাকাল হামদ, ইমাম যদি বসে সালাত আদায় করে তোমরা তখন বসে সালাত আদায় করবে"।

মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বলে উল্লিখিত দু'টি হাদীসই একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি হলেন হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু। তথাপী হাদীস দু'টির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম হাদীসে তাহ্‌মিদ (রাব্বানা লাকাল হামদ) উল্লেখ নেই, কিন্তু সিজদার উল্লেখ আছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে সিজদার উল্লেখ নেই কিন্তু তাহ্‌মিদ এর উল্লেখ আছে। এখন কী একথা বলা যাবে একটি হাদীসে কম আছে অন্যটিতে বেশী আছে ? আসল ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাই কিরামগণের অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন, সাহাবীগণ কদাচিৎ প্রশ্ন করতেন। কিন্তু সাহাবিগণ যখন তাবেঈগণের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তাবেঈগণের প্রশ্ন অনুযায়ীই সাহাবিগণ উত্তর দিতেন। তাই সাহাবিগণ হতে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আসতো। উপরের হাদীস দু'টি তার-ই প্রমাণ। কেননা দুটি হাদীসই হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।

অনুরুপ সুনান আন নাসাইতে উল্লিখিত হাদীসটিরও একই হুকুম এ হাদীসটিও হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد.

"ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবির বলবে তোমরাও তাকবির বলবে। যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে"। আর যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত তিনটি সনদই মুত্তাসিল (পরম্পরা বাহিত) এবং সহীহ।

উক্ত হাদীস তিনটির প্রথমটিতে তাকবির, রুকু, সিজদা ও বসার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসটিতে তাকবির, রুকু ও তাহ্মিদ এর উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তৃতীয় হাদীসটিতে তাকবির ক্বিরাআত ও তাহ্মিদ এর উল্লেখ করা হয়েছে। রুকু, সিজদা ও বসার বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, প্রথমটিতে ক্বিরাআত ও তাহ্মিদ এর উল্লেখ নেই, এবং দ্বিতীয়টিতে ক্বিরাআত ও সিজদার উল্লেখ নেই। কিছুক্ষণ পূর্বে বলেছি একই সাহাবি হতে বর্ণিত হাদীসের এ যে বিভিন্নতা তা তাদের ছাত্র তাবেঈগণের প্রশ্নের বিভিন্নতার কারণেই হয়তো-বা হয়েছে। এ কারণে বলা যাবে না হাদীসের এ অংশটি অতিরিক্ত ঐ অংশটি কম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনার কোথাও কিয়াম এর উল্লেখ নেই, অথচ হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসে কিয়াম এর কথা উল্লেখ আছে। যারা হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসের সাথে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসকে মিলিয়ে ফেলেন তারা কী দেখাতে পারবেন সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় কিয়াম এর কথা উল্লেখ আছে? এ সমস্ত লোক গুলো কী করে চিন্তা করতে পারলো হাদীসের বর্ণনায় ক্বিরাআতের কোন আলোচনা থাকবে না ? তাকবির, রুকু, তাহ্মিদ, সিজদা, বসা, কিয়াম সালাতের সব রুকুনের কথা উল্লেখ থাকবে অথচ ক্বিরাআত এর আলোচনা

থাকবে না। এটা কি করে সম্ভব ? তাই যারা সুনান নাসাই-তে উল্লিখিত অকাট্যভাবে সহীহ প্রমাণিত وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটিকে হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের সাথে মিশ্রিত করে এটি ঐ হাদীসের অংশ বলবে এবং হাদীসটিকে দ্বঈফ প্রমাণ করতে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর খুঁজবে এবং শায (দুর্লব) বলে দলিল অযোগ্য আমলহীন করবে, তাদের উচিত নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন-হাদীস পড়া নয় বরং আল কুরআন ও আল হাদীসে যা আছে সে অনুযায়ী নিজকে পরিচালনা করা। সালাতের তাকবিরে তাহরিমা হতে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত যে সমস্ত বর্ণনা সাহাবি রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ দিয়েছেন যেমন- উম্মুল মুমিনীন সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আ'নহা, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী, হযরত আবু হুরাইরাহ ও হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহুম হতে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে হযরত আবু মুসা আল আশআরী এর বর্ণিত হাদীসই সবচাইতে শামিল ও কামিল (পরিপূর্ণ)। অর্থাৎ সালাতের প্রত্যেকটি অংশকেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ ও আলোচনা করা হলো

ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিম এর কিতাবুস সালাত এর التشهد فی الصلاة অধ্যায়ে, ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ডের (তাহকীক সুয়াইব আল আরনাউত্ব) ২২০-২২১ পৃষ্ঠায় "আত তাশাহ্হুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدرى ومحمد بن عبدالملك الاموى(واللفظ) لابى كامل قالوا حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن يونس بن زبير عن حطان بن عبدالله الرقاشى قال: صليت مع أبى موسى الأشعرى صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة ؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة و سلم إنصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا و كذا ؟ فأرم القوم : فقال لعلك يا حطان قلتها؟ قال ما قلتها ولقد رهبت إن تبكعنى بها. فقال رجل من القوم : أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى رضى الله عنه أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم أن رسول الله

وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال " غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا والركعوا فإن الإمام يركع قبلكم و يرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك و إذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد سمع الله لكم فإن الله تعالى قال: على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم سمع الله لمن حمدة و إذا كبر و سجد فكبروا و السجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم و يرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من اول قول احدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

"সাঈদ বিন মানসুর, কুতাইবা বিন সাঈদ, আবু কামিল আল জাহদারী ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালেক আল উমাবী (এ হাদীসের শব্দ সমূহ আবু কামিল এর) ইনারা সকলেই বলেন, আবু আওয়ানা আমাদের নিকট কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন কাতাদা ইউনুস বিন যুবাইর হতে তিনি হিওান বিন আব্দুল্লাহ আর রাকাশী হতে, হিওান বিন আব্দুল্লাহ অররাকাশী বলেন, আমি আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর সাথে সালাত (নামাজ) আদায় করলাম, তিনি যখন তাশাহ্হুদে বসলেন, জামাআতের মধ্য হতে এক লোক বলে ওঠলো, কল্যান ও পবিত্রতার সাথে সালাত আদায় করা হয়েছে, হিওান বলেন আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু সালাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এরুপ এরুপ বলেছে ? সকলেই চুপ করে রইলো, তিনি পূনরায় জিজ্ঞেষ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এরুপ এরূপ বলেছে, এবারও সকলে নিরুত্তর রইলো, অত:পর আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বললেন সম্ভবত; তুমি বলেছ হে হিওান। তিনি বললেন, আমি বলিনি তবে আমার ভয় হচ্ছিল এভেবে যে, আপনি রেগে যান কিনা ? এমন সময় মুসল্লিদের মধ্য হতে একজন বললো আমি বলেছি, তবে কল্যান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অত:পর, আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা

তোমাদের সালাতের ব্যাপারে কী বলবে তাও কি জান না ? রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন, আমাদেরকে সুন্নাত সম্পর্কে স্পষ্টকরে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন সালাত আদায় করবে প্রথমে কাতার ঠিক করে নিবে, অত:পর তোমাদের মধ্য হতে একজন ইমামতি করবে, এরপর যখন ইমাম তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে, আর ইমাম যখন (সূরা ফাতিহা পড়বে এবং) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বোয়াল্লীন (এ এসে পৌঁছবে) তখণ তোমরা বলবে আমীন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আহবানে সারা দিবেন। ইমাম যখন রুকুতে যাবে তোমরাও রুকুতে যাবে কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকুতে যাবে। আর তোমাদের পূর্বেই রুকু হতে উঠবে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কিছু সময় বিলম্ব করা, ইমামের রুকু ও তাকবীরের সমান গণ্য হবে। সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে তোমরা তখন আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহু তাবারাকা ওয়ালা তায়ালা তাঁর নবী রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে বলেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। সে তাকবীর বলবে এবং সিজদায় যাবে, তোমরাও তার সাথে তাকবীর বলে সিজদায় যাবে, কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদায় যাবে এবং তোমাদের আগে সিজদা থেকে উঠবে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের তাকবীর ও সিজদাহ ইমামের পরে হবে। যখন তোমরা বসবে, তোমাদের প্রথম পাঠ হবে, আত্তাহিয়্যাতু আত্তাইয়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ্য ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস ছালিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু"।

ইমাম মুসলিম আরও উল্লেখ করেছেন حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابو اسامة حدثنا سعيد بن ابى عروبة ح وحدثنا ابو غسان المسمعى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابى ح و حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان

التيمى كل هؤلاء عن قتادة فى هذا الإسناد بمثله وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة " و إذا قرأ فانصتوا" و ليس فى حديث احد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم سمع الله لمن حمدة إلا فى رواية ابى كامل وحده عن ابى عوانة.

"আবু বকর বিন আবু শায়বা আমাদেরকে বলেন, আবু উসামাহ আমাদেরকে বলেন, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ আমাদেরকে বলেন, অনুরূপভাবে আবু গাসসান আল মিসমাঈ আমাদেরকে বলেন, মুআজ বিন হিশাম আমাদেরকে বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে বলেন, অন্য বর্ণনায় ইসহাক বিন ইব্রাহীম আমাদেরকে বলেন, জরীর সুলায়মান আততাইমী হতে আমাদেরকে বলেন, উক্ত সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, হিশাম এবং সুলায়মান আত তাইমী ইনারা সকলে কাতাদা হতে এই সনদে অনুরুপ বর্ণনা করেন। কিন্তু জরীর হাদীসটি সুলায়মান আততাইমী হতে তিনি কাতাদা হতে وإذا قرأ فانصتوا এ বাক্যটি অতিরিক্তি সহ বর্ণনা করেন। তবে আবু কামিল একা আবু আওয়ানাহ হতে "আল্লাহ তায়ালা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে বলেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বর্ণনা করেছেন, এ বাক্যটি অন্যদের বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

সহীহ মুসলিম বর্ণিত দু'টি সনদের প্রথমটির সনদ হলো–

১। সাঈদ বিন মানসুর

২। কুতাইবাহ বিন সাঈদ

৩। আবু কামিল আল জাহাদারী

৪। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক উমারী ইনারা প্রত্যেকেই আবু আওয়ানাহ হতে তিনি কাতাদা হতে তিনি ইউনুস বিন জুবাইর হতে তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ আর রাকাশী হতে তিনি হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম যদিও উপরোক্ত চারজন বর্ণনাকারী হতে গ্রহণ করেছেন কিন্তু হাদীসের শাব্দীক বর্ণনা আবু কামিল আল জাহদারীর।

দ্বিতীয় সনদটি হলো–

১। আবু বকর বিন আবু শায়বা- আবু উমামা হতে তিনি সাঈদ বিন আবু আরুবাহ হতে

২। আবু গাসসান মিসমাঈ- মুআজ বিন হিশাম হতে তিনি হিশাম হতে

৩। ইসহাক বিন ইব্রাহীম হতে তিনি জারীর হতে তিনি সুলায়মান হতে এ সনদের সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, হিশাম ও সুলায়মান ইনাদের প্রত্যেকেই কাতাদাহ হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন কিন্তু সকলেই وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। একমাত্র জারীর ইমাম সুলায়মান আত তাইমী হতে তিনি কাতাদা হতে অতিরিক্ত শব্দ যোগে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وإذا قرأ فانصتوا প্রসঙ্গে ইমাম আবুল ফদ্বল বিন আম্মার(মৃত্যু-৩১৭)তার "ইলালুল আহাদিস ফি কিতাবিস সহীহ " কিতাবে বলেন,

وقوله: وإذا قرأ فانصتوا هو عندنا وهم من التيمى ليس بمحفوظ لم يذكره الحفاظ من اصحاب قتادة مثل سعيد ومعمرو ابو عوانة والناس

"তার কথা, ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে তোমরা তখন চুপ থাকবে" এ বাক্যটির ব্যাপারে আমাদের মত হলো এটা ইমাম সুলায়মান আত তাইমী হতে ধারণাকৃত বর্ণনা, তিনি ইহা তার উস্তাদ ইমাম কাতাদা হতে শুনেননি। তার কারণ হলো সাঈদ বিন মানসুর, ইমাম মামার, ইমাম ইবনু আওয়ানাহ" এবং আরও অনেকেই ইমাম কাতাদা হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কেহই وإذا قرأ فانصتوا বর্ণনা করেননি। ইমাম দ্বারাকুৎনিও একই মত পোষণ করেছেন।

ইমাম সুলায়মান আত তাইমী এবং এ বাক্যটি সংরক্ষিত নয় বলে যারা মত প্রকাশ করেছেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে অলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, সুনান আন নাসাইতে উল্লিখিত হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের وإذا قرأ فانصتوا এবং সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে সুলায়মান আত তাইমী বর্ণিত وإذا قرأ فانصتوا সম্পূর্ন ভিন্ন সনদে ভিন্ন হাদীস।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে زيادة (মূল হাদীসের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন) এর প্রশ্নই উঠে না। বরং إنما جعل الإمام ليئتم به فإذا كبر فكبرو وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد.

এ হাদীসটি পূর্নাঙ্গভাবে বর্ণিত একটি পূর্নাঙ্গ হাদীস। এ হাদীসের সনদের কোথাও এ কথা বলা হয় নাই, যায়দ বিন আসলাম বা মুহাম্মাদ বিন আযলান এর ছাত্র আবু খালিদ আল আহমার কেবল وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন আযলান এর অন্যান্য ছাত্রগণ এ বাক্যটি ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুনান নাসাইতে উল্লিখিত হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি এভাবেই সনদ পরম্পরা বাহিত হয়ে চলমান রয়েছে এ হাদীস তো কোন হাদীসের অংশ নয়। তাছাড়া মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তার অপর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন সাদ আল আনসারী রাহিমাহুল্লাহও একই ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নাসাই" সুনান নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا محمد بن سعد الأنصارى قال حدثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما جعل الإمام ليئتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فاصتوا.

"মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারী আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান আমাকে বলেছেন, তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে তিনি আবু ছালেহ হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য, ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে, আর সে যখন ক্বিরাআত পড়বে, তোমরা তখন চুপ থাকবে।"

ইমাম আবু দাউদের মতটি যে সঠিক নয় তা মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে অবু সা'দ আল আনসারী বর্ণিত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো।

ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদে- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেন, زيد بن اسلم عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: انما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر زاد " وإذا قرأ فانصتوا"

"যায়দ বিন আসলাম- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য, এ হাদীসে ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে বাক্যটি অতিরিক্ত সংযোগ করা হয়েছে"। এ হাদীসের শেষে বর্ণনাকারী এ হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদের মন্তব্য পেশ করে বলেন, قال ابو داؤد : وهذه الزيادة :" وإذا قرأ فانصتوا" ليس بمحفوظة. الوهم عندنا من ابى خالد .

"ইমাম আবু দাউদ বলেন, অতিরিক্ত বাক্যটি " ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে" সংরক্ষিত নয়, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ হলো, আবু খালিদ আল আহমার এর দিকে, সম্ভবত তিনিই এ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন"।

অনুরুপ ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে কিতাবুস সালাতের আত "তাশাহ্হুদ " অধ্যায়ে উল্লেখ করেন حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال:سمعت ابى حدثنا قتادة عن ابى غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشى بهذا الحديث زاد "فإذا قرأ فانصتوا"

"আসিম বিন নদ্বর আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, মু'তামির বলেন, আমি আমার পিতা সুলায়মান আত তাইমী হতে শুনেছি তিনি কাতাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি আবু গাল্লাব হতে তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ আর রাকাশী হতে,(আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর) হাদীসের সাথে বলেন, এ শব্দ গুলো বৃদ্ধি করেন "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে"।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদ এর (তাহকীক শুয়াইব আল আরনাউত্ব) দ্বিতীয় খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় বলেন, قوله: و النصتوا ليست بمحفوظ لم يجئ به إلا سليمان التيمى فى هذا الحديث.

"সুলায়মান আত তাইমী এর কথা তোমরা চুপ থাকবে, সংরক্ষিত নয় এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একমাত্র সুলায়মান আত তাইমীই এ বাক্যটি সহ হাদীস বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম আবু দাউদের উক্ত কথাটি সঠিক কি না তা তাহকীক না করে ইমাম দ্বারাকুৎনি এবং পরবর্তীতে আল্লামা শাওকানী ও শামসুল হক আযিমাবাদী

একই ভাবে তাল মিলিয়েছেন।

ইমাম কাজী আয়াজ রাহিমাহুল্লাহু ইকমালুল মু'লিম শরহি মুসলিম এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال الدار قطنى: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمى فيها عن قتادة و خالفه الحفاظ فلم يذكروها قال إجماعهم على مخالفته يدل على وهمه.

"ইমাম দ্বারা কুৎনী বলেন, "فإذا قرأ فانصتوا" এ বাক্যটি সংরক্ষিত নয়, এ হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে সুলায়মান আত তাইমীর সাথে আর কেহ শরীক হন নাই। তাছাড়া অন্যান্য হাফিজগণ তার খিলাফ বলেছেন, فانصتوا অংশটি উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন অন্যান্য বর্ণনাকারীগণের ঐকমত্য হতে প্রমাণিত হয় সুলায়মান আত তাইমী খেয়ালের বশতি হয়ে ধারণা করে বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন"।

উক্ত কথার ধারাবাহিকতায়, শামসুল হক আযীমাবাদী তার "আওনুল মা'বুদ শারহি আবু দাউদ " এর তৃতীয় খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, واعلم ان هذه الزيادة وهي قوله "وإذا قرأ فانصتوا مما إختلف الحفاظ في صحته: فروى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي داؤد السجستابي ان هذه اللفظة ليست بمحفوظة وكذالك رواه عن يحي بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبو علي النسابوري شيخ الحاكم أبو عبد الله قال البيهقي قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي جميع أصحاب قتادة وإجتماع هؤلاء الحفاظ علي تضعيفها مقدم علي تصحيح مسلم لها. لا سيما ولم يرويها مسندة في صحيحه والله أعلم إنتهى.

"জেনে রাখুন, وإذا قرأ فانصتوا এ অতিরিক্ত শব্দ গুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে (হাদীসের) হাফিজগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম বায়হাকী তার সুনান আল কুবরায় আবু দাউদ হতে বর্ণনা করেন, এ শব্দ গুলো মাহফুজ নয়, অনুরুপভাবে ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আবু হাতিম আর রাযী, দ্বারাকুৎনী, ইমাম হাকিম এর উস্তাদ হাফিজ আবু আলী আন নিসাবুরী এ মত পোষণ করেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, আবু আলী বলেন, এ শব্দ গুলো সংরক্ষিত নয়, কেননা ইমাম কাতাদার অন্যন্য ছাত্রগণ তার অপর ছাত্র সুলায়মান আত তাইমীর

বর্ণনাকৃত শব্দ গুলোর সাথে একমত পোষণ করেন নাই। আর তাদের সকলের একমত হওয়াটা উক্ত হাদীসের দ্বঈফ হওয়া প্রমাণ করে। তাই ইমাম মুসলিম এর উক্তি "হাদীসটি সহীহ" এর চাইতে অন্যদের কথা দ্বঈফ হওয়াটাই অগ্রগণ্য। বিশেষ করে উক্ত অংশ সংবলিত হাদীসটি তিনি মুসনাদ হিসেবে গণ্য করেন নাই"।

আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী তার উক্ত ইবারতে যেভাবে দলিল পেশ করেছেন তা ইনসাফ পূর্ণ হয় নাই, বরং কৌশলী পন্থা অবলম্বিত হয়েছে. তিনি বলেছেন فروى البيهقى فى السنن الكبرى عن أبى داؤد অত:পর ইমাম বায়হাকী তার সুনানুল কুবরায় আবু দাউদ হতে বর্ণনা করেছেন। " এখানে তিনি অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই সেই জালে আটকা পড়ে গেছেন। তার এ ভুলটি হলো তথ্যগত।

তিনি যে ভুলটি করেছেন তাহলো তিনি বলেছেন, ইমাম বায়হাকী উক্ত কথাটি আবু দাউদ হতে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের তথ্য বিভ্রাটের কারণে, সাধারণ পাঠক এমনকি আলেমগনও যারা ঐতিহাসিক বিষয়ে অবগত নহে তারা বিভ্রান্ত হবে এবং ধোকায় পড়বে। শায়খ আযীমাবাদী বলেছেন, ইমাম বায়হাকী, ইমাম আবু দাউদ হতে বর্ণনা করেছেন, অথচ ইমাম আবু দাউদ এর মৃত্যুর ১০৯ বছর পর ইমাম বায়হাকী জন্ম গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম আবু দাউদের জন্ম ২০২ হিজরীতে, আর মৃত্যু ২৭৫ হিজরীতে,আর ইমাম বায়হাকীর জন্ম ৩৮৪ হিজরীতে মৃত্যু ৪৫৮ হিজরীতে। দু'জনের মধ্যে এত ব্যবধান থাকার পরও তিনি কী করে বললেন, ইমাম বায়হাকী- ইমাম আবু দাউদ হতে বর্ণনা করেছেন, এতে পাঠকের মনে উদয় হবে وإذا قرأ فانصتوا সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ যা বলেছেন, এটা ইমাম বায়হাকীরও মত।

প্রকৃত সত্য ও তথ্য হলো ইমাম বায়হাকী তার "আসসুনান আল কাবীর" এর চতুর্থ খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, أخبرنا ابو على الروزبارى أخبرنا ابو بكر بن داسة قال: قال ابو داؤد السجستانى: قوله فانصتوا ليس بمحفوظ أو ليس بشئ.

"আবু আলী আল রোজবারী আমাদেরকে বলেন, আবু বকর বিন দাসাহ

আমাদেরকে বলেন, আবু দাউদ আল সিজিসতানী বলেছেন তার কথা (সুলায়মান আত তাইমী বর্ণিত) " চুপ থাকবে" সংরক্ষিত নয় বা কিছু নয়"।

ইমাম বায়হাকীর উক্ত বর্ণনা হতে এটা প্রমাণিত হয় না, যে তিনি এমতকে সমর্থন করেন, বরং ইমাম কাতাদা হতে সুলায়মান আত তাইমী বর্ণিত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম আবু দাউদের মতটি যুক্ত করলেন, এখানে ইমাম আবু দাউদের উক্তিকেই নকল করেছেন।

একজন আলেমের জন্য অপরিহার্য কাজ হলো ইনসাফের সাথে দলিল পেশ করা। নিজ মতের স্বার্থে হলে সে দলিল উল্লেখ করতে হবে, আর বিপক্ষে হলে দলিল উল্লেখ থেকে নিরব হতে হবে, এটা কোন ধরনের মানসিকতা। শায়খ আযীমাবাদী তার "আওনুল মাবুদ"এ কাটছাট করে ইমাম বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহর সুনানুল কবীর হতে দলিল পেশ করেছেন, অথচ তিনি যেখান থেকে দলিল পেশ করেছেন তার পরেই وإذا قرأ فانصتو সম্পর্কিত স্পষ্ট সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা হতে শায়খ আযীমাবাদীর নজর এড়িয়ে নিয়েছেন, তিনি ২৯২৮ নম্বর হাদীসটি হতে দলিল দিয়েছেন, অথচ ২৯২৯ নম্বরে উল্লিখিত وإذا قرأ فانصتو হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে ইমাম বায়হাকীর পূর্নাঙ্গ সনদ সহ হাদীসটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। ইমাম বায়হাকী আস সুনানুল কবীর এর চতুর্থ খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় ২৯২৯ নং হাদীস উল্লেখ করে বলেন, أخبرنا ابو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمى حدثنا محمد بن يحي القطعى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير يعنى ابا غلاب عن حطان بن عبدالله الرقاشى قال: صلى بنا ابو موسى فقال ابو موسى: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلمنا إذا صلى بنا فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فانصتوا.

"আবু বকর বিন হারিস আল ফক্বীহ্ আমাদেরকে বলেন, আলী বিন উমার আমাদেরকে বলেন, আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন হারুন আল হাদ্বরামী আমাদেরকে

বলেন, মুহাম্মাদ বিন আল কুতাঈ আমাদেরকে বলেন, সালিম বিন নূহ আমাদেরকে বলেন, উমার বিন আমির ও সাঈদ বিন আবু আরুবাহ্ উভয়েই কাতাদাহ হতে তিনি আবু গাল্লাব হতে তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ আররাকাশী হতে- হিত্তান বলেন, আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু আমাদের সালাত পড়ালেন, অত:পর বললেন,"নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারিণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবির দেয় তোমরাও তাকবীর দিবে, সে যখন ক্বিরাআত পড়বে, তোমরা তখন চুপ থাকবে"

ইমাম বায়হাকীর উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় ইমাম কাতাদাহ্ হতে শুধু সুলায়মান আত তাইমীই বর্ণনা করেননি বরং তার আরও দুই ছাত্র উমার বিন আমীর ও সাঈদ বিন আবু আরুবাহ্ও وإذا قرأ فانصتو সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসের শেষে ইমাম বায়হাকী-আলী বিন উমার এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করেছেন: সালিম বিন নূহ শক্তিশালী নন। এ ব্যাপারে একটু পরেই রাবী পরিচিতিতে আলোচনা করা হবে।

ইমাম বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহ, বর্ণিত হাদীসের অনুরুপ বর্ণনা, ইমাম আবু আওয়ানাহ্ এবং ইমাম বায্যারও তাদের মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু আওয়ানাহ, মুসনাদ আবু আওয়ানাহ এর প্রথম খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا الصائغ بمكة قال :ثنا على بن عبدالله قال: ثنا جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن ابى غلاب يونس بن جبير عن حطان بن عبدالله : أن ابا موسى قال : خطبنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم فعلمنا سنتنا و بين لنا صلاتنا فقال : إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا.

"ছায়েগ আমাদেরকে মক্কা আল মুকাররমায় বলেন, আলী বিন আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেন, জরীর-সুলায়মান আত তাইমী হতে তিনি কাতাদাহ হতে তিনি আবু গাল্লাব ইউনুস বিন জুবাইর হতে তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ হতে, হিত্তান বলেন, হযরত আবু মুসা আল আশআরী বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নছীহত করলেন, আমাদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দিলেন, এবং কী ভাবে সালাত আদায় করতে হবে তার বর্ণনা দিলেন, অত:পর

বললেন, ইমাম যখন তাকবির দেয় তোমরাও তাকবির দিবে আর ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে"।

ইমাম আবু আওয়ানাহ আরও উল্লেখ করেছেন, حدثنا سهل بن بحر الجندسابورى قال" ثنا عبدالله بن رشيد قال: ثنا ابو عبيدة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبدالله الرقاشى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قرأ الإمام فانصتوا إذا قال غير المغضوب عليهم و لا الضالين" فقولوا أمين.

"সাহল বিন বাহর আল জানদীসাপুরী আমাদেরকে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন রশীদ আমাদেরকে বলেন, আবু আবিদাহ আমাদেরকে কাতাদাহ হতে তিনি ইউনুস বিন জুবাইর হতে, তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ আর রাকাশী হতে তিনি আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে। আর যখন "গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্বোয়াল্লীন" বলবে তোমরা তখন বলবে আমীন।"

এছাড়া ইমাম বাজ্জার, তার মুসনাদ "আল বাজ্জার" এর অষ্টম খণ্ডের ৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا محمد بن يحي القطعى قال: اخبرنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن إبى موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحو حديث سليمان التيمى كما رواه التيمى"إذا قرأ فانصتوا"

"মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়াহ আল কুত্বাঈ আমাদেরকে বলেন, সালিম বিন নূহ আমাদেরকে উমার বিন আমির হতে বলেছেন, তিনি কাতাদাহ্ হতে তিনি ইউনুস আমাদেরকে উমার বিন আমির হতে বলেছেন, তিনি কাতাদাহ্ হতে তিনি ইউনুস বিন জুবাইর হতে তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এরপর সুলায়মান আত তাইমীর অনুরুপ বর্ণনা, যেভাবে আত তাইমী বলেছেন, ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে।"

উল্লিখিত হাদীস সমূহের সনদ পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে হযরত আবু মুসা

আল আ.শআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে, ইমাম কাতাদাহ হতে وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি সহ হাদীসটি শুধু সুলায়মান আত তাইমী রাহিমাহুল্লাহ্ই বর্ণনা করেননি বরং ইমাম কাতাদাহর অন্যান্য ছাত্রগণও বর্ণনা করেছেন। যেমন, উমার বিন আমির, আবু আবিদাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার ও সাঈদ বিন আবু আরুবাহ।

দ্বিতীয়ত: শায়খ আযিমাবাদী উল্লেখ করেছেন ইমাম দ্বারাকুৎনি, হাফিজ আবু আলী আন নিসাপুরী ও ইমাম আবু দাউদ এর মতে وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি মাহফুজ তথা সংরক্ষিত নয়। কেননা ইমাম কাতাদাহর সমস্ত ছাত্রগণই তার অপর ছাত্র সুলায়মান আত তাইমির খিলাফ করেছে, অর্থাৎ উক্ত বাক্যটি সহ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে শায়খ আযীমাবাদীতো নিজস্ব কোন মত পোষণ করেননি বরং উপরোক্ত ইমামগণের উক্তিটি উদ্ধৃতি করে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। এর উত্তর হলো ইলমের অর্থ যদি এটাই হয়, যে যা বলবে তাই কিতাব লিখে উল্লেখ করে দিবে তাহকীক করে দেখবে না কথাটি সঠিক কি না? তাহলে তো আর তাকে একজন আলিম হিসেবে লিখক বলা যাবে না। বরং নকলনবিশ কিরানী বলতে হবে, আলিমের কাজ ইলমী চর্চার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা আর নকল নবিসের কাজ হলো, যা আছে তাই এক স্থান হতে অন্য স্থানে লিপিবদ্ধ করা।

এখানেই শেষ নয়, শায়খ আযীমাবাদী উপরোক্ত ইমাম গণের মতকে নকল করার পর শেষে তার নিজের মত প্রকাশ করেছেন,তাহলো, وإجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها.
"উপরোক্ত হাফিজগণের একমত হওয়াটা সুলায়মান আত তাইমীর বর্ণনাকে দ্বঈফ প্রমাণ করে, এ কারণে ইমাম সুলায়মান আত তাইমির বর্ণনাকে ইমাম মুসলিম যদিও সহীহ বলেছেন, তার মুকাবিলার উপর উপরোক্ত হাফিজগণের উক্তিই অগ্রগণ্য হবে"।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে একটি হাদীস খুবই সামঞ্জস্যশীল। হাদীসটি

হলো সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বর্ণনা করে।"

হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের وإذا قرأ فانصتوا এর ব্যাপারে সুলায়মান আত তাইমি-ই শুধু ইমাম কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন তা ভুল প্রমানিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দ্বারা কুৎনি ইমাম আবু আলী নিসাপুরী সহ যারাই বলেছেন, ইমাম কাতাদাহ হতে শুধু "সুলায়মান আত তাইমিই فانصتوا বাক্যটি সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।" এবং "বাক্যটি মাহফুজ নয়" বলেছেন, তাদের এ উক্তি যে সঠিক নয় তা প্রমানিত হয়েছে, কেননা সুলায়মান আত তাইমী ব্যতীত আরও তিন জন ইমাম কাতাদা হতে وإذا قرأ فانصتوا সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উভয় বর্ণনাই উল্লেখ করা হলো।

১। যারা ইমাম কাতাদাহ হতে فانصتوا ব্যতীত উল্লেখ করেছেন;

ক) ইমাম হিশাম আল দাসতাওয়াই।

খ) ইমাম হাম্মাম

গ) মামার বিন রাশিদ

ঘ) হাজ্জাজ বিন হাজ্জাজ

ঙ) ইমাম শোবাহ

২। যারা ইমাম কাতাদাহ হতে وإذا قرأ فانصتوا সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ক) সুলায়মান আত তাইমী

খ) উমার বিন আমির

গ) আবু আরুবাহ

ঘ) আবু আবিদাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার।

প্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দ্বারা কুৎনী, ইমাম আবু আলী নিসাপুরীর উক্তি, ইমাম সুলায়মান আত তাইমী একাই হাদীসটি ইমাম কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন, "এ তথ্যটি

১০০% ভুল প্রমাণিত হলো।" কেননা ইমাম কাতাদাহ্ হতে তার চারজন ছাত্র وإذا قرأ فانصتوا সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম দ্বারাকুৎনী আরও একটি সমস্যা এ কাতারে যোগ করেছেন। তিনি তার সুনান আদ্ব দ্বারাকুৎনী এর "ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন হারুন আল হাদ্বরামী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়াহ আলকুতাঈ হতে তিনি সালিম বিন নূহ হতে, তিনি উমার বিন আমির ও সাঈদ বিন আরুবাহ হতে উভয়ে কাতাদাহ হতে শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনার পর ইমাম দ্বারা কুৎনী বলেন, সালিম বিন নূহ হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নন। এর অর্থ হলো এ সনদটি দ্বারা যদিও ইমাম কাতাদাহ হতে সুলায়মান আত তাইমী ব্যতীত তার আরও দুই ছাত্র উমার বিন আমির ও সাঈদ বিন আবু আরুবাহও فانصتوا সহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সালিম বিন নূহ শক্তিশালী না হওয়ার কারণে এ সনদটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম দ্বারা কুৎনী সলীম বিন নূহ সম্পর্কে অভিযোগ করে হাদীসটির ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা, এবং ইমাম সুলায়মান আত তাইমী, আবু আবিদা বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার , ইবনু আরুবাহ ও উমার বিন আমির যারা ইমাম কাতাদাহ হতে وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, ইলমু জারাহ ওয়াত তাদীল এর মাপকাঠিতে তাদের অবস্থান কী। নিম্নে উক্ত ইমামগণের পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

সহীহ মুসলিমে ইমাম কাতাদাহ্ হতে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচিতি

১। উমার বিন আমের :

উমার বিন আমির আসসুলামী , আবু হাফস আল বাসরী আল কাদ্বী। উমার বিন আমির যাদের হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন: আইয়্যুব আস সুখতিয়ানী, হাজ্জাজ বিন হাজ্জাজ আল বাহেলী, হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ আর

রাকাশী, হাম্মাদ বিন আবি সুলায়মান, যায়দ বিন আসলাম,আছিম আল আহওয়াল, আমর বিন দিনার, কাতাদা, ইয়াহইয়া বিন আবি কাসীর প্রমুখ।

আর যারা উমার বিন আমির আসসুলামী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, হারিস বিন মুর্‌রা, হাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহদ বিন আবি হাযম আল কুত্বাঈ, সালিম বিন নূহ, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, আব্বাদ বিন আওয়াম, আব্বাস বিন ফদল আল আনসারী , মু'তামার বিন সুলায়মান প্রমুখ।

ইমাম ইবনু আদী "আল কামিল" কিতাবের ৬ খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায়, ইমাম মিযযী তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল কিতাবের ২১ খণ্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানী তাহযীবু ত্তাহযীব কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন– قال عبد الوهاب بن إبى عصمة عن إحمد بن أبى يحي: سمعت يحي بن معين يقول: عمر بن عامر ليس به بأس ثقة.

"আব্দুল ওয়াহহাব বিন আবু ইছমাহ, আহমাদ বিন আবু ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেন, আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি, উমার বিন আমির এর বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই, তিনি সিক্বাহ ছিলেন।

ইমাম ইজলী মারিফাতুন সিকাত " কিতাবের ২ খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন। عمر بن عامر بصري ثقة. উমার বিন আমির বাসরী সিক্বাহ ছিলেন।

ইমাম ইবনু জুনাইদ "সুআলাতুইবনু জুনাইদ" কিতাবের ৪৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ؟ قال عمر بن عامر قال: ليس به بأس . كان قاضى البصرة روى عنه عبد الوارث التنورى و سعيد بن عروبة. وعباد بن العوام؟ قال نعم قلت هو بصرى ؟ قال نعم يعنى عمر بن عامر

"ইয়াহ বিন মাঈনকে উমার বিন আমির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, উমার বিন আমির এর ব্যাপারে প্রশ্ন করছো? তার হাদীস গ্রহণে কোনও সমস্যা নেই। তিনি বসরার কাজী ছিলেন। আব্দুল ওয়ারিছ আততান্নুরী, সাঈদ বিন আরুবাহ, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম আব্বাদ বিন আওওয়াম ও কি ? তিনি বললেন হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি বসরার অধিবাসী ছিলেন, বললেন হ্যাঁ - অর্থাৎ উমার বিন আমির।

তবে এক বর্ণনায় দেখা যায় ইয়াহইয়া বিন মাঈন , উমার বিন আমির সম্পর্কে ضعيف হওয়ার মন্তব্য করেছেন, এটা ভুল কেননা ইয়াহইয়া বিন মাঈন যে উমার বিন আমির কে ضعيف বলেছেন তিনি অরেক উমার বিন আমির , সে কুফি , বসরী নয়, যা একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ উমার বিন আমির আল কুফী সম্পর্কে ইমাম ইবনু আদী আল কামিল কিতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا احمد بن على ثنا يحي بن معين يقول: عمر بن عامر بجلى كوفى ضعيف تركه حفص بن غياث.

"আহমাদ বিন আলী আমাদেরকে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন দারুকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন উমার বিন আমির আল বাজালী আল কুফী দ্বঈফ , হাফস বিন গিয়াস তাকে ত্যাগ করেছেন।

আর এখানে যে উমার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন বসরার কাজী (বিচারক) উমার বিন আমির আল বাসরী। ইমাম নাসাই বলেছেন উমার বিন আমির ضعيف সম্ভবত তিনি উমার বিন আমির আল কুফী হবেন বসরী নন। তাছাড়া ইমাম উকাইলী বলেন, حدثنا عبد الله بن احمد سمعت ابى يقول: عمر بن عامر ثقة ثبت فى الحديث.

"আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ (বিন হাম্বল) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট হতে শুনেছি উমার বিন আমির হাদীসে সিক্বাহ ও স্থির"।

হাফিজ আবু হাফস উমার বিন শাহীন "তারিখু আমসাইস সিকাত" কিতাবে বলেন, عمر بن عامر: ليست به بأس. উমার বিন আমির, কোন সমস্যা নেই।

ইমাম উকাইলী "কিতাবুল দ্বুআফা ই কবীর " এর ৩ খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন "আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আমি পিতার থেকে শুনেছি উমার বিন আমের সিক্বাহ ও দৃঢ় ছিলেন।

২। সালিম বিন নূহ:

সালিম বিন নূহ বিন আবু আত্বা আল বাসরী আবু সাঈদ আল আত্বার। সালিম বিন নূহ বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাইতে

বিদ্যমান আছে।

সালিম বিন নূহ যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তারা হলেন, সাঈদ বিন ইয়াস আল জুরাইরী, (মুসলিম, আবু দাউদ) সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, (মুসলিম) সহল বিন হাযম আল কুত্বাঈ, আব্দুল্লাহ বিন উমার আল উমাইরী, আব্দুল্লাহ বিন আওন, আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আযীয বিন জুরাইজ (তিরমিযী) উমার বিন জাবির আল হানাফী (বুখারী, আবু দাউদ) উমার বিন আমির আস সুলামী (মুসলিম, নাসাই) আমর বিন আলী (নাসাঈ) মুহাম্মাদ বিন বাশশার বুনদার (মুসা) মুহাম্মাদ বিন মারযুক আল বাসরী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্মল, উকবাহ বিন মুকরাম আলী আম্মি (তিরমিযী কুত্বাইবা বিন সাঈদ (নাসাঈ) প্রমুখ।

যারা সালিম বিন নূহ হতে হাদীস শুনেছেন তারা হলেন-আবু মুসা মুহাম্মাদ বিন মুসান্না, আমর বিন আলী, মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার বুনদার, মুহাম্মাদ বিন মারযুক আল বাসরী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, উকবাহ্ বিন মুকরাম আল আম্মি, কুতাইবাহ্ বিন সাঈদ প্রমূখ।

ইমাম আবু হাতিম আর রাযী কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল এর চতুর্থ খণ্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠায়৮১৩ নং তরজমায় বলেন, حدثنا عبد الرحمن نا عبد الله بن أحمد بن حمبل- سألت أبى عن سالم بن نوح فقال: ما أرى به بأس قد كتبت عنه.

"আব্দুর রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি আমার পিতা ইমাম আহমাদ বিন হামবালকে বলতে শুনেছি সালিম বিন নূহ এর বর্ণিত হাদীস গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। আমি তার থেকে হাদীস লিখেছি"।

ইমাম যাহাবী "সিয়ারু আলামিন নুবাল" কিতাবের নবম খণ্ডের ৩২৫ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী-"তাহযীবুত্ তাহযীব" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৭৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" এর দশম খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় বলেন, قال ابو زرعة الرازى: لا بأس به صدوق

"ইমাম আবু যুরআহ্ আর রাযী বলেন, সালিম বিন নূহ্ এর বর্ণনায় কোন সমস্যা

নেই। তিনি সত্যবাদি ও সিক্বাহ্ ছিলেন"

সালিম বিন নূহ এর ব্যাপারে ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এর দুই রকম বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় ,

১। তিনি সিক্বাহ্ ছিলেন,

২। তিনি দ্বঈফ ।

সুআলাতে ইবনু জনুাইদ লিইয়াহইয়া বিন মাঈন কিতাবের ৩৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে – سئل يحي بن معين وانا اسمع عن سالم بن نوح فقال ضعيف. "একদা ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে প্রশ্ন করতে শুনলাম সালিম বিন নূহ কেমন ছিলেন। তিনি বলেন দ্বঈফ।

ইয়াহইয়া বিন মাঈন এর অপর ছাত্র আব্বাস আহমাদ আদদুরী হতে বর্ণিত ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন ليس به بأس কোন সমস্যা নেই তিনি সিক্বাহ। সালিম বিন নূহ এর ব্যাপারে ইয়াহইয়া বিন মাঈন এর উক্ত বক্তব্যে দ্বঈফ বলাটা হচ্ছে অস্পষ্ট, কীভাবে দ্বঈফ তার কোন বর্ণনা নেই এ কারণে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তার দ্বিতীয় উক্তিটি খুবই স্পষ্ট এর অন্যতম প্রধান ছাত্র আব্বাস দুরী কর্তৃক বর্ণিত তাই এটাই গ্রহণযোগ্য।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল অসকালানী "তাহযীবু ওাহযীব" কিতাবের ২ খন্ডের ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قلت: والساجى صدوق ثقة وأهل البصرة أعلم به من إبن معين. و ذكره إبن شاهين فى الثقات و قال إبن معين ليس بحديثه بأس و قال أبز مانع: مات سنة مأتين و هو بصرى ثقة.

"হাফিজ ইবনু হাযার বলেন আমি বলি, সাজী বলেছেন, সালিম বিন নূহ সত্যবাদী ও সিকাহ ছিলেন, বসরাবাসীদের নিকট তিনি ইবনু মাঈন থেকেও বেশি পরিচিত ও প্রিয় ছিলেন, (সিকাহ, সত্যবাদীতার ক্ষেত্রে) হাফিজ ইবনু শাহীন আস সিকাত কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, সালিম বিন নূহ বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই। এছাড়াও ইবনু মুনি বলেন, সালিম বিন নূহ ২০০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি বসরার অধিবাসী এবং সিক্বাহ ছিলেন"।

তবে ইমাম নাসাই ও দ্বারাকুৎনী বলেছেনে ليس بقوى তার হিফজ শক্তি অতটা প্রখর ছিলো না। এটি একটি অস্পষ্ট শব্দ। ইমাম নাসাই ও ইমাম দ্বারা

কুৎনীর উক্ত মত গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তারা উভয়েই সালিম বিন নূহ এর সাক্ষাৎ পান নাই। ইমাম নাসাই ২১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন আর ইমাম দ্বারাকুৎনী ৩০৬ হিজরীতে। বরং এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর কথাই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য প্রাপ্ত। কারণ তিনি সালিম বিন নূহ হতে হাদীস গ্রহন করেছেন ফলে এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর নখ দর্পন ইলম ছিল। তা ليس بحديثه بأس তার হাদীস গ্রহণে কোন সমস্যা নেই, অর্থাৎ সালিম বিন নূহ পরিপূর্ণ ভাবেই একজন সিক্বাহ রাবী ছিলেন এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

৩। সাঈদ বিন আবু আরুবাহঃ

সাঈদ বিন আবু আরুবাহ আল আদাবী আবুন নদ্বর আল বাসরী ১৫৬ হিজরী-তে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মিযযী "তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাব এর এগারো খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أسحاق بن منصور عن يحي بن معين وابو زرعة الرازى و نسائى : ثقة.

"ইসহাক বিন মানসুর বলেন, ইমাম ইয়াহইয়াহ বিন মাঈন , ইমাম আবু যুরআহ, ইমাম নাসাই ইনারা প্রত্যেকেই বলেছেন, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ সিকাহ ছিলেন।"

ইমাম আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দীল কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু আওয়ানাহ বলেন, ما كان عندنا فى ذالك الزمان احد احفظ من سعيد بن ابى عروبة.

"সে সময় আমাদের মধ্যে আবু আরুবাহ হতে অধিক স্মরণ শক্তি সম্পন্ন আর কেহ ছিলেন না"।

আবু দাউদ বলেন -كان سعيد بن ابى عروبة احفظ اصحاب قتادة

"ইমাম কাতাদাহ্র ছাত্রদের মধ্যে সাঈদ বিন আবু আরুবাহ সবচেয়ে বেশী স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ছিলেন।"

ইবনু আবু খাইসামাহ বলেন سمعت يحى بن معين يقول: أثبت الناس فى قتادة إبن أبى عروبة و هشام الدستوائ و شعبة فمن حدثك من

هؤلاء الثلاثة الحديث فلا تبالى أن لا تسمعه من غيره.

"আমি ইয়াহইয়াহ বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি , ইমাম কাতাদাহ্র ছাত্রদের মধ্যে সবচাইতে বিশ্বস্ত হলেন তিনজন, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, হিশাম আদ দাসতাওয়াই ও শুবাহ, ইনাদের যে কারো থেকে হাদীস শুনে থাকলে অন্যদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধের দরকার নাই।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তাহযীবু তাহযীব কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, "অনেকে বলেন সাঈদ বিন আবু আরুবাহ শেষ জীবনে স্মরণ শক্তিতে এতটাই লোপ পেয়েছিল যে তিনি বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন না। একটির সাথে আর একটির সংমিশ্রণ ঘটে যেতো। তবে এ ব্যাপারে ভাল দিকটা হলো হাদীসের সনদ বিশেষজ্ঞগণ ,তার এ বিশেষ ক্রান্তিকালটা নির্ধারণ করতে পেরেছেন বা বুঝতে পেরেছেন সাঈদ বিন আবু আরুবাহ ১৫৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আর উক্ত দোষটি প্রকাশ পায় ১৪৪ হিজরীর পর। এ প্রসঙ্গে ইমাম মিযযী তাহযীবুল কামালের এগারো খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال ابو حاتم بن حبان: كان سماع شعيب بن إسحاق منه سنة أربع و أربعين و مأة قبل أن يختلط بسنة

"আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ হতে শুয়াইব বিন ইসহাক ১৪৪ হিজরীতে হাদীস শুনেছেন। এটা ছিল তার স্মরণ শক্তি বিপর্যয়ের পূর্বে।

এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কারণ হলো যারা দোষ খোঁজে বেড়ান তাদের জন্য, তারা হয়তো বলবে ইবনু আবু আরুবাহ্র মধ্যে যেহেতু تخليط (মিশ্রিত) এর দোষ ছিল তাই।وإذا قرأ فانصتوا এর ব্যাপারে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু এ বাক্যটি সহ হাদীসটি যে তার تخليط এর পূর্বে হয়েছিল তার প্রমাণ হলো, সুলায়মান আত তাইমিও একই সাথে ইমাম কাতাদাহ হতে উক্ত বাক্যটি সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান তাইমি ১৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। আর ইবনু আবু আরুবাহর উক্ত দোষ প্রকাশ পেয়েছে ১৪৪ এর পরে , ইহা হতে প্রমাণিত হলো উক্ত বর্ণনাটি تخليط মুক্ত সময়ের বর্ণিত।

৪। ইমাম সুলায়মান আত তাইমিঃ

সুলায়মান বিন ত্বারখান আত তাইমি ৪৬ হিজরী-তে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তিনি সাহাবি হযরত আনাস মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হাসান আল বসরী, সুলায়মান আল আমাশ, তাউস বিন কায়সান, কাতাদাহ, সাবিত বুনানী, তালক বিন হাবীব প্রমুখ বিখ্যাত তাবেঈগণ হতে হাদীস গ্রহণ করেন।

হাফস বিন গিয়াস , সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়ায়না। আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান , ইয়াজিদ বিন হারুন , আবু খালিদ আহমার প্রমুখ বিখ্যাত ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস গণ তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী তার অন্যতম উস্তাদ আলী বিন মাদিনী হতে উল্লেখ করেছেন, সুলায়মান তাইমি বর্ণিত প্রায় দুইশত হাদীস আছে। ইমাম মিযযী তার তাহযীবুল কামাল কিতাবের দ্বাদশ খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার, তার তাহযীবু ত্তাহযিব কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায়, এবং ইমাম আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দীল কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আমার পিতা আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, সুলায়মান আত তাইমি সিক্বাহ ।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইমাম নাসাই বলেছেন, সুলায়মান আত তাইমি সিক্বাহ।

ইমাম সুফিয়ান আস সাওরী বলেছেন, বসরায় গণ্য করার মত তিনজন হাফিজ এ হাদীস ছিলেন। ইনারা হলেন, সুলায়মান আত তাইমী, আছিম আল আহওয়াল ও দাউদ বিন আবু হিন্দ।

ইমাম ইবনু সাদ বলেন, তিনি অনেক হাদীসের অধিকারী এবং সিক্বাহ ছিলেন।

ইমাম ইবনু হিব্বান আস সিকাত কিতাবে বলেন, সুলায়মান আত তাইমী বসরাবাসীদের নিকট অত্যাধিক ইবাদতকারী, তাদের মধ্যে নেককার

হিফজ, দৃঢ়তা ও সিক্বাহ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

ইয়াহইয়া বিন মাঈন এর এক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি তাদলিসের দোষে দোষান্বিত ছিলেন। ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও ইমাম জুহরীর প্রতিও অনেকে এ ধরনের ত্রুটির কথা বলেছেন, এ ধরনের অস্পষ্ট ত্রুটি যাদি ধরা হয় তাহলে পৃথিবীতে হাদীসের অস্তিত্বই থাকবে না। কোন বর্ণনাকারীর তাদলিস এর দোষের কথা বলতে হলে, তার সময় উল্লেখ করতে হবে। কত বছর বয়স হতে তাদলিস এর দোষ শূরু হয়েছে তা বলতে হবে। এবং যিনি তার হাদীস গ্রহণ করেছেন উহা ঐ তাদলিসের সময়েই ঘটেছে সে ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হবে। ইমাম ইবনু আরুবাহর তাদলিস এর ব্যাপারে স্পষ্ট বলা আছে। অন্যথায় হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন বর্ণনাকারীকে যদি উক্ত দোষে দোষান্বিত করা হয় তা দলিল বিহীন হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য হবে।

ইমাম ইজলী তার আস সিকাত কিতাবে বলেন, সুলায়মান আত তাইমী বসরী তাবেঈ সিকাহ , তিনি বসরা বাসীদের মধ্যে গণ্যমান্য ছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনাকারী পরম্পরা অলোচনা হতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হলো–

১। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দ্বারাকুৎনী, ইমাম আবু আলী নিসাপুরী বলেছেন, وإذا قرأ فانصتوا বাক্য সংবলিত হাদীসটি সংরক্ষিত (محفوظ) নয়, কেননা এটি শুধু সুলায়মান আত তাইমিই উল্লেখ করেছেন, ইমাম কাতাদাহ্‌র অন্য কোন ছাত্র সুলায়মান আত তাইমির সাথে বর্ণনাটি উল্লেখ করেন নাই"। তাদের এ মত অকাট্যভাবে ভুল ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো। এর দলিল হলো সুলায়মান আত তাইমির সাথে উমার বিন আমির, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, আবু আবিদাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার সহ চারজন وإذا قرأ فانصتوا এ বাক্য সংবলিত হাদীসটি ইমাম কাতাদাহ্ হতে তিনি আবু গাল্লাব হতে তিনি হিত্তান বিন আব্দুল্লাহ হতে তিনি সাহাবি হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে মিলিত সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীসটি মাহফুজ সর্বপ্রকার ত্রুটি মুক্ত এবং দলিলযোগ্য।

২। বর্ণনাকারী পরিচিতি-তেও প্রমাণিত হলো, وإذا قرأ فانصتوا বাক্য সংবলিত হাদীসটির প্রত্যেক বর্ণনাকারী যেমন সুলায়মান আত তাইমী, উমার বিন

আমির, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, সকলেই উচ্চমানের সিক্বাহ এবং গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া ইমাম ইবনু আরুবাহ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদের উক্তি, ইবনু আরুবাহ বর্ণিত হাদীস যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানে অণ্য কারো দিকে তাকানোর প্রয়োজন নাই। ইমাম আবু দাউদের কথাই প্রমাণ করে وإذا قرأ فانصتوا মাহফুজ নয় বলা ভুল।

ইমাম দ্বারাকুৎনী, সালিম বিন নূহকে ليس بقوى শক্তিশালী নয় বলে হাদীসকে দ্বঈফ বানানোর শেষ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ইলমু জারাহ ওয়াত তা'দীল এর নীতিমালা ও কায়েদা অনুযায়ী কোন রাবী সম্পর্কে যদি তাদীল (গুন) পাওয়া যায় তাহলে তার সম্পর্কে অস্পষ্ট (مبهم) কোন দোষ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

দুটি কারণে সালিম বিন নূহ সম্পর্কে ইমাম দ্বারাকুৎনী ও ইমাম নাসাই এর উক্ত কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ ইমাম দ্বারাকুৎনী ও ইমাম নাসাই রাহিমাহুমাল্লাহ সালিম বিন নূহ এর যামানায় ছিলেন না। সালিম বিন নূহ এর মৃত্যু হয় ২০০ হিজরীতে আর ইমাম দ্বারাকুৎনীর জন্ম ৩০৬ হিজরীতে ও ইমাম নাসাই এর জন্ম ২১৫ হিজরীতে তাই তাদের উক্ত অস্পষ্ট উক্তি অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবু যুরআহ আর রাযী বলেছেন, তার হাদীস গ্রহণে কোন সমস্যা নেই তিনি সত্যবাদী এবং সিক্বাহ। এ ধরনের স্পষ্ট গুণের বিপক্ষে অস্পষ্ট দোষ ليس بقوى "শক্তিশালী নয়" অগ্রহণীয়। ইমাম মোগলতাই ও ইবনু হাযার বলেছেন সালিম বিন নূহ সত্যবাদী ও সিক্বাহ, বসরার অধিবাসী ইবনু মাঈন হতেও তিনি অধিক জাননেওয়ালা ছিলেন।

৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটির সাথে হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই দুটিই সম্পূর্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত পৃথক হাদীস। যদিও উভয় বর্ণনাতে وإذا قرأ فانصتوا এর মধ্যে মিল রয়েছে, আর থাকাটাই তো স্বাভাবিক কেননা হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও হযরত আবু মুসা আশআরি রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সালাতের

বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা শুনেছেন। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী যার যার মত করে উল্লেখ করেছেন, এজন্যই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত। একটির সাথে আরেকটি মিলানো বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নহে।

ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে এ বাক্যটি সংরক্ষিত নয়: এ উক্তির জওয়াব

ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদ এর প্রথম খণ্ডের ৪৫২ পৃষ্ঠায় (কিতাবুস সালাত , ইমামাতুস যায়ের অধ্যায়) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তাকি এ হাদীসটির কোন বর্ণনাকারীর? নাকি হাদীসের অংশ বিশেষ উল্লেখ করার পর নিজের মন মতো সাজানো ! তিনি যেভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, কোন মুহাদ্দিসই এভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেন, حدثنا محمد بن ادم المصيصى حدثنا ابوخالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر زاد" و إذا قرأ فانصتوا" قال ابو داؤد وهذه الزيادة: وإذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من ابى خالد.

"মুহাম্মাদ বিন আদম আল মিসসিসী আমাদেরকে বলেন, আবু খালিদ আমাদেরকে ইবনু আযলান হতে বলেন, তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি আবু ছালেহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য" এ হাদীসের সাথে তিনি বৃদ্ধি করেছেন, যখন ক্বিরাআত পড়া হয়, তোমরা চুপ থাকবে।" আবু দাউদ বলেন, এই বৃদ্ধি কৃত বাক্য وإذا قرأ فانصتوا সংরক্ষিত

নয়। আর এ বাক্যটি যিনি বৃদ্ধি করেছেন বলে আমাদের সন্দেহ হয় তিনি হলেন, আবু খালিদ আল আহমার।

ইমাম আবু দাউদ উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে যে সন্দেহ পোষণ করেছেন নিম্নে তার জওয়াব প্রদান করা হলো।

প্রথমত: ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরাহ বলেছেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,إنما جعل الإمام ليؤتم به এ বলেই হাদীস শেষ করেছেন।

এরপর বলেছেন এর সাথে বৃদ্ধি করেছেন, "وإذا قرأ فانصتوا কে বৃদ্ধি করেছেন ? তার সন্দেহ আবু খালিদ আল আহমার এর দিকে !!!???। তিনি যা সন্দেহ করেছেন তা অমূলক, অস্থিত্বহীন, অহেতুক। তার প্রমাণ তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা হাদীসের একটি অংশ,পরিপুর্ণ নয়। "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে" এ বাক্যটি সম্পূর্ণরুপেই সংরক্ষিত এবং এটি যে ইমাম আবু খালিদ সুলায়মান আল আহমারের নয়, বরং সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তা ইতিপূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে এ ব্যাপারে আরও দালিলীক প্রমাণ পেশ করা হলো।

ইমাম নাসাই সুনান আন নাসাইতে উল্লেখ করেছেন, আবু খালিদ আল আহমার, মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি আবু ছালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا و إذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد.

"নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারিণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবির দেয় তোমরাও তখন তাকবির দিবে, আর যখন ক্বিরাআত পড়বে তখন চুপ থাকবে আবার যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলবে তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"।

এই হলো হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। অথচ ইমাম আবু দাউদ একই সনদের হাদীসটি শুধু إنما جعل الإمام ليؤتم به পর্যন্ত

উল্লেখ করেছেন, এরপর বাকি অংশ উল্লেখ করেন নাই।

অনুরুপ ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ তার আল মুছান্নাফ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, حدثنا ابوخالد الاحم عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، و إذ قرأ فانصتوا.

"আবু খালিদ আল আহমার আমাদের নিকট ইবনু আযলান হতে তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য সে যখন তাকবির বলে তোমরাও তাকবির বলবে, আর সে যখন ক্বিরাআত পরে তোমরা তখন চুপ থাকবে"।

ইমাম ইবনু মাযাহ সুনান ইবনু মাযাহ এর কিতাবুস সালাত এর إذا قرأ فانصتوا অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا ابو بكر إبن ابو شيبة حدثنا ابو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال" غير المغضوب عليهم و لا الضالين" فقولوا – أمين.

"আবু বকর বিন আবু শায়বাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আবু খালিদ আল আহমার আমাদেরকে ইবনু আযলান হতে, তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি আবু ছালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য, ইমাম যখন তাকবির বলবে তোমরাও তাকবির বলবে, যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে, যখন বলবে গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বো-ল্লীন, তোমরা বলবে আমীন"।

ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ তার "মুছান্নাফ" এর ২০ খণ্ডের ৮৫

পৃষ্ঠায় সুনান ইবনু মাযাহ উল্লিখিত হাদীসটি একই শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল "মুসনাদ আহমাদ " এর নবম খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا ابو سعد الصاغانی محمد بن میسر حدثنا محمد بن عجلان عن ابيه عن ابى هريرة رضى الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال "غير المغضوب عليهم و لا الضالين" فقولوا أمين.

"আবু সা'দ আস সাগানী মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্সার আমাদের কে বলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান তার পিতা (আযলান) হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবির দেয় তোমরাও তাকবির দিবে, সে যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে, সে যখন বলবে, গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়া লাদ্ব দ্বোয়াল্লীন, তোমরা তখন বলবে । আমীন"

ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত হাদীসটির সনদে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

ইমাম আবু বকর আবু শায়বাহ হাদীসটি আবু খালিদ আল আহমার হতে গ্রহণ করেছেন, আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল- মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্সার হতে গ্রহণ করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তিনি তার পিতা আযলান হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে।

দ্বিতীয়ত: ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, الوهم عندنا "আমাদের ধারণা" এ ধরনের ধারণা যা দলিল-প্রমাণ বিহীন, শরীয়াতে কী গ্রহণযোগ্য ? বিশেষ করে উল্লিখিত সহীহ সনদের বিপক্ষে।

উক্ত আলোচনায় দালিলীকভাবে প্রমাণিত হলো وإذا قرأ فانصتوا "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে" বাক্যটি হাদীস হিসেবে সংরক্ষিত। যারা এ ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করেছেন তা ধারণাকৃত তাই পরিত্যাজ্য"।

আবু খালিদ আহমার ব্যতীত আর কেহ এ হাদীসটি বর্ণনা করে নাই ঃ এ ভ্রান্ত মতের জওয়াব।

আবু খালিদ সুলায়মান আল আহমার ব্যতীত আর কেহ হাদীসটি ইমাম ইবনু আযলান হতে গ্রহণ করেন নাই এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম দ্বারাকুৎনী কী ভাবে বললেন তা অবাক করার বিষয় বটে। তার চেয়েও আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো সত্য বিকশিত হওয়ার পরও কৌম চেতনাকে উজ্জিবিত রাখতে যারা সত্যকে চেপে রাখার চেষ্টা করে। অথচ এ কৌমবাদীগণ প্রশস্ততার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে সংকীর্ণতার দিকেই নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে। তা নাহলে সুনান নাসাইতে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে চিন্তা শক্তিকে চালিত করলো না কেন ? এদের জন্যই তো ইমাম নাসাই সুনান আন নাসাইতে وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি আবু খালিদ আল আহমার ছাড়াও আরো একটি সনদে বর্ণনা করেছেন যা সবচাইতে শক্তিশালী সনদ। এ ধরনের সনদ কোন হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে হাদীসকে দ্বঈফ বলা বা দ্বঈফ বানাতে ফাঁক-ফোকর খোঁজা বিভ্রান্তিকর।

ইমাম নাসাই সুনান নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصارى قال حدثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما جعل الإمام لئوتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فانصتوا.

"মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ

আনসারী আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান আমাকে যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি আবু ছালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারিণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবির বলে, তোমরাও তাকবির বলবে, আর সে যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে।"

ইতোপূর্বেও বলেছি হযরত আবু হুরাইরাহ ও হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বর্ণিত وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি সর্ম্পূণ ভিন্ন সনদে বর্ণিত। যারা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের وإذا قرأ فانصتوا অংশটি زيادة অতিরিক্ত বলবেন, তারা মারাত্মক ভুল করবেন, কারণ ইবনু আযলান হতে তার তিন ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কেহই وإذا قرأ فانصتوا বাদ দিয়ে বর্ণনা করেন নাই। এমন যদি হতো ইবনু আযলান হতে কেবল আবু খালিদ আল অহমারই বাক্যটি সহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারী ও মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্‌সার, ইবনু আযলান হতে উক্ত বাক্য বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন তাহলে হয়তো বুঝা যেত আবু খালিদ আল আহমার হাদীসটিতে বাক্যটি সংযোজন করেছেন, তা তো নয়। বরং তিন জনই ইবনু আযলান হতে, একইভাবে বর্ণনা করেছেন, ইহা হতে বুঝা গেল হাদীসে বর্ণিত বাক্যটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ এর উক্তি মাহফুজ নয়, সঠিক নয়। আরও যদি খোলাসা করে বলি, তাহলো এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তিনজন বর্ণনাকারী গ্রহণ করেছেন-

ক) আবু খালিদ সুলায়মান আল আহমার

খ) মুহাম্মাদ বিন সা'দ আনসারী

গ) আবু সা'দ আসসাগানী মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্মার প্রথম দুইজন বর্ণনাকারীর আদ্বালত ও দ্ববথ অর্থাৎ সিক্বাহ হওয়া সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই, সকলের ঐকমত্যেই ইনারা সিক্বাহ ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ৩নং বর্ণনাকারী অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্‌সার সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন দ্বঈফ। কেবল মাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলই তার থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্‌সার

আলোচনা একটু পরেই করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু দাউদ وإذا قرأ فانصتوا নিয়ে যে সন্দেহ পোষণ করেছেন তা সঠিক হতো বা গ্রহণ করা যেতো যদি তা নিম্নরূপ হতো।

যেমন হাদীসটি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে, আবু খালিদ আল আহমার ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারী এভাবে বর্ণনা করেছেন إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا ربنا لك الحمد.

অন্যদিকে মুহাম্মাদ বিন মুয়স্‌সার বর্ণনা করেছেন এভাবে إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.

তাহলে ইমাম আবু দাউদ এর ভাষ্য زيادة (অতিরিক্ত) এবং মাহফুজ নয়, গ্রহণযোগ্য হতো। তখন বর্ণনাটি হতো সিক্বাহ বর্ণনার বিপরীত। কোন হাদীসের সনদে যদি একাধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক কোন হাদীস বর্ণিত হয় এর বেশীর সংখ্যকই সিক্বাহ একজন দুর্বল হয় এবং দুর্বল এর বর্ণনাটি যদি সিক্বাহ বর্ণনাকারীগণের অনুকূল হয় তাহলে বুঝতে হবে অন্যান্য সংবাদে তার গ্রহণীয়তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও এখানে সে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণীয়। কেননা তিনজনের সংবাদ একই উৎস হতে এবং একই রকম। তাই এ ধরনের বর্ণনা যৌক্তিকভাবেই দলিলযোগ্য ও গ্রহণীয়। নিম্নে উক্ত হাদীসের রাবী পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

১। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আল কুরাশী আল মুখাররিমী, আবু জাফর আল বাগদাদী আল মাদায়েনী হাফিজ। তিনি ২৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাই, ইমাম আবু বকর ইবনু খুযাইমাহ প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ। প্রত্যেকেই মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম কিতাবুল জারহু ওয়াত তা'দীল এর সপ্তম খণ্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, كتب أبي عنه ثقة سئل أبي عنه فقال ثقة.

"আমার পিতা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন, তিনি হাদীস শাস্ত্রে সত্যবাদী ও সিক্বাহ। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তিনি সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম মিয্যী "তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" এর পঁচিশ খণ্ডের ৫৩৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৬৮১পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

قال أبو بكر الباغندي: كان حافظا متقنا

وقال ابن عقدة: سمعت نصر بن أحمد بن نصر قال: كان محمد بن عبد الله المخرمي من الحفاظ المتقنين المأمونين.

وقال الدارقطني: ثقة كان حافظا.

وقال النسائي في مشيخته: كان أحد الثقات، ما رأينا بالعراق مثله.

وقال إبن عدي كان حافظا.

وقال مسلمة بن قاسم: كان أحد الثقات جليل القدر.

"আবু বকর বিন আল বাগানদী বলেন, তিনি হাদীসের হাফিজ ও দক্ষ ছিলেন।"

ইবনু আকদাহ্ বলেন, আমি নছর বিন আহমার বিন নছর কে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল মুখাররিমী বিশ্বস্ত ও দক্ষ হাফিজ গণের আওতাভুক্ত ছিলেন।

ইমাম দ্বারাকুৎনী বলেন, তিনি সিক্বাহ ও হাফিজ ছিলেন।

ইমাম নাসাই তার উস্তাদ সম্পর্কে বলেন, তিনি সিক্বাহ বর্ণণাকারীদের একজন ছিলেন, আমি ইরাকে তার মত আর কাউকে দেখিনি।

ইমাম ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীসের হাফিজ ছিলেন, মাসলামাহ্ বিন কাসিম বলেন, তিনি সিক্বাহ বর্ণণাকারী এবং উঁচু মানের মুহাদ্দিস ছিলেন"।

২। মুহাম্মাদ বিন সা'দ আনসারী আল আশহালী:

মুহাম্মাদ বিন আবু সা'দ আল আনসারী আর আশহালী , তিনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন, পরবর্তীতে বাগদাদে বসবাস করেন।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব কিতাবের পঞ্চম খন্ডের ৫৯৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম যাহাবী মিযানুল ইতিদাল এর তৃতীয় খণ্ডের ৫৬১ পৃষ্ঠায়,

ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল কিতাবের পঁচিশ খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠায়, ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল খত্বীব আল বাগদাদী তার বিখ্যাত তারীখে বাগদাদ এর তৃতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায় বলেন, قال عثمان بن سعد الدارمي: سألته يعني يحي بن معين عن محمد بن سعد الأنصاري فقال ثقة.

"উসমান বিন সা'দ আদদারেমী বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম নাসাই বলেন, তিনি সিক্বাহ ছিলেন, বাগদাদে বাস করতেন।

ইমাম মিযযী তাহযীবুল কামালে আরও উল্লেখ করেন, قال محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا: محمد بن سعد الاشهلي سيد من السادات.

"মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল মুখাররীমি বলেন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আশহালী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি নেতাদের নেতা অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তির উত্তম ছিলেন"।

ইমাম বুখারী তার তারীখুল বুখারীর প্রথম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় ২৫০ নং তরজমায় বলেন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারী আবু সা'দ দুইশত হিজরীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। কিন্তু আসলী মাদানী ছিলেন।

এই হলো সুনান আন নাসাই এর উল্লিখিত হাদীসের রাবী পরিচিতি যার প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারী খুবই উঁচু মান সম্পন্ন। ইহা হতে অকাট্যভাবে প্রমানিত হলো وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি সংরক্ষিত ও সহীহ।

ইহা হতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে আরো প্রমাণিত হলো, ইমাম আবু দাউদ এর ভাষ্য "আমাদের সন্দেহ হয়, আবু খালিদ আল আহমার বাক্যটি উল্লেখ করেছেন," এ কথাটি ভুল। কারণ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে, এ বাক্য সংবলিত হাদীস মুহাম্মাদ বিন সা'দও বর্ণনা করেছেন।

আরও প্রমাণিত হলো হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিতে উল্লিখিত وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি হাদীসের মূল অংশ,

সংযোজিত কোন অংশ নয়। কারণ একই শব্দ ও বাক্যে হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ইমাম আবু ছালিহ গ্রহণ করেছেন। আবু ছালিহ হতে, যায়দ বিন আসলাম গ্রহণ করেছেন, যায়দ বিন আসলাম হতে মুহাম্মাদ বিন আযলান গ্রহণ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে আবু খালিদ আল আহমার সুলায়মান বিন হাইয়্যান, মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারী এবং আবু সা'দ আসসাগানী মুহাম্মাদ বিন মুয়াস্সার গ্রহণ করেছেন, ইনাদের থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক এর মত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বিহগণ। এ ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে পরম্পরা বাহিত হয়ে কোন সংযোজন-বিয়োজন ছাড়াই আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

প্রিয় পাঠক, উল্লিখিত আলোচনা ও পর্যালোচনা হতে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দ্বারাকুৎনী এবং পরবর্তীতে আল্লামা শাওকানী ও শামসুল হক আযিমাবাদী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণীত وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটির ব্যাপারে "সংরক্ষিত নয়" বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা সত্যের মাপকাঠিতে যথোচিতভাবে পরিমিত নহে বিধায় অভিযোগটি পরিত্যাজ্য। তাই হাদীসটি সহীহ ও দলিলযোগ্য।

দুটি সনদের সংমিশ্রনের বিভ্রাট

তবে হ্যাঁ, ইমাম আবু দাউদের ভাষ্যটি আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলেন ইমাম কাতাদাহ তার থেকে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তারা দু'ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু দাউদ সহ যারা وإذا قرأ فانصتوا অংশটি একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত যা অধিকাংশ বর্ণনার খিলাফ বলে অভিযোগ করেছেন তাও পরিত্যাজ্য। কেননা ইমাম কাতাদাহ্ হতে উক্ত বাক্যটি তার ছাত্রদের মধ্যে শুধু একজন নয়,বরং চারজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। ইহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই প্রমাণিত হলো" আওনুল মা'বুদ শারহি সুনান আবু দাউদ" এর লিখক আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী সহ যারা وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি দ্বঈফ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন দুই কারণে তা পরিত্যাজ্য।

১। তিনি তার মতের স্বপক্ষে যাদের দলিল দিয়েছেন, যেমন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দ্বারা কুৎনী, ইমাম আবু আলী নিসাপুরী, ইনাদের মতটি কোন দলিল ভিত্তিক নয়, বরং সঠিক তথ্যের খিলাফ ধারণাকৃত, এবং অকাট্য দলিলের বিপরীত এ জন্য তা বাতিল হিসেবে পরিগণিত।

২। তিনি দলিল দিয়েছেন ইমাম আবু দাউদ বলেছেন ইমাম কাতাদা হতে وإذا قرأ فانصتوا সহ হাদীসটি ইমাম কাতাদাহর ছাত্র সুলায়মান আত তাইমি শুধু বর্ণনা করেছেন, তথ্যটি সঠিক নয়, সঠিক তথ্য হলো ইমাম কাতাদাহ

হতে উক্ত বাক্য সংবলিত হাদীসটি ইমাম সুলায়মান আত তাইমি ছাড়াও অপর তিন ছাত্র উমার বিন আমির, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ এবং আবু আবিদাহ রাহিমাহুমুল্লাহগণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি সহ ও ব্যতীত উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং "إذا فات الشرط فات المشروط" এ কায়েদা অনুযায়ী তাদের অভিযোগ বাতিল, কারণ ইনারা যে অভিযোগ করেছেন, তা ভুল প্রমাণিত। তাই শায়খ অযীমাবাদীর কথা– وإجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها "ঐ সমস্ত হাফিজ গণের (ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দ্বারা কুৎনী, ইমাম আবু আলী নিসাপুরী) ঐকমত্য – এ অংশ টি কে দ্বঈফ বলা, ইমাম মুসলিমের সহীহ বলার চাইতে অগ্রগন্য হবে।" এ উক্তিটি ভুল প্রমাণিত হলো, কেননা ঐ সমস্ত হাফিজগণের উক্তি গুলো ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক। সুতরাং ইমাম মুসলিম এর কথাই ঠিক, তাই হাদীসটি সহীহ।

আল্লাহ তায়ালা যার ভাল চান তাকে সঠিক সমঝ দান করেন, আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তার হাবীব রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিই প্রত্যাবর্তন।

হাদীসের ফিক্বহি আলোচনা

ইমাম আবু দাউদ ও দারাকুৎনীর মতে وإذا قرأ فانصتوا সুলায়মান আত তাইমি বা আবু খালিদ আল আহমার বর্ণিত এ অংশটুকু বর্দ্ধিত বা মাহফুজ নয়। এই অংশটুকু যে, মাহফুজ তা ইতিপূর্বে আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু زيادة এ কথাটি উক্ত হাদীসের সাথে মোটেই সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। বরং ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীসকে আরও খোলাসা করে দিয়েছে। ইমাম কাজী আয়াজ রাহিমাহুল্লাহ "ইকমালুল মুলিম শরহু মুসলিম" কিতাবের ২ খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় বলেন- و قد ذكر هنا جميع ما يفعل الإمام والماموم و هو موضع تعليم.
"আর এ হাদীসে ইমাম এবং মুক্তাদি সালাত কী ভাবে পড়বে সবই উল্লেখ করা হয়েছে এটা হচ্ছে তালিমের স্থান"।

ইমাম নবাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন- فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده فإذا قال الإمام (ولا الضالين) قال الإمام والمأموم معا آمين وتأولوا قوله صلي الله عليه وسلم إذا آمن الإمام فأمنوا.

"আমাদের (শাফেঈ) আলেমগণ এবং অন্যান্য যারা মনে করেন মুক্তাদির আমিন বলা, ইমামের আমিন বলার সাথে সাথে হবে, (বেশি) পরে নয়, তাদের জন্য ইহা একটি স্পষ্ট দলিল। ইমাম যখন (ولا الضالين) বলবে, তখন ইমাম ও মুক্তাদি এক সাথে আমিন বলবে, আর এ কথার ব্যাখ্যা দিলো এ হাদীসে যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও আমিন বলবে"।

উল্লিখিত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে মুক্তাদির ক্বিরাআতকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এ প্রসঙ্গে শায়খ মুসা শাহীন লাশীন "ফাতহুল মুনঈম" শারহি সহীহ মুসলিম কিতাবের ২ খণ্ডের ৫১২ পৃষ্ঠায় বলেন,

فإذا كبر تكبيرة الإحرام فكبروا وإذا قرأ الفاتحة، وبلغ "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا آمين".

"যখণ ইমাম তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বলবে, আর ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পড়ে গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়াল্লীন পর্যন্ত পৌছবে. তখন তোমরা সকলে বলবে আমীন"।

এ হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত সাকেত্ব অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে, এ প্রসঙ্গে মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম, ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার "ফাতহুল বার ফিত তারতীবিল ফিকহী লি তামহীদে ইবনু আব্দুল বার" فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر কিতাবের ৪ খণ্ডের ৬৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, وفي هذا الحديث دلالة علي ان المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرأن ولا بغيرها، لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن كل واحد منهم بعد فرغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقرأة خلف الإمام لم يكادوا يسمعون فراغه من قرأة فاتحة الكتاب، فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام (ولا الضالين) ويؤمرون بالإشتغال عن إستماع ذلك مما لا يصح.

وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأء مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة الكتاب والقياس أن فاتحة الكتاب و غيرها سواء فى هذا الموضع. لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الإستماع . و الله اعلم. وأجمع العلماء على أن مراد الله عزوجل من قوله:" وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وانصتوا " يعنى فى الصلاة وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث كله.

"এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জাহরী ক্বিরাআতের সময়, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা হোক বা অন্য যে কোন সূরা হোক মুক্তাদি পাঠ করবে না। কেননা সূরা ফাতিহা পড়া মুক্তাদির জন্য যদি ওয়াজিব হতো তাহলে প্রত্যেককে তাদের

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে আমিন বলার নির্দেশ দেওয়া হতো, কিন্তু মুক্তাদিকে সে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। (বরং নিদের্শ দেওয়া হয়েছে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করা শেষ করবে মুক্তাদিগণ আমিন বলবে, إذا قال الإمام দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম। এখানে কোন ভাবেই মুক্তাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, আর فقولوا آمين দ্বারা মুক্তাদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুন্নাত হলো, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, সে সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করে آمين বলবে. (সূরা ফাতিহা পড়া যদি মুক্তাদির জন্য ওয়াজিবই হতো তাহলে হাদীসের শব্দটি হতো إذا قلتم فقولوا آمين অর্থাৎ সর্বাবস্থায় جمع বলা হতো, তা হয়নি বরং এ হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ার খিত্বাব একজন তাহলো ইমাম, আর আমিন বলার ক্ষেত্রে সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলো মুক্তাদিগণ) ইহা জানা জরূরী যে, মুক্তাদি যদি সালাতে নিজে সুরা ফাতিহা পড়ায় ব্যস্ত থাকে তাহলে ইমামের ক্বিরাআত তার পক্ষে শুনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, এটাই যদি হয়, তাহলে একদিকে ইমামের সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করার পর তাকে আমিন বলার হুকুম দেওয়া অন্যদিকে ইমামের ক্বিরাআত শ্রবণ করা বাদ দিয়ে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যস্ততায় রেখে হুকুম দেওয়া কী করে সম্ভব ? (এটা একটা পরস্পর বিপরীত হুকুম যা শরীয়তে আহকামের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়)। তাই ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া কিছুতেই সহীহ নয়।

জাহরী সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা যে পাঠ করা যাবে না এ ব্যাপারে সমস্ত ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত, এর উপরই কিয়াস করে বলা যায়, উক্ত হাদীস অনুযায়ী অন্য সূরায় যে হুকুম, সূরা ফাতিহারও একই হুকুম। তাই মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব হচ্ছে ইমামের ক্বিরাআত শ্রবণ ব্যতীত অন্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত না রাখা। আর এ ব্যাপারেও তো সকলে একমত যে, আল্লাহু সুবহানাহ ওয়া তায়ালার বানী وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তোমরা চুপ করে থাক।" এর অর্থ হলো সালাতে চুপ করে থাক। হাদীসের এরূপ অর্থ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।"

فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الإستماع ইমাম ইবনু আব্দুল বার এর ব্যাখ্যা "অত:পর মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব হচ্ছে আল কুরআন শ্রবণ ব্যতীত অন্য দিকে মশগুল না হওয়া", এটা فانصتوا এ শব্দেরই সম্পূরক।

তাছাড়া ইবনু আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ্‌র মতকে সমর্থন করছে, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর হাদীস। ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ রাহিমাহুল্লাহ তার মুছান্নাফ এর ৩ খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا ابو الأحوص عن منصور عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله رضى الله عنه فقال: أقرأ خلف الإمام ؟فقال له عبد الله: إن في الصلاة شغلا و سيكفيك ذالك الإمام

"আবুল আহ্‌ওয়াস, আমাদেরকে মানসুর থেকে বলেন, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে, আবু ওয়ায়েল বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমারের কাছে এক ব্যক্তি এলেন, অত:পর জিজ্ঞেস করলেন, ইমামের পিছনে কি ক্বিরাআত পড়ব ? তখন আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহ আনহুমা তাকে বললেন, নিশ্চয়ই সালাতে কাজ আছে, আর ইমামই মুক্তাদির সে কাজের জন্য যথেষ্ট"।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা এর উক্তি থেকে প্রমাণ হলো মুক্তাদি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়বে না।

ইমাম নাসাই রাহিমাহুমুল্লাহ তার সুনান আন নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪২পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, إنما جعل الإمام لؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. "নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয়, তার অনুসরণ করার জন্য সে যখন তাকবির দেয় তোমরাও তাকবির দাও, সে যখন ক্বিরাআত পড়ে তোমরা তখন চুপ থাক, আর সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে তোমরা তখন বল আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"।

এ হাদীসটি তিনি আল কুরআন এর আয়াত وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا যখন কুরআন পড়া হয় তোমরা তখন কুরআনকে মনোযোগ সহকারে শোন ও চুপ থাক। এ আয়াত এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আল

কুরআনর এ আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, যেমন ইমাম মাওয়ার্দী তার তাফসীর আল মাওয়ার্দী এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, واختلفوا فى موضع هذا الإنصات على ثلاثة إقاويل: أحدها : إنها نزلت فى المأموم خلف الإمام ينصت ولا يقرأ قاله مجاهد الثانى: إنها نزلت فى خطبة الجمعة ينصت الحاضر الإستماعها ولا يتكلم قالته عائشة و عطاء الثالث : ما قاله ابن مسعود كنا نسلم بعضنا على بعض سلام على فلان سلام على فلان فى الصلاة فجاء القرأن

"আল কুরআনে শ্রবণ করার ও চুপ থাকার ব্যাপারে যে হুকুম এসেছে সে সর্ম্পকে সম্ভাব্য তিনটি মত পাওয়া যায়।

প্রথমটি হলো: এ আয়াতটি ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য চুপ থাকার এবং ক্বিরাআত না পড়ার ব্যাপারে অবর্তিন হয়েছে, এ মত পোষণ করেন ইমাম মুজাহিদ।

দ্বিতীয়টি হলো: জুমআর দিন ইমামের খুৎবার সময় উপস্থিত সকলের জন্যই ইমামের খুৎবা শুনার এবং কোন রকম কথা না বলার জন্য নাযিল হয়েছে। এমত পোষণ করেন সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা ও ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ।

তৃতীয়টি হলো: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা সালাতে একে আপরকে সালাম দিতাম ফলে আল কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়"।

শায়খ আহমাদ মুস্তাফা আল মারাগী তার তাফসীর আল মারাগী এর নবম খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন, والأية تدل على وجوب الإستماع و الانصات للقرأن إذا قرئ سواء أكان ذالك فى الصلاة أو فى خارجها و هو المروى عن الحسن البصرى و لكن الجمهور خصصوه بقرأة الرسول صلى الله عليه و سلم فى عهده و بقرأة الصلاة و الخطبة من بعده ذالك أن إيجاب الإستماع والإنصات فى غير الصلاة و الخطبة فيه حرج عظيم

"এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যখন আল কুরআন পড়া হয় তা শ্রবন করা ও ঐ

সময় চুপ থাকা ওয়াজিব, তা সালাতের মধ্যে হোক আর বাহিরে হোক, এ মত পোষণ করেন ইমাম হাসান আল বসরী। তবে জমহুর আলেমগণের মতে আল কুরআনের উক্ত হুকুমটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে তার ক্বিরাআতের সাথে খাছ করেছেন এবং পরবর্তীতে সালাতে ইমামের ক্বিরাআত ও খুৎবা শুনার ও চুপ থাকার জন্য খাছ করেছেন। কেননা সালাতের বাহিরে ক্বিরাআত শুনার জন্য চুপ থাকা কষ্টকর"।

অধ্যাপক ড. মামুন হাম্মুশ, "আল তাফসীর আল মামুন আলা মানহাজিত তানযিল ওয়াস সহীহিল মাসনুন" এর তৃতীয় খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায় বলেন, و قوله تعالى " وإذا قرئ القرأن فستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" أمر من الله تعالى بالإصغاء لكتابه العظيم إذا تليت أيته والإنصات الجميل لتدبر معانيه و تفهم مواعظه و حكمه فإن ذالك مظنة نزول رحمة الله على الممتثلين الطائعين. و تفصيل ذلك:

الاول: هذه الصفة التى يأمر الله تعالى المؤمنين بالتحلى بها هى مضادة لسلوك الكافرين حين سماعهم القرأن إذ يقولون: لا تسمعوا لهذا القرأن والغوا فيه.

الثانى: يتأكد إمتثال هذا النعت اثناء صلاة الجماعة حين يجهر الإمام بالقرأة ففى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا.

"আল্লাহ তায়ালার হুকুম যখন আল কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, সম্ভবত তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। এ আয়াতের হুকুম হলো যখন কুরআন পড়া হয় তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এটা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আর পরিপূর্ণ চুপ থাকা এ জন্য যে, আল কুরআনের আয়াত সমূহ শুনার পর তার হুকুম এর ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করা ও বুঝা। আর যারা এ সময়ে চিন্তা করবে এবং সে ব্যাপারে অনুসরণ করবে তারাই রহমতের আশা করতে পারে। এ বিষয়ে নিম্নের আলোচনা গুলো উল্লেখযোগ্য।

১। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমাদের জন্য এটা একটা ভাল গুণ যে, তোমরা কুরআন পড়ার সময় তা মনোযোগ সহকারে শুন ও চুপ থাক, কেননা কাফিররা তাদের চলার পথে কুরআন শুনার সময় বলে, এ কুরআন তোমরা শুনবে না।

২। ইমাম যখন জাহরী সালাতে ক্বিরাআত পড়বে তখন তার অনুসরণ এর ব্যাপারে তাকিদ দেওয়া, সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য সে যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবির বলবে আর সে যখন ক্বিরাআত পড়ে তোমরা তখন চুপ থাকবে"।

ইহা হতে বুঝা গেল জামাআতে সালাত আদায় করার সময় ইমামের ক্বিরাআত শুনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ অর্থকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করছে হযরত আবু হুরাইরাহ ও হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীস। কেননা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন শিহাব আল যুহরী রাহিমাহুল্লাহ্ও এ আয়াত হতে একই অর্থ গ্রহণ করেছেন, উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ড. হাম্মুশ উল্লেখ করেন, قال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام تكفيهم قرأة الإمام و إن لم يسمعهم صوته. ولكنهم يقرؤن فيما لا يجهر به سرا فى أنفسهم و لا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا و لا علانية فإن الله تعالى قال: "وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وانصتوا.
"আব্দুল্লাহ বিন মুরারাক, ইউনুস হতে বলেন, তিনি যুহরী হতে ইমাম যুহরী বলেন, যে সমস্ত সালাতে ইমাম আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়ে সে সমস্ত সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে না। কেননা ইমামের ক্বিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট, যদিও ইমামের আওয়াজ কারো কানে না পৌঁছে, কিন্তু যদি সিররী সালাত হয় তাহলে মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে। চুপে চুপে হোক আর আওয়াজ করে হোক কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে জাহরী সালাতে ক্বিরাআত পড়া

জায়েয হবে না, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন কুরআন পড়া হয় তোমরা তখন মনোযোগ সহকারে শোন ও চুপ থাক"।

ইমাম যুহরী যিনি لا صلاة الا بفاتحة الكتاب এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী তিনিও আল কুরআন এর উক্ত আয়াত দ্বারা ইমামের পিছনে জাহরী সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ এর অর্থ গ্রহণ করেছেন, আর এ অর্থই সঠিক কেননা আল কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা এ মতটিই প্রকাশিত ও প্রমাণিত।

তবে যারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেন, তাদের মত হচ্ছে وإذا قرئ القرآن এ আয়াতটির হুকুম সূরা ফাতিহাকে বাদ দিয়ে হবে। তাদের এ কথার পক্ষে কোন দালিলীক ভিত্তি নেই, এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল মাকদিসী আদ দিমাশকী আল হামবলী "আন নুকাতু ওয়াল ফাওয়াইদুস সানিয়্যা আলা মুশকিলিল মুহাররার" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و قد قال الإمام احمد فى رواية إسحاق بن بهلول: لا قرأة فيما جهر الإمام لقوله تعالى" وإذا قرئ ألقرآن فاستمعوا له وأنصتوا "

"ইসহাক বিন বাহলুল এর বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, ইমামের জাহরী ক্বিরাআতে তার পিছনে ক্বিরাআত পড়বে না, কেননা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে, যখন আল কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ সহকারে তা শুন ও চুপ থাক"।

উল্লিখিত আলোচনায় আল কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো ইমামের পিছনে সালাত আদায় করার সময় মুক্তাদির জন্য চুপ থাকা ওয়াজিব, কেননা সহীহ্ হাদীস এ ওয়াজিব হুকুমকে সাব্যস্ত করে। তবে সিররী সালাতের ক্ষেত্রেও আমরা হানাফীগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ি না এ ব্যাপারে অনেকে আমাদের প্রতি হাদীস অনুযায়ী আমল নয় বলে থাকে, কিন্তু তাদের এ ধারণা হাদীস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ইলম হীনতার কারনেই। সিররী সালাতের সময়ও সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামের

পিছনে ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন। দলিল হলো–ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনান দ্বারাকুৎনী এর ২৭১ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তাহলো, وقال عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر بن عبد الله : أن رجلا قراء خلف النبي صلي الله عليه وسلم في الظهر والعصر فاوما إليه رجل فنهاه فلما إنصرف قال : أتنهاني أن أقراء خلف النبي صلي الله عليه وسلم فتذاكرا ذلك حتي سمع النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من صلي خلف الإمام ، فإن قراءته قراءة.

"আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবু ওয়ালিদ হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি (একজন সাহাবী) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে যোহর ও আছর এর সালাত আদায় করছিলেন, অন্য একজন তাকে (ইমামের পিছনে) এরূপ করতে (ক্বিরাআত পড়তে) নিষেধ করলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চলে গেলেন, তখন সালাতে ক্বিরাআত পড়া ব্যক্তি বললো, আপনি কী আমাকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করছেন, এরপর উভয়েই তর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আলোচনা শুনতে পেলেন, তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"

এ হাদীসটি সিররি ক্বিরাআতে অর্থাৎ যোহর আসরের সালাতেও ইমামের পিছনে মুক্তাদি ক্বিরাআত তথা সুরা ফাতিহা পড়া হতে বিরত থাকবে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে "একজন সাহাবি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে যোহর ও আছর এর সালাত আদায় করছিলেন, অন্য একজন তাকে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু বললেন, "যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো সিররী সালাতেও ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া নিষেধ। এ সমস্ত হাদীসের উপর আমল করে আমরা হানাফীগণ

সিররী ও জাহ্‌রী উভয় অবস্থায় ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ি না। উক্ত হাদীসটি যে সহীহ্ এ ব্যাপারে "ইমামের ক্বিরাআত-ই মুক্তাদির ক্বিরাআত" অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই অধিক জ্ঞাত এবং সে দিকেই প্রত্যাবর্তন।

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানীর অভিযোগ এর জওয়াব

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়............

১। ইমাম ইবনু হাযার আসকালানীর অভিযোগ এর জওয়াব।

- প্রথম অভিযোগ : হাফিজগণের মতে হাদীসটি দ্বঈফ।
- দ্বিতীয় অভিযোগ : ইমাম দ্বারাকুৎনি ও অন্যরা এ হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।
- তৃতীয় অভিযোগ : মুক্তাদি চুপ থাকবে, সুরা ফাতিহা ব্যাতীত।
- চতুর্থ অবিযোগ : ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তখন চুপ থাকবে আর যখন সাকতা করবে তখন মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে।

২। ইমামের সাকতার হুকুম।

- ইমামের জন্য সাকতা করা কী ওয়াজিব ?
- সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন সাকতা করতেন ?
- ইমামের পূর্বে মুক্তাদি সাকতা করতে পারবে কি ?
- সুরা ফাতিহা পড়ার পর যদি সাকতা করা হয়, ইমামের সাথে আমিন বলার পর মুক্তাদি কি সুরা ফাতিহা পড়বে ?

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানীর অভিযোগ এর জওয়াব

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ "ফাতহুল বারী বিশারহী সহীহ্ আল বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৬১ পৃষ্ঠায় বলেছেন- واستدل أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث "من صلى خلف الإمام فقرأة الإمام له قراءة لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنى وغيره, واستدل من اسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية بحديث" واذا قراء فانصتوا" وهو حديث صحيح أخرجه من ابى موسى الأشعرى, ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين: فينصت فيما عدا الفاتحة او ينصت اذا قراء الإمام ويقراء اذا سكت.

"সালাত যাহ্‌রী হোক, আর সির্‌রী হোক যারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়াকে বাদ দেওয়ার পক্ষে যেমন হানাফীগণ, তাদের দলিল হলো, যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত। কিন্তু এ হাদীসটি হাফিজগণের নিকট দ্বঈফ। হাদীসটি বিভিন্ন পন্থায় পূর্ণ সনদে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বারাকুৎনী ও অন্যান্যরা এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। আর যারা শুধু যাহ্‌রী সালাতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়াকে বাদ দিয়েছেন, যেমন মালেকীগন, তাদের দলিল হলো, "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে, তোমরা তখন চুপ থাকবে" ইহা একটি সহীহ্ হাদীস। ইমাম মুসলিম হযরত আবু মূসা আল আশআরী এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দু'টি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব এর কারণে এ হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যথার্থ নয়।

১। সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরার ক্ষেত্রে চুপ থাকা।

২। ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তখন চুপ থাকতে হবে এবং ইমাম যখন সাকতা (চুপ থাকা) করে তখন ক্বিরাআত পড়বে"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত ইবারতের প্রত্যেকটি কথাই ত্রুটিযুক্ত ও স্ববিরোধী। তিনি নিজেই তার বিভিন্ন কিতাবে উপরোক্ত বিষয় গুলোর ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত ইবারতে দেখা যায় চারটি বিষয় ঐতিহাসিক ও ইলমি মানদণ্ডে এবং তার মাযহাবেই দণ্ডিত। নিম্নে এর দালিলীক জওয়াব প্রদান করা হলো।

১।ইবনু হাযার বলেছেন, لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ "কিন্তু হাফিজগণের নিকট এ হাদীসটি দ্বঈফ।"

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত বক্তব্য সত্য ও তথ্য নির্ভর নয়। ইমাম আহমাদ্ বিন হাম্বল উহাকে সহীহ্ বলেছেন, এ ব্যাপারে 'মান কানা লাহু ইমামুন' অধ্যায়ে এ হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম রাহমিাহুল্লাহ্র শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন, তাছাড়া নাসিরুদ্দীন আলবানিও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মোট কথা হলো হাদীসটি হাসান হাদীস পর্যায়ের নিচে নয়। আর হাসান হাদীস সহীহ্ হাদীসেরই এক প্রকার। তবে ইমাম আবু হানীফার সূত্রে হাদীসটি মা'রুফ, মুত্তাসিল এবং সহীহ্ সনদে বর্ণিত। হাফিজ ইবনু হাজার যা বলেছেন তা অস্পষ্ট; তিনজন হলেই حافظ(হাফিজ) এর স্থলে حفّاظ (হাফিজগণ) বহুবচন শব্দ ব্যবহার যায়। তিনি ইসনাদের গণ্ডি হতে বের হয়ে মাযহাবী নীতিমালায় আবদ্ধ হয়েই কথাটি বলেছেন এবং যারা একচোখা পথে চলেছেন তাদের কথাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। কিন্তু এ হাদীসকে সহীহ্ বলে যে সমস্ত হাফিজগণ মত দিয়েছেন, যেমন ইমাম আহমাদ্ বিন হাম্বল, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী, আবু বকর বিন আবু শায়বা এ সমস্ত গুণজ্ঞ ইমামগণের নাম উল্লেখ না করে দুই-একজনকে সমস্ত ইমামগণের প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো বর্তমানে কিছু ডক্টর (D.) আছে তাদের কাজ দেখলে মনে হয়, শরঈ কোন উসূল নয়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও তারা যে মতকে লালন-ধারণ করছে তা মুমিন মুসলমানের অন্তরে অনুপ্রবেশ করাতে পারলেই দ্বীনের খিদমাত

করা হয়ে গেল। তাই তারা আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে হাফিজ ইবনু হাজার এর عند الحفاظ শব্দটিকে বিকৃতি করে নতুন আকৃতি দিয়ে দিলো,তা হলো عند جميع الحفاظ যার অর্থ হলো 'সমস্ত হাফিজগণের মতে' কূট চালদের কাছে এটা একটি সাধারণ ব্যাপার হলেও, গুণজ্ঞ ও বোদ্ধাগণের মতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত ইবারত চুরী, নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং নিন্দার্হ।এ ধরনের ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করাকে যারা দ্বীনের খিদমত মনে করে, কৌম অন্ধত্বে বিভোর হয়ে সত্যকে যারা বিকৃত করে, তাদের মানসিকতায় সর্বদা অন্যের ভাল কথা ও কাজ গ্রহণে বাধাগ্রস্থ করে। সঠিক বিষয় গ্রহণে যাদের অন্তর সর্বদা জাগ্রত থাকেনা, বিকৃতভাবে আলকুরআন-আস্‌সুন্নাহকে পেশ করে দলিল হিসেবে প্রদান করা তাদের শোভনীয় মনে হওয়াতো স্বাভাবিক ! কিন্তু এভাবে বিকৃত করে দলিল পেশ করা কি অপরাধ নয় ? এটাতো ইয়াহুদীদের সিফাত ! কোন মুসলমান কেন এ কাজ করবে ? যার চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ্ এবং রাসূল এর সন্তুস্টি। এ অপরাধবোধ তাদের অন্তরে জাগ্রত হোক, আর সাধারণ মুমিন মুসলমান সঠিক তথ্য পেয়ে দ্বীনের সুশীতল ছায়াতলে প্রশান্তি লাভ করুক, আর এটাই হওয়া উচিত একজন 'ওয়ারিশুল আম্বিয়া' সম্বোধন যুক্ত আলেমের গুণ। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস, "যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" এ সহীহ্ হাদীসটিকে দুই তিনজন হাফিজের মনগড়া নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ছকে ফেলে দ্বঈফ বলে, 'হাফিজগণের মত' হিসেবে চালিয়ে দেওয়া মোটেও উচিত নয়।

২। হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ আরো বলেন, علله الدار قطنى ইমাম আদ্ দ্বারাকুৎনী ও অন্যান্যরা বলেছেন,এ হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত।

ইমাম দ্বারাকুৎনী তার সুনানে হাদীসটি উল্লেখ করার পর সনদটি সহীহ্ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তবে ইমাম আবু হানীফা যেহেতু মূসা বিন আবু আয়েশা হতে একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এ কারণে হাদীসটি দ্বঈফ বলেছেন। ইমাম আদ্ব দ্বারাকুৎনীর উক্ত অভিযোগের মোকাবেলায় আমাদের দুটি জওয়াব।

ক) এ হাদীসটি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে শুধু ইমাম আবু হানীফাই বর্ণনা করেন নাই বরং ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম শারীক বিন আব্দুল্লাহ্ও

বর্ণনা করেছেন। ইহা হতে প্রমাণীত হলো ইমাম দ্বারাকুৎনী যা বলেছেন তা তথ্য নির্ভর নয় বরং অনুমান নির্ভর। যথার্থভাবে তিনি যাচাই না করেই মত দিয়েছেন, তাই তার এ ভিত্তিহীন মত গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ). ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী কি করে যাচাই-বাছাই ছাড়াই ইমাম দ্বারাকুৎনীর মন্তব্যটি নকল করলেন এবং দলিল হিসেবে গ্রহণ করলেন! হাদীসটিতে কোন ধরনের ত্রুটি আছে কিনা তা তিনি খতিয়ে দেখেননি। কোন হাদীসের সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী যদি সিক্বাহ্ সাব্যস্ত হয় এবং সকলের নিকটই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য হয়, কিন্তু বর্ণনাকারী যদি একজন হয় তাহলে হাদীসটি দ্বঈফ হবে এ কথাটি কুরআন হাদীসের কোথায় উল্লেখ আছে ? তবে হ্যাঁ, দেখার বিষয় হলো, খবর দেনেওয়ালা লোকটির ইল্মি অবস্থান কি ? তার ফিক্বহী বুঝ, তাক্বওয়া-পরহেজগারী, আদালাত (নৈতিকতা), দ্ববথ (সংরক্ষণ ক্ষমতা) উচুঁ মানের কি না ? কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝার ক্ষেত্রে সঠিক মাপের কি না ? ইত্যাদি সবই যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে এমন একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতে বাধা কোথায় ? ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী প্রমূখ মুহাদ্দিস গণের সকলেই হাদীস গ্রহণের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু শর্ত আরোপ করেছেন, ঐ সমস্ত শর্ত অনুসারে হাদীস গ্রহণ করেছেন, পরবর্তীতে এই ব্যক্তিগত একক শর্তের হাদীস গ্রহণে কেহ কি দ্বিমত পোষণ করেছেন ? কেহ তো বলেননি ইমাম বুখারী বা ইমাম মুসলিম তাদের হাদীস গ্রহণের শর্তগুলো এককভাবে প্রণয়ন করেছেন, অন্য কেহ এ শর্ত প্রণয়ণে যুক্ত ছিলেন না সুতরাং এ ধরনের ইজমাহীন শর্ত গ্রহণ করা জায়েয নেই।

ইমাম বুখারী শর্ত করলেন একজন রাবী হতে আরেকজন রাবীর হাদীস গ্রহণে সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে শুধু একই সময় হলে চলবেনা বরং দু'জনের সাক্ষাৎ হওয়াটা প্রমাণীত হতে হবে। তাহলেই হাদীসটি সহীহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

আর ইমাম মুসলিমের শর্ত হলো হাদীস শুনানেওয়ালা ও শুননেওয়ালার মধ্যে যদি সাক্ষাৎ এর সম্ভাবনা(إمكان اللقاء) থাকে তাহলেই হাদীসটি সহীহ। সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণীত (ثبوت اللقاء) হওয়া শর্ত নহে। উদাহরণ হিসেবে

দু'জনের শর্ত পেশ করা হলো, এখন দেখা যাক বিশ্লেষণের পর এর যথার্থতা কতটুকু। ইমাম মুসলিম এর শর্তকে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের মানদণ্ড ধরা হলে হাজার হাজার সহীহ্ হয়ে যাবে, আর ইমাম বুখারীর শর্তকে মানদণ্ড ধরে হাদীস গ্রহণ করা হলে বহু হাদীস দ্বঈফ হয়ে যাবে তথা দলিল অযোগ্য হয়ে যাবে। বাস্তবতার নিরিখে ইমাম বুখারীর(ثبوت اللقاء) সাক্ষাৎ প্রমাণীত হওয়ার শর্তটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে এবং এ শর্তটি গ্রহণ অপরিহার্যও নহে, এটা যদি করা হয় তাহলে ইমাম বুখারীর সিদ্ধান্তের উপর হাদীস নির্ভরশীল হয়ে যায়, যা অপ্রত্যাশিত। সর্বক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর এ শর্ত যে গ্রহণযোগ্য নহে তার প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মনে করুন একই যুগে বসবাসকারী মিসরের ইমাম আওযায়ী কখনই কুফায় যাননি আর কুফার ইমাম আবু হানিফাও কখনও মিসরে যাননি। অন্য কোথাও তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এরও যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে ইনাদের একজন আরেকজন হতে হাদীস গ্রহণ করলে তা ইমাম বুখারীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাদীসটি দ্বঈফ। আর ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্, কারণ তাদের সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণীত না হলেও সম্ভাবনা তীব্র, তাহলো উভয়েরই হজ্ব করতে মক্কা আল-মুকার্‌রমায় আসা। তবে এজন্য শর্ত হলো উভয়েরই একই সময়ে থাকা এবং সিক্বাহ্ সাব্যস্ত হওয়া।

উপরের বর্ণনা হতে প্রমাণীত হচ্ছে কোন হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি প্রধানতঃ দু'টি উপকরণ পাওয়া যায় তাহলে হাদীসটি সহীহ্ সাব্যস্ত হবে।

ক) একই যুগ প্রমাণীত হওয়া যেমনঃ- যিনি বর্ণনা করেলেন, তিনি ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন, আর যিনি তার থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, তিনি ১০০হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১৬৭ হিজীরতে ইন্তেকাল করেছেন, এখন এ দু'জনের সাক্ষাৎ হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

খ) উভয় রাবীরই সর্বসম্মত ভাবে সিক্বাহ্ হওয়া, হ্যাঁ রাবী যদি উচ্চমান সম্পন্ন না হয়, নৈতিকতায় পরিপূর্ণ না হয়ে ফাসিকী কর্মে জড়িত জানা যায়, এবং স্মৃতি শক্তি প্রখর না হয়ে নিম্ন মানের হয়, তাহলে এ ধরনের রাবীর ক্ষেত্রে ইমাম

দ্বারাকুৎনীর বক্তব্য প্রযোজ্য হবে। হাদীসে অনেক প্রমাণ আছে খুলাফা ই রাশিদীনগণ একজন সাহাবীর বর্ণনা শুনে রায় প্রকাশ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআ'য বিন জাবাল রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে একাই ইয়ামানে পাঠালেন। ইমাম আবু হানিফার সত্যবাদিতা কি কম ছিলো? তিনি সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য কুরআন-সুন্নাহর হুকুমকে সঠিক মানদণ্ডে রাখার জন্য বাদশাহী হুকুমাতকে না মানার কারণে জেল খাটলেন! বেত্রাঘাত সহ্য করলেন, তবুও খলিফা গুণ সম্পন্ন সরকারী ব্যবস্থাপনা নয় বা রাজ্য পরিচালনা নয় এ কারণে সরকারী কাযীর (বিচারক)পদ গ্রহণ করলেন না, এমনকি নিষ্ঠুর অমানবিক অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত জেলেই যার মৃত্যু হয়, তারপরও তিনি অনৈতিক ও অনৈসলামি পন্থা গ্রহণ করেননি, এরপরও কি তিনি দ্বঈফ ? কুরআন-সুন্নাহ্‌র ঝাণ্ডাকে উত্তোলিত রেখে যার জীবন গেল সে কি দ্বঈফ ? ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ্‌ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন মাঈন, ইমাম ওয়াক্বী বিন যার্‌রাহ্‌, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহ্‌গণ তার সমসাময়িক ছিলেন, ইনারা সকলেই যেখানে ইমাম আবু হানিফার সুখ্যাতি করেছেন, তার বিপরীতে ইমাম দ্বারাকুৎনী তার মৃত্যুর ১৫৫ বছর পর জন্ম গ্রহণ করে ইমাম আযমকে দ্বঈফ বললেন, আর এ অপরিণামদর্শি বক্তব্যকে ইবনু হাযার আসকালানী গ্রহণ করে নিলেন! ইমাম দ্বারাকুৎনীর কথাটি নকল করার পূর্বে এবং ইহা গ্রহণ করে একই ধারায় তার মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে তার মাযহাবের ইমাম, ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহর কথাটি ভেবে দেখা উচিত ছিল, তা হলো- الناس عيال ابى حنيفة فى الفقه "ফিক্বাহ্‌ শাস্ত্রে আলেমগণ ইমাম আবু হানিফার রাহিমাহুল্লাহ্‌র সন্তানতুল্য।

যারা ইমাম আযমকে দেখলেন, জানলেন এবং সুখ্যাতি করলেন তাদের কথা গ্রহণ না করে, একজন মাত্র ব্যক্তির কথা তাও যে সমসাময়িক নয়, বরং ২০০ বছর পরে আসা ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ করে নিয়ে তা দলিল হিসেবে পেশ করা ইনসাফের আওতার মধ্যে পরে না, তাই ইহা পরিত্যাজ্য।

৩। **ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, فينصت فيما عدا الفاتحة 'অত:পর চুপ করা হবে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত'।**

হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানীর কথাটি," বিচার মানি তাল গাছটা আমার" এর মত হয়ে গেছে। فيما عدا الفاتحة এ কথাটির কোন দালিলীক প্রমাণ নেই। তিনি বললেন وإذا قرأ فانصتوا হাদীসটি সহীহ। এ সহীহ হাদীসটি গ্রহণ না করে تطبيق (দুটি হাসীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন) এর কথা বলে وإذا قرأ فانصتوا "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাক" এ হাদীসটি কৌশলে এড়িয়ে গেলেন।

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সুরা পড়া সমস্ত ইমামের মতেই সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে ইস্লামী দুনিয়ার কোন আলেমই দ্বিমত পোষণ করেননি। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন ففى إجماع المسلمين على انه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالإستماع دون القرأة "এ ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্যান্য সূরা শুনার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সুরা মুক্তাদির না পড়ার ব্যাপারে তো কোন ইখতিলাফ নেই, ইখতিলাফ তো শুধু সূরা ফাতিহা নিয়ে। وإذا قرأ ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে, এর দ্বারা কী সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সুরা উদ্দেশ্য, নাকি পুরো কুরআন উদ্দেশ্য ? وإذا قرأ হাদীস দ্বারা যে, পূর্ণ কুরআন-ই উদ্দেশ্য তার প্রমাণ হলো আল্লাহ তায়ালা একই উদ্দেশ্যে একই ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وانصتوا "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তা তোমরা শোন এবং চুপ থাক" এখন বলতে হবে, সুরা ফাতিহা আল কুরআনের অংশ কি না ? যদি সুরা ফাতিহা আল কুরআনের অংশ হয়ে থাকে তাহলে عاد الفاتحة " ফাতিহা ব্যতীত" বলার কোন উপায় নেই, তাই৷ وإذا قرأ فانصتوا স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, এবং সুরা ফাতিহা ব্যতীত সমস্ত আল কুরআন ইমাম পড়ার সময় মুক্তাদির চুপ থাকার বিষয়টি ইজমা হওয়া সত্ত্বেও فينصت فيما عدا الفاتحة চুপ করা হবে ফাতিহা ব্যতীত বলে تطبيق (Adjustment) এর কথা বলা জবাইকৃত পশুকে আবার জবাই করার

শামিল। ইমাম ইবনু হাযার আসকালানির عاد الفاتحة কথাটি যে ঠিক নয় তার প্রমাণ সাহাবি হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি রাদ্বীআল্লাহু বর্ণিত হাদীস।

ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বানের তৃতীয় খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا احمد بن على بن المثنى حدثنا ابو خيثمة قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث : حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسر

"আহমাদ বিন আলী বিন মুসান্না আমাদেরকে বলেন, আবু খাইসামাহ আমাদেরকে বলেন, আব্দুস সামাদ বিন আব্দুল ওয়ারিস আমাদেরকে আবু নাদ্বরাহ হতে তিনি আবু সাইদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সহজ বোধ্য অন্য সূরাও পড়ি।"

সুনান আবু দাউদ ও সহীহ ইবনু হিব্বানে উল্লিখিত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী ফাতহুল বারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ويؤيده حديث ابى سعيد عند أبى داؤد بسند قوى " امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم"

"আবু দাউদে উল্লিখিত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা সূরা ফাতিহা এবং সংগে অন্য সূরা পড়ি। এর সনদ খুবই শক্তিশালী"

এ হাদীসেও দেখা যাচ্ছে সুরা ফাতিহাকে আলাদা করে নয়, পূর্ণ করআনকেই শামিল করা হয়েছে। তাই অন্য সুরা পড়ার সময় যেহেতু মুক্তাদিকে চুপ থাকতে হয় অনুরুপ সুরা ফাতিহা পড়ার সময়ও চুপ থেকে ইমামের ক্বিরাআত শুনা ওয়াজিব। কেননা হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা "রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সহজ বোধ্য অন্য সূরাও

পড়ি।" এখানে সুরা ফাতিহাকে আলাদা করা হয় নাই, ফলে ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ এর কথা "সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরার ক্ষেত্রে চুপ থাকা" দলিল ভিত্তিক নহে সুতরাং মতটি পরিত্যাজ্য।

৪। ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তাহলো وينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت " ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তখন চুপ থকবে, আর ইমাম যখন সাকতা করবে অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমা পড়ে দোয়া পড়বে, সে সময় মুক্তাদি কিরাআত পড়ে নিবে"।

উক্ত কথাটি শুধু ইমাম ইবনু হাযার আসকালানীর নয়, বরং যারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে সকলেই ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তখন চুপ থাক" এর উপর আমল করতে গিয়ে, এ সমাধানে আসতে চেষ্টা করেন। তবে উক্ত কথাটি কয়েকটি কারণে পরিত্যাজ্য।

১। ইমামের জন্য মুক্তাদির কিরাআতের সময় দিতে সাকতা করা কী ওয়াজিব ?

২। সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকতা কেন করতেন ?

৩। ইমামের পূর্বে সালাতের কোন আমল মুক্তাদি করতে পারবে কী ?

৪। দ্বিতীয় সাকতার সময় যদি সুরা ফাতিহা পরে তাহলে ইমামের সাথে আমিন বলার পর কী মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়তে পারবে ?

৫। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন আল কুরাআন পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়ার জন্য তাহলে মুক্তাদি কী সুরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে ?

এখন দেখা যাক এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কী ভাবে সম্ভব। নিম্নে উপরোক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা করা হলো।

ইমামের সাকতার হুকুম

১। ইমামের জন্য সাকতা করা কী ওয়াজিব ?

মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়ার জন্য ইমামকে সাকতা করতে হবে বা ইমামের জন্য সাকতা করা ওয়াজিব এমন ফাতাওয়া আজ পর্যন্ত কেউ দেননি। বা এর সমর্থনে কোন দলিলও নেই। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ "আল ইল্মাম কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, فلو كانت القرأة فى الجهر واجبة على المأموم للزم احد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام, وإما ان يجب على الإمام ان يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعاً بين العلماء انه لا يجب على الإمام ان يسكت لقرأة المأموم بالفاتحة ولا غيرها, وقرأته معه منهى عنها بالكتاب والسنة, فثبت انه لا تجب عليه القرأة معه فى حال الجهر.

"ইমামের পিছনে যাহ্রী সালাতে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া যদি ওয়াজিব বলা হয় তাহলে, দুটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে।

১। ইমামের সাথে মুক্তাদিকে ক্বিরাআত পড়তে হবে।

২। অথবা ইমামের জন্য ওয়াজিব হবে, যাতে সে মুক্তাদিকে কিরাআত পড়তে দেওয়ার জন্য চুপ থাকে। মুক্তাদিকে ক্বিরাআত পড়তে দেওয়ার জন্য ইমামের চুপ থাকা যে, ওয়াজিব নয় এ ব্যাপারে সকল আলেমগণই এক মত, সেটা সুরা ফাতিহাই হোক আর অন্য কোন সুরাই হোক, একই হুকুম। এটা তো স্পষ্ট যে, আল কুরআন ও আস্‌সুন্নায় ইমামের সাথে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া নিষিদ্ধ। তাই ইহা সাবিত হয়ে গেল যে, মুক্তাদির জন্য যাহ্রী সালতে ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া, মুক্তাদির জন্য জাহ্‌রী সালাতে ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়া জায়েয নেই, ইমামের জন্য সাকতা করা মোস্তাহাবও নয়, এ প্রসঙ্গে বলেন, لو كانت قرأة المأموم فى حال الجهر والإستماع مستحبة, لاستحب للإمام ان يسكت لقرأة المأموم. ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء, وهذا مذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم.

"মুক্তাদি যদি ইমামের জাহ্‌রী অবস্থায় ক্বিরাআত পড়ে , আর মুক্তাদির জন্য ইমামের ক্বিরাআত শুনা মুস্তাহাব হয়, তাহলে বলতেই হয়, মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার জন্য ইমামের চুপ থাকাটা মোস্তাহাব। কিন্তু জমহুর ইমামগণের মতে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার জন্য ইমামের চুপ থাকা মুস্তাহাব নয়। এটা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যান্যদের মত।

জমহুর ইমামগণের দলিল উল্লেখ করে ইমাম ইবনু তাইমিয়া উক্ত কিতাবে বলেন, وحجتهم فى ذلك ان النبى صلى الله عليه و سلم لم يكن يسكت ليقرأ المأموم, ولا نقل هذا احد عنه, بل ثبت عنه فى الصحيح سكوته بعد التكبير للإستفتاح.

"জমহুর ইমামগণের দলিল হলো, মুক্তাদি যাতে ক্বিরাআত পড়তে পারে এ কারণে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকতা করেননি। আর কোন সাহাবী হতেও এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা উল্লেখ নেই, বরং যা সহীহ সূত্রে বর্ণনা এসেছে তা হলো রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাকবীরে তাহরীমার পরের চুপ থাকাটা ছিল দোয়া পড়ার জন্য"।

এ বিষয়ে এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের আমীন এর অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল মুক্তাদির ক্বিরাআতের জন্য ইমামের সাকতা করা সুন্নাতের খিলাফ। ইমাম ইবনু তাইমিয়া তার আল ইলমাম কিতাবে আরও বলেন, "ইমামের যাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়ার অর্থ হলো মুক্তাদিকে ক্বিরাআত শোনানো", এজন্যই জাহ্‌রী সালাতে ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক। মুক্তাদিগণ যদি নিজ নিজ ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে মশগুল থাকে, তাহলে এর অর্থ দ্বারায় ইমাম এমন সব লোকদের ক্বিরাআত শোনাতে

আদিষ্ট, যারা ক্বিরাআত শুনতে চায় না। এর উদাহরণ হলো এমন বক্তার মত যার বক্তৃতা শ্রোতারা শুনতে আগ্রহী নন। আর এটা এমন বোকামী যার থেকে শরীয়াহ মুক্ত, এদের জন্যই নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য مثل الذى يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار أسفارا. فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه.

"যে ইমামের খুৎবার সময় কথা বলে, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন গাধার মত, যে জানে না সে কি বহন করছে" অনুরূপ অবস্থা হলো ঐ মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া সম্পর্কে যাকে ইমাম ক্বিরাআত শোনাচ্ছে"।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ তাকবীরের পর সাক্তাহ স্বীকার করেননি, ইমাম ইবনু বাত্তাল শরহুল বুখারীর ২ খণ্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় বলেন قال مالك أنما يجب التكبير ثم القرأة ولو كانت هذه الإسكاتة مما واظب عليها النبى صلى الله عليه و سلم لم يخف ذلك ولنقلها اهل المدينة عيانا وعملاً يحتمل ان يكون عليه السلام فعلها فى وقت ثم تركها عن امته متركها واسع.

"ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, (সাকতাহ করা ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাবও নয়) বরং ওয়াজিব হচ্ছে তাকবীর দেওয়া, অত:পর ক্বিরাআত পড়া। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ইহা সর্বদাই করে থাকতেন তাহলে মদীনা বাসীগণের নিকট ইহা অস্পষ্ট থাকতো না, সকলেই বিষয়টি জানতেন এবং তাদের মাঝে আমলটি বিরাজমান তথা সাধারণ আমল হিসেবে সকলের গোচরীভূত হতো। এবং মদীনা বাসীগণ প্রত্যক্ষভাবে, আমলীভাবে পরস্পর বাহিত হয়ে জানতেন। এর থেকে বুঝা গেল হয় তো রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে সাকতা করেছিলেন, পরে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই সাকতাহ্ না করাটাই প্রশস্ততা"।

সালাতে ইমামের সাক্তার ব্যাপারে আলেম গণের মধ্যে তিন রকম মত পাওয়া যায়।

১। সালাতে সাকতার কোন প্রচলন নেই, এমত পোষন করেন ইমাম মালিক।

২। সালাতে একটি সাকতাহ হবে যা তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও সুরা ফাতিহা পড়ার মাঝে, আর এটা হলো দোয়ার জন্য সাকতা, এ মত পোষণ করেন

ইমাম আবু হানিফা, অর্থাৎ হানাফীগণ।

৩। সালাতে দু'টি সাক্‌তা আছে, একটি তাকবীরে তাহরীমার পর, সুরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে। দ্বিতীয়টি সুরা ফাতিহা পড়ার পর, অন্য সুরা শুরু করার পূর্বে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এমত পোষন করেন। হানাফী ফিক্বহে দ্বিতীয়টি কোন সাকতাহ নয় বরং এক সুরা শেষ করে অন্য সুরা শুরু করার জন্য সামান্য সময় নেয়া।

উক্ত চার ইমামের সকলেই দুটি বিষয়ে একমত:

১। ইমামের জন্য সাকতাহ্ করা ওয়াজিব নহে।

২। সাকতার সময় সুরা ফাতিহা পড়া নয় বরং ইমাম ও মুক্তাদির জন্য দোয়া পড়া সুন্নাত।

উপরের আলোচনা হতে বুঝা গেল সকলের মতেই ইমামের জন্য সাক্‌তা করা ওয়াজিব নহে, তাই আরবী কায়েদা إذا فات الشرط فات المشروط "শর্ত যখন নি:শেষ হয়ে যাবে, যে কারণে শর্ত করা হয়েছে তাও নি:শেষ হয়ে যাবে"। এখানেও যেহেতু সাক্‌তা করা ওয়াজিব নহে, এ কারণে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়াও ওয়াজিব নয়।

২। সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকতা কেন করতেন ?

এ প্রশ্নের জওয়াব হলো, রাহমাতুল্লীল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুরা ফাতিহা পড়া শুরু করতেন। তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও সুরা ফাতিহার মাঝে দোয়া পড়তেন। ইমাম নাসাই সুনান আন নাসাই এর কিতাবুস সালাত এর الدعاء بين التكبير والقرأة অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, اخبرناعلى بن حجر قال انبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابى زرعة بن عمرو بن جرير عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ افتتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبى انت

وامی یا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تقول فى سكوتك بين التكبير
والقراة قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق
والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم
اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد.

"আলী বিন হুযর আমাদেরকে বলেন,জারীর আমাদেরকে আম্মারাহ বিন কা' কা' হতে তিনি আবু যুরআহ বিন আমর বিন জারীর হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করার পর কিছুক্ষন চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ তায়ালার রাসূল আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি যখন তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থাকেন, তখন কী পড়েন, তিনি বললেন, আমি বলি, হে আল্লাহ আপনি পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যেভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন তদ্রুপ আমার ও আমার ভূল-ক্রটির মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ আমার ভূল-ক্রটি হতে আমাকে পবিত্র করে দিন, যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ, আমার ভূল-ক্রটি গুলোকে পানি, বরফ ও শিলা বৃষ্টির সাহায্যে ধৌত করে দিন"।

অন্যান্য বর্ণনায় অন্য দোয়া বর্ণিত আছে। মোট কথা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর তাহরীমার পর সাক্তা করতেন এবং দোয়া পড়তেন, মুক্তাদিকে ক্বিরাআত পড়তে সময় দেওয়ার জন্য সাক্তা করতেন না। সুতরাং সুন্নাত বা মোস্তাহাব হলো সাকতার সময় দোয়া পড়া, ক্বিরাআত পড়া নয়।

আল্লাহ তায়ালার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "صلوا كما رائتمنى اصلى" " তোমরা ঐ ভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"।

যারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ করেন, তাদের সালাত কী উক্ত হাদীস অনুসারী হচ্ছে, তাই এখন দেখার বিষয়।

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ কারীদের যদি প্রশ্ন করা হয় আপনারা

কখন সুরা ফাতিহা পড়েন, তারা বলবে ইমাম যখন সাক্‌তা করে তখন, এর উওর হলো ইমাম সাক্‌তার সময় দোয়া পড়বে এটাই সুন্নাত অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত। সাক্‌তার সময় মুক্তাদি যদি ক্বিরাআত পড়ে তাহলে সুন্নাত হবে না। বরং সুন্নাতের খিলাফ হবে। সুন্নাতের খিলাফ করার কারণে বিদআত হবে।

এ প্রসংগে ইমাম ইবনু তাইমিয়া তার "আল ইলমাম বি হুকমিল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম" কিতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما فى السكتة الأولى وإما فى الثانية لكاف هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله فكيف ولم ينقل هذا احد عن احد من الصحابة انهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة, مع ان ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة الناس بعلمه وعمله فعلم انه بدعة.

"সাহাবাই কিরামগণের প্রত্যেকেই যদি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে প্রথম সাক্‌তায় হোক অথবা দ্বিতীয় সাক্‌তায় হোক সুরা ফাতিহা পড়তেন তাহলে এর বর্ণনা পরিপূর্ণ ভাবেই আমাদের নিকট পৌছতো। এটা কী ভাবে সম্ভব সাহাবাই কিরাম রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে দ্বিতীয় সাক্‌তাতে সুরা ফাতিহা পড়লেন, আর তাদের কেউই একজন আর একজন হতে কোন বর্ণনা করলেন না, তাই বুঝা যায় ইহার প্রচলন যদি তাদের মাঝে থাকতো তাহলে অবশ্যই তারা তা জানতেন ও মানতেন, সুতরাং বুঝতে হবে এটা বিদআত"।

ইমামের সাক্‌তার সময় মুক্তাদির ক্বিরাআত পাঠ নয় বরং দোয়া পড়াই মুস্তাহাব। এ প্রসংগে ইমাম নবাবী রাহিমাহুল্লাহ্ তার শারহুল মুহায্‌যাব কিতাবে বলেন فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرض وإمرأة ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم ان يأتى بدعاء الإستفتاح وقال أيضا اما الإستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابه والتابعين ممن بعدهم.

"ইমাম, মুক্তাদি, একাকী নামাজী, মহিলা, মুসাফির, ফরজ সালাত আদায়কারী, মুস্তাহাব। সাহাবা তাবেঈ এবং পরবর্তী সকল আলেমগণের মতে দোয়া পড়া

মুস্তাহাব"।

কেহ যদি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া পড়ার স্থলে দোয়া না পড়ে অন্য কিছু পড়ে অর্থ্যাৎ সুরা ফাতিহা পড়ে তাহলে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত হলো না।

ইমাম নবাবী রাহিমাহুল্লাহর উক্ত ইবারত হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে ইমাম, মুনফারিদ (একাকী নামাজী) মুক্তাদি, মহিলা, মুসাফির সকলের জন্যই সালাত শুরুর তাকবীর বলার পর দোয়া পড়া মুস্তাহাব (সুন্নাত)। কেননা সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তাকবীর ও সুরা ফাতিহার মাঝে দোয়া পড়েছেন তা স্পষ্ট ও সহীহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে' আত তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্ প্রভৃতি কিতাবে ইমামের সালাত শুরুর তাকবীর দেওয়ার পর, সুরা ফাতিহা পড়ার আগে দোয়া পড়ার কথা উল্লেখ আছে, যা সুনান নাসাই এর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে একই হাদীস সহীহ্ আল বুখারীতেও ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুমাল্লাহ্ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন আবু সাঈদ খুদ্বরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولآ إله غير.
"রাতে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন এ দুআ' পড়তেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।"

অনুরুপ, ইমাম তিরমিযী সিদ্দিকাহ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণনা করেন- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولآ إله غيرك.
"উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদাহ্ আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন এই দুআ' পড়তেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা, লা-ইলাহা গাইরুকা"।

কেহ কেহ বলেছেন ইমামের সাক্তার সময় মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়ে নিবে। তাদের এ দাবির সমর্থনে আল কুরআন আল কারীম ও সুন্নাহ্ হতে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবেন না। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু মনগড়া প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই দেখাতে পারবেন না, যা স্পষ্ট দলিলের বিপরীত, যাকে ইমাম ইবনু তাইমিয়া বিদআত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম খাত্তাবী মাআ'লিমুস সুনান কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় তার মত উল্লেখ করে বলেন, هذه السكتة ليقرأ من خلف الإمام ولا ينازعه فى القرأة وهو مذهب الشافعى.
"ইমামের কিরাআত পড়ার সাথে মুক্তাদির পড়ার মধ্যে যাতে বিভ্রাট না ঘটে, এজন্যই যারা ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে, তারা সাকতার সময় কিরাআত পড়ে নিবে।" আর এটাই ইমাম শাফেঈর মাযহাব"।

ইমাম ইবনু বাত্তাল ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর বরাত দিয়ে বলেন, قال الشافعى ان السبب هذه السكتة للإمام ان يقرأ المأموم فيها الفاتحة ثم إعترضه بأنه لو كان كذلك لقال فى الجواب اسكت لكى يقرأ من خلف.
"ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এ সাকতার কারণ হলো মুক্তাদি যাতে এ সময়ের মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। ইমাম ইবনু বাত্তাল এরপর এর বিরোধীতা করে বলেন, সুরা ফাতিহা পড়ার জন্যই যদি সাক্তাহ্ করা হতো তাহলে রাসূলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ما تقول এর জবাবে বলতেন আমি এজন্য সাকতাহ্ করছি যাতে আমার পিছনে তোমরা সুরা ফাতিহা পড়ে নিতে পার"।

তবে উক্ত কথাটি ইমাম শাফেঈর কিনা তাতে সংশয় আছে ? ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ ফাতহুল বারী কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪০ পৃষ্ঠায় বলেন- هذا النقل من اصله غير معروف عن الشافعى ولاعن اصحابه

الا ان الغزالى قال فى الإحياء: ان المأموم يقراء الفاتحة اذا اشتغل الإمام بدعاء الإفتتاح وخولف فى ذلك بل اطلق المتولى وغيره كراهة تقديم المأموم قرأة الفاتحة على الإمام وفى وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته والمعروف ان المأموم يقرأها اذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة هوالذى حكاه عياض وغيره عن الشافعى على ان المأموم يقول دعاء كما يقول الإمام والسكتة التى بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث ثمرة عن ابى داوٗد.

"ইমাম শাফেঈর নামে চালিয়ে দেওয়া বর্ণনাটি প্রকৃত পক্ষেই সত্য বিবর্জিত। তার ছাত্রদের হতেও এরুপ বর্ণিত হয়নি, তবে ইমাম গাযযালী তার এহ্‌ইয়া কিতাবে বলেন, ইমাম যখন সাক্‌তার মধ্যে দোয়া পড়ায় মশগুল থাকবে মুক্তাদি তখন সুরা ফাতিহা পড়ে নিবে। অণ্যান্যরা এর বিরোধীতা করেন, বরং মুতাওয়াল্লী ও অন্যরা বলেন ইমামের পূর্বে যদি সুরা ফাতিহা পড়া হয় তাহলে মাকরুহ হবে, অন্যদিকে বলা হয় ইমামের পূর্বে যদি মুক্তাদি সুরা ফাতিহা শেষ করে ফেলে তাহলে মুক্তাদির সালাত বাতিল হয়ে যাবে। স্বীকৃত কথা হলো, মুক্তাদি প্রথম সাক্‌তায় ক্বিরাআত পড়বে না বরং সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরার মাঝে, যে সাক্‌তা আছে তখন মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়ে নিবে, ইমাম ইয়াদ্ব ও অন্যান্যরা ইহাকে ইমাম শাফেঈর মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লার মূল বক্তব্য বা প্রকৃত মত হলো, ইমাম যেমন তাকবীরে তাহরীমার পর দোয়া পড়ে মুক্তাদিও দোয়া পড়ে নিবে। তবে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরার মাঝে সে সাকতাহ্‌ উল্লেখ পাওয়া যায় তা সামুরা বিন জুনদুব রাদ্বীআল্লাহ আনহু এর বর্ণনায় সাব্যস্ত আছে"।

ইমাম খাত্তাবী ও ইমাম গায্‌যালী রাহিমাহুমাল্লাহ্‌ এর মত যে ঠিক নয় তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। হয়তো বা কেহ ইহাকে ইমাম শাফেঈর নাম ব্যবহার করে চালিয়ে দিয়েছে, যা ইমাম গায্‌যালী ও ইমাম খাত্তাবীর নজরে আসে নাই, এটা কী করে সম্ভব ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্‌ দলিল বিহীন মাসআলাকে গ্রহণ করবেন এবং স্পষ্ট ও সহীহ সনদযুক্ত হাদীসকে বর্জন করবেন। ইমাম ইবনু

হাযার আসকালানী কী করে তার একই কিতাবের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মতকে উল্লেখ করে হানাফী ফিক্বহের বিপক্ষে দলিলহীন মতকে দলিল হিসেবে পেশ করলেন। এবং তার সামনে তার মাযহাবের ইমাম (ইমাম শাফেঈ) স্পষ্ট মত থাকা সত্ত্বেও সাকতার মধ্যে ক্বিরাআত পাঠের ফাতাওয়া দিলেন। তাছাড়া তার উল্লিখিত বর্ণনাতেই উল্লেখ আছে সাকতার মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়লে একমতে সালাত মাকরুহ হবে, অন্য মতে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। মাকরুহ হবে এ কারণে যে, তা সুন্নাহর খিলাফ আর বাতিল হবে এ কারণে যে, ইমামের পূর্বেই মুক্তাদি সালাতের অংশ বিশেষ আদায় করে ফেলেছে। হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী যে মতটিকে ইমাম শাফেই রাহিমাহুল্লাহর মত বলে স্বীকার করেছেন, তা ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, শায়খ বিন বায্, শায়খ উসাইমীনও একই মত পোষন করেছেন, সাকতা সুরা ফাতিহা পড়ার জন্য নয়।

এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায্ তার "মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতু মুতানাওবিয়াহ্" কিতাবের ১১ খণ্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বলেন, ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شريعة سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة فى الصلاة الجهرية.

"জাহ্‌রী সালাতে ইমামের সাক্তার সময় মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে শরীয়তী বিধানের কোন স্পষ্ট ও সহীহ দলিল নেই"।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায্ তার "মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতু মুতানাওবিয়াহ্" কিতাবের ১১ খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন,

سوال: ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة وقد سمعت انها بدعة.

جواب: الثابت فى الأحاديث سكتتان:

احدهما: بعد التكبيرات الأولى وهذه تسمى سكتة الإستفتاح.

الثانية: عن آخر القرأة قبل ان يركع الإمام وهى سكتة لطيفة تفصل بين القرأة والركوع, وروى سكتة ثالثة بعد قرأة الفاتحة ولكن الحديث فيها ضعيف وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها وأما تسميتها بدعة فلا وجه له.

"প্রশ্ন: সুরা ফাতিহা পড়ার পর যে সাক্তাহ করা হয় তার হুকুম কী? আমি শুনেছি (ইবনু তাইমিয়াহ বলেছেন) এ সময় ক্বিরাআত পড়া বিদআহ।

জওয়াব: হাদীসে দু-ধরনের সাক্তার কথা উল্লেখ আছে।

এক: প্রথম তাকবীরের পর আর এটাকে বলা হয় ইসতিফতাহ্র সাকতা।

দুই: হলো ক্বিরাআতের শেষে রুকুর পূর্বে এটা হচ্ছে ক্ষীণ সময়ের জন্য। যা ক্বিরাআত ও রুকুর মাঝে। আর সুরা ফাতিহার পরে তৃতীয় যে সাক্তা দেখা যায় তার সনদ দুর্বল, এর কোন স্পষ্ট দলিল নেই। তাই উত্তম হলো এ ধরনের সাক্তা তরক করা, যা প্রকৃত পক্ষে কোন সাক্তা নয়। তাছাড়া প্রথম সাক্তায় সুরা ফাতিহা পড়া বিদআত বলে যে ফাতাওয়া দেওয়া হয়েছে তার কোন শরঈ মত নেই"।

শায়খ বিন বায্ এর শেষোক্ত উক্তি "বিদআত বলার কোন শরঈ মত নেই" কথাটি তার স্ববিরোধী হয়ে গেছে। কেননা তিনি তার উক্ত কিতাবের ১১ খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন,

الإستفتاح سنة فى الفرضية والنافلة ومن تركه فلا شئ عليه.

"সালাতে ইসতিফতাহ এর দোয়া পড়া ফরজ ও নফল সব সালাতেই সুন্নাত তথা মুস্তাহাব, কেহ যদি দোয়া না পড়ে তাহলে কোন গুনাহ্ হবে না।

কোন মুস্তাহাব ত্যাগ করলে গুনাহ হবে না এটাতো স্ববর্জন স্বীকৃত কথা। কিন্তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আমল বাদ দিয়ে তার বিপরীত দলিল বিহীন মনগড়া আমল من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

"যে আমাদের শীরয়তের বর্হিভূত কিছু আনয়ন করে যা এর মধ্যে নেই তা প্রত্যাখাত। এবং كل بدعة ضلالة প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী" এ দুটো হাদীসের আওতাভূক্ত কি হবে না?

প্রিয় পাঠক, আপনারা যদি " ফাতাওয়া লাজনাহ আদ্দায়েমাহ লিল বুহুস ওয়াল ইফতাহ্" কিতাবটি পড়েন তাতে দেখা যাবে, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বায্ সহ সৌদি আরবের অন্যান্য আলেমগণ নিতান্ত মামুলী

মাসআলাতেও সুন্নায় নেই তাই উহা বিদআত বলেছেন এবং উক্ত হাদীস দু'টি হতে দলিল দিয়েছেন, তাদের ঐ সমস্ত ফাতাওয়ার সাথে যদি সাক্তার মাসআলাটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তাহলে শায়খ বিন বায এর ফাতাওয়া অনুযায়ীই সাক্তার সময় সুরা ফাতিহা পড়া বিদআত হবে। যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বিদআত বলেছেন। কারণ তাকবীরে তাহরীমার পর দোয়ার পরিবর্তে সুরা ফাতিহা পড়লে স্পষ্ট সুন্নাহর খিলাফ হবে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন صلوا كما رائيتمونى اصلى "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ সেভাবে সালাত আদায় কর" দ্বিতীয়ত: হাদীসে আরও উল্লেখ আছে إنما جعل الإمام ليؤتم به "নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য"।

প্রথম হাদীস অনুযায়ী সালাতে তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর দোয়ার স্থলে সুরা ফাতিহা পড়া فعلى হাদীসের খিলাফ (রাসূলুল্লাহি সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যে সমস্ত কাজ নিজে করে দেখিয়েছেন তা হচ্ছে ফে'লী হাদীস)। আর দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী قولى সুন্নাতের খিলাফ। তাই ইমামের পূর্বে সুরা ফাতিহা পড়লে মুক্তাদির সালাত বাতিল হবে ও বিদআত এর ফাতাওয়াই শরঈ দলিলের মুআফিক হবে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমুহুল্লাহ্ ইমামের সাক্তার সময় মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়ার যে সমাধান দিয়েছেন তা অকাট্যভাবে পরিত্যাজ্য, কেননা সাহাবীগণ এরুপ আমল করেন নি।

৩। ইমামের পূর্বে মুক্তাদি সালাতের ফরজ আমল করতে পারবে কী?

ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী বলেছেন ينصت اذا قرأ الإمام ويقرأ اذا سكت "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে, মুক্তাদি তখন চুপ থাকবে আর ইমাম যখন চুপ থাকবে মুক্তাদি

তখন ক্বিরাআত পড়বে" ।

এ কথা গুলো স্পষ্ট নয়, বরং اذا سكت দ্বারা কয়েকটি অর্থ প্রকাশ পায়।

১) ইমামের সুরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেই সাক্তার সময় মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ে নেওয়া।

২) ইমামের এক আয়াত পড়া শেষ হলে মুক্তাদি এক আয়াত পড়বে যেমন ইমাম "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন পড়ার পর চুপ করবে তখন মুক্তাদি আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন বলবে। এভাবে ইমাম এক আয়াত পড়া শেষ করলে তারপর মুক্তাদি পড়বে ইমাম পরের আয়াত শেষ করবে তৎপর মুক্তাদি পড়বে এবং ইমাম চুপ থাকবে। ইমাম ইবনু হাযার যে পথ্য দিলেন তাতে কয়েকটি অসংলগ্ন বিষয় প্রকাশ পায় যা সুন্নাহ স্বীকৃত নয়ঃ

ক) ইমাম সুরা ফাতিহা হতে এক আয়াত পড়া শেষ করতে যতটুকু সময় লাগে, মুক্তাদির ততটুকু সময়ই লাগবে, এভাবে প্রতি আয়াতের শেষে পঠিত আয়াত পরিমান চুপ করে থাকা স্পষ্ট সুন্নাহর খিলাফ এবং নতুনত্ব তাই ইহা বিদআত।

খ) মুছল্লি বিভিন্ন ধরনের থাকে যেমন ছোট, যুবক, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, মুর্খ, অর্ধমূর্খ, শিক্ষিত, আলেম, মাদ্রাসার ছাত্র, স্কুল-কলেজের ছাত্র ইত্যাদি সবার পড়ার গতি এক নয়। একজনের পড়া শেষ , অন্যজনের বাকী অংশ শেষ হওয়ার পূর্বেই ইমাম পরের আয়াত পড়া শুরু করে দিবে। এতে ইমাম ইবনু হাযারের تطبيق (সমন্বয় সাধন) হলো না। ফলে ইমামের সাথে সাথে সুরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে তাদের জন্য এ পথ্যটি অপথ্য তথা সুন্নাতের খিলাফ তথা বিদআত হয়ে গেল।

৩) ইমামের সুরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে মুক্তাদি পড়বে তাও অসম্ভব কারণ তখন যথেষ্ট সময় থাকে না। ইমামের ক্বিরাআতও শোনা হলো আবার নিজের ক্বিরাআতও পড়া হলো এ আমল করতে গেলে একই সালাতে দুইজন ইমাম হয়ে যায়। একবার ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদি শুনবে আবার মুক্তাদির ক্বিরাআত ইমাম শুনবে অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের অনুসরণকারী হলো, আর যদি ইমামের সুরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে মুক্তাদি ইমামের সাকতার মধ্যে সুরা ফাতিহা

পড়ে তাহলে ইমামের অগ্রগামী হয়ে গেল। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিম এর কিতাবুস্ সালাতের আন নাহী আনিল মুবাদারাতিল ইমাম বিত তাকবীর ওয়া গাইরিহী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন إسحاق بن إبراهيم و إبن خسرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس: حدثنا الأعش عن ابى صالح عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام اذا كبر فكبروا واذا قال: ولاالضآلين فقولوا: آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد.
"আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিলেন তিনি বলেন ইমাম থেকে কোন কাজ তাড়াতাড়ি তথা অগ্রগামী হয়ো না। ইমাম যখন তাকবীর বলেন তোমরা তখন তাকবীর বলবে, তিনি যখন ওয়ালাদ্ব দ্বোয়াল্লীন বলেন তোমরা তখন আমিন বলবে, যখন রুকু করে তোমরা তখন রুকু করবে, আর যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বনা লাকাল হামদ।"

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে সালাতে কোন আমলের ক্ষেত্রেই ইমামের অগ্রবতি হওয়া জায়েয নেই"।

৪) সুরা ফাতিহা পড়ার পর যদি সাক্‌তাহ করা হয় ইমামের সাথে আমীন বলার পর মুক্তাদি কী সুরা ফাতিহা পড়বে?

প্রথম সাক্‌তায় ইমামের দোয়া পড়ার সময় মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়া কেহ বলেছেন বিদআত, কেহ বলেছেন মাকরুহ আবার কেহ বলেছেন মুক্তাদির সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে ইমামের পূর্বেই ওয়াজিব আদায় করে ফেলেছে, যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। মুক্তাদি যদি প্রথম সাক্‌তায় সুরা ফাতিহা না পড়ে, ইমামের সুরা ফাতিহা পড়ার পর পড়ে এবং ইমাম ولاالضالين পড়ার পর তোমরা আমিন বলবে। অর্থাৎ ইমামের সাথে আমিন পড়ার পর সুরা ফাতিহা পড়ে তাহলে আবার কী আমিন বলবে।

ইমাম আমিন বলার পর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য সুরা পড়া শুরু করে দেয় এমতাবস্থায় মুক্তাদি সুরা ফাতিহা কখন পড়বে ? শায়খ বিন বায, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, শায়খ উসাইমীন সকলেই বলেছেন দ্বিতীয় সাকতাহ্ টি سكتة طويلة (বেশী সময় চুপ থাকা) নয় বরং سكتة لطيفة (সামান্য সময় চুপ থাকা) এ ক্ষীণ সময়ের মধ্যে সুরা ফাতিহা তো দূরের কথা তিন তাছবীহ্ ও আদায় করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় মুক্তাদি যদি সুরা ফাতিহা পড়া শুরু করে তাহলে নিঃসন্দেহে মুক্তাদির ক্বিরাআত ইমামের অন্য সুরা পড়ার সাথে সংমিশ্রণ হয়ে যাবে, মুক্তাদি এখন ইমামের ক্বিরাআত শুনবেন নাকি সুরা ফাতিহা পড়বেন। সুরা ফাতিহা হতে একটি আয়াতও যদি বাদ যায় তাহলে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার পক্ষালম্বণকারীগণের ফাতাওয়া অনুযায়ী সালাত আদায় হবে না। কেননা সুরা ফাতিহা পড়া হলো না। আর যদি সুরা ফাতিহা পূর্ণ করা হয়, আর এ কারণে অন্য সুরা হতে ইমামের ক্বিরাআত না শোনা হয় তাহলে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অমান্য করা হলো। অর্থাৎ واذا قرئ القرأن فاستمعوا له وانصتوا "যখন কুরআন পড়া হয় তোমরা তখন মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক"। এ আয়াতের হুকুম পালন করা হলো না। ফলে ফরজ অমান্যের গুনাহ হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে ও সহীহ বর্ণনায় প্রমাণিত হলো ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার যে সমাধান দিয়েছেন তা ত্রুটিযুক্ত এবং মুহাক্কিক ইমামগণের সুচিন্তিত সঠিক মতের ও ব্যাখ্যার বিপরীত। এবং "ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত" এ সহীহ হাদীসের সনদকে দূর্বল বানানোর কৌশল অবলম্বন, আর হানাফী ফিক্বহের বিপক্ষে বিমাতা সুলভ আচরণ হিসেবেই পরিগণিত হবে। তা না হলে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাই কিরাম হতে প্রমাণিত নয় বা যা সুন্নাহর বিপরীত এমন একটি বিষয় (সাকতার মধ্যে ক্বিরাআত পড়া) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবেন কেন?

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্র অভিযোগের বিপক্ষে এমন ভাবে কোন জওয়াব দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কিছু পরগাছা বুদ্ধিজীবী

তথা কিছু ডক্টর গজিয়েছে যারা বিষয়গত জ্ঞান হাসিল না করে ইলমের গভীরে প্রবেশ না করে শুধু কৌম চেতনার জোরেই কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর তাদের মতের স্বপক্ষে কিতাবে যাই পাচ্ছেন কেরানির মত নকল করছেন, তা কতটুকু সঠিক আর বেঠিক তা তলিয়ে দেখছেন না, এ সমস্ত নকলনবিশ গণের চিন্তার বিকাশ ঘটানোর জন্য এবং আলোর পথ দেখানোর জন্যই লিখকের এ প্রয়াস, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর পথে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতে চলার তওফীক দান করুন এই প্রত্যাশারই কামনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়..........................

- ➢ ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে
- ➢ ইমাম বুখারীর রায় এর জওয়াব
- ➢ রুকু পেলে রাকাআত পাওয়া হবে স্পষ্ট হাদীসের প্রমাণ
- ➢ আল্লামা শাওকানী ও আযীমাবাদীর হাদীস বিরোধী রায়
- ➢ রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে এ ব্যাপারে শায়খ আলবানির রায়
- ➢ ইমাম বুখারীর রায় গ্রহণ না করার জন্য শায়খ আলবানির সতর্কবাণী
- ➢ রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে, এ ব্যাপারে আলেমদের ফাতাওয়া
  - ইমাম ইবনু আব্দুল বার এর ফাতাওয়া
  - শায়খ উসাইমিন এর ফাতাওয়া
  - শায়খ বিন বায্ এর ফাতাওয়া
  - ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ফাতাওয়া
  - সৌদী উলামাগণের ফাতাওয়া লাজনাহ্ এর রায়
  - সৌদী আরবের প্রধাণ কাজী ও মুফতীর ফাতাওয়া
  - ইমাম শাফেঈ এর ফাতাওয়া
  - ইমাম ইবনু কুদামাহ্র ফাতাওয়া
  - ইমাম নববীর ফাতাওয়া
  - হাফিজ ইবনু কাইয়্যেম এর ফাতাওয়া
  - মালেকী মাযহাবের ফাতাওয়া
  - শায়খ সালিহ আলফাওযান এর ফাতাওয়া
  - ইমাম ইবনু মুনযির এর ফাতাওয়া
  - বর্তমান বিশ্বের আরব দেশের আলেমগণের সম্মিলিত ফাতাওয়া

ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে

ইমাম যদি রুকুতে চলে যায়, এ অবস্থায় মুক্তাদি যদি ইমামের সাথে শরীক হয়, তাহলে মুক্তাদি ঐ রাকাআত পাবে কিনা ? এ নিয়ে কেহ কেহ দ্বিমত পোষন করেছেন। ইসলামী দুনিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রায় সকল আলেমই এ ব্যাপারে একমত যে, মুক্তাদি যদি ইমামের রুকু অবস্থায়, ইমাম রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বে রুকুতে যায় ও তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, তাহলে মুক্তাদির জন্য ঐ রাকাআত পাওয়া হবে। আর যদি মুক্তাদি রুকুতে যায়, এবং কোন তাসবীহ্ পড়ার পূর্বেই ইমাম রুকু হতে উঠে যায়, তাহলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না।

ইমাম ইবনু কুদামাহ্ আল মাকদিসী আল মুগনী কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, اذا ادرك الإمام فى الطمانينة الركوع، أوإنتهى الى قدر الأجزاء من الركوع قبل ان يزول الإمام عن قدر الأجزاء. فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها. فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه. "মুক্তাদি যদি ইমামকে রুকুতে ইত্বমিনানের সাথে পায় অথবা মুক্তাদি যদি ইমামের রুকু হতে উঠার পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণ সময় পায়, তাহলে মুক্তাদির জন্য ঐ রাকাআত পওয়া হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু মুক্তাদি রুকুতে গেল আর ইমাম রুকু হতে উঠে গেল (ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলো না)তাহলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত ফওত হিসেবে গণ্য হবে, পাওয়া হবে না"

ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুমাল্লাহর মতে, ইমামের সাথে কিয়াম ও ক্বিরাআত না পেলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। ইমাম বুখারীর উক্ত মত তিনটি দলিলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি হাদীস ভিত্তিক, যা তিনি এ হাদীস হতে বুঝেছেন, হাদিস হতে তার এ দলিল সঠিক কিনা তা একটু পরে এ অধ্যায়েই আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয়টি ক্বিয়াসী মত এবং তৃতীয় মতটি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনা যা তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ আনহুর সূত্রে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারীর রায় এর জওয়াব

প্রথমতঃ যে হাদীসটিকে ভিত্তি করে তিনি তার উল্লিখিত মতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলো নিম্নোক্ত হাদীসটি। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুস সালাতের لا يسعى الى الصلاة واليأت بالسكينة والوقار অধ্যায়ে حدثنا آدم قال: حدثنا ابن ابى ذئب قال: حدثنا الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: اذا سمعتم الإقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. উল্লেখ করেন

"আদম বলেন, ইবনু আবু জিবিন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, ইমাম যুহ্‌রী আমাদেরকে আবু সালামাহ্ হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা ইক্বামাত শুনবে, তখন তাড়াহুড়া করবে না, বরং ধীরে সুস্থে ইত্বমিনানের সাথে সালাতে আসবে। অত:পর সালাতের যে অংশ ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যাবে তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করে নিবে।

ইমাম বুখারী তার মতের সমর্থনে উক্ত হাদীসের ومافاتكم فاتموا এ অংশটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ূত্বী, "আত তাওশিহ্

শারহুল জামে আস সহীহ্" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭০-৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদীস হতে যা বুঝেছেন তা হলো إن من ادرك الإمام راكعا لا تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته الوقوف والقراة فيه.

"ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে সে রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে না, কেননা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন وما فاتكم فاتموا আর তোমাদের থেকে সালাতের যে অংশ বাদ গিয়েছে তা তোমরা পূর্ণ কর। এ হুকুমের কারণে মুক্তাদি শুধু রুকু পেলেই ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না, কেননা সে ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত বাদ দিয়েছে"।

ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহ্র মতে যেহেতু মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, না পড়লে সালাত আদায় হবে না, তাই তাদের ফাতাওয়া হলো, মুক্তাদি রুকু পাওয়া সত্ত্বেও তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে। তবে এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহ্র মতে রুকু পাওয়ার কারণে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হবে এবং সালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা ইহা একটি জরুরী অবস্থা, আর এ জরুরী অবস্থার কারণে মুক্তাদি হতে ক্বিয়াম, ক্বিরাআত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা সাক্বিত্ব (রহিত) হয়ে যাবে।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুমুল্লাহ্ উক্ত হাদীসের আলোকে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সহীহ্ হাদীস ও জমহুর ইমামগণের খিলাফ।

শায়খুল ইসলাম আবু ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া আল আনসারী আল মিসরী আশ্ শাফেঈ তার মিনহাতুল বারী বিশারহী সহীহিল বুখারী কিতাবের ২ খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন– والجمهور على أنه مدرك لها لقول صلى الله عليه وسلم لأبى بكرة حيث اسرع وركع دون الصف "زادك الله حرصا ولا تعد لم يأمره بإعادة تلك الركعة.

"জমহুর ইমামগনের মত হলো ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হবে,দলিল হলো আবু বাক্রাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সালাতে দ্রুত আসা এবং কাতারের বাহিরে রুকু করা দেখে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ "আল্লাহ তা'আলা তোমার আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে দিন, তবে আর কখনও এরুপ করবে না" এ কথা বলা সত্ত্বেও আবু বাক্‌রাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলেননি তুমি ক্বিয়াম করনি, ক্বিরাআত পড়নি, ফলে তোমার রাকাআত পাওয়া হয়নি, তাই তুমি পূণরায় সালাত আদায় করে নাও"।

ইমাম বুখারী وما فاتكم فاتموا এ হাদীস থেকে যা বুঝেছেন এবং রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সহীহ্ হাদীসের খিলাফ এবং উসূলে ফিক্বহের নীতিমালার পরিপন্থি। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হলো-

১। ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্নিত হাদীস فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.

"ইমামের সালাতের যে অংশ পাও তা পড়ে নাও, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ কর। এ হাদীসের বাহ্যিক এবং সাধারণ শাব্দিক অর্থকে গ্রহণ করে ومافاتكم فاتموا দ্বারা ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত সবই অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন মুক্তাদি যদি ইমামকে ক্বিয়াম অবস্থায় না পায় তাহলে শুধু রুকু পাওয়ার দ্বারা তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। ইমাম বুখারীর এ মত গ্রহণ করা যেতো যদি মুক্তাদির ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে সালাতের ব্যাপারে হাদীসে কোন দিক্ নির্দেশনা না থাকতো। ইমামের পিছনে মুক্তাদির ইক্তেদা করার বিধান যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে এবং তার স্পষ্ট সমাধান রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে দিয়েছেন তারপরও কেহ যদি হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমামের পিছনে সালাত আদায় করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের মুক্তাদি থাকবে। কেউ প্রথম থেকে তাকবীরে উলার সাথে যুক্ত হবে, কেউ সুরা ফাতিহা পড়া অবস্থায় শরীক হবে, কেউ সুরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পরে, কেউ অন্য সুরা পড়া অবস্থায় বা সুরা পড়া শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্ব মূহুর্তে কেউবা রুকুতে যাওয়ার পর, কেউবা সিজদায় যাওয়ার সময় শরীক হবে।

ইমাম বুখারী সহ যারা ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হলো না বলেন, তারা একটি ঘটনাও কি দেখাতে পারবেন, যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সাহাবীগণ উক্ত যে কোন অবস্থায়

সালাত আদায় করেছেন আর ইমামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার পিছনে ইক্তেদা করে যদি তোমরা ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত না পাও তাহলে তোমাদের ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। এ রকম কোন বর্ণনা কোথাও উল্লেখ নেই, বরং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, তার একটি হলো আবু বকরাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ঘটনা সংবলিত হাদীস যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো সিজদাকে তোমরা রাকাআতের মধ্যে গণ্য করো না, বরং রুকু পেলেই ঐ রাকাআত পাওয়া হলো এটা স্পষ্ট হাদীস।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ومافاتكم فاتموا হাদীস দ্বারা كلى (সামগ্রীক) অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি ক্বিরাআত ও ক্বিয়ামকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, কিন্তু যিনি এ কথা বলেছেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইহার جزئ (আংশিক) অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন তার প্রমাণ হলো উপরোক্ত আবু বকরাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর হাদীস এবং আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীস। উহা হতে বুঝা গেলো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ومافاتكم فاتموا দ্বারা যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা সামগ্রীক ভাবে হাদীসের পরিপন্থি।

২। ইমাম বুখারী ومافاتكم فاتموا দ্বারা ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত না পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হলো না বলেছেন, ইহা উসূলুল ফিক্বহ্ এর নীতিমালা বিরোধী।
এখন দেখা যাক উসূলীগণের মতানুসারে এ হাদীসের হুকুম কী ?
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا এ হাদীসের فاتكم শব্দটি মুজমাল ও মুবহাম যার অর্থ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট।

ইমাম যারকাশী আল বাহরুল মুহীত্ব ফি উসূলিল ফিকহি কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় মুজমাল সম্পর্কে উল্লেখ করেন قال ابن السمعانى: قال الأصحاب: المجمل على اوجه: منها ان لا يرجع اللفظ للدلالة على شئ بعينه، واتو حقه يوم حصاده (سورة الانعام) قوله عليه السلام: (الا بحقها) فإن الحق يشتمل على اشياء كثيرة وهو فى هذا الموضع مجهول كقوله تعالى "أحلت لكم بهيمة الإنعام إلا ما يتلى عليكم (سورة المائدة) فإنه صار مجملا

لما دخله الإستثناءومنها: ان يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتملا واحدا كالجمع بين الصلاتين فى السفر، فهو مجمل، لأنه يحتمل السفر الطويل والقصير فلا يجوز ان يحمل على احدهما إلا بدليل ومنها بعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة، فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة الى تلك المجازات.

"ইবনুস সামআনী বলেন, আল আসহাব বলেছেন: মুজমালের কয়েকটি দিক আছে এ গুলো হলো:

১। শব্দটি নির্দিষ্ট কোন দলিলের দিকে ফিরবে না যেমন আল্লাহ তায়া'লার ইরশাদ "ফসল কাটার দিন উহার হক প্রদান করবে" এবং রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইহার হক ব্যতীত" এখানে যে হকের কথা বলা হয়েছে তা অনেক জিনিসেরই হতে পারে, কিন্তু এখানে তা অনুল্লেখ। যেমন আল্লাহ্ তায়া'লার নির্দেশ তোমাদের নিকট যা বর্ণিত হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদ পশু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। এ আয়াতে কিছু সংখ্যক বাদ দেওয়ার পর মুজমাল হয়ে গেল।

২। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন কথা বা কাজ একাধিক অর্থ বহন করা যেমন সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত এক সাথে পড়া এ বিষয়টি এখানে মুজমাল কেননা এস্থলে সফরটি একদিকে যেমন দীর্ঘ সফর এর অর্থ বহন করে অপরদিকে সংক্ষিপ্ত সফরের অর্থও বহন করে, তাই দলিল ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নেই।

৩। শব্দটির মধ্যে সমান্তরাল ভাবে রুপক অর্থ বিদ্যমান থাকা, সাথে সাথে এর হাক্বীকী (প্রকৃত) অর্থ গ্রহণে বাধা দেওয়া।

ইমাম সামআ'নী আল আসহাব হতে মুজমালের ব্যাপারে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে যদিও وما فاتكم فاتموا হাদীসটি নেই কিন্তু উপরোক্ত কারণ সমূহের সম্পূর্ণটাই এ হাদীসে বিদ্যমান যেমন "যা ছুটে যায় তা পূর্ন কর" এখানে ইমাম বুখারী যা ছুটে য়ায় দ্বারা ক্বিয়াম এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। এজন্য তার মতে ক্বিয়াম না পেলে, শুধূ রুকু দ্বারা ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হবে না। তিনি এখানে ক্বিয়ামের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হলো, যাতে সূরা ফাতিহা পড়া যায়, কিন্তু

হাদীসে যে ক্বিয়ামের অর্থ বিদ্যমান তাতে কেহ যদি ইমামের সাথে মুক্তাদির রুকুতে যাওয়ার পূর্বে সূরা ফাতিহার এক আয়াত পরিমাণ পড়া যায়, এতটুকু সময়ও পায়, তাহলেও ক্বিয়াম হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম বুখারী কি এ অর্থে ক্বিয়াম এর শর্ত করেছেন ? নাকি সূরা ফাতিহা পূর্ণভাবে পড়া যায় এ অর্থ নিয়েছেন ? তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন প্রথমটি নয়, কারণ প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অথবা একটিও উদ্দেশ্য নয় বরং নির্দিষ্ট করে দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য, তাহলেই তার মতকে সমর্থন করে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়লে ঐ রাকাআত মুক্তাদির পাওয়া হলো না। কিন্তু মুজমাল শব্দের অর্থটি দলিলহীন অবস্থায়, এক অর্থের দিকে রুজু হওয়া জায়েয নেই, তাই এখানেও ইমাম বুখারীর নির্দিষ্ট একটি অর্থ গ্রহণ করা উসূলুল ফিক্বহ্ এর নীতিমালার পরিপন্থী। কেননা (قِيَام) ক্বিয়াম শব্দটি যেমন তাকবীরে তাহরীমা হতে রুকু পর্যন্ত অর্থ বহন করে, সাথে সাথে ইমামের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এক তাসবীহ পরিমাণ বা এক আয়াত পরিমাণ পাওয়া যায় এ অর্থও বহন করে। এ ধরনের শব্দের নির্দিষ্ট কোন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নেই। তাই উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বুঝা গেল হযরত আবু বাকরাহ্ ও আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীস ও উসূলুল ফিক্বহের মাসআলা উভয় ধারা মতেই ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাকী এবং যারাই ইমামের সাথে রুকু পেলে ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হলো না এ মত পোষণ করেন তা পরিত্যাজ্য, কেননা এটা তাদের ক্বিয়াসী মত যা স্পষ্ট সহীহ হাদীসের খিলাফ। ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এটা রক্ষা করার জন্যই তারা আক্বলী (বুদ্ধিভিত্তিক) ও নকলী (দলিল ভিত্তিক) সব দলীলকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন। অবশ্য তাদের এ মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর কোন গত্যান্তরও নেই। কারণ হাদীস শরীফের সর্ব দিকের বিচারেই এখানে এসে আর জওয়াব থাকে না। তাই স্পষ্ট সহীহ হাদীসের বিপরীতে ক্বিয়াসী মত গ্রহণ করেছেন। اذا صح الحديث فهو مذهبى এটাই যদি মুহাদ্দিসগণের হাদীস গ্রহণ ও তার থেকে মাসআলা নিরুপণের মানদণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে আবু বাকরাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ঘটনা সংবলিত স্পষ্ট সহীহ ও মুহ্কাম হাদীস, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকীসহ সকলের মতেই হাদীসটি সহীহ। রাসূলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর রুকুতে শরীক হওয়ার এবং ইমামকে রুকুতে পেলে তার ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হলো, হাদীসেই তার সমাধান থাকা সত্ত্বেও অস্পষ্ট দলিল গ্রহণ করে সে মতের উপর অটল থাকা উচিত নয়। জমহুর ইমামগণ অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুমুল্লাহ, অত:পর ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনু কাইয়্যেম, বর্তমান যুগের আলেমগণের মধ্যে শায়খ উসাইমিন, শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বায্ প্রমুখ আলেমগণের, হাদীস অনুযায়ী মত হলো মুক্তাদি যদি ইমামকে রুকুতে পায় তাহলে ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হবে।

রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে স্পষ্ট হাদীসের প্রমাণ

এখন দেখা যাক মুক্তাদি ইমামের সাথে রুকু পেলে তার ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হবে কিনা ? এ ব্যাপারে সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম কী ?

ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদের প্রথম খণ্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا محمد بن يحيي بن فارس ان سعيد بن الحكم حدثهم اخبرنا نافع بن يزيد حدثنى يحيي بن سليمان عن زيد بن ابى عتاب وابن المقبرى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة.

"মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন ফারিস আমাদেরকে বলেন, সাঈদ বিন হাকাম তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, নাফে বিন ইয়াযিদ আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সুলায়মান আমাদেরকে যায়েদ বিন আবু ইতাব ও ইবনুল মাকবুরী হতে, ইনারা দু'জন হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ আনহু হতে আমাকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যখন সালাতে শামিল হও আর আমরা যদি সিজদা অবস্থায় থাকি তাহলে তোমরাও সিজদা করবে। কিন্তু সিজদাকে রাকাআ'ত হিসেবে গণ্য করবে না। তবে যে রুকু পেলো সে সালাত পেলো অর্থাৎ ঐ রাকাআ'ত পেলো"।

অধিকাংশ ইমামগণের মতে এ হাদীসের من ادرك الركعة এর الركعة শব্দটি রুকু অর্থে ব্যবহৃত হবে। মানহালুল আযব আল মাওরুদ শরহু সুনান আবু দাউদ এর ৫ খণ্ডের ৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। من ادرك الركعة وادراكها يكون بادراك قيامها وقراءتها الى أخر سجدة منها وهو مسمى الركعة حقيقة. وتطلق ايضا على الركوع مجازا وهو المراد هنا.
"যে রাকাআত পেলো এ হাদীসের পাওয়া শব্দ দ্বারা ক্বিয়াম, ক্বিরাআত এবং সিজদার শেষ পর্যন্তই বুঝায়, রাক্বাআ'হ্ শব্দের এটাই হাকীকী অর্থ আর রুপক অর্থে রুকুও বুঝায় তাই এখানে হাকীকী অর্থ রাকাআ'ত প্রযোজ্য নয় বরং মাযাযী (রুপক) অর্থ রুকুই উদ্দেশ্য।"

আল্লামা শাওকানী ও আযিমাবাদীর হাদীস বিরোধী রায়

আল্লামা শাওকানী ও শামসুল হক আযিমাবাদী এ মতের বিরোধিতা করেছেন, আযীমাবাদী আওনুল মা'বুদ আলা সুনান আবু দাউদ এর ৩ খন্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন- قيل المراد به ههنا الركوع فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. و فيه نظر لأن الركعة حقيقة لجميعها و إطلاقها على الركوع وما بعده مجازلا يصار إلا لقرينة.
"বলা হয় হাদীসে বর্ণিত الركعة শব্দটি الركوع অর্থে ব্যবহৃত হবে, এর উদ্দেশ্য হলো ইমামকে রুকুতে পাওয়া অর্থ ঐ রাকাআ'ত পাওয়া,এ অর্থ গ্রহণ সন্দেহাতীত নয়, কেননা রাকাআ'ত বলতে তাকবীর হতে সিজদা পর্যন্ত পূরোটাকেই বোঝায়। الركعة শব্দটি الركوع অর্থে ব্যবহৃত করা হাকীকী অর্থে নয় বরং মাযাযী বা রুপক অর্থে। কোন কারণ ব্যতীত হাকীকী অর্থবোধক শব্দ, মাযাযী (রুপক) অর্থ বহন করে না"।

আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদীর উক্ত কথাটি ঠিক নয় কারণ এ হাদীসের মধ্যেই الركعة শব্দকে মাযাযী হিসেবে গ্রহণ করার কারণ নিহিত আছে। আর তা হলো সিজদা (السجود) শব্দটি। আযিমাবাদী সাহেব (আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহমত বর্ষণ করুণ) সম্পূর্ণ হাদিসের দিকে তার দৃষ্টিকে

ফিরিয়ে, ফিকির করে দেখেন নি, যার ফলে ভূল করে ফেলেছেন রুকূ পেলে ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হবে না। এ মত পোষণকারীগণ মূলতঃ দুটি বিষয়ের হাদিসকে একই ধরনের শব্দের কারণে, এক করে ফেলেছেন। এ শব্দ বুঝার বিভ্রাটের কারণে আল্লামা শাওকানী, শায়খ আযিমাবাদী এবং তাঁদের উওরসূরীগণ বিভ্রান্তিতে পরে গিয়ে মাযাযী শব্দকে হাকীকীর সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। আবু দাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় প্রসঙ্গে বর্ণিত।" আমরা জামাআতে সালাত আদায় করার সময় তোমাদের কেহ যদি সালাতে এসে দেখে আমরা সিজদারত অবস্থায় আছি। তাহলে তোমরাও সিজদা করবে, তবে ইহাকে পূর্ণ রাকাআত এর মধ্যে গণ্য করবে না, বরং যে রাকাআত পাবে সে সালাত পাবে"।

এখানে রাকাআ'ত শব্দটি রুকু' অর্থে এবং সালাত শব্দটি রাকাআত অর্থে এসেছে। যেমন, আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন, واركعوا مع الراكعين "তোমরা রুকু' কারীদের সাথে রুকু কর"। এ আয়াতের হাকীকী অর্থ হলো বনী ইসরাইলীরা সালাতে রুকু' দিতো না, কেননা তাদের সালাতে সিজদা ছিল রুকু' ছিলনা, তাই তাদেরকে খাছ করে রুকু' শব্দটি দিয়ে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদিও ইতিপূর্বে তোমাদের সালাতে রুকু' ছিল না। কিন্তু এখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে রুকু' সহ সালাত আদায় কর। আর সাধারণভাবে আমাদের জন্য রুকু' শব্দটিকে মাযাযী ভাবে জামাআত দ্বারা পূর্ন সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনু আত্বিয়া আল আন্দালুসী তাফসীর আল মুহাররার আল ওয়াযীয এ বলেনجعل الركوع لما كان من اركان الصلاة عبارة عن الصلاة كلها.

"রুকু' শব্দটি সালাত এর একটি রোকন কিন্তু রুকূ'কে এখানে পূর্ন সালাতের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।"

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান আল কিন্নাওযী ফাতহুল বায়ান ফি মাক্বাসিদিল কুরআন এর প্রথম খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "واركعوا مع الراكعين"اى صلو مع المصلين.

"রুকু কারীদের সাথে রুকু কর এর অর্থ হলো, সালাত আদায়কারীদের সাথে

সালাত আদায় কর।"

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও এখানে হাকীকী অর্থ নয় বরং মাযাযী অর্থে ركوع কে صلاة এর অর্থে বলেছেন। তিনি আরও বলেন وقيل أنه اراد بالركوع جميع اركان الصلاة "কেহ কেহ বলেন এখানে রুকুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাতের সমস্ত রুকুন সমূহ"।

যদিও এ আয়াতে ركوع শব্দটি সালাতের جزء বা অংশ, কিন্তুউদ্দেশ্য كل বা সম্পূর্ন সালাত। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মাহমুদ শাফী ইরাবুল কুরআন ছরফুহু ওয়া বয়ানুহু" এর প্রথম খণ্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন صلوا مع المصلين، فعبر بالجزء وهو الركوع واراد الكل وهو الصلاة فعلاقة هذا المجاز الجزئية.

"এর অর্থ হলো তোমরা সালাত আদায়কারীদের সাথে সালাত আদায় কর, এখানে অংশ (جزء) الركوع দ্বারা كل (পূর্ণ) صلاة বুঝানো হয়েছে। এ জুয্ এবং কুল এর মধ্যে সম্পর্ক হলো আল মাযাযুল জুয্ইয়্যাহ্। এ আয়াতে রুকু' কারীদের সাথে রুকু' কর অর্থ হলো, যারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জামাআ'তে সালাত আদায় করে তোমরাও তাদের সাথে জামাআ'তে সালাত আদায় কর"।

আয়াতের প্রাসঙ্গিকতার কারণে এখানে যেমন الراكعين শব্দটি جماعة এর অর্থে ব্যবহৃত, তেমনই প্রাসাঙ্গিক কারণেই হাদীসে বর্ণিত الركعة শব্দটি الركوع অর্থে ব্যবহৃত, পূর্ণ একটি রাকাআ'ত নয়। তবে তাদের ভূলের মূল কারণ হলো সহীহ আল বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীস দুটি যা সম্পূর্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে কেউ যদি সূর্য্য ডোবার পূর্বে এক রাকাআত পড়ার মত সময় পায় তাহলে তার ঐ সালাত আদায় হিসেবে গণ্য হবে ক্বাদ্বা নয়। ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুস সালাতের মান আদরাকা মিনাল ফাজরী রাকাআতান অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন,

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطا بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن ابى هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: من ادرك من الصبح ركعة قبل

ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعة من العصر قبل
ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر.

"আব্দুল্লাহ্ বিন মাসলামাহ আমাদেরকে মালেক হতে তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে তিনি আত্বা বিন ইয়াসার, বিসর বিন সাঈদ এবং আরাজ হতে ইনারা সকলে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ফজরের সূর্য্য উঠার পূর্বে এক রাকাআত পড়ার পরিমাণ সময় পায় সে ফজরের সালাত পেলো, আর যে সূর্য্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকাআত পরার সম পরিমাণ সময় পায় সে আসরের সালাত পেলো।"

ইমাম বুখারীর সহীহ আল বুখারী-তে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. "যে সালাতের এক রাকাআত পেলো, সে সালাত পেলো।" বুখারী-তে উল্লিখিত উক্ত হাদীস দুটির হুকুম সম্পূর্ন ভিন্ন। কেননা প্রথম হাদীসটিতে সালাতের ওয়াক্ত (সময়) পাওয়া, না পাওয়ার ব্যাপারে একাকী সালাত আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত আর দ্বিতীয় হাদীসে জামাআতের সাথে সালাত আদায় এবং এর ফজিলত এর সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লামা মুহাম্মাদ আল ফাছিল বিন ফাত্বিমী আশ শাবিহী আল জারবানী "আল ফাজরুস্ সাত্বে আলাস্ সহীহিল জামে' (আল বুখারী) কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯০পৃষ্ঠায় বলেন من ادرك ركعة من الصلاة: اى مع الأمام اى صلاة كانت حتى الجمعة، فقد ادرك الصلاة: اى ادرك فضل الجماعة كله. "যে সালাতের এক রাকাআত পাবে এর অর্থ হলো ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে, যে সালাতই হোক না কেন, এমনকি জুমাআর সালাতও যদি হয়, তাহলে সে সালাত আদায় এর সম্পূর্ন ফজিলত পেলো।"

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী ফাতহুল বারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ খিদ্বির আল জাকনী আশ শানকিত্বী আল কাওসারুল মাআ'নী আদ্ দারারী ফি কাশফি খাবায়া সহীহিল বুখারী" এর অষ্টম খন্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন- وقال التيمى: معناه: من ادرك مع الإمام ركعة فقد

ادرك فضل الجماعة.

"ইমাম আত তাইমি বলেন এর অর্থ হলো, যে ইমামের সাথে এক রাকাআত পাবে, সে জামাআতের ফজিলত পাবে।"

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হাদীস اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيأ ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة.

"তোমরা যখন সালাতে শামিল হও আর আমরা যদি সিজদা অবস্থায় থাকি তাহলে তোমরাও সিজদা করবে। কিন্তু সিজদাকে রাকাআ'ত হিসেবে গণ্য করবে না। তবে যে রুকু পেলো সে সালাত পেলো অর্থাৎ ঐ রাকাআ'ত পেলো"। এ হাদীসের সাথে বুখারী-তে উল্লিখিত من ادرك ركعة من الصلاة "যে সালাতের এক রাকাআত পেলো, সে সালাত পেলো।" এ হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দুটো হাদীসের বাক্য রীতির মধ্যেও পার্থক্য আছে। আরবী ভাষায় ন্যূনতম জ্ঞান যাদের আছে তাড়াও এ পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

আবু দাউদের হাদীসে বলা হয়েছে من ادرك الركعة বাক্যের الركعة শব্দটি معرفة (নির্দিষ্ট) যা দ্বারা একটি রাকাআতের নির্দিষ্ট অংশ বুঝায়, অর্থাৎ রুকু। এবং فقد ادرك الصلاة দ্বারা অর্থ হলো فقد أدرك ركعة كاملة من الصلاة "সে সালাতের একটি পূর্ণ রাকাআত পেলো" এখানে كاملة শব্দটি উহ্য আছে।

অন্য দিকে বুখারী-তে উল্লিখিত من ادرك ركعة من الصلاة এর ركعةশব্দটি نكرة যা দ্বারা দুই, তিন, চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতের যে কোন একটি রাকাআত বুঝায় যা অনির্দিষ্ট। সুনান আবু দাউদে বর্ণিত الركعة শব্দটি হলো একটি রাকাআতের অংশ, যেমন কিয়াম একটি অংশ তাই এখানে الركعة দ্বারা রুকুই উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টি হলো দুই, তিন, চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে যে কোন একটি রাকাআত। কেননা من الصلاة এর من হরফটি এখানে من تبعيضية (কোন জিনিসের অংশ বিশেষ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত মিন) যার অর্থ হলো সালাতের সব রাকাআতের একটি রাকাআত অর্থাৎ যে ইমামের সাথে দুই তিন চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতের একটি রাকাআতও যদি পায়। তাহলে

সে জামাআতের পূর্ন সওয়াব পাবে।

সুনান আবু দাউদের অনুরুপ হাদীস ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার আল মুছান্নাফ এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনعبد الرزاق عن الثورى عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ للانصار،قال دخل رجل المسجد والنبى صلى الله عليه وسلّم فى الصلاة فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال : على اى حال و جئتنا ؟ قال سجودا فسجدت : قال كذالك: فافعلو ولا تعتدوا بالسجود الا ان تدركوا الركعة . واذا وجدتم الامام قائما فقوموا، او قاعدا فاقعدوا او راكعا فاركعوا او ساجدا فاسجدوا او جالسا فاجلسوا

"আব্দুর রাজ্জাক আস সাওরী হতে তিনি আব্দুল আযীয বিন রফী' হতে তিনি আনসার গোত্রের একজন সাহাবী হতে তিনি বলেন, একদা একজন সালাতে শরীক হলো ঐ সময় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জুতার আওয়াজ পেলেন, সালাত শেষে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাদেরকে সালাতের কোন অবস্থায় পেয়েছ তিনি বললেন, সিজদার অবস্থায়, তাই আপনার সাথে সিজদা করেছি। তাই-ই করবে, কিন্তু সিজদাকে রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য করবে না। যে পর্যন্ত না রুকু পাও। তুমি সালাতে এসে ইমামকে যদি দাঁড়ানো অবস্থায় পাও তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে,বসা অবস্থায় পেলে বসে যাবে। রুকু অবস্থায় পেলে রুকু করবে, সিজদার অবস্থায় পেলে সিজদা করবে এবং বসা অবস্থায় পেলে বসে যাবে"।

এ হাদীসটি সুনান আবু দাউদ এর হাদীসকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। ولا تعتدوا بالسجود إلا ان تدركو الركعة "সিজদাকে রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য করবে না, যতক্ষন না রুকু পাও"। এ হাদীসের الركعة শব্দটি কী একটি পূর্ণ রাকাআত এর অর্থ বহন করে ? মোটেই নয়, বরং রুকুর অর্থ বহন করে। আরবি ভাষা বোঝেন সকলেই এ অর্থ গ্রহণ করবেন, ভিন্ন অর্থের সুযোগ নেই।

সুনান আবু দাউদ ও মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে উল্লিখিত উভয় হাদীসেই সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম الركعة শব্দটি উল্লেখ করেছেন। একবারও বলেন নি إلا ان تدركوا القيام তোমাদের সিজদা রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষন না ক্বিয়াম পাও। সিজদার পূর্বে রুকুই

বিদ্যমান কিয়াম নয়। তাছাড়া الركوع ও الركعة এর গঠন এর মাদ্দাও এক, যেহেতু এখানে الركعة বলেছেন তাই বুঝা গেলো الركعة দ্বারা রুকুই উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها "তোমরা যখন সালাতে শামিল হও আর আমরা সিজদা অবস্থায় থাকি তখন সিজদা করবে, তবে এ সিজদাকে রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য করবে না"। সিজদা যেমন সালাতের একটি অংশ রুকুও একটি অংশ। সিজদা ক্বিয়াম হতে বিচ্ছিন্ন, আর রুকু কিয়ামের সাথে সংযুক্ত, সালাত আদায়রত মুছাল্লী যখন রুকু হতে দাঁড়ায় সে তখনও ক্বিয়াম অবস্থায়ই থাকে, তাই তার ক্বিয়াম আদায় হয়ে গেল আর তার এই ক্বিয়াম হাকীকী নয় বরং মাযাযী। হাদীসে রুকু পাওয়া গেলে ঐ রাকাআত পওয়া হবে এ অর্থ কমপক্ষে এর অর্থ বহন করে। যেহেতু রুকু ক্বিয়ামের সাথে সংযুক্ত তাই রুকু দ্বারা ক্বিয়াম আদায় হয়ে যাবে। এখানে সিজদাই হচ্ছে الركعة শব্দকে الركوع এর অর্থ গ্রহণ করার قرينة বা কারণ।

আল্লামা শাওকানী ও আযীমাবাদী রুকু পাওয়া গেলে রাকাআত পাওয়া হবে না বলে যে অভিযোগ করেছেন ও দলিল পেশ করেছেন এবং তাদের উত্তরসূরীগণ জমহুরের রায়কে বাদ দিয়ে তাদের মতালম্বনকারীগণের দূ-একটি রায়কে গ্রহণ করেছেন, তাদের উক্ত মত সঠিক নয়, ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো।

রুকু পাওয়া গেলে রাকাআত পাওয়া হবে এ ব্যাপারে শায়খ আলবানির রায়

আবু দাউদে উল্লিখিত হাদীসের من ادرك الركعة এ হাদীসের الركعة দিয়ে রুকুই উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে শায়খ আলবানী তার ইরওয়াউল গালীল কিতাবের ২ খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠায় কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন- اولا: ابن مسعود، فقد قال من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة اخرجه البيهقى من طريقين عن ابى الأحوص عنه قلت: هذا إسناد صحيح.

وروى ابن شيبة فى "المصنف" والطحاوى والطبرانى والبيهقى عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره الى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا الى الصف حتى رفع القوم رؤوسهم، قال: فلما قضى الإمام الصلاة فقمت وانا ارى أنى لم ادرك، فأخذ بيدى عبد الله، فأجلسانى وقال:إنك قد ادركت. قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق آخر.

ثانيا: عبد الله بن عمر قال:اذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع فقد ادركت. أخرجه ابن ابى شيبة من طريق ابن جريج عن نافع عنه ومن هذا الوجه اخرجه البيهقى إلا انه قرن مع ابن جريج مالكا ولفظه: من ادرك الإمام راكعا. فركع قبل ان يرفع الإمام رأسه فقد ادرك تلك الركعة. قلت: اسناده صحيح.

ثالثا: زيد بن ثابت، كان يقول: من ادرك الركعة قبل ان يرفع الإمام رأسه فقد ادرك الركعة. رواه البيهقى من طريق مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت كان يقولان ذالك. رواه البيهقى من طريق مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت كان يقولان ذالك. قلت: و اسناده جيد.

رابعا: عبد الله بن الزبير، قال عثمان بن الاسود: "دخلت انا وعمرو بن تميم المسجد فركع الإمام فركعت إنا وهو ومشينا راكعين ، حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاة، قال لى عمرو: الذى صنعت أنفا ممن سمعته؟ قلت من مجاهد، قال: قد رأيت ابن الزبير فعله"

خامسا: أبو بكر صديق . عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إن أبا بكر الصديق و زيد بن ثابت دخلا المسجد والامام راكع فركعا، ثم دبا وهما راكعان حتي لحقا بالصف.
أخرجه البيهقي وإسناده حسن، لكن ابا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع، إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت. وهو عن زيد صحيح ثابت.

فائدة: دلت هذه الاثار الصحيحة على امرين:
الاول: أن الركعة تدرك بادراك الركوع و من أجل ذالك اوردناها.
الثانى: جواز الركوع دون الصف. وهاذا مما لا نراه جائزا.

“প্রথমত; আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর বর্ণনা তিনি বলেন, “যে ইমামকে রুকুর অবস্থায় পাবে না তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না।” ইমাম বায়হাকী দুটি সূত্রে, আবুল আহওয়াছ হতে, তিনি ইবনু মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিসটি গ্রহণ করেছেন। আমার মত হচ্ছে এটা একটি সহীহ সনদ।

ইবনু আবু শায়বাহ “মুসান্নাফ“এ, তাহবী, বায়হাকী, ত্বাবারানী প্রত্যেকেই যায়দ বিন ওয়াহাব হতে, তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সাথে তার বাড়ী হতে বের হয়ে মসজিদে গেলাম, অত:পর যখন মসজিদের মাঝামাঝি পৌঁছলাম দেখলাম ইমাম রুকুতে চলে গেছে, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন। আমিও তার সাথে

রুকু করলাম। তৎপর রুকুর অবস্থাতেই চলতে লাগলাম এবং শেষ পর্যন্ত সকলের সাথে কাতারে শামিল হলাম, এমনকি লোকেরা রুকু হতে তার মাথা উঠালো। তিনি বলেন যখন ইমাম সালাত শেষ করলেন দাঁড়ালাম আমি মনে করলাম হয়তো আমি রাকাআত পাইনি, আব্দুল্লাহ আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে বসিয়ে দিলেন আর বললেন, তুমি রাকাআত পেয়ে গিয়েছ। আমি বলি এ সনদটি সহীহ। ইমাম ত্বাবারানী আল মুজামুল কবীরে আরও একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত : আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহ আনহু বলেন, তুমি যখন সালাতে শামিল হও আর ঐ সময় ইমামকে রুকুতে পাও তখন যদি তোমার উভয় হাত হাটুর উপর রাখতে পার তাহলে তোমার ঐ রাকাআত পাওয়া হলো। ইমাম ইবনু আবু শায়বা তার "মুছান্নাফ"এ ইবনু জুরাইয হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার হতে একই হাদীস বর্ণনা করেন, ইমাম বায়হাক্বী তার বায়হাকীতে একই সূত্রে হাদীটি ইবনু জুরাইয এর সাথে ইমাম মালেককে যুক্ত করেছেন তবে শব্দের একটু পার্থক্যে বলেন, যে ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় অত:পর ইমাম মাথা উঠানোর পূর্বেই রুকু করতে পারে তাহলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হলো। আমি বলি (শায়খ আলবানি) এ সনদটিও সহীহ।

তৃতীয়ত : যায়দ বিন সাবিত রাদ্বিআল্লাহ আনহু বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন ইমামের রুকু হতে উঠার পূর্বে যে রুকু করলো তার ঐ রাকাআত পাওয়া হলো। ইমাম বায়হাক্বী, ইমাম মালিক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন উমার ও যায়দ বিন সাবিত উভয়েই উক্ত বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, ইসনাদটি উত্তম।

চতুর্থত : আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ আনহু এর হাদীস, উসমান বিন আসওয়াদ বলেন, আমি এবং আমর বিন তামীম মসজিদে প্রবেশ করলাম, সে সময় ইমাম রুকু করলেন, তখন আমরা দুজনে রুকু করে এ অবস্থাতেই কাতারে শামিল হলাম, যখন সালাত শেষ করলাম, আমর আমাকে বললেন, আপনি এখন যা করলেন তা কার কাছ থেকে শুনেছেন ? বললাম মুজাহিদ হতে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ আনহুকে এরূপ করতে দেখেছি।

পঞ্চমত : হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু। আবু বকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারিস বিন হিশাম হতে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক ও যায়িদ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা মসজিদে প্রবেশ করলেন, ঐ সময় ইমাম রুকুর অবস্থায় ছিলেন, তাঁরা দুজনই তখন রুকু করলেন এবং রুকুর অবস্থাতেই কাতারে শরিক হলেন। ইমাম বায়হাকি ইহা উল্লেখ বরেছেন, এ ইসনাদটি হাসান পর্যায়ের। আবু বকর বিন আব্দুর রহমান, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে পাননি, তবে যায়িদ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে পেয়েছেন, সম্ভবত তাঁর থেকেই এ ঘটনা শুনেছেন, এ কারণে এ ইসনাদটি সহীহ।

ফায়েদা: উল্লেখিত সহীহ বর্ণনা সমূহ দুটি বিষয়কে প্রমাণ করে-

১। রুকু পাওয়া দ্বারা রাকাআত পাওয়া, এ কারণে আমি এ বর্ণনা গুলো এখানে উল্লেখ করেছি।

২। কাতার ব্যতীতই রুকু জায়েয হওয়া, তবে আমরা এটাকে এখন জায়েয মনে করি না।

শায়খ আলবানি তার ইরওয়াউল গালীল কিতাবে উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন ইমামকে যদি মুক্তাদি রুকুর অবস্থায় পায় তাহলে মুক্তাদির ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্‌র অযৌক্তিক রায়কে মেনে ও দলিল হিসাবে পেশ করে শায়খ আযীমাবাদি, আল্লামা শাওকানি এবং তাদের উত্তরসূরিগণ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে বিকৃত করে দলিল পেশ করেছেন। তবে শায়খ আলবানি এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মত গ্রহণ না করতে সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারীর রায় গ্রহণ না করার জন্য শায়খ আলবানির সতর্কবাণী

শায়খ আলবানি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর মত গ্রহণ না করার ব্যাপারে সকলকে সাবধান করেছেন, এ প্রসঙ্গে তিনি তার ইরওয়াউল গালীল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন تنبيه: روى البخارى فى جزء القراءة (ص-২৪): حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا ابو عوانة عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمان الاعرج عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: اذا ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة فهذا سند ضعيف من اجل عنعنة ابن اسحاق و معقل فانه لم يوثقه احد غيرابن حبّان، وقال الازدى متروك لكن رواه البخارى فى مكان الآخر منه (ص-১৩) عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى بن اسماعيل و معقل بن مالك قالوا: حدثنا ابو عوانة به لكن بلفظ: لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما.

"ইমাম বুখারী তার জুযউল কিরাআতের ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন মা'কাল বিন মালেক, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আওয়ানাহ– মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হতে তিনি আব্দুর রহমান আল আরাজ হতে তিনি আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ইমামকে রুকুর অবস্থায় পাওয়া গেলে ঐ রাকাআত গণ্য হবে না।

(শায়খ আলবানি বলেন) ইবনু ইসহাক ও মা'কাল এর عنعنة সূত্রে বর্ণনার কারণে সনদটি দুর্বল, তাছাড়া ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেহই তাকে সিক্বাহ বলেননি। ইমাম আযদী তাকে মাতরুকুল হাদীস বলেছেন।

ইমাম বুখারী তার জুয্উল কিরাআতের ১৩ পৃষ্ঠায় কয়েকজন রাবী হতে বর্ণনা করে বলেন, মুসাদ্দাদ, মুসা বিন ইসমাইল ও মা'কাল বিন মালেক ইনাদের সকলেই বলেন আবু আওয়ানা আমাদেরকে উক্ত সূত্রে বলেন, ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া ব্যতীত ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না।

ইমাম বুখারীর জুযউল কিরাআতের উক্ত ইবারত দুটি প্রসঙ্গে শায়খ আলবানি তার ইরওয়াউল গালীল এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায় বলেন وثمة فرق واضح بين اللفظين فان اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف، ذالك لانه يدل على انه اذا أدرك الامام قائما ولو لحظة ثم ركع انه يدرك الركعة، هذا ما يفيده اللفظ المذكور و البخارى ثاقه فى صدد اثباته وجوب قرأة الفاتحة وانه لا يدرك الركعة اذا لم يقرأها و هذا مما لا يحتمله هذا اللفظ كما هو ظاهر.

'বর্ণনাকারীগণ যদিও এক তথাপী হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহুর উক্তি দুটির শব্দের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য যা স্পষ্ট। সহীহ বর্ণনাকৃত শব্দ সমূহ যে অর্থ প্রদান করে দূর্বল বর্ণনার শব্দ সমূহ সে অর্থ প্রদান করে না। দ্বিতীয় বর্ণনাটি যে অর্থ প্রদান করছে তা হলো, ইমামকে দাড়ানোর অবস্থায় পাওয়া, মুক্তাদি ইমামকে দাড়ানো অবস্থায় পাওয়া তো এক মূহুর্তের জন্য হলেও হয়ে যায়। অত:পর রুকুতে ইমামকে পাওয়া। ইমাম বুখারী তার দ্বিতীয় বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন তাতে এ ফায়েদাই দিচ্ছে। অথচ ইমাম বুখারীর মতের মূখ্য বিষয়ই হলো মুক্তাদি যদি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে কিরাআত না পড়তে পারে তাহলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। কিন্তু لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما বাক্যটি ইমাম বুখারীর মতকে সমর্থন করে না।

প্রিয় পাঠকগণ, ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকীর রায় হলো, মুক্তাদি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় তাহলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হলো না, বরং তাকে ইমামের সাথে সূরা ফাতিহা পড়তে পারে এতটুকু সময় কিয়াম সহ হতে হবে। তাদের এ মতের বা রায়ের সম্পর্কে কোন শক্ত দলিল পেশ করতে পারেননি। যা করেছেন তা দূর্বল এবং উসূলের খিলাফ। এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যনীয়-

১। ইমাম বুখারী আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিজের মতামতকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এটা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন কওল বা হাদীস নয়। তাছাড়া এটি দূর্বল সনদে বর্ণিত।

২। স্বয়ং আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে, অথচ ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকী হাদীসের বিপরিত মত প্রকাশ করেছেন। আর এ রায়ের পথে পরবর্তীতে আল্লামা শাওকানী ও আযীমাবাদী চলেছেন এমনকি এখন পর্যন্ত কিছু লোক যারা মুখে মুখে বলেন, তারা মাযহাব মানেন না, অথচ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর মত অগ্রবর্তী ইমামগণের বিপক্ষে ইমাম বুখারীর রায়ের অন্ধ অনুসরণ করছেন। এক্ষেত্রে শায়খ আলবানি, শায়খ বিন বায, শায়খ উসাইমিন তাদের গবেষণায় দলিল বিহীন হওয়ার কারনে, ইমাম বুখারীর অনুসরণ করেননি। বরং হাদীসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইমাম চতুষ্ঠয় এর পথেই মত প্রকাশ করেছেন। শায়খ আলবানি একধাপ এগিয়ে সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন, যাতে ইমাম বুখারীর ভুল মতকে কেহ গ্রহণ না করে।

ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআ'ত পাওয়া হবে এ ব্যাপারে এখানে অন্যান্য আলেম ও ইমামগণের মত উল্লেখ করাহলো।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার এর ফাতাওয়া

হাফিজ ইবনু আব্দুল বার তার আত্তামহীদ কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- وقد حدثنى محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا اسحاق بن ابى حسان، قال: حدثنا هشام بن نمير قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا الاوزاعى قال: سألت الزهرى عن رجل فاتته الخطبة الامام يوم الجمعة وادراك الصلاة فقال حدثنى ابو سلمة: ان ابا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من ادرك ركعة من صلاته فقد ادركها" واختلف العلماء فى حد ادراك الركعة مع الامام فروى عن ابى هريرة من طريق فيه نظر، انه قال: من ادرك القوم ركوعا فلا يعتد بها و هذا قول لا نعلم احدا قال به من فقهاء الامصار، ولا من علماء التابعين، وقد روى معناه عن اشهب و روى عن جماعة من التابعين، انهم قالوا: اذا احرم الداخل والناس ركوع اجزأه، وان لم يدرك الركوع، وبهاذا قال ابن ابى ليلى و الليث بن سعد و زفر بن الهزيل قالوا: اذا كبر قبل ان يرفع الامام رأسه ركع كيف امكنه واتبع الامام، وكان بمنزلة النائم، واعتد بالركعة، وقد روى عن ابن ليلى والليث بن سعد و زفر بن الهزيل و الحسن بن زياد، انه اذا كبر

بعد رفع الامام رأسه من الركعة قبل ان يركع اعتد بها، وقال الشعبى: اذا انتهيت الى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم، وقد رفع الامام رأسه فركعت فقد ادركت لان بعضهم ائمة ببعض، رواه داؤود عن الشعب. وقال جمهور العلماء: من ادرك الامام راكعا فكبر وركع و امكن يديه من ركبتيه قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع فقد ادرك الركعة و من لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة و من فاتته الركعة فقد السجدة لا يعتد بالسجود و عليه ان يسجد مع الامام ولا يعتد به هذا مذهب مالك و الشافعى و ابو حنيفة و اصحابهم، وهو قول الثورى و الاوزاعى و ابى ثور و احمد بن حنبل و اسحاق و روى ذلك عن على و ابن مسعود و زيد بن ثابت و ابن عمر و عطا و ابراهيم النخعى و ميمون بن مهران و عروة بن الزبير، ذكر ابن ابى شيبة اخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قال: اذا جئت و الامام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع رأسه فقد ادركت، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: اخبرنى نافع عن ابن عمر، قال: اذا ادركت الامام راكعا فركعت قبل ان يرفع رأسه، فقد ادركت، وان رفع قبل ان تركع فقد فاتتك.

“ইমামের সাথে মুক্তাদির রুকু পাওয়ার ক্ষেত্রে ইমামকে রুকুর কোন্ অবস্থায় পেলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে একটি মত রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে সে রাকাআত গণ্য হবে না। এ মতটির ব্যাপারে ইমামগণের অভিযোগ রয়েছে। তাবেঈ ইমামগণের কেহই এ মতটি গ্রহণ করেননি। ইমাম আশহাব অনেক সংখ্যক তাবেঈর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন তারা বলেন, জামাআতে অংশ গ্রহণকারী মুক্তাদিগণের সাথে যদি কেহ শরীক হয় এবং তাদেরকে রুকু অবস্থায় পায় তাহলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে। ইবনু আবু লায়লা, লাইস বিন সাদ ও যুফার বিন হুযাইল বলেন, ইমাম রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বেই যদি মুক্তাদি আল্লাহু আকবার বলে তাহলে যে অবস্থায়ই রুকু করুক না কেন ইমামের পিছনে ঘুমন্ত ব্যক্তির মত ঐ রাকাআত পাওয়া হবে।ইবনু আবু লায়লা, লাইস বিন সাদ, যুফার বিন হুযাইল এবং হাসান বিন যিয়াদ হতে

বর্ণিত মুক্তাদি রুকু করার পূর্বে আল্লাহু আকবার বলে এ অবস্থায় ইমাম রুকু হতে মাথা উঠায় তাহলেও ঐ রাকাআত গণ্য হবে। ইমাম শাবী বলেন, আপনি এমন অবস্থায় জামাআতের শেষ কাতারে এসে উপস্থিত হলেন যে, মুক্তাদিগণ রুকু হতে মাথা উঠাননি, কিন্তু ইমাম উঠিয়ে ফেলেছে তথাপী ঐ রাকাআত পাওয়া হবে। কেননা এখানে একে অন্যের অনুসরণে রত। এ মতটি দাউদ, শাবী হতে বর্ণনা করেছেন। (এ সবের উপর ফাতাওয়া নয় ফাতাওয়া হলো জমহুর ইমামগণের মতানুসারে) জমহুর ইমামগণ বলেন, যে ইমামকে রুকুর অবস্থায় পাবে এবং রুকু হতে উঠার পূর্বেই মুক্তাদি তাকবীর বলে হাটু ধরতে পারবে তাহলেই ঐ রাকাআত পাওয়া হবে। আর যে এতটুকু অবস্থা পাবে না তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। বরং ফওত হিসেবে গণ্য হবে। যে রুকু ফওত করলো সে যেন সিজদা ফওত করলো, সিজদা দ্বারা রুকু গণ্য হবে না। তবে সে ইমামের সাথে সিজদা করবে। এ মত পোষন করেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রগণ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী, আবু সাওর, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম ইসহাক ইনারা সকলেই এ মত গ্রহণ করেছেন। সাহাবী হযরত আলী বিন আবু তালিব, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, যায়দ বিন সাবিত ও ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহুম। (তাবেঈ গণের মধ্যে) আত্বা বিন আবু রাবাহ, ইব্রাহীম আন নাখঈ, মায়মুন বিন মিহরান ও উরওয়াহ বিন যুবাইর রাহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ বলেন, হাফস বিন গিয়াস আমাদেরকে ইবনু জুরাইয হতে, তিনি নাফে হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, ইবনু উমার বলেন, তুমি যদি জামাআ'তে শরীক হও, এবং ইমাম রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বে তোমার হাত হাটুর উপর রাখতে পারো তাহলে ঐ রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম অব্দুর রাজ্জাক ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণনা করেন, আমাকে নাফে বর্ণনা করেছেন তিনি ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন ইবনু উমার বলেন, ইমামকে যদি রুকুর অবস্থায় পাও আর তার মাথা রুকু হতে উঠানোর পূর্বে রুকু করতে পার, তাহলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে। আর যদি তোমার রুকুর পূর্বে ইমাম মাথা উঠায় তাহলে ঐ রাকাআত পাওয়া হলো না"।

শায়খ উসাইমিন এর ফাতাওয়া

মুক্তাদি যদি ইমামকে রুকুর অবস্থায় পায় তাহলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর মাজমুআহ ফাতাওয়ার ১৩ খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় ৪৩৯ নং ফাতাওয়াটি উল্লেখ করা হলো-

سئل فضيلة الشيخ حفظ الله إذا ادرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟

فأجاب فضيلته بقوله: اذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فالير كع فورا وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب، فإن كبر للركوع فهو افضل، وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: ان يتيقن انه وصل إلى الركوع قبل ان ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال.

*الحالة الثانية: ان يتيقن ان الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها.

* الحالة الثالثة: ان يتردد ويشك هل ادرك الإمام فى ركوعه او ان الإمام رفع قبل ان يدركه فى الركوع وفى هذه الحال يبنى على غالب ظنه فان ترجه عنده انه ادرك الإمام فى الركوع فقد ادرك الركعة وان ترجح عنده انه لم يدرك الإمام فقد فاتته الركعة وفى هذه الحال ان كان قد فاته شئ من الصلاة فانه يسجد للسهو بعد السلام وان لم يفته شئ من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هى الركعة الأولى وغلب على ظنه انه ادركها فان سجود السهو فى هذه الحال يسقط عنه لارتباط صلاته بصلاة الامام والامام يتحمل سجود السهو عن المأموم اذا لم يفت المأموم شئى من الصلاة.

প্রশ্ন: মুক্তাদি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় তাহলে মুক্তাদি কি দুই তাকবির দিবে (এক তাকবির তাহরীমা দুই রুকুর)?

শায়খ উসাইমীন এর উত্তরে বলেন, কেহ যদি ইমামের রুকু অবস্থায় সালাতে শরীক হয়, অত:পর তাকবিরে তাহরীমা দিয়ে সাথে সাথে রুকুতে যায়, তখন

রুকুর জন্য তাকবিরটি হবে সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। তবে যদি রুকুর তাকবীর দিতে না পারে তাহলে কোন সমস্যা নেই। এই মাসআলার ক্ষেত্রে তিনটি হুকুম বর্তাবে।

প্রথমত: মুক্তাদি পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, সে ইমাম রুকু হতে উঠার পূর্বেই রুকুতে যেতে পেরেছে। (অর্থাৎ মুক্তাদি রুকুতে গিয়ে অন্তত তিন তাছবীহ পরিমাণ পড়তে সক্ষম হয়েছে) এমতাবস্থায় সে ঐ রাকাআত পেলো, তখন তার থেকে সুরা ফাতিহা সাকিত্ব হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: মুক্তাদি নিশ্চিত সে রুকুতে যাওয়ার সময় ইমাম রুকু হতে উঠে গেছে অর্থাৎ এক তাছবিহ পরিমাণও পড়তে পারে নাই এমতাবস্থায় তাকে ঐ রাকাআত ইমাম সালাম ফিরানোর পর আদায় করে নিতে হবে।

তৃতীয়ত: মুক্তাদি রুকুতে যাওয়ার পর দ্বিধায় আছে, ইমামকে রুকুতে পেলো কিনা, এমতাবস্থায় তাকে চিন্তা শক্তির উপর কাজ করতে হবে, তার মন যদি রুকু পাওয়ার দিকে বেশী ঝুকে তখন ধরে নিতে হবে সে রুকু পেয়েছে, আর যদি মন রুকু না পাওয়ার দিকে বেশী ঝুকে তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর ঐ রাকাআত পূর্ণ করে নিবে, ইমামের সালাম ফিরানোর পর যদি মুক্তাদির নিজের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় নামাজের কিছু ছুটে যায় তাহলে সিজদা সাহু দিয়ে নিবে। আর যদি ইমামের সাথেই নামাজ শেষ হয় আর মুক্তাদির থেকে কোন কিছু ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে তাকে সিজদাহ ছাহু দিতে হবে না। কেননা সে ইমামের বন্ধনে আবদ্ধ আর এমতাবস্থায় মুক্তাদি থেকে সিজদা সাহু সাক্বিত্ব হয়ে যাবে। কারণ ইমামই মুক্তাদির সিজদা সাহু বহন করে নিয়েছে। তবে মুক্তাদি যদি নিশ্চিত হয় তার থেকে কোন ওয়াজিব ছুটে গেছে, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন বায্ এর ফাতাওয়া

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায্ তার আল ফাতাওয়া আল ইসলামিয়া কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন اذا دخل المسلم المسجد والامام راكع فانه يشرع له الدخول معه فى ذلك مكبراً تكبيرتين: التكبيرة الاولى للاحرام

وهو واقف والثانية للركوع عند انحنائه للركوع ولا يشرع فى هذه الحال دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من اجل ضيق الوقت، وتجزءه هذه الركعة لما ثبت فى صحيح البخارى عن ابى بكرة الثقفى رضى الله عنه انه دخل المسجد ذات يوم و النبى صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل فى الصف فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: "زادك الله خرصاً ولا تعد" ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على اجزائها، وعلى ان من دخل و الناس ركوع ليس له ان يركع وحده بل يجب عليه الدخول فى الصف ولو فاته الركوع لقول النبى صلى الله عليه و سلم لأبى بكره "زادك الله حرصا ولا تعد" والله ولى التوفيق.

الشيخ بن الباز

"যখন কোন মুসলিম মসজিদে প্রবেশ করে আর ইমাম তখন রুকুতে থাকে তার জন্য শরীয়ত সম্মত কাজ হলো দুটি তাকবির বলে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া, প্রথম তাকবির হলো দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবিরে তাহরীমা বলা, আর দ্বিতীয়টি হলো রুকুতে ঝুকার সময় রুকুর তাকবির বলা। আর এ অবস্থায় সময়ের স্বল্পতার কারণে দোয়া পড়া বা সূরা ফাতিহা পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। তাছাড়া ঐ রাকাআত নামাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। যেরুপ সহীহ আল বুখারীতে আবু বকরা আল সাকাফী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন সে সময় সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি কাতারের বাহিরে থেকেই রুকুতে গেলেন, অত:পর অন্যদের সাথে কাতারে শরীক হলেন। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন আল্লাহ তায়ালা তোমার আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে দিন, তবে আর এরুপ করো না। কিন্তু তিনি আবু বকরা সাকাফী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে উক্ত রাকাআত পূণরায় আদায় করে নেওয়ার কথা বলেননি, এতে প্রমাণিত হলো উহা সঠিক ভাবেই আদায় হয়েছে তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হলো কেহ যদি মসজিদে প্রবেশ করে আর অন্যান্য মুসল্লীগণ রুকুর অবস্থায় থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে কাতারের সাথে যুক্ত হওয়া। যদিও রুকু চলে যায়। হযরত আবু বকরা সাকাফী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে "এরুপ আর করো না " এ বাক্য

দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো। আল্লাহ্ তায়ালাই সঠিক বুঝ দেনেওয়ালা"।
– শায়খ বিন বায।

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ফাতাওয়া

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতাওয়া আল কুবরা কিতাবের ২ খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বলেন يوضح هذا انه لا يكون مدركاً للركعة إلا اذا ادرك الإمام فى الركوع واذا ادركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه. "ইহাকে আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ইমামকে রুকু অবস্থায় না পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া বুঝায় না, আর যদি ইমামকে রুকুর পরে পায় তাহলে যা কিছু সে ইমামের সাথে করেছে অর্থাৎ সিজদা, তাশাহ্হুদ তা গণ্য হবে না"।

ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতাহ এর ফাতাওয়া

ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতাহ কিতাবের ৬খণ্ডের ৪০৪ নংপৃষ্ঠায় ১৬৮৯ নং ফাতাওয়াটি উল্লেখ করা হলো–

سؤال: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا فى ركوع الهواء و لم يبق غيرقوله سمع الله لمن حمدة احد يقول أدخل بدون الفاتحة وأحد يقول: لازم تقرأ الفاتحة و تخلى الإمام يفوتك.

جواب: من دخل و الإمام راكع ثم ركع معه قبل ان يرفع فقد ادرك الركعة والأصل فى ذلك حديث ابى بكرة الثقفى رضى الله عنه انه انتهى الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قيل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال: "زادك الله حرصا ولا تعد" رواه الإمام احمد والبخارى وابو داؤد والنسائى وابن حبان وهذا الحديث واضح فى اعتبار الركعة لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأمره بالاعادة، والأصل فى التشريع هو العموم وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور اهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على النبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمه للبحوث العلمية والإفتاء

عضو	عضو	الرئيس
عبد الله بن قعود	عبد الله بن غضيان	عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ফাতাওয়া (নং ১৬৮৯)

প্রশ্ন: ইমাম রুকুতে এমন অবস্থায় আছে যে سمع الله لمن حمدة বলার সময় ব্যতীত আর কোন সময় নেই, এব্যাপারে একজন বললো আমি সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়াই রুকুতে শরীক হবো, কিন্তু আরেকজন বললো অবশ্যই তোমাকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, তুমি ইমামকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ এ অবস্থায় রুকুতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই কেননা সূরা ফাতিহা না পড়লে সালাত হবে না। (ফয়সালা কি হবে?)

উত্তর: ইমামের রুকু অবস্থায় যদি কেহ সালাত শরীক হয়। অত:পর ইমাম রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বে ইমামের সাথে রুকু করে নেয় তাহলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে। এ ব্যাপারে দলিল হলো আবু বকরা আল সাকাফী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর হাদীস। তিনি এমন সময় সালাতে আসেন যখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুর অবস্থায় ছিলেন, অত:পর কাতারে পৌঁছার পূর্বে তিনি রুকুতে চলে যান, তৎপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করেন। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার আকাঙ্খাকে বৃদ্ধি করে দিন, এরুপ আর করো না। এ হাদীস ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাই ও ইবনু হিব্বান তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা ইমামকে রুকুর অবস্থায় পাওয়া গেলে রুকু পাওয়া হবে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো। কেননা ইমামুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু কে নামাজ পূণরায় পড়তে নির্দেশ দেননি। তাছাড়া শরীয়তের আসলই হচ্ছে কুরআন হাদীসে যখন কোন আদেশ-নিষেধ আসে তখন তার হুকুম আম হয়ে যায়। (খাছ থাকে না) অর্থাৎ এ হুকুম শুধু আবু বকরা রাদিআল্লাহু আনহু এর জন্য নয়, বরং সকলের জন্যই। আর এ মত পোষণ করেছেন চারি মাযহাবের ইমামগণ এবং অধিকাংশ আলেম।

উক্ত ফাতাওয়ার স্বাক্ষর কারীগণ হলেন:

১। আব্দুল্লাহ্ বিন আদুল আযীয বিন বায–সভাপতি

২। আব্দুল্লাহ্ বিন কুয়ূদ -সদস্য

৩। আব্দুল্লাহ্ বিন গাদ্বইয়ান –সদস্য

সৌদী আরবের প্রধান কাজি ও মুফতী সামাহাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম বিন আব্দুল লতীফ আল শায়খ এর ফাতাওয়া

সৌদী আরবের প্রধান কাজি ও মুফতী সামাহাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম বিন আব্দুল লতীফ আল শায়খ তার ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল কিতাবের ২ খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

فاعلم ان تكبيرة الإحرام لا تصح فى الفريضة من القادر على القيام إلا ان يأتى بها كاملة وهو واقف وان آتى فى مبادى انحنائه يجب ان يأتهما قبل وصوله الى ادنى الركوع صحت منه ايضاً وادنى الركوع هو الإنحناء بمقدار ما تمس اطراف اصابع يديه اعلى ركبتيه حين المبالغة فى مد يديه لكن لا ينبغى منه ان يأتى بها إلا وهو كامل الإنتصاب قائماً والله يحفظكم.

“শায়খকে মৌখিক ভাবে জিজ্ঞেস করলাম মাসবুক মুক্তাদি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় দেখে, আর মুক্তাদি রুকুতে ঝুকতে ঝুকতে তাকবিরে তাহরীমা বলে তাহলে হুকুম কী ? তিনি বললেন, দাঁড়ানো অবস্থা ব্যতীত তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হবে না, তবে হ্যাঁ, মসবুক তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে যদি রুকুতে ঝুকে তাহলে অবশ্যই রুকুতে হাত দ্বারা হাটু ধরার পূর্বে যদি শেষ করে চলবে, অর্থাৎ মাসবুকের তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়ানো অবস্থার কাছাকাছি হওয়া চাই হাটু ধরার কাছাকাছি নয়, কিন্তু দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু করাই উচিত”।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লার ফাতাওয়া

ইমামুল মাযহাব ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ কিতাবুল উম্ম এর মাসবুক এর

অধ্যায়ে বলেন ولو ان رجلا ادرك الإمام راكعاً فركع قبل ان يرفع الإمام ظهره من الركوع اعتد تلك الركعة ولو لم يركع حتى رفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة.

"যদি কেহ ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, অত:পর ইমাম স্পষ্টভাবে রুকু থেকে উঠে সোজা হওয়ার পূর্বে রুকুতে যায় তাহলে ঐ রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম তার স্পষ্ট রুকু হতে সোজা হওয়ার পূর্বে যদি মুক্তাদি রুকু দিতে না পারে তাহলে ঐ রাকাআত গণ্য হবে না"।

ইমাম ইবনু কুদামাহর ফাতাওয়া

হাফেজ ইবনু কুদামাহ্ মাক্বদিসী আল হাম্বলী আল মুগনী কিতাবের ২ খন্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় বলেন- ومن ادرك الإمام فى الركوع فقد ادرك الركعة لقول النبى صلى الله عليه وسلم "من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة رواه ابو داؤد. ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام وهو يأتى به مع التكبيرة الإحرام، ثم يدر ك مع الإمام بقية الركعة وهذا اذا ادرك الإمام فى طمأنينة الركوع او انتهى الى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء. فهذا يعتد له بالركعة. ويكون مدركا لها.

"যে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলো সে ঐ রাকাআত পেলো, এর দলিল হলো সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস, যে রুকু পেলো সে সালাত পেলো, সুনান আবু দাউদ। কেননা সে কিয়াম ব্যতীত সালাতের আর কোন রুকন তরক করে নাই। তবে এ রুকন মাসবুক এর জন্য, তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা হয়ে যায় অত:পর সে ইমামের সাথে রাকাআতের বাকি অংশ পেয়ে গেল, তবে হ্যাঁ, এটা তখনই হবে যখন ইমামকে ইত্মিনানের সাথে রুকুতে পাবে। অথবা এমন পরিমান অংশ পেলো যা ইমামের রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বে আদায় করা যায়, এতটুকু অবস্থা হলেও মুক্তাদির ঐ রাকাআত গণ্য হবে। এবং মুক্তাদি রাকাআত পানেওয়ালা হবে"।

ইমাম নববীর ফাতাওয়া

ইমাম নবাবী আশ্ শাফেঈ রওজাতুত্তালেবীন ওয়া উমদাতুত্তালিবীন কিতাবের ২

খণ্ডে ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন المسبوق اذا ادرك الإمام فى الركوع الأول من الركعة الأولى. فقد ادرك الصلاة.

"মাসবুক ইমামকে রাকাআতের প্রথম রুকু অবস্থায় যদি পায় তাহলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে"।

হাফিজ ইবনু কাইয়্যেম এর ফাতাওয়া

হাফেজ ইবনু কাইয়্যেম তার বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৯৬৯,৯৭০ পৃষ্ঠায় বলেন- وقال فى رواية اسحاق بن ابراهيم: ارى اذا علم انه يدرك الركوع لم يركع دون الصف واذا علم انه لا يدرك ركع واثنان احب الى ان يكبر جميعاً ويدبا الى الصف.

"ইসহাক বিন ইব্রাহীম এর বর্ণনায় বলেন আমার মতে, মুক্তাদি যদি মনে করে সে স্বাভাবিকভাবে হেটে গিয়ে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তাহলে অন্যান্য মুসল্লিদের সাথে শরীক হয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে রুকুতে যাবে। আর যদি এটা মনে না করে তাহলে যেখানে আছে সেখানে থেকেই সে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা দিবে, অত:পর রুকুর তাকবির দিয়ে রুকুতে যাবে। তারপর কাতারে যোগ দিবে, এটাই আমি উত্তম মনে করি"।

হাফেজ ইবনু কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাবে ইসহাক বিন ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রথম অংশ সম্পর্কে কারোরই কোন দ্বিমত নেই, (ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকী ব্যতীত, কারণ তারা উক্ত বিষয়টি জায়েয মনে করেন না) তবে দ্বিতীয় যে বিষয়টি ইসহাক বিন ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন তা নিয়ে হাদীসের ব্যাখ্যা সমূহে ও ফিক্বহের কিতাব সমূহে বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়, এমন কী অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতেও একই ধরনের বর্ণনা দেখা যায়, আর এর মূল কারণ হলো সাইয়্যিদুল মুরসালীনসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকরা রাদিআল্লাহু আনহুকে নিষেধ করেছেন ولا تعد নিয়ে। এ ব্যাপারে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে হাফেজ ইবনু কাইয়্যেম এর উক্ত ইবারত উল্লেখ এর কারণ হলো এ বাক্যটি.اذا علم انه يدرك الركوع لم يركع دون الصف

যদি সে মনে করে ইমামকে রুকুতে পাবে এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে হাফেজ ইবনু কাইয়্যেমও মনে করেন রুকু পেলেই রাকাআত পাওয়া হবে। অনুরূপভাবে হাফেজ ইবনু কাইয়্যেম জামিউল ফিক্বহ কিতাবের ২ খণ্ডের ৩০৫/৩০৬ পৃষ্ঠায় একই মত পোষণ করেছেন।

মালেকী মাযহাবের ফাতাওয়া

মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল মালেকী আল মাগরেবী (৯০২-৯৫৪) তার মাওয়াহিবুল জলীল ফি শরহে মুখতাছার খলিল কিতাবের ২ খণ্ডের ৪০৭ নং পৃষ্ঠায় মুক্তাদির জন্য ইমামকে রুকুর অবস্থায় পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন -

اعلم انه اذا خشى ان تفوته الركعة اذا تمادى الى الصف، وظن انه كبر وركع يدركها ويدرك الصف بالدب اليه فى حالة الركوع قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ففى ذلك ثلاثة اقوال عن مالك:

الأول: مذهب المدونة أنه يكبر ويدرك الركعة ويدب الى الصف .

الثانى: رواه اشهب انه لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف.

الثالث: رواه ابن حبيب لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف او يقرب منه فإن كان يعلم انه لا يدرك الصف فى دبه فى حالة الركوع قبل رفع الإمام رأسه وانه يدرك بعد فلم يختلف قول مالك فى انه لا يجوز له الركوع دون الصف بل يتمادى الى الصف وان فاتته الركعة فإن فعل أساء واحتزئه صلاته ولا يمشى الى الصف اذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم فى الثانية.وقال ابن القاسم فى المدونة: يركع دون الصف ويدرك الركعة وصوب ابو اسحاق قول ابن القاسم، وابن رشد قول مالك، وأما ان كان لا يدرك الصف لبعد ما بينه وبينه فلا يكبر، انتهى.

"মুক্তাদির যদি এ আশাঙ্কা হয় যে, কাতারে যুক্ত হতে গেলে তাঁর এ রাকাআত ফওত হয়ে যাবে। আর এটাও যদি মনে করে যে, তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর বলে যদি হামাগুড়ি দিয়ে রুকুতে শরীক হয় তাহলে রুকু হতে ইমামের মাথা উত্তোলনের পূর্বে তাকে রুকুতে যেতে হবে, তাহলেই তার রুকু পাওয়া হবে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ হতে এ ব্যাপারে তিন রকম মত পাওয়া যায়।

১। মুদাওওয়ানা কিতাব অনুসারে মুক্তাদি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাকবীর বলবে এবং রুকুতে যাবে, তাহলে রাকাআত পাওয়া হবে।

২। আশহাব এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাতারে শরীক হয়ে নিজ স্থানে না যাওয়া পর্যন্ত তাকবির বলবে না।

৩। ইবনু হাবীব এর মতে কাতারে নিজ স্থানে শামিল না হওয়া পর্যন্ত অথবা কাতারের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তাকবির বলবে না। তবে মুক্তাদি যদি মনে করে রুকু অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে কাতারে শরীক হয়েও ইমামকে রুকু হতে উঠার পূর্বে পাওয়া যাবে না বা রুকুরত যেতে যেতে ইমাম রুকু হতে উঠে যাবে, তাহলে মুক্তাদির জন্য কাতারে শরীক না হয়ে রুকুতে যাওয়া জায়েয নাই। বরং সে কাতারে যুক্ত হবে, কিন্তু তার ঐ রাকাআত গণ্য হবে না"। উক্ত ইবারাত হতে স্পষ্ট বুঝা গেল ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ হতেও উজ্জল ভাবে প্রমাণিত, যে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে সে ঐ রাকাআত পাবে।

শায়খ সালিহ আল ফাওযান এর ফাতাওয়া

সৌদী আরবের একজন বড় আলেম, ফাতাওয়া লাজনাহ আল দায়েমাহ লিল ইফতাহ কমিটির অন্যতম সদস্য আল শায়খ সালেহ বিন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل الألفاظ وتقرير معانيه কিতাবের ১ খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় বলেন اذا جاء (المأموم)والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يتمنى للركوع، ويستحب ان يكبر تكبيرة الإنتقال وان اقتصر على تكبيرة الإحرام فلا بأس. ثم يركع مع الإمام، ويكون مدركاً للركعة، لأن ابا بكرة رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه و سلم راكع، فركع دون الصف ثم دب ودخل فى الصف فلما سلم النبى صلى الله عليه وسلم قال له: "زادك الله حرصاً ولا تعد" ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على ان الركعة مدرك بإدراك الركوع.

"মুক্তাদি সালাতে শরীক হয়ে যখন দেখতে পাবে ইমাম রুকুতে আছে, তখন সে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমার তাকবীর বলবে এরপর রুকুতে যাবে, তারপরেই তার জন্য রুকুতে যাওয়ার তাকবীর বলা মোস্তাহাব হবে। আর যদি

(সময়ের অভাবে) শুধু তাকবীরে তাহ্রীমা বলে রুকুতে যায় তাতেও কোন সমস্যা নেই। অত:পর ইমামের সাথে রুকু করবে। এভাবেই তার ঐ রাকাআত পাওয়া হয়ে যাবে। কেননা সাহাবি হযরত আবু বকরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদে এসে দেখেন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর অবস্থায় আছেন, রুকু হারানোর আশঙ্কায় তিনি কাতারে শরীক হওয়ার পূর্বেই রুকুতে চলে যান এরপর সেখানে থেকে সালাতের অবস্থাতেই কাতারে শরীক হন। অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে দিন। তবে হ্যাঁ, আর এরুপ করো না। ফিকিরের বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু আবু বাকরাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ঐ সালাত ক্বিয়াম না পাওয়ার কারণে পূণরায় আদায় করতে বলেননি। ইহা হতে প্রমাণিত হলো, ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে, পূর্ন রাকাআত পাওয়া হবে"।

ইমাম মুনযির এ ফাতাওয়া

ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আল মুনযির (মৃত্যু- ৩১৮ হিজরী) আন নিসাবুরী তার" আল ইশরাফ আলা মাযাহিবিল ওলামা" কিতাবের ২ খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় বলেন ثبت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها.

"এটা সাবিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতে যে রুকু পেলো সে ঐ রাকাআত পেলো"।

এ হাদীসের ركعة শব্দটি যে ركوع অর্থে তার প্রমাণ হিসেবে ইমাম মুনযির সাহাবীগণের قول উল্লেখ করে বলেন, فقال ابن مسعود: من ادرك الركوع فقد ادرك যে রুকু পেলো সে সালাত পেলো। একই মত পোষন করেন ইবনু উমার, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, মায়মুন বিন মিহরান, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক, আবু সাওর প্রমূখ। তাছাড়া ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফার মাযহাবও তাই। ইমাম মুনযির উক্ত কিতাবের ১৪২ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেন وقال قتاده وحميد واصحاب الحسن

اذا وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الإمام رأسه فقد ادرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل ان يضع يديه فلا يعتد به.

"ইমাম কাতাদা , হামিদ এবং ইমাম হাসান বসরীর ছাত্রগণ বলেন, মুক্তাদি যদি ইমাম রুকু হতে মাথা উঠানোর পূর্বে হাটুতে হাত রাখতে পারে তাহলে তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে, আর যদি মুক্তাদির হাটুতে হাত রাখার পূর্বেই ইমাম রুকূ হতে উঠে যায় তা হলে রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে না।"

ইমাম আবু বকর আল মুন্‌যির বলেন, আমিও উক্ত মতই পোষন করি। অর্থাৎ ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে।

বর্তমান বিশ্বের আরব দেশীয় আলেমগণের সম্মিলিত মত

ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআতকে পাওয়া হিসেবে গণ্য করা হবে। এ প্রসঙ্গে "মওসুআতুল ফিক্বহিল ইসলামী আল মুআছির" কিতাবের ১খণ্ডের ২৬৯ পৃষ্ঠায় শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায্, শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফীফী, ড.মুস্তাফা আয্‌যারকা, ড.ওয়াহ্‌বাহ আল যুহাইলী, ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন তুর্কী, ড. আব্দুল মজিদ মাহ্‌মুদ, ড.আব্দুলআযীয আল খাইয়্যাত্ব, শায়খ মান্না আলকাত্তান শায়খ আবদুল্লাহ্ আক্বীল, শায়খ মুহাম্মাদ খাত্বিব, ড. আহ্‌মাদ আল আসলে, ড. আহ্‌মাদ ইউসুফ সুলায়মান, ড. মুহাম্মাদ বদর মুতাওালী আব্দুল বাসেত্ব, ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আযলান, ড. আব্দুল্লাহ মুছলিহ, ড. মুক্বতাদা আহসান আল আযহারী প্রমুখ বর্তমান যামানার আরব দেশের আলেমগণের সম্মিলিত ফাতাওয়া হলো من كبر تكبيرةالإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا تعتد بهذه الركعة، وكذا من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، لأنه فاته الإشتراك مع الإمام فى الركوع بقدر يكفى للإعتداد بهذه الركعة، وعليه ان يأتى بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم ادرك الإمام وهو راكع فركع معه قدراً يحقق الطمأنينة اعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء الحديث "اذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فالسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن

ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة" ولحديث: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة."

"যে ইমামের রুকু হতে উঠার অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললো তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। অনুরুপভাবে যে ইমামের রূকু হতে উঠার সময় তাকবীরে তাহরীমা বললো, অত:পর রুকুর তাকবীর বললো, এটাও তার রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা সে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হতে পারে নাই, এমতাবস্থায় মুক্তাদি ইমামের সালাম ফিরানোর পর এক রাকাআত পরে নিবে। আর যে তাকবীরে তাহরীমা বললো অত:পর ইমামকে রুকুতে পেয়ে ইত্বমিনানের সাথে রুকুর তাসবিহ পড়তে পারলো তার ঐ রাকাআত পাওয়া হলো। হাদীস থেকে দলিল পেশ করেই আলেমগণ তাদের উক্ত মত দিয়েছেন -" যখন তোমরা সালাতে আস আর আমরা সে সময় সিজদায় থাকি তখন তোমরাও সিজদা কর, তবে ইহাকে রাকাআত হিসেবে গণ্য করো না। যে রুকু পেলো সে ঐ রাকাআত পেলো, এ হাদীস অনুযায়ীও যে সালাতের রুকু পেলো, সে ঐ রাকাআত পেলো।"

উপরোক্ত আলোচনা হতে যা প্রমাণিত হচ্ছে তা হলো-

প্রথমত: শারে' আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বলেছেন ماادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ইমামের সাথে সালাতের যতটুকু পাও পড়ে নাও, আর যা বাদ পরে যায় তা পূর্ন করে নাও وما فاتكم فأتموا দ্বারা ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকী, কোন রাকাআতের তাকবীর হতে তাসলীম পর্যন্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন, আর এ কারনেই فأتموا (পূর্ন কর) শব্দটি عام (সাধারন) অর্থে বিবেচনা করেছেন, যা ইমাম, মুক্তাদি একাকী সালাত আদায়কারী প্রত্যেককেই অর্ন্তভুক্ত করে। তাই মুক্তাদি যদি ইমামের সাথে কিরাআত ও ক্বিয়াম না পায়, শুধু রুকু পায় এবং ইমামের সাথে রুকু করে তাহলে তার ঐ রাকাআত সালাতের মধ্যে গণ্য হবেনা, তাকে ইমামের সালাম ফিরানোর পর ঐ রাকাআত পূণরায় পড়ে নিতে হবে। ইমাম বুখারীর এ রায় তার পূর্ববর্তী সমস্ত তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈ ইমামগনের মতের খিলাফ, তার পূর্ববর্তী সমস্ত ইমামগণই বলেছেন, মুক্তাদি রুকু পেলে রাকাআত পাওয়া হবে। শারঈ অনেক বিষয়ই আছে যা শুধু এক হাদীসের উপর

নির্ভরশীল নয়। এবং এক হাদীসকে ভিত্তি করে ফয়সালা করা উচিতও নয়। যারাই ইমামের সাথে মুক্তাদির রুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, সকলেই আবু বকরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফক্বীহ্গনের কাজ এটাই তারা যখন কোন ক্ষেত্রে মাসআলা দিয়েছেন, সমস্যার সমাধান করেছেন সে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাদীস আল কুরআনের হুকুম, ঐ বিষয়ের হাদীসের ব্যাখ্যায় সাহাবা ই কিরামগণের আমল প্রভৃতি বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখেছেন, কিন্তু ফক্বীহ মুহাদ্দিস ব্যতীত, যারা শুধু মুহাদ্দিস, তারা এ নীতি অনুসরণ করেননি। তারা হাদীসে যা পেয়েছেন তাই গ্রহণ করেছেন। নাসিখ-মানসুখ এবং দুটো হাদীসের মধ্যে কোন একটি হাদীস প্রাধান্য পাবে কিনা ? সেদিক বিচার বিশ্লেষণ নেই, হাদীস সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন না করেই এক হাদীসের উপর ভিত্তি করে হাদীসের অধ্যায় সাজিয়েছেন, তারা সনদের দিকে যতটা খেয়াল রেখেছেন মতনের দিকে ততটা দৃষ্টি দেননি, যার ফলে সহীহ আল বুখারীতে মানসুখ হাদীসের অস্তিত্ব দেখা যায়। এজন্য সকলের উচিত ফক্বীহ মুহাদ্দিসগণের মতামত গ্রহণ করা, শুধু মুহাদ্দিসগণের নয়। হাদীসের কিতাব সমূহ হতে দলিল গ্রহণ করে রায় দিতে হবে একটি হাদীস নয় বরং উহার পক্ষে-বিপক্ষে আর কি আছে সেদিকে অনুসন্ধান করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা,ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহগণ মুহাদ্দিসও ছিলেন, ফক্বীহও ছিলেন, কিন্তু তারা যেহেতু মাসআলাহ্ সমূহ নিরুপণে ব্যস্ত ছিলেন, তাই তাদের মধ্যে হাদীসের চেয়ে ফিক্বহের প্রাধান্য বেশি ছিল। ইমাম আবু হানিফার ফিক্বহী আলোচনা অর্থাৎ শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আলকুরআন, আল সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস,সাহাবিগণের মতামত, উরফ (প্রচলিত রীতি নীতি), মাসালিহুল মুরসালাহ (জন কল্যাণ) ইত্যাদি বিষয় সমূহের প্রতি খেয়াল রেখেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও প্রায় একই রীতি অনুসরণ করেছেন। ফক্বীহ্ সাহাবি, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ প্রত্যেকেই মাসআলা বলার ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনা করেই মত প্রকাশ

করতেন, তাই ما فاتكم فأتموا হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন নাই বরং সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ما فاتكم দ্বারা যা বুঝিয়েছেন সে মতই গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة "যে রুকু পেলো সে ঐ রাকাআত পেলো," পূর্বের হাদীসটি ছিল মুজমাল আর পরের হাদীসটি মুবাইয়ান। কোন্ রাকাআতের কতটুকু পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে তা এ হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইহা হতেও প্রমাণিত হলো মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নহে। আর মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত ও ক্বিয়াম রুকুনও নহে, ফরজও নহে। কেননা রুকুন ও ফরজ ওযর বা অন্য কোন কারণে রহিত হয় না। এ প্রসঙ্গে সৌদী আরবের মুফতী ও প্রধান বিচারপতি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম বিন আব্দুল লতীফ আল শায়খ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন العذر لا يسقط الأركان "ওযর কখনও আরকানকে বাতিল করে না"। ইহা হতেও বুঝা গেল মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয়ত: ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে মুক্তাদি রুকু পাবে এবং তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে, ইহা ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মত সুতরাং এ ধরনের মতের বিপক্ষে দুই একজনের মত গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত: উসূলে ফিকহের একটি মশহুর প্রচলিত ক্বায়েদা হলো إذا فات الشرط فات المشروط "যখন শর্ত চলে যায়, তখন ঐ শর্তের কারণে যা ঘটে তাও চলে যায়"। যেমন একজন লোক পূর্বে সুস্থ ছিলো, পরে পাগল হয়ে গেছে, যখন সে ভাল ছিল, তার উপর শরীয়তের হুকুম বলবৎ ছিল। যখন সে পাগল হয়ে গেলো তার উপর হতে শরীয়তের বিধান চলে গেলো, কারণ পাগলের উপর শরীয়তের বিধান কার্যকর হয় না। এখানে সুস্থতা হলো شرط আর শরীয়তের বিধান হলোمشروط। মুক্তাদির অবস্থাও তাই, যেহেতু মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়াই ওয়াজিব নহে, তাই সূরা ফাতিহা না পড়ে ইমামের সাথে রুকুতে গেলে তার এ রাকাআত পাওয়া হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম বুখারীর নীতি ও মত খণ্ডণ

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়............

১। ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মত খণ্ডন।

২। প্রথম অভিযোগের জওয়াব–

- সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হবে না এ হাদীসের পর্যালোচনা
- ইমাম ইবনু হিব্বান এর অসত্যকথন এবং শাওকানি কর্তৃক তা প্রচার
- ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান এর উক্তি "অন্যান্য সিকাহ বর্ণনাকারীগণ فصاعدا ক্ষেত্রে ইমাম মা'মার এর অনুসরণ করেন নাই।" এ অভিযোগের জওয়াব
- ইমাম বুখারীর মত "সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও আয়াত বা সূরা না পড়লে সালাত আদায় হবে না" হাদীসটির সনদ দূর্বল তাই দলিলযোগ্য নহে" এ উক্তির জওয়াব।
- উক্ত হাদীস গুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা।
- ইমাম বুখারীর গৃহীত মত কী শরঈ মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য ?

৩। দ্বিতীয় অভিযোগের জওয়াব।

- মুতাওয়াতির হাদীস পরিচিতি।

৪। ইমাম বুখারীর তৃতীয় অভিযোগের জওয়াব।

৫। ইমাম বুখারীর চতুর্থ অভিযোগের জওয়াব।

৬। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এ মত পোষণকারীগণের দলিল এবং এর পর্যালোচনা।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর নীতি ও মত খণ্ডণ ।

لا صلاة لمن لم نقرأ بفاتحة الكتاب "যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েনা তার সালাত হবে না।" এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য জাহরি-সিররি সর্বাবস্থায় সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে তিনি যে মত গ্রহণ করেছেন তা অধিকাংশ ইমামগণের মতের পরিপন্থী। একটি হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে তিনি যে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছেন, তা অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের খিলাফ। এ ক্ষেত্রে তিনি যদিও হাদীস হতে মাসআলা বের করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা ফক্বীহগণের উসূল তথা নীতিমালার আওতা বর্হিভুত। বক্ষ্যমান হাদীসটি হতে তাঁর গৃহীত ব্যাখ্যা, তাঁর পূর্ববর্তী ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম মুহাম্মাদ বিন শিহাব যুহরী প্রমূখ ইমামগণ যারা উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইনারা সকলেই ইমাম বুখারী কর্তৃক সাধিত ব্যাখ্যা বা অর্থ প্রদান করেননি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না স্পষ্টভাবে বলেছেন, এ হাদীসটির লক্ষ্যস্থল মুক্তাদি নয়, বরং لمن صلي وحده "এ হাদীসটি হলো ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য"। ইমাম যুহরীরও একই ভাষ্য।

ইমাম যুহরী আল মাদানী এর সামনে দুটি বিষয় বিদ্যমান ছিল, যা হাদীস হতে দলিল গ্রহণের জন্য অপরিহার্য, তা হলো –

১। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস।

২। ঐ হাদীস অনুযায়ী মদীনা বাসী সাহাবীগণের ও বয়োজৈষ্ঠ তাবেঈগণের আমল কী ছিল ? এ ছাড়া তিনি ছিলেন হাদীস সংকলনকারী ইমামগণের সম্পাদক।

এ দুটি বিষয়ই হাদীসের মর্মার্থ বুঝার জন্য আবশ্যক, আর এ দু'টি উপকরণই ইমাম যুহরীর সামনে বিদ্যমান ছিল। আকলমান্দ ব্যক্তিদের নিকট প্রশ্ন ? ৫৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী ইমাম যুহরী যিনি সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং ১০৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ হাদিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও অর্থ গ্রহণ করেছেন তা গ্রহণীয় নাকি ১৯৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী ইমাম বুখারীর মর্ম তিনি শাব্দিক হাদীস হতে যা বুঝেছেন তা গ্রহণযোগ্য ?

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ যিনি لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটি সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে গ্রহণ করেছেন, তিনিও ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্‌র মত এত কঠোর মর্মের দিকে মনোনিবেশ করেননি। তাহ্‌ক্বীক্ব মতে তার নতুন মত (জাদীদ মত) হচ্ছে জাহ্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। আর ইমাম বুখারী বললেন মুক্তাদির জন্য জাহ্‌রি-সির্‌রি সর্বাবস্থায় ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হামবল ও ইমাম মালিক বলেছেন, ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হিসেবে গণ্য হবে। আর ইমাম বুখারী বললেন মুক্তাদি যদি ইমামকে দাঁড়ানো (ক্বিয়াম) অবস্থায় না পায়, রুকু অবস্থায় পায় তাহলে মুক্তাদির ঐ রাকাআত পাওয়া হিসেবে গন্য হবে না। তাঁর এ মতটি সহিহ্‌ হাদীসের খিলাফ, আর এ হাদীসটি তিনি নিজেই সহীহ্‌ আল বুখারীতে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ কে ? এটা কি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ জানেন না ? দ্বীনের খিদমাতে যিনি সারা জীবন ব্যায় করলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়লেন, ইলমের বিশেষ করে ফিক্বহের ক্ষেত্রে

যার অবদানের ছায়া ইমাম বুখারীর উপরও প্রলম্বিত, (এটা আমার কথা নয়, এটা তার উস্তাদের উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ্ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ এর কথা)

তিনি কী করে তার মতের খিলাফ হওয়ার কারনে তার বিখ্যাত কর্ম সহীহ্ আল বুখরীতে قال بعض الناس "কেহ কেহ বলে" এ ধরনের বাক্য দ্বারা ইমাম আবু হানিফার মতের প্রতি বিরুপ ভাব প্রকাশ করেছেন, তা অভাবনীয়। এ ধরনের মনোভাব যদি কারো মধ্যে লালিত হয়, তাদের থেকে অযাচিত কিছু প্রকাশ পাওয়া অচিন্তনীয় নয়।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য জাহরী ও সিররী উভয় অবস্থায়ই ক্বিরাআত পড়া নিষেধ, এ মতটি শুধু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নয় বরং সাহাবীগণেরও। এ মতটি পছন্দ না হওয়ার কারণে তিনি তার সহীহ আল বুখারী–তে এমনভাবে শিরোনাম দিয়েছেন যা সামগ্রীকভাবে আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্‌র অর্থকে ব্যাহত করে।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব তা প্রমাণ করতে গিয়ে খুবই জোড়ালো ভাবে অধ্যায় সাজিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে কতটা সফল হয়েছেন, সেটা বিচার্য বিষয় ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অন্যদিকে যারা সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েন না, তাদের বিপক্ষে দলিল পেশ করে তিনি তার জুযউল ক্বিরাআত কিতাবটি প্রণয়ন করেন, তবে এখানে যেভাবে দলিল পেশ করেছেন তা শরঈ উসূলের মুআফিক নয়।

তিনি তার সহীহ আল বুখারী ও জুযউল ক্বিরাআত এ ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া প্রসঙ্গে চারটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যা সঠিক মানদণ্ডে নিরুপিত নয়। বিষয় চারটি হলো-

১। সহীহ আল বুখারীর কিতাবুল আযান এর ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে যে অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন তা হলো وجوب القراة

للإمام والمأموم فى الصلاة كلها فى الحضر والصفر وما يجهر فيها وما يخفات

"সালাতে ইমাম ও মুক্তাদির প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক সালাতে ক্বিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব তা মুকীম অবস্থায় হোক আর সফর অবস্থায় হোক জা'হ্রী ও সির্রী সকল অবস্থাতেই"। এ অধ্যায়ের অধীনে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ চারটি হাদীস সন্নিবেশ করেছেন, এর মধ্যে একটি ব্যতীত বাকী তিনটিই তার শিরোনামের উদ্দেশ্য ও কারণ এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ অধ্যায়টি নির্ধারণ করার মূল ও প্রধান কারণ হলো মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া, আর এ কারণটি একমাত্র উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্নিত হাদীসেই বিদ্যমান। অন্য তিনটি হাদীসের সাথে ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। অনেকেই "ইমাম ও মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব" এ শিরোনামে উল্লিখিত হাদীসগুলোকে শিরোনামের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা শিরোনামের উদ্দেশ্য সাধন করে না। এ বিষয়ের আলোচনা উক্ত অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস সমূহ উল্লেখ করার পর পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এ মাসআলা আলোচনায় একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি যে কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছেন, তার পূর্ববর্তী কোন ফক্বীহ মুহাদ্দিসই তা পোষণ করেননি। বিশেষ করে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও না।

২। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার "জুযউল ক্বিরাআত" কিতাবের সপ্তম পৃষ্ঠায় বলেছেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

৩। তিনি "জুযউল ক্বিরাআত" এর অষ্টম পৃষ্ঠায় বলেন, من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" এ হাদীসটি মক্কা, মদীনা, ইরাক ও অন্যান্য আলেমগণের দ্বারা প্রমাণিত নহে।

৪। হাদীসটি মুরসাল ও মুনকাত্বে।

ইমাম বুখারী ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে সহীহ আল বুখারী ও জুযউল ক্বিরাআতে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা উপরোক্ত চারটি বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ইহা পর্যালোচনা করার পর বুঝা যাবে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর মতটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা বা তাঁর মতকে সমর্থন করে কিনা ?

প্রথম অভিযোগের জওয়াব

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর অন্যতম কীর্তি হচ্ছে তাঁর সহীহ আল বুখারী প্রণয়ন। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস সমূহ সংগ্রহ ও নিঁখুতভাবে তা গ্রহণ করার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন, এক্ষেত্রে তাঁর আরো অসামান্য অবদান হলো হাদীস গুলোকে শিরোনাম অনুযায়ী সাজানো। কোন শিরোনামের অধীনে যেমন একাধিক হাদীস সন্নিবেশ করতে পেরেছেন, আবার কোনটিতে দেখা যায় শুধু একটি হাদীস নির্বাচন করতে পেরেছেন। একজন মুহাদ্দিসের কাজ হলো সনদের বিচারে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের দিকটির প্রতি নজর দেওয়া তিনি এটি করার সাথে সাথে হাদীসের মর্মের দিকে খেয়াল রেখেছেন এটা অবশ্যই তার বিরল অবদান যা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রেই যে মর্ম অনুযায়ী অধ্যায় ভিত্তিক করতে পেরেছেন বা সফল হয়েছেন তা কিন্তু বলা যাবে না। তিনি যা পেরেছেন করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, চিন্তার দ্বার উন্মোচন করেছেন, পরবর্তী আলেমগণ ইহাকে অরও বাস্তবানুরাগী করে নিবেন এবং হাদীস হতে অন্যান্য কী শিক্ষা নেওয়া যায় তা কোশেশ করে দেখবেন, এটা না করে যদি যেভাবেই হোক তার মতকে সঠিক রাখার জন্য পট্টির উপর পট্টি লাগানো হয় তা হবে দুঃখজনক। এমনই অবস্থা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে হাদীস সন্নিবেশ করার ব্যাপারে বাকী তিনটি হাদীসের ক্ষেত্রে। ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব

সাব্যস্ত করতে গিয়ে দলিল হিসেবে যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে অধ্যায়টির নামকরণ করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে মাত্র একটি হাদীসই মিল আছে। বাকী দুটি হাদীসের علة (কারণ) এর সামঞ্জস্য কতটুকু বা আদৌ অছে কিনা ? তাই এখন বিচার্য বিষয়।

পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে হাদীস তিনটি উল্লেখ করে এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা করা হলো।

ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব অধ্যায়ের তিনটি হাদীসের প্রথমটি হলো–

حدثنا موسى قال : حدثنا ابو عوانة قال: حدثنا عبد المالك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضى الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق أن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي ؟ قال أبو إسحاق أما أنا والله فانى كنت اصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أخرم عنها اصلى صلاة العشاء فاركد فى الأولبين وأخف فى الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة و لم يدع مسجدا إلا سأل عنه و يثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبنى عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية و لا يعدل فى القضية. قال سعد: أما و الله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء و سمعة فأطل عمره و أطل فقره و عرضه فى الفتن قال و كان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبيرمفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عبد المالك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوارى فى الطريق يغمزهن.

"জাবির বিন সামুরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সম্পর্কে, আমিরুল মোমিনীন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর নিকট অভিযোগ দায়ের করলেন, অত:পর খলিফাতুল

মুসলিমিন তাকে অপসারণ করলেন এবং হযরত আম্মার রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে তার স্থলাভিসিক্ত করলেন। তারা (কুফাবাসীগণের সকলের নয় কেহ কেহ) অভিযোগ করলো যে, তিনি (সা'দ) উত্তম পন্থায় সালাত পড়ান না। অত:পর তাকে ডেকে পাঠানো হলো এরপর আমিরুল মুমিনিন বললেন, হে আবু ইসহাক এ সমস্ত লোকজন মনে করে আপনি উত্তমরূপে তাদেরকে সালাত পড়ান না। আবু ইসহাক (সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কুনিয়াত) বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তো তাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রাপ্ত সালাতই পড়াই, তার থেকে কম করিনা। ইশার সালাত এর প্রথম দু রাকাআতকে একটু দীর্ঘ করি আর দ্বিতীয় দুই রাকাআতকে হালকা করি। খলিফাতুল মুসলিমিন বললেন, আমি তো আপনার প্রতি এরূপ সু-ধারনাই রাখি। অত:পর সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর সাথে একজন বা একাধিক লোক কুফাতে পাঠালেন, যাতে তারা সরেজমিন পরিদর্শন করে, প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করতে পারেন। বিষয়টি জানার জন্য অত:পর তারা কুফাবাসীকে সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তারা সকলেই সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু সম্পর্কে সুখ্যাতি ও প্রশংসা করলেন। অত:পর তারা বনি আবস এর একটি মসজিদে গেলেন, সেখানে লোকদের জিজ্ঞেস করতেই তাদের মধ্য হতে একলোক দাঁড়িয়ে গেল, তার নাম উসামাহ বিন কাতাদাহ তাকে আবু সাদাহ্ বলে ডাকা হয়। যেহেতু আপনি আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন (তাই বলছি) সা'দ কখনও সেনা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনিমতের মাল সমান ভাবে বণ্টন করেন না এবং ইনসাফের সাথে বিচার করেন না। এ শুনে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু বললেন, আমি এ লোকের বিপক্ষে তিনটি বদদোয়া করবো;

১। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যদি আপনার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার বয়সকে বাড়িয়ে দিন।

২। তার মুখাপেক্ষিতা বাড়িয়ে দিন।

৩। তাকে ফিৎনায় নিপতিত করুন।

পরবর্তীতে ফিৎনায় নিপতিত এ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার এ করুন পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলেছে, আমার বিরুদ্ধে করা হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর তিনটি বদ দোয়াই লেগে গেছে। বর্ণনাকারী আব্দুল মালিক বিন উমাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরবর্তী কালে আমি লোকটিকে দেখেছি বয়সের ভারে তার ভ্রু উভয় চোখের উপর ঝুলে পড়েছে, এমতাবস্থায়ও রাস্তা দিয়ে যখন কোন যুবতী মেয়ে হেঁটে যেত, তাকে দেখে চোখে টিপ্পনী কাটতো"।

শিরোনামের দ্বিতীয় হাদীসঃ

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ দ্বিতীয় যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা হলো-

حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:لا صلاة لمن لم نقرأ بفاتحة الكتاب.

"আলি বিন আব্দুল্লাহ্ আমাদেরকে বলেন,সুফিয়ান আমাদেরকে বলেছেন, যুহরী আমাদেরকে মাহমুদ বিন রবী' হতে তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েনা তার সালাত হবে না।"

শিরোনামের তৃতীয় হাদীসঃ

ইমাম বুখারী তৃতীয় যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা হলো- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحي عن عبيد الله قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبى صلى الله عليه و سلم فرد و قال" إرجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه و سلم فقال: "إرجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما

تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك فى صلاتك كلها.

"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, অত:পর কোনও এক লোক (সাহাবী) প্রবেশ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন, সালাত শেষে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিলেন, জওয়াব দেওয়ার পর সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ফিরে যাও, পূণরায় সালাত আদায় কর, কেননা তোমার সালাত আদায় হয় নাই, অত:পর লোকটি ফিরে গেল এবং পূণরায় সালাত আদায় করল, যেভাবে প্রথমবার আদায় করেছিল। সালাত শেষে আবার রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং সালাম দিলেন, সালামের জওয়াব দেওয়ার পর বললেন, ফিরে যাও, পূণরায় সালাত আদায় কর, কেননা তোমার সালাত আদায় হয় নাই, অত:পর ঐ সাহাবি বললেন, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এর চাইতে ভাল করে সালাত আদায় করতে পারি না। আমাকে শিখিয়ে দিন কী ভাবে সালাত আদায় করতে হবে। অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখনই সালাতে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবির বলবে, এরপর আল কুরআন হতে তোমার নিকট যা সহজ হয় তা পড়বে, অত:পর রুকু করবে ইত্বমিনানের সাথে, তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবে, তারপর সিজদায় যাবে এবং ইত্বমিনানের সাথে সিজদা আদায় করবে, এভাবে প্রতি রাকাআত ও ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে।"

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার সহীহ্ আল বুখারীতে ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের সময় মুক্তাদিকেও সুরা ফাতিহা পড়তে হবে মর্মে উপরোক্ত তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মতে এই হল ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার দলিল।

এখন দেখা যাক উক্ত তিনটি হাদীসের সাথে মুক্তাদির ক্বিরাআতের যোগসূত্র কতটুকু বা আদৌ আছে কিনা ?

প্রথম হাদীসের আলোচনা

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব” এর দলিল হিসেবে যে চারটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন তার প্রথমটির দুটি বিষয় পর্যালোচনা যোগ্য।

১। তরজমাতুল বাব বা শিরোনাম অনুযায়ী এ হাদীসটি দলিল যোগ্য কিনা ?
ইহা কি কোন হাদীস ?

১। তরজমাতুল বাব বা শিরোনাম অনুযায়ী এ হাদীসটি দলিল যোগ্য কিনা?

প্রথমেই আমরা জেনে নেই সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত ঘটনাটি যে তরজমাতুল বাব বা শিরোনামে উল্লেখ করেছেন এ শিরোনামের সাথে বর্ণিত ঘটনাটির কোনও মিল আছে কিনা ? যদি মিল থাকে তাহলেই ইহা দলিলযোগ্য হবে। অনেকে ইহাকে ভিন্ন মাত্রায় সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা সঠিক স্থানে নহে, কারণ এ ঘটনাটিকে এ শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা ঘটনাটির মূল শিক্ষার পরিপন্থী। ইমাম বুখারীর অধ্যায়টি প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হল মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া। অথচ সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত ঘটনাটিতে মুক্তাদি বিষয়ে কোন উল্লেখই নেই। শায়খ বদরুদ্দিন বিন জামাআহ তার “মুনাসাবাত তারাজুমে আবওয়াব আল বুখারী ” এর ৩১ পৃষ্ঠায় বলেন, وأما حديث سعد فوجه مطابقة الترجمة إن الرقود عبارة عن القيام إلى ان ينقضى القرأة لطويلة والحذف عبارة عن تخفيف القرأت فدل ذلك على قرأة الفاتحة و السورة فى الأولیین و الإقتصار على الفاتحة فى الأخريين.

“আর সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল হলো হাদীসে উল্লিখিত أرقد শব্দটি قيام এর অর্থ প্রদান করে, যার দ্বারা দীর্ঘ সময় ক্বিরাআত পড়া বুঝায় অন্যদিকে হযফ যা সংক্ষিপ্ত

ক্বিরাআত বুঝায় এর দ্বারা প্রমাণিত হলো প্রথম দু'রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও সাথে অন্য সূরা পড়া এবং শেষ দু'রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।"

সালাত ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব যে প্রকারেরই কোহ না কেন ? ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা যে ওয়াক্তের সালাতই হোক না কেন ? মুছাল্লি ইমাম, একাকী সালাত আদায়কারী, পুরুষ ও মহিলা যাই হোক না কেন ? চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা পড়তে হবে, আর দ্বিতীয় রাকাআতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা পড়তে হবে, তবে প্রথম রাকাআতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে যে সূরা মিলানো হবে তা প্রথম রাকাআতের চেয়ে একটু ছোট হবে বা সমান হবে, ছোট হবে না এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এটা তো একটি ঐকমত্য মাসআলা, হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী, জাহেরী আধুনিক সালাফী তথা আহলুল হাদীস প্রত্যেক মাযহাবেই তো এ মোস্তাহাব আমলটি সমভাবে গৃহীত। এ মাসআলার সাথে ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার সম্পর্ক কোথায় ?

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার বিশাল কর্মে হয়তো এটি ভিন্ন খাতে উপস্থাপন করেছেন, তার এ কাজ সঠিক না হলেও বিফল নয় কেননা এটা ছিল ইজতিহাদ এ কারণে হাদীস অনুযায়ী তিনি একগুণ সওয়াব পেয়ে যাবেন। তাঁর এ মতকে গ্রহণ করতে হবে তাতো নয় ? তিনি হাদীস হতে যা বুঝেছেন তা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু এক শ্রেণির লোকের ইনিয়ে-বিনিয়ে, ঘুড়িয়ে-ফিরিয়ে, মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষেণ করে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হবে দুখঃজনক ! এ প্রচেষ্টাকে কীনামে ভূষিত করা হবে ? অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করা যদি অন্ধত্ব না হয়, অন্ধত্বের সংজ্ঞা কী ভাবে নিরুপণ করা হবে ?

যাই হোক ইবনু জামাআহ এবং অনুরুপ যারাই এভাবে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ঘটনাকে তরজমাতুল বাব এর সাথে মিলানোর চেষ্টা করেছেন তা হাস্যকর এবং অগ্রহণীয়। তবে ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহু সহ অনেকেই এ ঘটনাটি যে তরজমাতুল বাব এর সাথে কোনও সম্পর্ক নেই তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাযার আসকালানী তার ফাতহুল বারী কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন, و أما الحضر و السفر و قراة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكرفى الباب.

"তরজমাতুল বাবে বা শিরোনামে ইক্বামাত, সফর এবং মুক্তাদির ক্বিরাআতের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসে উল্লেখ নেই"।

ইমাম মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ খিদীর আল জাকনী আশ শানকিতি তার "কাওসারুল মাআনী আদদারারী ফি কাশফি খাবায়া সহিহিল বুখারী" কিতাবের নবম খণ্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, لا دلالة فى حديث سعد على وجوب القراة و إنما فيه تخفيفها فى الأخريين عن الأوليين

"সা'দ রাদ্বীআল্লাহু ‹।নহু ঘটনা সংবলিত হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া প্রমাণ করে না, বরং ইমামের শেষ দুই রাকাআতের কিরাআত প্রথম দুই রাকাআত হতে ছোট বা কম হওয়া প্রমাণ করে।"

ইমাম আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল ক্বাসত্বালানী রাহিমাহুল্লাহ "ইরশাদুল সারী লি শারহী সহীহিল বুখারী" কিতাবের দ্বিতীয় খনেমবর ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, ولا دلالة فيه لوجوب قراة المأموم "এ হাদীস দ্বারা মুক্তাদির ক্বিরাআত ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে না।"

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর উক্ত অধ্যায় প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য হলো মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে তাঁর মতের স্বপক্ষে হাদীস থেকে দলিল পেশ করা। যেহেতু সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ঘটনা সংবলিত হাদীসটিতে মুক্তাদির ক্বিরাআত এর ব্যাপারে কোনও ইশারা নেই, তাই সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত وجوب القراة للإمام و المأموم অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটি হতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার দলিল গ্রহণ যথার্থ নয়।

২। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ঘটনা সংবলিত যে বিষয়টি ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন তা কী হাদীস ?

আমরা জানি হাদীস হচ্ছে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা যা তাঁর সম্মুখে করা হয়েছে, তিনি তার সম্মতি দিয়েছেন, উপরোক্ত প্রথম হাদীসটি কী এ তিনটি পর্যায়ের একটির মধ্যে পড়ে ? মোটেই নয় বরং এটি একটি ঘটনা যা উক্ত সাহাবি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের জওয়াব দিতে গিয়ে দলিল হিসেবে বলেছেন, اصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أخرم عنها اصلى صلاة العشاء فاركد فى الأوليين و أخرم فى الأخريين.

"আমি তো তাদেরকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতই পড়াই তার থেকে তো কম করিনা প্রথম দুই রাকাআতে ক্বিরাআত দীর্ঘ করি, দ্বিতীয় দু' রাকাআতে ক্বিরাআত ছোট করি" এটা যদি হাদীস হয় তা হলে তো এখনও শত শত হাদীস তৈরি হচ্ছে যেমন কোন আলেম হাদীস অনুযায়ীই আমল করছে আর কোন নাদান তা না বুঝে বলছে এটা বিদআত হচ্ছে তখন যদি সে আলেম হাদীস থেকে দলিল পেশ করে বলে আমি এর ভিত্তিতে আমল করছি। তা হলে কি তার আলোচনা বা বর্ণনাটি হাদীস হয়ে যাবে ? এখানে স্মরণ রাখতে হবে তার এ আমলের দলিল প্রকাশ্যও হতে পারে প্রচ্ছন্নও হতে পারে সুতরাং তার এই আমলকে হাদীস বলা যাবে না বরং হাদীস অনুযায়ী আমল বলতে হবে। তাই সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কাজটাও হাদীস নয় বরং হাদীস অনুযায়ী আমল।

সম্পূরক হিসেবে বলতে হচ্ছে, ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এর মধ্যে কোন একটি বিষয়ে কথোপকথন হচ্ছিল, ইমাম আযম তার মতের স্বপক্ষে দলিল দিচ্ছিলেন, বিষয়টি যেহেতু উক্ত ঘটনার সাথে পরিপূর্ণ ভাবে মিল রাখে তাই ঘটনাটি উল্লেখ করা হল।

ইমাম আল মুআফিক আহমাদ মাক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

وباسناده إلى ابن المبارك رحمه الله قال: إنطلق ابو حنيفة إلى الحج فلما إنتهى إلى المدينة استقبله محمد بن على بن حسين بن على رضى الله عنهم فقال لأبى حنيفة انت الذى حولت دين جدى و احاديثه بالقياس فقال ابو حنيفة معاذ الله أن افعل ذلك فقال له ابو جعفر بل حولته فقال ابو حنيفة لابى جعفر اجلس مكانك كما يحق لك حتى اجلس كما يحق لى فإن لك عندى حرمة كحرمة جدك صلى الله عليه و سلم فى حياته على اصحابه. فجلس ابو جعفر ثم جث ابو حنيفة بين يديه ثم قال لابى جعفر أنى سائلك ثلاث كلمات فأجبنى فقا ل ابو حنيفة:

الرجل اضعف ام المرأة فقالِ بل المرأة فقال ابو حنيفة كم سهم الرجل و كم سهم المرأة فقال ابو جعفر للرجل سهمان وللمرأة سهم فقال ابو حنيفة هذا قول جدك ولو حولت دين جدك لكان ينبغى فى القياس ان يكون للرجل سهم و للمرأة سهمان لأن المرأة اضعف من الرجل.

ثم قال الصلاة افضل ام الصوم فقال الصلاة افضل من الصوم قال قول جدك و لو حولت دين جدك فالقياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضى الصلاة ولا تقضى الصوم.

ثم قال البول أنجس أم النطفة قال ابو جعفر البول أنجس قال فلو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول و يتوضأ من النطفة لأن البول اقذر من النطفة و لكن معاذ الله أن احول دين جدك بالقياس فقام ابو جعفر معانقه و الطفه وأكرمه و قبل وجهه.

“আমিরুল মোমিনীন ফিল হাদীস আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) হজ্জের কাজ শেষ করে আল মদীনা আল মুনাওয়ারাতে যান, সেখানে ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বাকের বিন আলী জয়নুল আবেদীন বিন হুসাইন বিন আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এর সাথে দেখা হয়। ইমাম বাকের রাহিমাহুল্লাহ- ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন আপনিই কি আমার নানার দ্বীনকে ও হাদীস সমূহকে কিয়াস দ্বারা পরিবর্তন করে দিচ্ছেন, ইমাম আবু হানিফা বললেন, ঐ সমস্ত কাজ হতে আল্লাহ তায়া'লার আশ্রয় চাচ্ছি, ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন শুধু তাই নয় বরং

রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছেন, অত:পর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনি বসুন, আপনার প্রতি যেমন হক রয়েছে, অনুরুপ আমারও, আপনাকে আমি ততটাই সম্মান করি, যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিবদ্দশায় সাহাবা ই কিরামগণ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিলেন, তারপর ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বসলেন, আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হাঁটু গেড়ে ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহর কাছে বসলেন, অত:পর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনার নিকট আমার তিনটি প্রশ্ন : দয়া করে উত্তর দিবেন,-

১। পুরুষ দুর্বল না মহিলা?

ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে বললেন- মহিলা। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারিশ হিসেবে পুরুষ কতটুকু পাবে আর মহিলা কতটুকু ? ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, পুরুষ পাবে দুই অংশ, আর মহিলা এক অংশ। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, ইহা হাদীসেরই কথা, যদি আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের খিলাফ করে কিয়াস অনুযায়ী চলতাম, তাহলে বলতাম পুরুষের জন্য এক অংশ আর মহিলার জন্য দুই অংশ। কেননা কিয়াসের চাহিদাও এটাই দুর্বল বেশী পাবে সবলের চেয়ে।

২। সালাত এর গুরুত্ব বেশী না রোজার?

ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, সালাত এর। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, ইহা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বা কথা, আমি যদি দ্বীনকে পরিবর্তনই করতাম আর কিয়াস করে কথা বলতাম তাহলে মেয়েদের হায়জ হতে পবিত্র হওয়ার পর সালাত কাজা করতে বলতাম রোজা নয়, কেননা যেটার গুরুত্ব বেশী তাই তো কাযা করা উচিত, কিন্তু

তা বলি না বরং আমি তাই বলি যা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অর্থাৎ রোজা কাযা করতে হবে

৩। প্রস্রাব বেশী নাপাকি, নাকি নুৎফা (মনি)?

ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, প্রস্রাব অধিক নাপাকি। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমি যদি কিয়াস দ্বারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনকে বা হাদীসকে পরিবর্তন করতাম তাহলে প্রসাবের কারণে গোসলের হুকুম দিতাম, এবং মনি বের হওয়ার জন্য ওযু করার হুকুম দিতাম, কেননা নুৎফা হতে প্রসাব অধিক নাপাকি, আর মনির জন্য ওযুর হুকুম দিতাম কারণ মনি কম নাপাকি, সর্বোপরি আমি কিয়াসের দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনকে পরিবর্তন হতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এসমস্ত কথা শোনার পর ইমাম বাকির রাহিমাহুল্রাহ দাঁড়িয়ে ইমাম আযমের সাথে মুআনাকা করলেন ও কপালে চুমা দিলেন"।

প্রিয় পাঠক, উক্ত ঘটনা থেকে ভেবে দেখুন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হাদীস অনুযায়ী বা হাদীসের উৎস নিয়েই কথা বলেছেন, তাও একটি নয় তিনটি হাদীসের। তাই বলে কি ইহাকে হাদীস বলা যাবে ?

অনুরূপ হযরত সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ঘটনাটি যা ইমাম বুখারি উক্ত অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লেখ করেছেন, তা হাদীস বা হাদীস হিসেবে দলিল পেশ করার কী উপযোগী ? সবচেয়ে বড় কথা হলো ইমাম বুখারী ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে যে সমস্ত হাদীস এনেছেন এবং তৎপূর্বে যে তরজমাতুল বাব বা শিলোনামের উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ ইমাম মুক্তাদি সকলের জন্যই সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব" এ শিরোনামের সাথে হযরত সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর ঘটনার ন্যূনতম সম্পর্ক আছে কী ? এ ঘটনা সম্পর্কে শায়খ উসাইমিন এর ভাষ্যই বরং যথার্থ। এ প্রসঙ্গে শায়খ উসাইমিন, তার শারহু সহীহ্ আল বুখারীর তৃতীয় খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় বলেন, وفى هذا الحديث دليل على جواز دعوة الانسان على ظالمه والمعتدى عليه بمثل ماعتدى به عليه و على هذا فيكون أخذ الحق من المعتدى على وجهين

إما بقوة السلطان
وإما بدعاء الرحمن

أما بقوة السلطان فبأن يدفعه إلى السلطان حتى يقام عليه الحد
وأما بدعاء الله عز و جل وأن للإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه
و له الحق فى هذا والله أعلم .

"এ হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন নিরিহ ও সরল ব্যক্তির প্রতি যদি কোন যালিম বা সীমালঙ্ঘনকারী অহেতুক অত্যাচার করে তাহলে তার প্রতি এ পরিণতি হবে যে পরিণতি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে মিথ্যারোপকারী উসামা বিন কাতাদার হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুলযোগ্য। অত্যাচারিত ব্যক্তি দুভাবে যালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। বা তার হক আদায় করতে পারে।

১। শাষকের শক্তির দ্বারা। অর্থাৎ শাষকের কাছে অত্যাচারিত ব্যক্তি বিচার প্রার্থী হবে। তৎপর শাষক আইনীভাবে ও শক্তির বলে অত্যাচারিত ব্যক্তির হক্ব আদায় করে দেবে।

২। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়ার মাধ্যমে। এ ধরনের মানুষের অধিকার প্রাপ্ত হক্ব হলো জালিমের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করবে। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

এ হাদীসটির মূল শিক্ষা ও ফায়েদা সম্পর্কে ইমাম ইবনু মুলাক্কান তার আত তাওদ্বীহ লি শারহিল জামি' আস সহীহ কিতাবের সপ্তম খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, و فيه من الفوائد: إجابة دعوة المظلوم "এ হাদীস থেকে যে ফায়দা পাওয়া যায় তা হল অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়া।"

ইমাম ইবনু মুলাক্কান (৭২৩-৮০৪) উক্ত খণ্ডের ৬০পৃষ্ঠায় আরো বলেন, فإن قلت: وجه الدلالة على ما بوب به البخارى فى هذا الحديث والذى قبله من القرأة ظاهر أن حديث عبارة دال عليه بعمومه و حديث أبى هريرة فى الفذ والمأموم بالقياس عليه فما وجهه من الحديث الأول:
قلت:وجهه قوله: أرقد فى الأوليين و أخف فى الأخريين.

"আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, ইমাম বুখারী উক্ত তিনটি হাদীসের ক্ষেত্রে যে

শিরোনোম করেছেন তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের সাথে ঠিক আছে এর মধ্যে উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্নিত হাদীসটি শিরোনামের সাথে স্পষ্টভাবেই সংগতিপূর্ণ। আর তৃতীয় হাদীসটি যা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আরহু হতে বর্ণিত তাতে একাকী সালাত আদায়কারী এবং মুক্তাদির ক্ষেত্রে কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত অর্থাৎ উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের কিয়াস করে আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসকে এ শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে, সরাসরি নয়। তাহলে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু সম্পর্কিত প্রথম হাদীসটি এ শিরোনামে উল্লেখ করার কারণ কী?

আমি বলবো (ইবনু মুলাক্কান) ; এর কারণ হল "প্রথম দই রাকাআতে আমি ক্বিরাআত দীর্ঘ করে পড়ি এবং শেষ দুই রাকাআতকে হালকা করি।"

ইমাম মুহাম্মাদ খিদ্বির আল জাকনী আশ শানক্বীত্বী তার কাওসারুল মাআনী আদ দারারী ফি কাশফি খাবায়া সহিহিল বুখারী " এর নবম খণ্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায় বলেন, لا دلالة فى حديث سعد على وجوب القرأة و إنما فيه تخفيفها فى الأخريين عن الأوليين.

"সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীস হতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বরং ইহাতে প্রথম দু'রাকাআত হতে শেষ দু'রাকাআতকে হালকাভাবে পড়াই প্রমাণ করে।"

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতহুল বারী বিশারহী সহীহিল বুখারী এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন, و قرأة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر فى الباب.

"সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহ আনহু সম্পর্কীত ঘটনাটি যে শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে তা মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে নয়, অর্থাৎ এ হাদীসটির সাথে শিরোনামের কোনও সম্পর্ক নেই"।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উসাইমিন, শায়খ শানক্বীত্বি, ইমাম ইবনু খালকান , ইমাম ইবনু হাযার এবং

ইবনু বাওাল এর বক্তব্য ও আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ও মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব" শিরোনামে তার মতের স্বপক্ষে যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তার প্রথমটি দলিল অযোগ্য বা যে প্রসঙ্গে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার সাথে সংগতিপূর্ণ নহে বরং হাদীসটি অত্যাচারিত লোকের ফরিয়াদ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দ্রুত কবুল হওয়া; এবং প্রথম দুই রাকাআতে ও শেষের দুই রাকাআতে কী ভাবে ক্বিরাআত পড়তে হবে, কতটুকু পড়তে হবে সে বিষয়ে। সুতরাং এ হাদীস দিয়ে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া দলিলযোগ্য নহে।

দ্বিতীয় হাদীসঃ

ইমাম বুখারী তার মতের স্বপক্ষে বিবৃত হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিই কেবল তার নির্ধারিত শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে তিনি "সুরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হবে না।" দ্বারা মুক্তাদির জন্য সিররী ও জাহরী প্রত্যেক সালাতেই ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রায় সকল ইমাম ও মুহাদ্দিসই দ্বিমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু বাওাল তার শারহু সহিহিল বুখারী এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, اختلاف العلماء فى وجوب القرأة فى الصلاة فقال مالك والشافعى احمد واسحاق وجمهور الفقهاء: قرأة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا تجزئ الصلاة إلا به

"ইমামগণ সালাতে ক্বিরাআতের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক ও অধিকাংশ ফক্বীহগণের মতানুসারে لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب হাদীসটি ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব সাব্যস্ত, এছাড়া সালাত আদায় হবে না। (মুক্তাদি এ হাদীসের অর্ন্তভূক্ত নহে)"।

ইমাম বুখারী لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এ হাদীস দ্বারা মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন তা- যে কারণে পরিত্যাজ্য।

১। ইমাম বুখারী এ হাদীস হতে যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, সাহাবীগণ কী একই অর্থ গ্রহণ করেছেন ?

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হবে না।" এ হাদীস দ্বারা মুক্তাদিকেও শামিল করেছেন। একটি বিষয়ে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীস এর সনদ পরম্পরায় প্রথম স্তরে হলেন সাহাবা ই কিরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ এরপর তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ। হাদীসের মর্ম বুঝা এবং এর থেকে বিভিন্ন মাসআলা বের করা ও এর হুকুম গ্রহণের ব্যাপারে দেখতে হবে সাহাবীগণ উক্ত হাদীস হতে কী মর্ম গ্রহণ করেছেন ? সমস্ত সাহাবীগণ একই অর্থ নিয়েছেন নাকি অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে ? অথবা উক্ত হাদীসের শাব্দিক অর্থ গ্রহণে বাধা দেয় এমন অন্য হাদীস আছে কি না ? এতগুলো প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটির ব্যাপারে দুটি বিষয় জানা জরুরী।

(ক) ইমাম বুখারী হাদীসটি হতে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন, না পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে কি সাহাবী গণের কোনও মত বর্ণিত আছে বা তাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত ?

(খ) তাবেঈগণ যারা এ হাদীসের মূল প্রথম ও প্রধান বর্ণনাকারী শত শত সাহাবীগণের মাঝে মদীনাতেই যারা লালিত-পালিত এবং তাদের আমল দেখতে শুনতেই যাদের বেড়ে উঠা, তারা এ হাদীস দ্বারা কি মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব বলেছেন?

এ দুটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই হাদীসটির প্রকৃত শিক্ষা ও হাকীকাত - নির্ভরশীল।

যত গুলো সূত্রের মাধ্যমে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার সবগুলোই একজন তাবেঈ ও একই সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসটি ইমাম যুহরি–মাহমুদ বিন রবী' হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। অন্য কোন সাহাবী

এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। শুধু উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর মাধ্যমেই ইহা প্রচারিত হয়েছে। অধিকাংশ সাহাবিগণই ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার পক্ষে ছিলেন না। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, যায়দ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন উমার, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুম এ হাদীস এর হুকুম হতে মুক্তাদিকে বাদ দিয়েছেন। এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও ইমাম ইবনু শিহাব আয যুহরী বলেছেন, এ হাদীসের হুকুম ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য। ইমাম মালিক, ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাবও মুক্তাদিকে এ হাদীসের অর্ন্তভুক্ত করেন নি।

ইমাম বুখারি হাদীসটির বাক্যগুলো রাবী পরম্পরায় সহীহ সনদে পেয়েছেন, সাহাবিগণ ও তাবেঈগণ বিশেষ করে এ হাদীসের বর্ণনকারী ইমাম যুহরী যিনি হাদীস সংকলনকারী গণের প্রধান ছিলেন এবং মদীনাবাসীও ছিলেন তার অন্যতম ছাত্র ইমাম মালিক তিনিও মদীনাবাসী ইনারা একাধারে যেমন হাদীসটি পেয়েছেন তেমনি ইহার হাকীকাত বা প্রকৃত মর্ম কী তা সাহাবিগণের আমল থেকে বাস্তব ও সরাসরি শিক্ষা নিতে পেরেছেন। অন্যদিকে ইমাম বুখারী হাদীসের থিওরী বা তত্ত্ব পেয়েছেন সাহাবিগণের প্রয়োগ দেখেন নি। তার পূর্ববর্তীগণ যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম যুহরী, ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহগণ মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেন নাই এর মধ্যে ইমাম যুহরী ও ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হাদীসের তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয়টিই সাহাবীগণ হতে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সুতরাং لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب হাদীসটির মমার্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী তাবেঈগণের মতই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য কারণ তাদের সম্মুখে সাহাবিগণের ফাতাওয়া ও আমল ছিল। অন্যদিকে ইমাম বুখারি, ইমাম যুহরির মৃত্যুরও একশত বছর পর এসে হাদীসটিতে তার পূর্ববর্তীগণের ব্যাখ্যা না মেনে বা সাহাবিগণের আমলের দিকে না তাকিয়ে সরাসরি বলে দিলেন, মুক্তাদি যদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ে তার সালাত হবে না। তার এ মতটি স্পষ্টভাবেই সাহাবীগণের আমলের

খিলাফ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সকল সাহাবি রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ ক্বিরাআত পড়েছেন তার কোন প্রমাণ নেই। বরং হাদীস হতে যা প্রমাণিত তা হল মাত্র দু'একজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়েছেন যেমন ইমাম মালেক তার মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন –

حدثنی مالك عن ابن شهاب الزهری عن ابن أكيمة الليثی عن ابی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال: هل قرأ معی منكم احد أنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله صلی الله عليه و سلم فقالرسول الله صلی الله عليه و سلم إنی اقول ما لی أنازع القرأن؟

"ইমাম মালিক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু শিহাব আল যুহরী হতে তিনি ইবনু উকাইমাহ আল লাইসী হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহ্‌রী সালাত শেষে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ ? মুক্তাদি তথা সাহাবিগণ হতে একজন মাত্র বললেন, জি–হ্যাঁ, আমি পড়েছি হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাই তো বলি আমার ক্বিরাআতকে কে টেনে ধরেছে?

এ হাদীসের মূল শিক্ষায় অনুপ্রবেশের পূর্বে ইমাম বুখারী কর্তৃক সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটির সাথে ما لی أنازع القرأن হাদীসটির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যাক হাদীস দু'টি গ্রহণের ক্ষেত্রে সনদের বা সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য আছে কী না ? বা সনদ বিচারে কোন একটি প্রাধান্য পাবে কী না ?

উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস :

ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারীত আলী বিন আব্দুল্লাহ (আল মাদীনী) হতে তিনি সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে তিনি ইমাম ইবনু শিহাব আয্ যুহরী হতে তিনি

মাহমুদ বিন রবী হতে, তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হবে না।"

হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস:

ইমাম মলিক তার মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ ইমাম ইবনু শিহাব আয যুহরী হতে তিনি ইবনু উকাইমাহ আল লাইসী হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, জাহরী সালাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ করার পর বললেন مالى أنازع القرآن "তাই তো বলি কে আমার ক্বিরাআত কে টেনে ধরসে ?" এর পর থেকে সাহাবিগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় ما لى أنازع القرآن হাদীসটি ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী হতে তিনি ইবনু উকাইমাহ হতে তিনি আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

অপরদিকে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটি ইমাম বুখারী, আলী বিন আব্দুল্লাহ হতে তিনি সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত হতে বর্ণনা করেছেন।

উভয় হাদীসই সিকাহ বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত। উভয় হাদীসই মুত্তাসিল ও মারফু এবং সহীহ।

হাদীস দু'টির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো উভয় হাদীসই ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন- একটি ইবনু উকাইমাহ আল লাইসী হয়ে আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে অপরটি মাহমুদ বিন রবী' হয়ে উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে।

দু'টি হাদীসের হুকুমই ইমাম যুহরীর নখ দর্পন। তাই তিনি বলেছেন لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب মুক্তাদির জন্য নয়। বরং ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য।

ইমাম বুখারী বলেছেন, ইমাম ও মুক্তাদি সকলের জন্যই সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব না পড়লে সালাত হবে না। বা বাতিল হয়ে যাবে। অথচ আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিজ্ঞেস করলেন "তোমাদের মধ্যে কেহ আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ কী ?" এ বাক্যের منكم এর من হরফে জারটি হচ্ছে من تبعيضية অর্থাৎ কোন কিছুর অংশ বিশেষ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত من এরপর এসেছে احد যা ঐ من কে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে, তাহলো একজন। এ প্রশ্নের উত্তরে সকল মুক্তাদি সাহাবিগণ হতে উত্তর আসলো এভাবে فقال رجل نعم أنا "অত:পর একজন লোক বললেন (একজন সাহাবী) হ্যাঁ আমি এখানে رجل শব্দটি نكرة যার অর্থ "অনির্দিষ্ট একজন" অর্থ্যাৎ একজন মাত্র সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়েছেন, সকলে নয়। ইহা হতে আরও বুঝা গেল খুলাফা ই রাশিদিন এর মত কোন মশহুর সাহাবি ক্বিরাআত পড়েন নাই। যার ফলে বলেছেন فقال رجل কোনও একজন বলেছেন।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, ক্বিরাআত সকলেই পড়েছেন কিন্তু একজনের আওয়াজ বেশী হয়ে গেছে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তাহলে বলব এ উদ্ভট প্রশ্নটি প্রসঙ্গের বাইরে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশ্ন ছিল স্পষ্ট قرأة নিয়ে তোমাদের মধ্যে কে আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছে ? একথা বলেননি তোমাদের মধ্যে কে আমার ক্বিরাআত পড়ার সময় উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাআত পড়েছে ? তাছাড়া সমাধান হিসেবে এটাও বলেননি তোমরা যখন ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়বে তখন নিম্ন আওয়াজে ক্বিরাআত পড়বে। যাতে তোমাদের আওয়াজের কারণে ইমামের ক্বিরাআত পড়ায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

ইহা হতে বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সকল সাহাবীগণ ক্বিরাআত পড়তেন না। দু'একজন যদিও পড়েছেন পরে ছেড়ে দিয়েছেন। আরও বুঝা গেল হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসটি عام সাধারণ অর্থবোধক যা ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী সকলকেই শামিল করে, আর হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহ আনহু এর বর্ণিত হাদীসটি خاص বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক যা মুক্তাদিকে ঐ عام হুকুম হতে বের করে দিয়েছে। هل قرأ معى منكم احد أنفا দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশ্ন হতে বুঝা গেল সকল সাহাবি মুক্তাদি হিসেবে সূরা ফাতিহা পড়েন নাই, মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যদি ওয়াজিবই হবে তাহলে সাহাবাই কিরামগণ সকলেই সূরা ফাতিহা পড়তেন, তাঁরা সকলে যে পড়ে নাই তার দলিল উক্ত হাদীস। সুতরাং ইমাম বুখারির মত সূরা ফাতিহা না পড়লে মুক্তাদির সালাত হবে না তা আল্লাহ তায়া'লার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর খিলাফ যা উপরোক্ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

সুরা ফাতিহা ব্যাতীত সালাত আদায় হবেনা- এ হাদীসের পর্যালোচনা

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অনুযায়ী মুক্তাদির জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এর যে মত ব্যক্ত করেছেন তা মজবুত দলিল এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ একই বর্ণনাকারী হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে একই সনদে ভিন্ন অর্থে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত। এ ভিন্ন অর্থবোধক শব্দে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারীর শক্ত মতকে সাবিত করে না। নিম্নে হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত হাদীস এবং একই অর্থবোধক হাদীস যা অন্যান্য সাহাবীগণ কর্তৃকও বর্ণিত তা উল্লেখ করা হলো।

ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারির প্রথম খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় ইমাম ও মুক্তাদি প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক সালাতে ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثناالزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

"আলী বিন আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান আমাদেরকে বলেন, যুহরী আমাদেরকে মাহমুদ বিন রবী' হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হবে না।"

শব্দের কিছু তারতম্যে হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত আরও একটি হাদীস ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জুযউল ক্বিরাআতের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৫নং হাদীসে উল্লেখ করেন, قال معمر عن الزهرى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن فصاعدا و عامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا

"মামার- ইমাম যুহরী হতে বলেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা ও সাথে আরও কিছু না পড়ে তার সালাত হবে না। অন্যান্য সিকাহ বর্ণনাকারীগণ এ হাদীস বর্ণনায় ইমাম মা'মার এর অনুসরণ করেন নাই।

অনুরুপ আল্লামা শাওকানী তার নাইলুল আওতার কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় বলেন, الحديث زاد فيه مسلم و ابو داؤد و ابن حبان لفظ فصاعدا لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهرى. و أعلها البخارى فى جزء القرأة.

"ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনু হিব্বান فصاعدا শব্দটি বৃদ্ধির হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, فصاعدا অতিরিক্ত শব্দ সহ হাদীসটি ইমাম যুহরি হতে ইমাম মা'মার ব্যতীত তার অন্য কোন ছাত্র বর্ণনা করেননি"।

ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনু হিব্বান ও আল্লামা শাওকানী সহ যারা বলেছেন, ইমাম যুহরি হতে ইমাম মা'মার ব্যতীত আর কেহ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই অর্থাৎ ইমাম যুহরি হতে হাদীসটি ইমাম মামার একাই বর্ণনা করেছেন। তাদের একথা সঠিক নহে।

আল্লামা শাওকানী, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, শায়খ শামসুল হক আযীমাবাদী প্রমূখ আলেমগণ এবং বর্তমান যামানায় তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ চার মাযহাবের মুকাল্লিদগণকে হাদীসের অনুসরণকারী নয় বরং মাযহাবের ইমামগণের অনুসরণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে, (যদিও কথাটি তোহমত ছাড়া আর কিছুই নয়)। অথচ তারা নিজেরাই তাদের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনৈতিকভাবে সঠিক ও সহিহ সনদকে অস্বীকার করেছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান এর কথাটি সঠিক কিনা, তা যাচাই না করেই গ্রহণ করা এবং তার দ্বারা দলিল দেওয়া কি অন্ধ অনুসরণ নয় ? ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহগণ হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মানলে যদি হাদীস বাদ দিয়ে মাযহাব অনুসরণ হয় তাহলে ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি তার সহীহ আল বুখারী ও জুযউল ক্বিরাআত কিতাবে করেছেন তা বিনা তাহকীকে গ্রহণ করা কি ইমাম বুখারির মাযহাবের তথা রায়ের অনুসরণ নয় ? এটা কি হাদীস অনুসরণ ?

ইমাম ইবনু হিব্বান এর অসত্যকথন এবং শাওকানি কর্তৃক তা প্রচার

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটি শুধু ইমাম মা'মারই বর্ণনা করেন, কিন্তু তার এ কথা সঠিক নয়। ইমাম যুহরী হতে হাদীসটি শুধু মা'মারই নয়, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাও বর্ণনা করেছেন। হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও কী করে বিষয়টিকে অস্বীকার করলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। আল্লামা শাওকানি কী ভাবে কোন তাহকীক না করে তার নাইলুল আওতার কিতাবে একই ধারায় উল্লেখ করলেন ? বিষয়টিকে যে শিরোনামেই অভিহিত করা হোক, তা যে ইনসাফ পূর্ণ নয় এবং কৌম চেতনার আবহে করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের মতটি যে ভুল তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস।

ইমাম আবু দাউদ, তার সুনান আবু দাউদের (তাহকীক শুআ'ইব আল আরনাউত্ব) দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى صلى الله عليه و سلم قال:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.

"কুতাইবাহ বিন সাঈদ ও ইবনুস সারহি উভয়ে বলেন, সুফিয়ান (বিন উয়ায়না) যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, এ হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে

সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কোন আয়াত বা সূরা না পড়ে তার সালাত হবে না।”

সুনান আবু দাউদে উল্লিখিত ইমাম যুহরী হতে সুফিয়ান বিন উয়ায়না রাহিমাহুল্লাহ্ও فصاعدا বর্ণনার দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক তার জুযউল ক্বিরাআতে উল্লিখিত و عامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا “অন্যান্য সিকাহ বর্ণনাকারীগণ فصاعدا সহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মা'মার এর অনুসরণ করেন নাই”। অর্থাৎ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا এ হাদীসটি ইমাম যুহরী হতে ইমাম মা'মার ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারীর এ কথাটি সঠিক নহে। কেননা এ শব্দে হাদীসটি ইমাম মা'মার এর সাথে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাও বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, একই অর্থে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে পরবর্তী কারও জন্য এ ধরণের দলিল বিহীন কথাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ইলমী দৈন্যতারই পরিচয়, আর তা প্রচার করা হবে গর্হিত কাজ । অথচ এ গর্হিত কাজটি করেই বর্তমানে এক শ্রেণির লোক দ্বীনের বিশাল কাজ করে ফেলার আত্মতৃপ্তিতে অবগাহন করে নিজেকে দ্বীনের ধারক-বাহক এবং হাদীসের রক্ষক হিসেবে প্রমাণ করতে সর্বদাই সচেষ্ট। এ লোক গুলোর এ হীন কাজে আমার কোনও আসতো-যেতো না, যদি না বিষয়টি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত থাকত এবং মুমীনগণকে বিভ্রান্ত করার বিষয়টি জড়িত থাকত।

হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত উপরোক্ত দুটি হাদীসই সহীহ সনদে বর্ণিত। তবে দু'টি বর্ণনার মধ্যে শব্দগত বৈপরীত্য বিদ্যমান। প্রথম হাদীসটির হুকুম خاص অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত সালাত আদায় হবে না, আর দ্বিতীয় হাদীসটি সে خاص হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ فصاعدا বলার দ্বারা সূরা ফাতিহা এর খাছ হুকুম রহিত করে পূরো কুরআনকেই শামিল করে নিয়েছে।

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি সহীহ আবু দাউদ এর তৃতীয় খণ্ডের ৪০৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, إسناده صحيح على شرط شيخين "ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ।"

উল্লিখিত বর্ণনায় দেখা যায় ইমাম যুহরি হতে তার ছাত্রগণ দু'ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। فصاعدا সহ এবং فصاعدا ব্যতীত।

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম যুহরী হতে একবার فصاعدا ব্যতীত আর একবার সহ উল্লেখ করেছেন যেমন ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারীর وجوب القرأة للإمام والماموم فى الصلاة كلها فى الحضر والصفر وما يجهر فيها وما يخفات অধ্যায়ে উল্লেখ করেন–

حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا صلاة لمن لم نقرأ بفاتحة الكتاب.

"আলী বিন আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান আমাদেরকে বলেন, ইমাম যুহরী আমাদেরকে মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হবে না"।

আর একবার ইমাম যুহরী হতে فصاعدا সহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু আওয়ানাহ তার মুসনাদ আবু আওয়ানাহ এর প্রথম খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن فصاعدا.

"আদদুবরী আমাদেরকে আব্দুর রাজ্জাক হতে তিনি মা'মার হতে তিনি যুহরী হতে, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে, উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরও কিছু না পড়ে তাহলে তার সালাত আদায় হবে না।"

অনুরূপভাবে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার মুসনাদের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن فصاعدا

"আব্দুর রাজ্জাক মা'মার হতে তিনি যুহরী হতে, তিনি মাহমুদ বিন রবি হতে তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কিছু না পড়ে তাহলে তার সালাত আদায় হবে না।"

একই ভাবে ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদে ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না সূত্রে فصاعدا সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা একুটু পূর্বেই সনদ সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তার সহিহ মুসলিম এর "প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব " অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنا إسحاق بن إبراهيم و عبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا.

"ইসহাক বিন ইব্রাহিম ও আবদ বিন হুমাইদ উভয়ে বলেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদেরকে ইমাম মা'মার হতে, তিনি ইমাম যুহরী হতে একই ইসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বৃদ্ধি করেছেন "যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কিছু না পড়ে তার সালাত আদায় হবে না।"

ইমাম নাসাই তার সুনান আন নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.

"সুয়াইদ বিন নছর আমাদেরকে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আমাদেরকে মা'মার হতে বলেন, তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কিছু পড়ে না, তা হলে তার সালাত আদায় হবে না।"

ইমাম ইবনু হিব্বান সহীহ ইবনু হিব্বানের পঞ্চম খণ্ডের ৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, أخبرنا إبن قتيبة قال: حدثنا ابن أبى السرى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن فصاعدا.

"ইবনু কুতাইবাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, ইবনু আবুস সাররি আমাদেরকে বলেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদেরকে বলেছেন, মা'মার আমাদেরকে যুহরী হতে তিনি মাহমুদ রবী রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরও কিছু পড়ে না তার সালাত হবে না।"

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তার মুসনাদের ষোল খণ্ডের ৪১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন حدثناعبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن فصاعدا .

"ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আমাদেরকে ইমাম মা'মার হতে বলেন, তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে, তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কিছু পড়ে না তাহলে তার সালাত আদায় হবে না।"

উপরোল্লিখিত প্রতিটি সনদের বর্ণনাকারীই সিকাহ। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি, শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ব প্রত্যেকেই বলেছেন, فصاعدا বাক্য সংবলিত হাদীসটি সহীহ্। তবে শায়খ আলবানি হাদীসটির ইসনাদ সহীহ স্বীকার করার পরও হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, দশজনেরও বেশি আলেম সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে এ হাদীসটি গ্রহণ

করেছেন, কিন্তু তারা فصاعدا সহ বর্ণনা করেন নাই। শায়খ আলবানির এ দাবি ও অভিযোগ সঠিক নহে। কেননা উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায়, ইমাম আবু আওয়ানাহ তার মুসনাদ আবু আওয়ানাহ এর প্রথম খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় , ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার মুছান্নাফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় , ইমাম নাসাই তার সুনান আননাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তার মুসনাদ এর ষোল খণ্ডের ৪১০ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বানের পঞ্চম খণ্ডের ৮৭ পৃষ্ঠায় فصاعدا সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত বর্ণনার প্রত্যেক রাবীই সিকাহ এবং হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এর শর্তানুযায়ী সহীহ। অর্থাৎ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটির প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার উর্দ্ধতন রাবী (উস্তাদ) হতে শুনেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান এর অভিযোগ

ইমাম বুখারী তার জুযউল কিরাআত এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৫নং হাদীস উল্লেখ করে বলেন قال معمر عن الزهرى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن فصاعدا و عامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا.

"ইমাম মা'মার, ইমাম যুহরী হতে বলেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কিছু না পড়ে তার সালাত আদায় হবে না।" অন্যান্য সিকাহ বর্ণনা কারীগণ فصاعدا ক্ষেত্রে ইমাম মা'মার এর অনুসরণ করেন নাই।"

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, وقوله: فصاعدا تفرد به معمر عن الزهرى دون أصحابه.

"এবং তার কথা অত:পর আরও কিছু আয়াত বা সূরা শব্দটি ইমাম যুহরী হতে ইমাম মা'মার একাই বর্ণনা করেছেন, ইমাম যুহরীর অন্য কোন ছাত্র উক্ত শব্দটি সহ হাদীসটি বর্ণনা করেননি"।

উক্ত অভিযোগ এর জওয়াব

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটির ব্যাপারে বলেছেন ইহা সহিহ্ নয়। কিন্তু فصاعدا শব্দযুক্ত হাদীসটি যে সহীহ্ সনদে বর্ণিত তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তার জুযউল

ক্বিরাআত কিতাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা না পড়ার হাদীস এর ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তা ইনসাফের মধ্যে পড়ে না।

অনেক সত্য কথা আছে যা অপ্রিয় শুনতে ভাল শুনায়না। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ যে সমস্ত হাদীসের উপর হানাফি আমল প্রতিষ্ঠিত সে ক্ষেত্রে ইনসাফ রক্ষা করতে পারেন নাই। একটি হাদিসের সনদের বর্ণনাকারীর অস্তিত্বকে তিনি অস্তিত্বহীন করে দিবেন একাধিক বর্ণনাকারী হাদীসকে মাত্র একজন কর্তৃক বর্ণিত বলে জোড়ালো মত প্রকাশ করবেন এমন বিষয় সাধারন্যে অবাক মনে হবে বৈকি এবং তিনি যেহেতু ইমাম এর পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার পক্ষে কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব না পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তার এ মত সরাসরি সুন্নাহর খিলাফ, যা আমি যথাস্থানে আলোচনা করেছি। তার এ কঠোর মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহীহ হাদীসকে বলেছেন জানিনা হাদীসটি সহীহ্ কি না। এর কয়েকটির নমুনা নিম্নের হাদীস গুলোর প্রতি নজর দিলেই বুঝা যাবে।

একটি হলো لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا এ হাদীসের فصاعدا শব্দটির কারণে তার প্রতিষ্ঠিত শিরোনাম ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এমতটি ঠিক থাকেনা বিধায় তিনি সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ না করে যেনোতেনো ভাবে সনদটি উল্লেখ করেন قال معمر عن الزهرى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "মামার যুহরীর হতে বলেন, যে সূরা ফাতিহা অত:পর আল কুরআন হতে আরও কিছু আয়াত বা সূরা না পড়ে তাহলে তার সালাত হবে না"।

ইমাম বুখারী فصاعدا হাদীসটিতে বলেছেন মা'মার বলেছেন, অথচ ইমাম বুখারীর জন্মের ৪০ বছর পূর্বে ইমাম মা'মার ইন্তেকাল করেন, আর ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্য দিকে ইমাম যুহরীর পরে আর কোন রাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি হাদীসে চলে গেছেন। সাহাবি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহ আনহু এর নামও উল্লেখ করেননি। কারণ

এখানে যদি পরিপূর্ণ সনদ সহকারে হাদীস উল্লেখ করেন, তাহলে তিনি সহীহ আল বুখারীতে فصاعدا শব্দটি ব্যতীত যে সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার সাথে এর সনদ মিলে যায় ফলে সনদটি সহীহ বলতে তিনি বাধ্য হবেন, এবং তার কঠোর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে, তাই তিনি পূর্ণ সনদ উল্লেখ হতে বিরত থাকেন। فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী তার জুযউল ক্বিরাআতে আরও বলেন, .عامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا ইমাম মা'মার এর কথা فصاعدا মা'মার ব্যাতীত ইমাম যুহরীর অন্য কোন ছাত্র ইহা উল্লেখ করেন নাই"।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর অনুসরণ করে ইমাম ইবনু হিব্বানও একই কথা বলেছেন, মা'মার একাই শব্দটি সহ ইমাম যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান এর উক্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে আমি বলবনা যে, তারা মিথ্যা কথা বলেছেন, বরং তারা না জেনেই কথাটি বলেছেন, তাদের এটা জানা ছিলনা যে, ইমাম যুহরীর অন্য ছাত্র ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতেও فصاعدا শব্দটি সহ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, জেনে রাখা ভাল, لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب হাদীসটি ইমাম যুহরী হতে শুধু ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না এবং ইমাম ইউনুস বর্ণনা করেছেন। আবার لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটিও ইমাম যুহরী হতে সুফিয়ান ও মামার বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী فصاعدا এর ব্যাপারে যেভাবে তার মন্তব্য পেশ করেছেন তাতে বুঝা যায় ইমাম যুহরী হতে তার অনেক সংখ্যক ছাত্র فصاعدا ব্যতীত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বাস্তব চিত্র তা নয়। فصاعد ব্যতীত যেমন ইমাম যুহরী হতে তার দুইজন ছাত্র ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও ইমাম ইউনুস বর্ণনা করেছেন অনুরূপ فصاعدا শব্দটি সহ ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও ইমাম মা'মার বর্ণনা করেছেন, এই দুইটি বর্ণনার উভয় সনদেই ইমাম যুহরী হতে দু'জন রাবী রয়েছেন, সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

তাহলে ইমাম বুখারীর উক্তি অন্যান্য সিকাহ রাবীগণ فصاعدا সহ হাদীসটি উল্লেখ করেন নাই এ কথা বলার উদ্দেশ্য কী ? এ কথার দ্বারা পাঠকগণ

কী বিভ্রান্ত হবেন না ? পাঠকগণ তার উক্তি হতে তো এটাই বুঝে নেবেন যে, ইমাম যুহরী হতে শুধু ইমাম মামারই فصاعدا শব্দটি সহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, অন্য কেহ ইমাম যুহরী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন নাই। তাই ইমাম বুখারীর উক্তি "অন্যান্য সিকাহ রাবীগণ فصاعدا সহ বর্ণনা করেন নাই" ইহা সঠিক নয়। অথচ এ প্রমাণ বিহীন কথাকেই আমাদের আহলুল হাদীস !!! ভাইয়েরা পূজি বানিয়ে প্রচার করছেন, হানাফী ফিক্বাহ জাল ও দ্বঈফ হাদীস অনুযায়ী পরিচালিত। যাই হোক বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়। কী লিখলাম, কে লিখলো সেটা বড় কথা নয়, বরং লিখাটা দলিল ভি্ত্তিক ও সঠিক হলো কি না ? সেটাই বড় কথা।

ইমাম বুখারী তার মতের জন্য একজন রাবীকে (সুফিয়ান বিন উয়ায়না) অনেক সংখ্যক সিকাহ বানালেন এবং বললেন ইনারা (সুফিয়ান বিন উয়ায়না) কেহই ইমাম যুহরী হতে فصاعدا সহ বর্ণনা করেননি। প্রকৃত সত্য হলো ইমাম মা'মার এর সাথে ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাও ইমাম যুহরী হতে একই ভাবে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى صلى الله عليه و سلم قال:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.
"কুতাইবাহ বিন সাঈদ ও ইবনুস সারহি উভয়ে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে ইমাম যুহরী হতে বলেন, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে, তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে এ সনদটি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরও কিছু পড়ে না তার সালাত হবে না"। ইমাম আবু দাউদ বর্ণিত উক্ত সনদটি সকলের মতেই সহীহ। শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানি তার সহীহ্ আবু দাউদেও উক্ত সনদটিকে সহীহ্ বলেছেন ইহা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুনান আবু দাউদে

উল্লিখিত হাদীসটি হতে অকাট্য ও উজ্জ্বল ভাবে প্রমাণিত হলো ইমাম মা'মার এর সাথে ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাও ইমাম যুহরী হতে فصاعدا শব্দটি সহ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা সম্পূর্ণ রূপে অসত্য এবং দলিল অযোগ্য। শায়খ আলবানির বক্তব্য সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে অন্তত দশজন বর্ণনাকারী فصاعدا ব্যতীত বর্ণনা করেছেন এ কথাটি একটি অহেতুক উক্তি, কারণ সুফিয়ান বিন উয়ায়না পর্যন্ত এসে হাদীসটি সংরক্ষিত। এ পর্যায়ে সমস্ত মুহাদ্দিসগণই একমত যে, হাদীসটি সহীহ সনদে প্রমাণিত। কোন হাদীস সংরক্ষিত হওয়ার পর দশজন কেন একশত জনও যদি বর্ণনা করেন তার হুকুম শক্তিশালী হবে না এবং তাকে মুতাওয়াতির বলা হবে না। এ সমস্ত কথা বলার অর্থই হলো নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা ও ভারি করার জন্য এক এর বাম দিকে শুণ্য বাড়ানো যা অর্থহীন (০০০১)।

ইমাম বুখারী তার জুযউল কিরাআত কিতাবে ইমাম যুহরী হতে শুধু ইমাম মা'মার গ্রহণ করেছেন এ বাক্য দিয়েই শেষ করেননি, বরং فصاعدا এর ব্যাপারে বলেন শব্দটি একটি প্রচ্ছন্ন শব্দ যা দ্বারা একটি অক্ষর বা তার চেয়ে বেশি কিছু বুঝায়।

তিনি কী করে একটি স্পষ্ট শব্দকে অস্পষ্টের দিকে নিয়ে গেলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। হাদীসে أم القرآن বা فاتحة الكتاب এর পরে فصاعدا বলা হয়েছে, এ শব্দটি দিয়ে কী কোন অক্ষর উদ্দেশ্য ? একটি দুটি তিনটি অক্ষর দিয়ে কী সালাত আদায় হবে ? সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য কী তাই ছিল ? কতটুকু পরিমাণ আয়াত বা সূরা না পড়লে সালাত আদায় হবে না বা সূরা ফাতিহা এর সাথে অন্যান্য আয়াত বা সূরার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু পড়তে হবে তা কী ইমাম বুখারীর জানা নেই? যদি জেনেই থাকেন তাহলে فصاعدا এর অর্থ এক অক্ষর বা দুই-তিন অক্ষর করলেন কী করে ? তাহলে বলতে পারি فصاعدا শব্দটি সহ বর্ণিত হাদীসটি তার মতের বিপক্ষে যাওয়ার কারণেই তাচ্ছিল্যভাবে এ ধরনের জওয়াব

দিয়েছেন, তার উক্তিই এ মর্ম প্রকাশ করছে। তিনি তার জুযউল কিরাআত কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করার পর আরও বলেন ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا ؟ "আমার জানা নেই এ হাদীসটি সহীহ নাকি সহীহ নয় ?"

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী তার অপারগতার কথা প্রকাশ করেছেন তার জানা নেই হাদীসটি সহীহ্ কিনা ? কিন্তু ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে ইমাম মা'মার ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। সুতরাং হাদীসটির সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তার সন্দেহ বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নহে। তাছাড়া এ হাদীসটি ইমাম যুহরী হতে ইমাম মা'মার ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই এটা যদি মেনে নেই এবং এ কারণে যদি হাদীসটি দলিল অযোগ্য হয় তাহলে ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান এবং যারাই তাদের এ মতকে সমর্থন করেন তারা নিজেরাই নিজেদের জালে আটকা পরে যাবেন। কারণ ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীর এবং ইমাম মুসলিম এর সহীহ মুসলিম সহ সমস্ত হাদীসের কিতাবেই উল্লেখ আছে যে, কেবল ইমাম যুহরীই– মাহমুদ বিন রবী' হতে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অন্য কেহ মাহমুদ বিন রবী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এ ব্যাপারে হাদীসটির বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **সহীহ আল বুখারী :** ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারীতে উল্লেখ করেন। আলী বিন আব্দুল্লাহ (আল মাদীনী) আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে বলেন, ইমাম যুহরী আমাদেরকে মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

২। **সহীহ মুসলিম:** ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করেন, আবু বকর বিন আবু শায়বা আমাদেরকে সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে সুফিয়ান ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৩। **সুনান আত তিরমিযী :** ইমাম তিরমিযী তার সুনান আত তিরমিযীতে উল্লেখ করেন, ইবনু আবু উমার ও আলী বিন হুযর উভয়েই আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৪। **সুনান নাসাই :** ইমাম নাসাই তার সুনান আন নাসাইতে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন মানসুর আমাদেরকে সুফিয়ান হতে তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৫। **সুনান ইবনু মাযাহ :** ইমাম ইবনু মাযাহ তার সুনান ইবনু মাযাহতে উল্লেখ করেছেন, হিশাম বিন আম্মার, সাহল বিন আবু সাহল, ইসহাক বিন ইসমাইল, ইনারা প্রত্যেকেই সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ হতে তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৬। **সহীহ ইবনু খুযাইমাহ :** ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ তার সহীহ ইবনু খুযাইমাতে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু তাহের আমাদেরকে বলেন, আবু বকর আমাদেরকে বলেছেন, আব্দুল জাব্বার বিন আ'লা আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে বলেছেন, ইমাম যুহরী আমাকে বলেছেন, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৭। **সহীহ ইবনু হিব্বান :** ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বানে উল্লেখ

আমাদেরকে বলেন, ইবনু উয়ায়না আমাদেরকে ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে এর সনদ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৮। সুনানা দ্বারা কুৎনী : ইমাম দ্বারা কুৎনী তার সুনান আদ্ব দ্বারাকুৎনীতে উল্লেখ করেন, ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আমাদেরকে বলেন, সাওয়ার বিন আব্দুল্লাহ আল আনবারী, আব্দুল জাব্বার বিন আ'লা, মুহাম্মাদ বিন আমর আস সুলাইমান, যিয়াদ বিন আইয়ুব, হাসান বিন মুহাম্মাদ আল যাফারানী ইনারা প্রত্যেকেই সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

৯। মুসনাদ আহমাদ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ হতে তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১০। মুসনাদ আবু আওয়ানাহ : ইমাম আবু আওয়ানাহ তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন, ইউনুস বিন আব্দুল আ'লা আমাদেরকে বলেছেন, ইবনু ওয়াহাব আমাদেরকে বলেছেন, ইউনুস অমাকে ইমাম যুহরী হতে তিনি বলেন, মাহমুদ বিন রবী আমাকে বলেছেন, তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১১। সুনান আদ্ব দ্বারেমী : উসমান বিন উমার আমাদেরকে বলেন, ইউনুস আমাদেরকে যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له

১২। **মুসান্নাফ ইবনু আবু শায়বাহ :** ইমাম আবু বকর বিন শায়বাহ তার আল মুছান্নাফে উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৩। **মুসনাদ ইমাম শাফেঈ :** ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ শাফেঈ তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে ইমাম যুহরী হতে, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৪। **আস সুনানুল কবীর :** ইমাম বায়হাকী তার আস সুনানুল কবীর এর তৃতীয় খণ্ডের ৩৯৩ - ৩৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আবুল হুসাইন বিন ফাদ্বল আল কাওান আমাদেরকে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন দুরুন তুওয়াইহি আমাদেরকে বলেন, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আমাদেরকে বলেন, হুমাইদা আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে বলেন, ইমাম যুহরী আমাদেরকে বলেছেন, মাহমুদ বিন রবী' হতে শুনেছি তিনি উবাদাহ বিন সামিত হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৫। **আস সুনানুল কুবরা :** ইমাম আহমাদ বিন শুয়াইব আন নাসাই তার আস সুনানুল কুবরা কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন মানসুর আমাদেরকে বরেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৬। মুসনাদুশ শাশী : আবু হাফস আল বাহেলী আমাদেরকে বলেন, হাযযায্ আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে যুহরী হতে বলেন, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৭। শরহুস সুন্নাহ : ইমাম হুসাইন বিন মাসউদ আল বাগাবী তার শরহস সুন্নাহ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন আব্দুল ওয়াহাব বিন মুহাম্মাদ আল কিসাই আমাদেরকে বলেন, আব্দুল আযীয বিন আহমাদ আল হাল্লাল আমাদেরকে বলেন,আবুল আব্বাস আল আসাম্ম আমাদেরকে বলেন, রবী (বিন সুলায়মান) আমাদেরকে বলেন, ইমাম শাফেঈ আমদেরকে বলেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিনসামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

১৮। কিতাবুল উম্ম : ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাবুল উম্ম এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদেরকে ইমাম যুহরী হতে বলেন, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যায় لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটির যত গুলো সূত্র আছে, তার সব গুলোই ইমাম যুহরী পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক সনদের হাদীসই ইমাম যুহরী, মাহমুদ বিন রবী হতে গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি বর্ণনায়ই দেখা যাচ্ছে মাহমুদ বিন রবী হতে একমাত্র ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন, তার সাথে আর কেহ নেই। আবার উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতেও একমাত্র মাহমুদ বিন রবীই বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি হাদীসের কিতাবেই ইমাম যুহরি হতে শেষ পর্যন্ত একজন করে একই

বর্ণনাকারী। একজন রাবির কারণে যদি لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا এ হাদীসটি দ্বঈফ হয় তাহলে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এ হাদীসটির সনদও দ্বঈফ। আর এটা তাদের মতানুসারেই ।

তবে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে সালাতে ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে চার ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত –

১। إذا قرأ الإمام فانصتوا "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে"

২। لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "সুরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত হবে না"

৩। لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد " সুরা ফাতিহা ও এর অতিরিক্ত অন্য কোন সুরা ব্যতীত সালাত আদায় হবে না"।

৪। لا صلاة إلا بقرأة "ক্বিরাআত পড়া ব্যতীত সালাত আদায় হবে না। উল্লিখিত চারটি হাদীসই সহীহ সনদে বর্ণিত কিন্তু প্রতিটি হাদীসের হুকুম এক নয়। যেমন-

প্রথমটিতে মুক্তাদিকে ইমামের ক্বিরাআত শুনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়টি দ্বারা যদিও ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সকলকেই শামিল করে, কিন্তু

তৃতীয় হাদীস সুরা ফাতিহার খাছ হুকুমকে এবং প্রথম হাদীস মুক্তাদিকে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার হুকুম হতে রহিত করে দিয়েছে। আর চতুর্থ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সকলের জন্যই সুরা ফাতিহা পড়া জরুরী নহে, আল কুরআন আল কারীম এর যে কোন সুরা বা আয়াত পড়লেই সালাত আদায় হয়ে যাবে। এ ধরনের একাধিক আদেশ সংবলিত হাদীস যুক্ত করে তাকে মুতাওয়াতির বলা যুক্তি সংগত নয়, আর ইহা কখনই কোনও মাসআলার ওয়াজিব হুকুম সাবিত করে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা এবং তার হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই অধিক জানেন। আল্লাহ্ তায়া'লা আমাদের হিফাজত করুন।

ইমাম বুখারীর মত"সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও আয়াত বা সুরা না পড়লে সালাত আদায় হবে না" হাদীসটির সনদ দুর্বল তাই দলিলযোগ্য নহে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটি এজন্য পরিত্যাগ করেছেন যে, তাদের মতে ইমাম যুহরী হতে, ইমাম মা'মার ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নি, এ কারণে তারা ইহাকে দলিলযোগ্য নহে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কথা ও শর্ত মোতাবেক فصاعدا সহ হাদীস যদি গ্রহনযোগ্য না হয় তাহলে তো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব বলেছেন, না পড়লে সালাত আদায় হবে না" এর সনদও দুর্বল হওয়ার কারণে তা দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হয় না, কেননা মাহমুদ বিন রবী হতে ইমাম যুহরী ব্যতীত আর কেহ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। যে কারণ ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু হিব্বান ইমাম মা'মার এর মধ্যে পেয়েছেন ঐ একই কারণ তো ইমাম যুহরীর মধ্যেও বিদ্যমান। আর ইমাম দ্বারাকুৎনীর মত অনুযায়ীও সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত হাদীসের সনদটি দ্বঈফ, কেননা একই কারণে তিনি من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة "সালাতে যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" এ হাদীসটি দ্বঈফ বলেছেন।

ইমাম দ্বারাকুৎনী হাদীসটি তার সুনানে উল্লেখ করার পর বলেছেন হাদীসটি দ্বঈফ, কারণ হাদীসটি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত আর কেহ উল্লেখ করেন নাই। (ইমাম দ্বারাকুৎনীর এ মন্তব্য সঠিক নহে যথাস্থানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

মূল কথা হলো, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইমাম দ্বারাকুৎনী নিজের ঘরের দিকে না তাকিয়ে অন্যের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, ইনারা উসুলুশ শরীয়ার বাহিরে গিয়ে যেভাবে হানাফী ফিক্বাহের বিরুদ্ধে কোমড় বেঁধে লেগেছিলেন তা ইলমী ইনসাফ ও আদালতের মধ্যে পড়ে না। লাগামহীন হয়ে যেভাবে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফী ফিক্বহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, এমন কী ইমাম আবু হানিফাকে দ্বঈফ বলতেও কুন্ঠাবোধ করেননি। এমন কথা বলার আগে কোন রকম যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। যা একজন আলেমের জন্য খুবই জরুরী।

যা হোক ইমাম বুখারী لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, না পড়লে সালাত আদায় হবে না বরং বাতিল হয়ে যাবে তার এ দলিল যথার্থ নয়। তার দলিল হয়েছে“বজ্র আটুনি ফস্কা গিড়ো” আর এটা ফস্কা গিড়ো এজন্য যে হাদীসটির হুকুম ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য। মুক্তাদিকে তিনি এ হাদীসের হুকুমে শামিল করেছেন, অথচ আরও চারটি হাদীসের হুকুম অনুযায়ী মুক্তাদি এ হাদীসের অর্ন্তভূক্ত নহে। ইমাম বুখারী-সহ যারা এ মত পোষণ করেছেন তারা শুধু উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর হাদীসের প্রতি তাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ রেখেছেন। এ বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত হাদীস গুলোকে একত্র করে যদি গবেষনা করতেন তাহলে হানাফী ফিকহের বিরুদ্ধে খড়গহস্তকে প্রশারিত করতে হতো না। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর মতো আলেমগণ যেভাবে প্রশস্ত আন্তরে ইমাম আবু হানিফার ও তার ইলমি গভিরতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাদের পরবর্তীতে গুটিকয়েক আলেম তা রক্ষা করতে পারেননি, কেউ যদি স্বেচ্ছায় সরু পথে চলে তাকে সদর রাস্তা দেখাবে কার সাধ্য।

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি তার তাহকীক কৃত সহীহ আবু দাউদের তৃতীয় খণ্ডের ৪০৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম মামার ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না উভয় কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ইমাম যুহরী হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহতে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরও কিছু আয়াত বা সূরা না পড়ে তাহলে সে সালাত আদায় হবে না।" শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানির তাহ্কীকে হাদীসটি সহীহ।

فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটির মর্ম যে সঠিক তা হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমার বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১। **সুনান আবু দাউদ :** ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদ (তাহকীক শুয়াইব আল আরনাউত্ব) এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১-১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا ابو الوليدالطيالسى حدثنا همام عن قتادة عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال أمرناأن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسر.

"আবুল ওয়ালিদ আততায়ালিসী আমাদেরকে বলেন, হাম্মাম আমাদেরকে ইমাম কাতাদাহ হতে, তিনি আবু নাদ্বরাতা হতে তিনি হযরত আবু সাঈদ (আল খুদরী) রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন, আমরা সালাতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে আরও যা সহজ হয় তা পড়তে আদিষ্ট হয়েছি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সালাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়ার আদেশ করেছেন"।

শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানী সহীহ সুনান আবু দাউদ এর তৃতীয় খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় বলেন, إسناده صحيح على شرط مسلم . و صححه إبن حبان و الحافظ إبن حجر.

"এ হাদীসের ইসনাদ ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইমাম ইবনু হাযার ইহাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন"।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী তার তালখীছুল হাবির কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, .إسناده صحيح এ হাদীসের ইসনাদ সহীহ।

ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বানের তৃতীয় খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, حدثنا احمد بن على بن المثنى حدثنا ابو خيثمة قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث : حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.

"আহমাদ বিন আলী বিন মুসান্না আমাদেরকে বলেন, আবু খাইসামাহ আমাদেরকে বলেন, আব্দুস সামাদ বিন আব্দুল ওয়ারিস আমাদেরকে আবু নাদ্বরাহ হতে তিনি আবু সাইদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা সালাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সহজ বোধ্য অন্য সূরাও পড়ি।"

সুনান আবু দাউদ ও সহীহ ইবনু হিব্বানে উল্লিখিত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী ফাতহুল বারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و يؤيده حديث ابى سعيد عند أبى داؤد بسند قوى " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"আবু দাউদে উল্লিখিত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা সূরা ফাতিহা এবং সংগে অন্য সূরা পড়ি। এর সনদ খুবই শক্তিশালী"।

২। **সহীহ ইবনু হিব্বান** : ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বান (তাহকীক: শায়খ আলবানী তৃতীয় খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় এবং তাহকীক : শুয়াইব আল আরনাউত্ব পঞ্চম খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায়) এ উল্লেখ করেছেন, أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا

جعفر بن ميمون قال: سمعت أبا عثمان النهدى يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أخرج فناد فى الناس أن لا صلاة إلا بقرأة فاتحة الكتاب فما زاد.

"আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল আযদী আমাদেরকে বলেন, ইসহাক বিন ইব্রাহীম আমাদেরকে বলেন, ঈসা বিন ইউনুস আমাদেরকে বলেন, জাফর বিন মায়মুন আমাদেরকে বলেন, আমি আবু উসমান আন নাহদীকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, (হে আবু হুরাইরাহ) বের হয়ে মদীনাবাসীদেরকে আহবান করে জানিয়ে দাও যে, সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত এবং এর অতিরিক্ত কোন সূরা পড়া ব্যতীত সালাত আদায় হবে না।"

সুনান আবু দাউদ : ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদের (তাহকীক: শুয়াইব আল আরনাউত্ব) দ্বিতীয় খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصرى حدثنا ابو عثمان النهدى حدثنى ابو هريرة رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم : أخرج فناد فى المدينة: أنه لا صلاة إلا بقرآن و لو بفاتحة الكتاب فما زاد.

"ইব্রাহীম বিন মুসা আর রাযী আমাদেরকে বলেন, ঈসা আমাদেরকে জাফর বিন মাইমুন হতে বলেছেন, আবু উসমান আন নাহদী আমাদেরকে বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, (হে আবু হুরাইরাহ) বের হও অত:পর মদীনাবাসীকে আহবান করে জানিয়ে দাও যে, কুরআন পড়া ব্যতীত সালাত আদায় হবে না যদিও তা সূরা ফাতিহা বা তার অতিরিক্ত কোন সূরা বা আয়াত দ্বারা হয়"।

ইমাম আবু দাউদ আরও উল্লেখ করেছেন, حدثنا ابن بشار حدثنا يحي حدثنا جعفر عن أبى عثمان عن ابى هريرة رضى الله عنه قال:أمرنى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أنادى : أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد .

"ইবনু বাশার আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া আমাদেরকে বলেন, জাফর বিন

মাইমুন আমাদেরকে আবু উসমান আন নাহদী হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমি মদীনাবাসীকে জানিয়ে দেই, সূরা ফাতিহা এবং এর অতিরিক্ত আরও সূরা পড়া ছাড়া সালাত আদায় হবে না"।

হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস দুটি, হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত فصاعدا শব্দ সম্বলিত হাদীসটির ই পরিপূরক এবং একই অর্থ প্রকাশক।

উপরে যে তিনটি হাদীসের আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে তার প্রথম হাদীস অর্থাৎ হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটির সনদ সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণেই সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম বুখারী এবং ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুমাল্লাহ যে কারণে সনদটিকে দলিলযোগ্য মনে করেননি সে কারণটি সঠিক নয়। দ্বিতীয় হাদীসটি যা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তার সনদ এর মধ্যে কোন রকম দোষ-ত্রুটি নেই বরং ইমাম ইবনু হিব্বান, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানী, শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি সকলের মতেই এ হাদীসের সনদটি সহীহ এবং খুবই শক্তিশালী।

তৃতীয় হাদীসটি যা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী বলেছেন সনদটি সহীহ। তবে একজন রাবী যিনি জাফর বিন মাইমুন, তার সম্পর্কে কেহ কেহ প্রশ্ন তুলেছেন ? শায়খ আলবানি সহীহ সুনান আবু দাউদের তৃতীয় খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن ميمون البصري.

"এই ইসনাদের প্রত্যেক রাবিই সিকাহ ইনাদের প্রত্যেকেই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী তবে জাফর বিন মাইমুন নিয়ে কথা আছে"।

ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাকে বলেন, حديث صحيح لا غبار عليه فإن جعفر بن ميمون من ثقات البصريين و يحي بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات.

"বর্ণিত হাদীসটি সহীহ, এ হাদীসের সনদের মধ্যে কোন ধোঁয়াশা নেই, কেননা জাফর বিন মাইমুন বসরাবাসী সিক্বাহ্ রাবীগণের অর্ন্তভুক্ত। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর এটা তো স্বত:সিদ্ধ কথা যে, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ সিক্বাহ রাবী ব্যতীত যে কোন রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করতেন না"।

ইমাম দ্বারাকুথনি বলেন, জাফর বিন মাইমুন বর্ণিত হাদীস নির্ভর করার মতো। জাফর বিন মাইমুন এর ব্যাপারে ইমাম ইবনু মাঈন তিন ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন-

১। সালিহুল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য)।

২। তিনি সিকাহ ছিলেন না

৩। তদ্রুপ নয়।

ইমাম নাসাই বলেছেন, হিফজের ক্ষেত্রে অতটা শক্তিশালী নয়। ইমাম ইবনু আদী বলেন, আমি তার বর্ণনাকে পরিত্যাজ্য মনে করছি না, আশা করি তার বর্ণনাকৃত হাদীসের মধ্যে কোন সমস্যা নেই, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানী বলেছেন,"তিনি নিজে সত্যবাদী তবে কখনও কখনও ভুল করতেন"।

উপরে বর্ণনায় দেখা যায় জাফর বিন মাইমুন এর ব্যাপারে যারা বিরুপ মন্তব্য করেছেন তা ততটা জোড়ালো বা স্পষ্ট নয়, তবে এ ধরনের রাবীর বর্ণিত সনদের সাথে অন্য কোন সিকাহ রাবী কৃত সনদ যদি পাওয়া যায় তাহলে বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করা হয়। জাফর বিন মাইমুন বর্ণনাকৃত হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর থেকে হাদীসটি যেহেতু আরও দুটি শক্তিশালী সনদ দ্বারা সমর্থিত তাই এ বর্ণনাটিও পূরোপূরি সহীহ কেননা তিনটি সনদের হাদীস একই অর্থ বহন করছে। বিশেষ করে আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি।

এ সমস্ত দিক বিশ্লেষন করেই শায়খ আলবানি সহীহ আবু দাউদে বলেছেন প্রকৃত কথা হলো হাদীসটি সহীহ, কেননা ইতিপূর্বের হাদীসটি যা আবু সাঈদ খুদ্বরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত, তা এ হাদীসের মতন এর একই অর্থ প্রকাশ করে। তাই বুঝা যায় এ হাদীসটিও সহীহ। তাছাড়া উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটিও শব্দের তারতম্যে একই অর্থবোধক, আর এ হাদীসটি একটি মারফু হাদীস।

উপরোল্লিখিত চারটি হাদীস একই অর্থ প্রকাশ করছে আর তাহলো সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়ার হুকুম, না পড়লে সালাত আদায় হবেনা। এ সমস্ত হাদীসের আলোকে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া আর খাছ রইল না। ইহাও প্রমাণিত হলো, যেহেতু মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্যান্য সুরা পড়া নিষেধ, এ হুকুমের কারণে সুরা ফাতিহা পড়াও নিষেধ। আল্লাহ্ তায়া'লা সহিহ্ বুঝ দান করুন।

উক্ত হাদীস সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা:

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ আল বুখারীতে যেভাবে বজ্র আটুনি দিয়েছেন অর্থাৎ "ইমাম হোক আর মুক্তাদি হোক, মুকিম, মুসাফির জাহরী এবং সিররী প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক প্রকার সালাতে ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব"। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এর উক্ত বাক্য সংবলিত সাজানো অধ্যায়টি ত্রুটিপূর্ণ, তার কারণ হলো–

১। তিনি বলেছেন, وجوب القرأة للإمام و المأموم ইমাম ও মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব। القرأة আল কিরাআহ বলতে সমগ্র কুরআনকেই বুঝায়। আর এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাতে অন্যাণ্য সূরা পড়া ওয়াজিব নহে বরং মুস্তাহাব। ধরে নিলাম তিনি এখানে ক্বিরাআত দ্বারা সূরা ফাতিহাকেই বুঝিয়েছেন, তথাপি এটা ঠিক নয় কেননা তিনি যে হাদীসের সাহায্যে উক্ত মত পোষন করেছেন, তার ভাষ্য মতেই (আমাদের মতে নহে) সনদটি দুর্বল, কারণ মাহমুদ বিন রবী হতে ইমাম যুহরী ব্যতীত আর কেহ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। আর এ ধরনের সনদের বর্ণিত হাদীস দলিল অযোগ্য। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী তার জুযউল ক্বিরাআতে দলিল পেশ করেছেন। সুতরাং তার মতেই উক্ত হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত।

২। তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি একবার বলেছেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়াবে না, তার সালাত হবে না"। আরেক

বার বলেছেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "যে সালাতে সূরা ফাতিহা এবং সাথে কুরআনে আরো কিছু আয়াত বা সূরা না পড়বে তার সালাত হবে না"। উক্ত বর্ণনা দুটি একই বর্ণনাকরী কর্তৃক উল্লিখিত। অর্থাৎ ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ইমাম যুহরী হতে তিনি হযরত মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত হতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

অনুরূপ ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ইমাম যুহরী হতে তিনি হযরত মাহমুদ বিন রবী হতে তিনি হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا উক্ত দুটি হাদীসের বর্ণনাকারীই এক, শুধু পার্থক্য হলো একটিতে فصاعدا আছে আর একটিতে فصاعدا নেই। তবে এ فصاعدا এর কারণে হাদীসটির হুকুমের মধ্যে পরির্বতণ ঘটেছে। প্রথমটির হুকুম خاص আর দ্বিতীয়টি সেই خاص হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। শরঈ মিমাংশায় এ দুটি হুকুমের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে তাই এখন বিশ্লেষনের বিষয়।

শায়খ আলবানী বলেছেন, হয়তোবা কোন রাবী ধারণা করে فصاعدا শব্দটি সংযোগ করে দিয়েছেন। আমি বলবো,"হয়তোবা" এটা কোন দালিলীক কথা নয়, শরীয়ত এ ধরনের মনগড়া মতামতকে গ্রহণ করে না। কারণ এটা অন্য কোন সাহাবি কর্তৃক সমর্থিত নহে। বরং فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটিই প্রাধান্য প্রাপ্ত, কেননা হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এ হাদীসটিকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস সমর্থন করে। তাছাড়া শায়খ আলবানি নিজেও বলেছেন উক্ত শব্দ সংবলিত হাদীস এর সনদ সহীহ্। এরপরও দ্বিমত প্রকাশ করা "বিচার মানি তাল গাছটা আমার" এ প্রচলিত প্রবাদের শামিল।

উক্ত তুলনামুলক আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু অনহু হতে বর্ণিত দুটি হাদীসের মধ্যে فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটি অধিক অগ্রগণ্য। কারণ হযরত উবাদাহ্ সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحةالكتاب হাদীসটি একমাত্র তিনিই বর্ণনা করেছেন। অন্য কোন সাহাবি এ ধরনের হুকুমে হাদীস বর্ণনা করেননি। অর্থাৎ অন্য কোন সাহাবি কর্তৃক হাদীসটি সমর্থিত হয়নি। তবে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ মতকে সমর্থন করে, তথাপি ইমাম বুখারীর মতকে শক্তিশালী করবে না এর কারণ ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে হযরত উবাদাহ্ সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا হাদীসটি একই বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত। সাথে সাথে উক্ত হাদীসকে সমর্থন করে একই অর্থবোধক হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু বর্নিত হাদীস। এ হাদীসটির সনদ খুবই শক্তিশালী যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্নিত হাদীস। তাই উপরোক্ত তুলনামুলক আলোচনায় প্রমাণিত হলো হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحةالكتاب হাদীসের তুলনায় তারই বর্ণিত একই সনদের হাদীস لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেননা فصاعدا শব্দ সংবলিত হাদীসটিকে হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বীআল্লাহু বর্নিত হাদীস ও হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস দুটি সমর্থন করছে।

ইমাম বুখারীর গৃহীত অর্থ কী শরঈ মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য ?

এখন দেখা যাক ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীসটির যে অর্থ গ্রহণ করেছেন আল কুরআন ও আসসুন্নাহ্‌র আলোকে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ?

উল্লিখিত তিনটি হাদীসেই সুরা ফাতিহা পড়ার পর অতিরিক্ত আরও কিছু পড়ার কথা বলা হয়েছে। উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় فصاعدا। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু অনহু এর বর্ণনায় و ما تيسر এবং হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু অনহু এর বর্ণনায় فما زاد। এ তিনটি শব্দ এসেছে। এ তিনটি শব্দ যদিও বাহ্যিক দিক থেকে ভিন্ন কিন্তু অর্থ এক, তাহলো সুরা ফাতিহা পড়ার পর আরও কিছু পড়া। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ মুক্তাদির জন্যও ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার যে দলিল পেশ করেছেন তার ভিত শক্ত নয়, কেননা তিনি لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীস দ্বারা মুক্তাদির জন্য যা বুঝেছেন তা তিনটি কারণে সুন্নাহ্‌র খিলাফ।

১। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু এ হাদীস দ্বারা মুক্তাদিকেও শামিল করেছেন,কিন্তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সাহাবিগণ সকলেই ক্বিরাআত তথা সূরা ফাতিহা পরেছেন তার প্রমাণ আছে কী ? বরং হাদীসে দেখা যায় একজন মাত্র সাহাবি ক্বিরাআত পড়েছেন, কেননা রাসূলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশ্ন "هل قرأ معى منكم احد" তোমাদের মধ্যে কেহ আমার সাথে ক্বিরাআত পরেছ কী ? এটা ছিল একজনকে উদ্দেশ্য করে সকলকে নয়। এ প্রশ্নের উত্তরে তখন একজন মাত্র সাহাবি বললেন, نعم أنا يا رسول الله "হ্যাঁ আমি, ইয়া রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। এরপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ما لى أنازع القرآن "কি হলো (আমি ক্বিরাআত পড়ার সময়) আমার ক্বিরাআতকে টেনে ধরা হচ্ছে ?" ইহা হতে বুঝা গেল–

প্রথমতঃ সকলে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না, আর সুরা ফাতিহা সামগ্রিক ক্বিরাআত এর অর্ন্তভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ একজন মাত্র সাহাবি ক্বিরাআত পড়াতেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, কারণ এতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বিরাআত পড়তে অসুবিধা হতো। তাহলে সকলে ক্বিরাআত পড়লে কী অবস্থা হবে ? ভেবে দেখুন। ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া যদি ওয়াজিবই হতো তাহলে সকল সাহাবিই রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন। ইহা হতে প্রমাণিত হলো এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারীর মুক্তাদির জন্যও সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব দলিল গ্রহণ সুন্নাহ্ মুআফিক নয়।

২। ইমাম বুখারী বলেছেন, জাহরি সালাতেও মুক্তাদি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত তথা সুরা ফাতিহা পড়বে। এটিও সুন্নাহ্র খিলাফ এ ব্যাপারে ما لى أنازع القرآن অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩। এ হাদীস দ্বারা তিনি বলেছেন, মুক্তাদি ইমামের সাথে রুকু পেলেও তার ঐ রাকাআত পাওয়া হবে না। বরং তাকে ক্বিরাআত ও কিয়াম (ইমামের দড়াঁনো অবস্থা) পেতে হবে। এটিও সুন্নাহর খিলাফ কারণ সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে রুকুতে এসে শরিক হয়েছেন আর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম তাদের ঐ রাকাআত পাওয়াকে সাব্যস্ত রেখেছেন। যেমন হযরত আবু বকরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্নিত হাদীস। এ

ব্যাপারে "ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে" অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হলো, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব বলেছেন, না পড়লে সালাত আদায় হবে না বাতিল হয়ে যাবে, এ মতটি সঠিক নয়। এ মত গ্রহণ করা, বিশেষ করে জাহরি সালাতে ক্বিরাআত পড়া দু'টি কারণে দলিল সম্মত নহে।

ক) উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে দু' ধরনের বর্ণনা এসেছে। একটি মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া প্রমাণ করে অন্যটি ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া রহিত করে। একই সাহাবি কর্তৃক পরস্পর বিপরীত বর্ণনা উভয়টিই যদি সহীহ্ তথা একই মানদণ্ডে হয় তাহলে এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে হুকুম দিতে হলে অন্যান্য দলিলের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে, তারপর যে হাদীসটি এ সমস্ত দলিলের সাথে সংগতিপূর্ণ, সে অনুযায়ী হুকুম দিতে হবে। এ উসূল অনুযায়ী ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রদেয় দলিল যা তিনি মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন তা গ্রহণীয় নহে, কেননা ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস গুলো ইমাম বুখারীর মতকে সমর্থন করে না যা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

খ) সাহাবা ই কিরামগণ সকলেই রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না। যদি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব হতো তাহলে সকলেই পড়তেন এবং এর দ্বারা সাহাবিদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতো। দু একজন যারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পরেছেন তারা ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং হয়তো তাদের মধ্যে কেহ আল-কুরআন আয়ত্ত করার জন্য অথবা বরকত হিসেবে পড়তেন অথবা এর হুকুম সম্পর্কে জানা ছিলনা তাই পড়তেন এরপর যখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ما لى أمازع القرآن বললেন

তখন থেকে সকলেই ইমামের পিছনে ক্বিরাআত তথা সুরা ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার জুযউল ক্বিরাআত কিতাবে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া প্রসঙ্গে যে সমস্ত মন্তব্য ও অভিযোগ করেছেন তার প্রথমটি শেষ হলো।

দ্বিতীয় অভিযোগের জওয়াব

ইমাম বুখারীর দ্বিতীয় উক্তি হলো, তিনি তার জুযউল ক্বিরাআত কিতাবের সপ্তম পৃষ্ঠায় বলেছেন وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا صلاة إلا بقرأة أم القرأن.
"এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীস বর্ণিত, সুরা ফাতিহা ব্যতিত সালাত আদায় হবেনা"

এ হাদীসটিকে তাঁর মত একজন মুহাদ্দিস কী ভাবে মুতাওয়াতির হিসেবে আখ্যায়িত করলেন তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। এ হাদীসটি মুতাওয়াতির কিনা, তা আলোচনাযোগ্য। তার পূর্বে মুতাওয়াতির হাদীস সম্পর্কে জানা আবশ্যক। নিম্নে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত ব্যক্ত করা হলো।

মুতাওয়াতির হাদীসের পরিচিতি

উসুলুল হাদীসবিদগণের মতে মুতাওয়াতির হাদিসের সংজ্ঞা হলো – هو ما رواه جماعة غير محصورة بعدد فى كل طبقته تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب و يكون مسندهم الحس.
"মুতাওয়াতির হাদীস হলো, হাদীস বর্ণনাকারীগনের প্রত্যেক স্তরে এমন সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকা যার ফলে হাদীসটি মিথ্যা হওয়া অসম্ভব (অর্থ্যাৎ ইহা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই কথা এ খবরটি নিশ্চিতভাবে জানা যায়)। আর বিষয়টি হতে হবে প্রামাণ্য ভিত্তিক অনুভূতি মূলক নয়"। উক্ত

সংজ্ঞাটির একটি বিষয়ে অনেকে খেয়াল করেন না, তাহলো تواففهم على الكذب। "মিথ্যার ব্যাপারে একমত হওয়া"। সাহাবাই কিরামগণের ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য নহে। কেননা সাহাবিগণের আদালত অর্থ্যাৎ তাকওয়া–পরহেজগারি পরিপূর্ণ।

উক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ মুতাওয়াতির হাদীসের পরিচয় সর্ম্পকে কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। শর্ত গুলো হলো নিম্নরুপ।

১। প্রথম শর্তটি হলো হাদীসের সনদের প্রতিটি স্তরেই অনেক সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকবে। তবে প্রতিটি স্তরে কত সংখ্যক বর্ণনাকারী হবে তা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতানৈক্য আছে। কেহ বলেছেন ১০ জন, কেহ বলেছেন ৪০ জন, কেহ বলেছেন ৩০০ জন পর্যন্ত হতে পারে।

এ ব্যাপারে হাফিজ ইবনু হাযার আসকালানি তার নুখবাতুল ফিকির এ বলেন, إن القول الصحيح عدم تعيين العدد و أن العبرة بإفادة العلم فكل عدد بفيد العلم بنفسه معتبر والله إعلم.

"মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, এর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নেই। মূল বিষয় হচ্ছে হাদীসটির ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বোধক জ্ঞান হাসিল হওয়া। তাই প্রত্যেক এমন সংখ্যক বর্ণনাকারী যদি একটি হাদীসে পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে এটি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, তাই নির্ভরযোগ্য"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্‌র বক্তব্য হতে বুঝা যাচ্ছে কোন হাদীস মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য কখনও চার জন দ্বারাও হতে পারে। যেমন কোন হাদীস যদি খুলাফাই রাশিদিন হতে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত হবে। মূল কথা হলো, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, হাদীসটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর, এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে সংখ্যা বিবেচ্য নহে।

২। প্রক্যেক স্তরের বর্ণনাকারীগণের দ্বারা এটা প্রমাণিত হওয়া যে, হাদীসটি মিথ্যা হওয়া অসম্ভব।

৩। এ জ্ঞান সনদের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকা, কোন একটি স্তরে এর ব্যত্যয় না ঘটা।

৪। সনদটি যে, মুতাওয়াতির তা বুঝানোর জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান হলে হবেনা বরং তা চাক্ষুস দেখা ও শুনার মাধ্যমে হতে হবে।

৫। হাদীসটির মর্মের ব্যাপারে সাহাবিগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকলে মুতাওয়াতির হবেনা, সুতরাং শুধু সনদ নয় মতনের ক্ষেত্রেও সাহাবিগণের একই হুকুম গ্রহণীয় হতে হবে। অর্থ্যাৎ যে উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ বা নিষেধ করেছেন তা নিশ্চয়তার সাথে হতে হবে।

অতএব কোন হাদীস মুতাওয়াতির হতে হলে উহার মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের সমাবেশ থাকতে হবে। ইমাম বুখারী-র দাবি অনুযায়ি لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب এ হাদীসটি মুতাওয়াতির কি না তাই এখন দেখার বিষয়। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত না পড়ার হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যতগুলো সূত্রে উক্ত হাদীসটির বর্ণনা এসেছে তার সব গুলো বর্ণনাতেই সনদের প্রথম তিনটি স্তরে একজন মাত্র রাবী কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত। সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, আল জামে' আত তিরমিযি, সুনান আন নাসাই, সুনান ইবনু মাযাহ্ , সহীহ্ ইবনু হিব্বান, সুনান আদ দারেমি, সুনান দারাকুৎনি, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ , মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবু আওয়ানা, মুছান্নাফ ইবনু আবু শায়বাহ্, মুসনাদ ইমাম শাফেঈ, সুনান আল কাবির, সুনান আল কুবরা, মুসনাদ শাশী, শরহুস সুন্নাহ্, কিতাবুল উম্ম ইত্যাদি প্রত্যেকটি হাদীসের কিতাবেই সনদটি মাত্র একজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে। যেমন– হাদীসটি উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে মাহমুদ বিন রবী' ব্যাতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। আবার মাহমুদ বিন রবী' হতে ইমাম যুহরী ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। অন্যদিকে ইমাম যুহরী হতে মাত্র দুই জন রাবি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইনারা হলেন, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও ইমাম ইউনুস , এ দুইজন ব্যতীত ইমাম যুহরীর অন্য কোন ছাত্র

হাদীসটি বর্ণনা করেননি। একইভাবে ইমাম যুহরী হতে فصاعدا যুক্ত হাদীসটি ইমাম মা'মার ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না বর্ণনা করেছেন, তবে এ বর্ণনাটি সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুমকে ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাবে পরিণত করে দিয়েছে। তাছাড়া ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না যদিও এ হাদীসের বর্ণনাকারী তথাপি তিনি মুক্তাদিকে এ হাদীসের অর্ন্তভুক্ত করেন নাই। ইতিপূর্বে উক্ত ১৯ টি হাদীসের সনদ উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে প্রতিটি সনদেই একজন করে বর্ণনাকারী এবং প্রতিটি হাদীসের কিতাবে একই বর্ণনাকারী অর্থ্যাৎ সনদটি খবর ওয়াহিদ, কোন মতেই মুতাওয়াতির নয়। এমতাবস্থায় ইমাম বুখারী কী ভাবে এ হাদীসের সনদকে মুতাওয়াতির হিসেবে দবি করলেন তা তিনিই জানেন। তবে মুহাদ্দিসগণের ও পূর্ববর্তী ইমামগণের বিচারে এবং মুতাওয়াতির সনদের উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ি সনদটি মুতাওয়াতির নয়। মুতাওয়াতির হাদীস বুঝাতে গিয়ে যদি ভিন্ন অর্থে বর্ণিত হাদীসকে সন্নিবেশ করেন তাহলে সেটা হবে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলিল পেশ, শরঈ কায়েদা অনুসরণে নয়। এ ব্যাপারে আরও দুটি হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। প্রথমটি হলো ইমাম মাকহুল সূত্রে উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস।

তবে হ্যাঁ – মাহমুদ বিন রবী' হতে ইমাম মাকহুল এর যে বর্ণনাটি আছে এ সনদটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন –

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فثقلت عليه القرأة فلما فرغ قال " لعلكم تقرؤن خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

"আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আন নুফাইলি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন সালামাহ্ আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হতে তিনি মাকহুল হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী' হতে তিনি উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে

তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করলাম, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিরাআত পড়লেন কিন্তু তাঁর কাছে ক্বিরাআত পড়াটা ভারি হয়ে আসলো, সালাত শেষে বললেন, সম্ভবত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে থাক ? আমরা বললাম জি হ্যাঁ, এরুপ করে থাকি হে আল্লাহ্ তায়া'লার রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত এরুপ করবেনা, কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হয় না"।

শায়খ আলবানি এ হাদীসটিকে দ্বঈফ আবু দাউদের প্রথম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এবং সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন। এ হাদীসের সনদটিতে দেখা যায় হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে মাহমুদ বিন রবী' ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেননি, আবার মাহমুদ বিন রবী' হতে ইমাম মাকহুল ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেননি। উক্ত হাদীসের সাথে ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীসকে মিলিয়ে মুতাওয়াতির এর পাল্লা ভারি করা যৌক্তিক নহে। উভয় হাদীসই উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন এর পরের রাবীও একজন ইনি হলেন মাহমুদ বিন রবী' তাছাড়া উভয় হাদীসের প্রেক্ষাপটও এক নয়। তাই ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীস দ্বারা মুতাওয়াতির সাবিত হবে না, কেননা বর্ণনাকারী একজন, আর একজনের বর্ণিত হাদীস দ্বারা কী মুতাওয়াতির সাবিত করা যাবে ? এ হাদীসটির সনদ ও হুকুম সর্ম্পকে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় হাদীস : ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে এ মত পোষণকারীগণের তৃতীয় দলিল হলো হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। ইমাম নাসাই তার সুনান নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় ইমাম কুতাইবার সূত্রে, ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায়, ইমাম কানাবির সূত্রে, ইমাম ইবনু মাযাহ্ তার সুনান ইবনু মাযাহ্ এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠায়, ইমাম আবু আওয়ানাহ্ তার মুসনাদ এর প্রথম

খণ্ডের ৪৫২ পৃষ্ঠায় প্রত্যেকেই উল্লেখ করেন– আ'লা বিন আব্দুর রহমান এর মাধ্যমে আবুস সায়েব হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرأن فهى خداج فهى خداج فهى خداج غير تمام.

"যে সালাত আদায় করলো অথচ সূরা ফাতিহা পড়লো না উহা অপূর্ণ , উহা অপূর্ণ, উহা অপূর্ণ, পরিপূর্ণ নয়"।

উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে আবুস সায়েব ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। আবার আবুস সায়েব হতে আ'লা বিন আব্দুর রহমান ব্যতীত আর কেহ বর্ণনা করেন নাই, একইভাবে এ হাদীসটি যতগুলো সনদে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে কোনটিই মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয়।

তাছাড়া ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলেছেন অর্থ্যাৎ মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে ক্বিরাআত তথা সুরা ফাতিহা পড়তে হবে, তা এসমস্ত হাদীস দ্বারা সাধিত হয় না। কেননা فهى خداج এটি মুক্তাদিকে বাদ দিয়ে হবে। তার প্রমাণ হলো একই প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহ আনহু বর্নিত হাদীস। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্র মুয়াত্তা ইমাম মালিক এর প্রথম খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে مالك عن أبى نعيم و وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله, عنه يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرأن فلم يصلى إلا وراء الإمام.

"মালিক বিন আনাস, আবু নুআইম ও ওয়াহাব বিন কায়সান হতে ইনারা উভয়ে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন তিনি বলেন, যে সালাত আদায় করলো অথচ সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার সালাত আদায় হবেনা, এ হুকুম মুক্তাদির জন্য নয়"।

কোন হাদীস মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য একই বিষয়ে সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু

আনহুম গণের ঐকমত্য প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়ার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। এ বিষয়ে একই সাহাবি কর্তৃক হাঁ বোধক ও না বোধক হাদীস বিদ্যমান । হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে একবার সুরা ফাতিহা পড়ার সাধারণ হুকুম এসেছে আর একবার সুরা ফাতিহা পড়ার বৈশিষ্ট্যকে রহিত করা হয়েছে , উভয় বর্ণনাই সমান্তরাল সহীহ্। অনুরূপ হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিন ধরণের বর্ণনা এসেছে, একবার বলেছেন, "ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে"। আবার বলেছেন, "যে সালাত আদায় করল অথচ সুরা ফাতিহা পড়ল না তার সালাত অপূর্ণ"। আর একবার বললেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে মদিনাবাসিকে জানিয়ে দেই যে, সালাতে সুরা ফাতিহা ও সাথে অন্য কোন সুরা বা আয়াত না পড়লে সালাত আদায় হবে না"। এ সমস্ত বর্ণনাকে পরিস্কার করে দিয়েছে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর উক্ত বর্ণনা, যাতে তিনি বলেছেন, সুরা ফাতিহার ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস এসেছে মুক্তাদি তার হুকুম এর অর্ন্তভুক্ত নহে। তবে হ্যাঁ– ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়া আবশ্যকের যে সমস্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করা হয় তার জওয়াব এ অধ্যায়ের শেষে প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম বুখারীর তৃতীয় আভিযোগের জওয়াব

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার জুযউল ক্বিরাআত কিতাবের অষ্টম পৃষ্ঠায় বলেছেন, من كان له إمام হাদীসটি মক্কা, মদিনা, ইরাক ও অন্যান্য এলাকার আলেমগণের দ্বারা প্রমাণিত নহে।

কিন্তু যে সকল বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের প্রত্যেকেই হিজাযি, ইরাকী এবং কুফি ছিলেন। তারপরও তিনি এ ধরনের একটি অকাট্য, ঐতিহাসিক ও ইলমি বিষয়কে অস্বীকার করলেন এবং এ সনদটিকে

অস্তিত্বহীন করে দিলেন এর উত্তর অন্যদের দেওয়া দূরহ। তার ভিত্তিহীন কথার বিপক্ষে জওয়াব দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, আমি তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি। একজন মুহাদ্দিস হিসেবে, একজন আলেম হিসেবে তিনি আমার সর্ব শ্রদ্ধার অধিকারী। এ কথাকে কেন্দ্র করে কেহ কেহ এমনকি তিনি নিজেও একটি সহীহ হাদীসকে দ্বঈফ বানিয়ে ফেলেছেন তার জওয়াব দেওয়া কী আবশ্যক নয়? একটি সহীহ হাদীসকে স্ব-স্থানে রাখার জন্যই এ প্রচেষ্টা।

তিনি বলেছেন, هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق و غيرهم.

"এ হাদীসটি হিজায বাসি (মক্কা- মদিনা), ইরাকের ও অন্যাণ্য আলেমগণ হতে প্রমাণিত নহে"। ইমাম বুখারির উক্ত উক্তিটি যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে সঠিক নয় তাই এখানে প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة. "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" এ প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে হাদীসটি সহীহ্"।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি দু'টি ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত : বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আল হাদ্দ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ এর সূত্রে। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আল মাদানী রাহিমাহুল্লাহ এর মা সালমা বিনতে উমাইস হলেন উম্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহার ছোট বোন। এ হিসেবে তিনি হলেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমার খালাত ভাই। আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ এমন একজন তাবেঈ যিনি তার শিশুকাল কাটিয়েছেন উম্মুল মুমিনীন গণের মাঝে, তার কৈশর, যৌবন কেটেসে অসংখ্য মদীনাবাসী সাহাবিগণের মাঝে। সাহাবিগণের নিকট তিনি ইলম শিক্ষা করেন আর তিনি নিজেই মাদানী। মদীনা বাসীগণের আমল ছিল তার নখদর্পনে। পরবর্তীতে তিনি কুফায় চলে যান এবং সেখানে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শিক্ষা দেন। মুসা

বিন আবু আয়িশা কুফাতেই আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে হাদীস গ্রহণ করেন। মুসা বিন আবু আয়িশা হতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম শারিক বিন আব্দুল্লাহ্ প্রমূখ ফক্বীহ্ মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করেন। অত:পর ইমাম আবু হানিফা হতে ইসহাক আল আযরাক তার থেকে মুহাম্মাদ বিন হারব আল ওয়াসেতি হাদীস গ্রহণ করেন।

অপর বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরি ও শারিক বিন আব্দুল্লাহ্ হতেও ইসহাক আল আযরাক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে "ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাঅত" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

দ্বিতীয়ত : মক্কা আল মুকাররমার বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম আবুয যোবায়ের আল মাক্কী রাহিমহুল্লাহ্ সাহাবি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে দ্বিতীয় ধারায় من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। ইহাও একটি মুত্তাসিল সনদ কেননা ইমাম আবুয যোবায়ের হতে হাসান বিন সালিহ এবং তার থেকে মালিক বিন ইসমাইল মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة হাদীসটির উপরোক্ত দুটি ধারায় উল্লিখিত বর্ণনাকারীগণ হলেন–

১। ইমাম আবু ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ বিন হাদ মৃত্যু ৮২ হিজরি

২। ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা

৩। ইমাম আবু হানিফা মৃত্যু- ১৫০ হিজরি।

৪। ইমাম সুফিয়ান সাওরি মৃত্যু- ১৬১ হিজরি।

৫। ইমাম শারিক বিন আব্দুল্লাহ্

৬। ইমাম ইসহাক আল আযরাক

৭। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হারব

৮। ইমাম আবুয যোবায়ের আল মক্কি

৯। ইমাম হাসান বিন সালিহ্

১০। ইমাম মালিক বিন ইসমাইল

ইনাদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম হাসান বিন সালিহ্ ব্যতীত সকলেই সহীহ আল বুখারীর বর্ণনাকারী।

ইমাম বুখারী অভিযোগ করেছেন, আহলুল হিজায তথা মক্কা-মদিনার কোন আলেম কর্তৃক من كان له إمام فقراة الإمام له قراة হাদীসটি বর্ণিত নয়। তার এ কথাটির সত্য-অসত্যের ও সঠিক-বেঠিক এর মধ্যে পার্থক্য করার এবং সঠিক মানদণ্ডে নিরুপণ করার ভার সমঝদার পাঠকগণের উপর, বিশেষ করে যারা আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্ত উক্তি অনুযায়ী হানাফী ফিক্বহ্ নির্ভর হাদীসকে দ্বঈফ বা দূর্বল বলে প্রচার করে থাকেন তাদের উপর ন্যাস্ত করলাম। কারণ উক্ত আলোচনা হতে জানা গেল من كان له إمام فقراة الإمام له قراة. হাদীসটি সাহাবি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে দু'জন বিখ্যাত তাবেঈ বর্ণনা করেছেন।

একজন মদিনার যিনি উম্মুল মুমিনীনগনের কোল-পিঠে এবং বয়োজৈষ্ঠ সাহাবিগণের আদরে লালিত-পালিত হয়েছেন। আরেক জন আবুয যোবায়ের আল মাক্কী যিনি মক্কা আল মুকাররামায় হাদীস শিক্ষাদানকারী তাবেঈ। মক্কাবাসি হিসেবে যার উপাধি হয়ে গেছে মাক্কী।

ইমাম বুখারি স্বয়ং তাঁর সহিহ আল বুখারীতে উপরোক্ত ইমামগণের বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। ইনাদের দ্বারা বর্ণিত من كان له إمام فقراة الإمام له قراة হাদীসটি যদি সাব্যস্ত না হয়, সহীহ প্রমাণিত না হয় তাহলে সহিহ্ আল বুখারীতে একই বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত হাদীস গুলো সহীহ সাব্যস্ত হবে কী ভাবে ? চিন্তাশীল ও ফিকিরকারীদের জন্য এর চেয়ে বেশি প্রমাণের প্রয়োজন আছে কী ?

তবে ইমাম বুখারির মতকে সমর্থন করে বা উক্ত মতের আলোকে যারা من كان له إمام হাদীসটিকে দ্বঈফ বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত তাদের বলি এ কেন, কী ভাবে ? এ প্রশ্নের উত্তর ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করুন! তবে

তাদের রুগ্ন রুহের খোরাক হিসেবে এবং আমার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরুপ সহীহ্ আল বুখারিতে উল্লিখিত উপরোক্ত রাবীগণের বর্ণনাকৃত হাদীসের একটি তালিকা পেশ করা হলো, তাতেই হানাফী ফিক্বহের ব্যাপারে এ লোক গুলোর বিদ্বেষ এর মাত্রা পরিমাপ করা যাবে।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ বিন হাদঃ ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীতে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্ সূত্রে যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো–

ক) সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল হায়দ্ব (حيض) এর শেষ হাদীস এবং কিতাবুস সালাতের إذا سجد إذا اصاب ثوب المصلى إمرأته অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের সনদ হলো–حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيبانى عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت : ----- حديث.
"মুসাদ্দাদ – খালিদ হতে আমাদেরকে বলেন, সুলাইমান আশ শাইবানি আমাদেরকে আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে বলেন , (আমার খালা) উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন" ------ এরপর হাদীস।

খ) সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার এর المجن و من يترس بترس صاحبه. অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসের সনদ হলো– মুসাদ্দাদ আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া আমাদেরকে সুফিয়ান হতে বলেন, সা'দ বিন ইব্রাহিম আমাকে আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে বলেন, তিনি আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে------ এরপর হাদীস।

গ) সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুত তিব্ব এর رقية العين অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন কাসির আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান আমাদের বলেন, মা'বাদ বিন খালিদ আমাকে বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদকে বলতে শুনেছি তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা হতে , তিনি বলেন----- -এরপর হাদীস।

ঘ) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল মাগাযিতে আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ সূত্রে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন –

১। ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াসরাহ বিন সাফওয়ান আমাদেরকে বলেন, ইব্রাহিম তার পিতা হতে তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি হযরত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ------ এরপর হাদীস।

২। ইমাম বুখারী বলেন, আবু নাঈম আমাদেরকে বলেন, মিসআর– সা'দ হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে,আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ বলেন আমি আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে শুনেছি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন------ এরপর হাদীস।

ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশাঃ

ক) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল মাগাযির রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা ও তার মাহবুব এর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– আব্দুল্লাহ্ বিন আবু শায়বা আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ, ইমাম সুফিয়ান হতে তিনি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি উবাইদুল্লহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ্ হতে তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা ও আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে ----- এরপর হাদীস

খ) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুত তিব্ব এর اللدود অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, আলী বিন আব্দুল্লাহ্ অমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান আমাদেরকে বলেন, মুসা বিন আবু আয়িশা আমাকে উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ হতে তিনি ইবনু আব্বাস ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে------ এরপর হাদীস।

ইমাম আবু হানিফা :

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী তাঁর সহীহ্ আল বুখারীর কোথায়ও ইমাম আবু হানিফার নাম উল্লেখ করেননি। তবে তার মতের সাথে মিল না থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফার নাম উল্লেখ না করে তৎপরিবর্তে বলেছেন قال بعض الناس "কেহ কেহ বলেন"। এতে কী ইমাম আযমের মর্যাদা কমে গেছে ? ইমাম আযমের মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি সাহাবিগণ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারি- তো তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন হামবাল এর বর্ণনায় মাত্র একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, অথচ তাঁর সংকলিত হাদীসের ভাণ্ডার "মুসনাদ আহমাদ" এ চল্লিশ হাজার হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হামবাল হতে হাদীস বর্ণনা না করার কারণে কী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমে গেছে ? তাহলে ইমাম আবু হানিফা হতে হাদীস বর্ণনা না থাকলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমবে কেন ? তাছাড়া ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিম এ ইমাম বুখারীর সনদে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি, তাহলে কী ইমাম বুখারীর গ্রহণযোগ্যতা কমে গেছে ? ইমাম আবু হানিফা নিজেই সূর্য্য সুতরাং সূর্য্যের আলোর জন্য চাঁদের সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নাই।

ইমাম সুফিয়ান আস সাওরিঃ

ইমাম বুখারী তার সহীহ আল বুখারীতে অসংখ্য যায়গায় সুফিয়ান আস সাওরি সূত্রে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হলো–

ক) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ঈমান এর " মুনাফিকের আলামত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, কাবিসা বিন উকবাহ্ আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান সাওরি আমাদেরকে আমাশ হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন---এরপর হাদীস

খ) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ইলমে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মাদ বিন কাসির আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান আমাদেরকে ইবনু আবু

খালিদ হতে তিনি কাইস বিন আবু হাযিম হতে তিনি আবু মাসউদ আল আনসারি রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ----- এরপর হাদীস। বুখারীর অসংখ্য স্থানে ইমাম সুফিয়ান সাওরি বর্ণনাকৃত হাদীস বিদ্যমান। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উল্লেখ করা হলো না।

ইমাম শারিক বিন আব্দুল্লাহ্:

ক) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ইলম এর القراءة والعرض على المحدث "হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিস এর নিকট তা বর্ণনা করা" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন –আব্দুল্লাহ্ বিন ইউসুফ আমাদেরকে বলেন, লাইস আমাদেরকে সা'দ আল মাকবুরি হতে তিনি শারিক বিন আব্দুল্লাহ্ হতে তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন ---- এরপর হাদীস।

খ) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ঈদাইন এর "মান ইক্তাফা বি সালাতিল জুমুআ'হ্ ফিল ইসতিসকা অধ্যায়ে উল্লেখ করেন–আব্দুল্লাহ্ বিন মাসলামাহ্ আমাদেরকে মালেক হতে বলেন, তিনি শরিক বিন আব্দুল্লাহ্ হতে তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ---- এরপর হাদীস।

গ) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল তাফসিরুল কুরআন এর "নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবস ও রজনির পার্থক্যের মধ্যে জ্ঞানিদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান" অধ্যায়ে উল্লেখ করেন–সাঈদ বিন আবু মারইয়াম আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন জাফর আমাদেরকে বলেন, শারিক বিন আব্দুল্লাহ্ আমাকে কুরাইব হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে ------ এরপর হাদীস। এ ছাড়াও শারিক বিন আব্দুল্লাহ্ সূত্রে আরো অনেক বর্ণনা বুখারীতে উল্লেখ আছে।

ইমাম ইসহাক আল আযরাক

ক) ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবু বদয়িল খালকি,র "ইযা ওক্বাআ

আয্যুবাবু ফি শারাবি আহাদিকুম---" অধ্যায়ে উল্লেখ করেন– হাসান বিন সাবাহ্ আমাদেরকে বলেন, ইসহাক আল আযরাক আমাদেরকে বলেন, আওফ আমাদেরকে হাসান ও ইবনু সিরিন হতে ইনারা উভয়ে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ---এরপর হাদীস।

খ) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল মাগাযির " গাযওয়া হুদাইবিয়া অধ্যায়ে ইল্লেখ করেন– হাসান বিন খালফ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন , ইসহাক বিন ইউসুফ আল আযরাক – আবু বিশর আল ওয়ারকা হতে তিনি ইবনু আবু নাযিহ্ হতে তিনি মুজাহিদ হতে তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন আবু সালমা আমাকে কা'ব বিন আহ্বার রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে---- এরপর হাদীস।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হারব

ক) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ইলম এর "আল খুরুজু ফি ত্বালাবিল ইলম ----" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– আবুল কাসিম খালিদ বিন খালিউ আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন হারব আমাদেরকে বলেন, আওযায়ি আমাদেরকে বলেন, যুহরী আমাদেরকে উবাইদুল্লহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ্ বিন মাসউদ হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে ----- এরপর হাদীস।

খ) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ইতিসাম এর " وأمرهم شورى بينهم " অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন হারব আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন আবু যাকারিয়া আল গাস্সানি– হিশাম হতে তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা হতে------ এরপর হাদীস।

গ) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল জুমুআর " সালাতুল খাওফ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– হাইআতু বিন শুরাইহি আমাদেরকে বলেন,

মুহাম্মাদ বিন হারব আমাদেরকে যুবাইদি হতে তিনি যুহরী হতে তিনি উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ্ হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে ----- এরপর হাদীস।

ঘ) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল দিয়াত এর العفو " فی الخطاء بعد الموت" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন–মুহাম্মাদ বিন হারব আমাকে বলেন, আবু মারওয়ান ইয়াহিয়া বিন আবু যাকারিয়া আমাদের নিকট হিশাম হতে তিনি সাইয়্যেদাহ্ আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা হতে ---- হাদীস।

ইমাম আবুয যোবায়ের মাক্কী

ক) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল বুয়ূ এর بیع الثمر على رؤس النخل بالذهب و الفضة " অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– ইয়াহ্ইয়া বিন সুলাইমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন,ইবনু ওয়াহাব আমাদেরকে বলেন, জুরাইজ আমাদেরকে আত্বা বিন আবু রাবাহ্ ও আবুয যোবায়ের হতে ইনারা উভয়েই হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে---- এরপর হাদীস।

ইমাম মালিক বিন ইসমাইল

ক) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল হজ্জ এর فرض مواقيت الحج و العمرة অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– মালিক বিন ইসমাইল আমাদেরকে বলেন, যুহাইর আমাদেরকে বলেন, যায়দ বিন যোবায়ের আমাকে বলেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে---- এরপর হাদীস।

খ) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল জিহাদ এর ناقة النبى صلى الله عليه و سلم অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন–মালিক বিন ইসমাইল ---- আমাদেরকে বলেন, জুহাইর আমাদেরকে হুমাইদ হতে তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বলেন ---- এরপর হাদীস।

গ) ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল ইত্ক ওয়া ফদ্বলুহূ এর "كراهية التطاول و على الرقيق ----" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, মালিক বিন ইসমাইল আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান (বিন উয়ায়না) আমাদেরকে জুহাইর হতে বলেন, উবাইদল্লহ্ আমাকে বলেন, আবু হুরাইরা ও যায়দ বিন খালিদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমাকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বলতে শুনেছি ---এরপর হাদীস।

ঘ) অনুরুপভাবে কিতাবুল শাহাদাত এর "শাহাদাতুল আ'মা" অধ্যায়ে, কিতাবুল শুরুত্ব এর "আশ শুরুতু ফিল মুযারাআহ্" অধ্যায়ে এবং কিতাবু বদইল খালকি এর ছিফাতুন নার ওয়া আন্নাহা মাখলুকাতুন " অধ্যায়ে উল্লেখ আছে- ইমাম বুখারি – মালিক বিন ইসমাইল আল কুফী হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, আর এ মালিক বিন ইসমাইল হলেন ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর মেয়ের ঘরের নাতি অর্থ্যাৎ মেয়ের ছেলে।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার জুযউল ক্বিরাআতে من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" এ হাদীসটি হিজায তথা মক্কা–মদীনা, ইরাক ও অন্যান্য কোন আলেম দ্বারা বর্নিত হয় নাই। এখন প্রশ্ন হলো ? ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে من كان له إمام হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ- অর্থাৎ ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ, ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম শারীক, ইমাম ইসহাক আল আযরাক,ইমাম মুহাম্মাদ বিন হারব, ইমাম আবুয্ যোবায়ের আল মাক্কী, ইমাম হাসান বিন ছালিহ, ইমাম মালিক বিন ইসমাইল রাহিমাহুমুল্লাহ্গণ কি হিজায তথা মক্কা – মদীনা, ইরাক ও অন্যান্য স্থান অর্থাৎ কুফার ? না কি অন্য কোন অখ্যাত ও অজ্ঞাত স্থান হতে ভিণ গ্রহ থেকে তাদের আগমন ঘটেসে, যা আলেমগণের অপরিচিত!

ইতিহাস বলছে من كان له إمام হাদীসটির বর্ণনাকারী উল্লিখিত ইমামগণের সকলেই হিজায তথা মক্কা–মদীনা, ইরাক ও কুফার আর ইমাম

বুখারী বলছেন, ইনারা অপরিচিত তাই من كان له إمام হাদীসটি গ্রহণীয় নয়। আবার তিনি নিজেই তার সহীহ্ আল বুখারীতে উপরোক্ত ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে ইমাম মালিক বিন ইসমাইল পর্যন্ত প্রত্যেকের বর্ণনাকৃত হাদীসকে গ্রহণ করেছেন,তার ক্ষেত্রে ইনারা হিজায ও ইরাকের হয়ে গেলেন !? হায় পৃথিবী তোমার ধরনীর বুকে কত ইতিহাসই তো প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে, هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز و أهل العراق وغيرهم.
"এ হাদীসটি হিজায বাসি (মক্কা- মদিনা), ইরাকের ও অন্যাণ্য আলেমগণ হতে প্রমাণিত নহে"। এ কথাটিও অবাস্তব হিসেবেই রইল। ইমাম বুখারীর উক্ত উক্তিটি যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে ভুল, তার মতেই এখানে প্রমাণিত হলো।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত মন্তব্যটি কী স্ব-বিরোধী নয় ? من كان له إمام হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ প্রসঙ্গে বললেন, তারা কেহ হিজাযবাসি (মক্কা- মদিনা), ইরাকের ও অন্যাণ্য আলেমগণ হতে প্রমাণিত নহে" এ কারণে হাদীসটি দলিলযোগ্য নয়। আবার একই বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত হাদীস একটি দু'টি নয়, অন্তত দু'শো হাদীস হবে, যা তিনি তার কালজয়ি হাদীসের কিতাব বুখারীতে উল্লেখ করলেন। من كان له إمام হাদীসটি যদি গ্রহণীয় না হয় তাহলে ইমাম বুখারীর মতানুসারে তার কিতাবের অন্তত দুশো হাদীস দলিল অযোগ্য ও দ্বঈফ হবেনা কেন ? ইমাম বুখারী তার উস্তাদ ইমাম মালিক বিন ইসমাইল আল কুফি হতে হাদীস গ্রহণ করলেন, তিনি একজন সিকাহ্ বর্ণনাকারী। তার উস্তাদ হাসান বিন সালিহ্ হতে হাদীস শুনেছেন তাও প্রমাণিত, এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী তার আত তারিখুল কবির এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় ২৫২১ নং তরজমায় বলেন – قال لنا مالك بن إسماعيل حدثنا الحسن بن صالح "ইমাম বুখারী বলেন, মালিক বিন ইসমাইল আমাদেরকে বলেন, হাসান বিন সালিহ্ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন"

এখানে ইমাম বুখারী নিজেই তার উস্তাদ থেকে শুনেছেন,আমি হাসান বিন ছালিহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেছি" ইহা হতে প্রমাণিত হলো, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা তার "আল মুছান্নাফ" কিতাবে বর্ণনা করেন– حدثنامالك

بن اسماعيل عن الحسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: كل من كان له امام فقراءة الامام له قراءة.

"মালিক বিন ইসমাইল আমাদেরকে হাসান বিন সালিহ্ হতে তিনি আবুয যোবায়ের হতে, তিনি হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বলেন, প্রত্যেকেই যে ইমামের সাথে সালাত আদায় করে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"

ইমাম মালিক বিন ইসমাইল ও হাসান বিন সালিহ্ এর বর্ণিত হাদীস সহীহ্ হওয়ার প্রমাণ তো তিনি নিজেই দিলেন। এখন বাকি রইলেন ইমাম আবুয যোবায়ের। ইমাম বুখারী বলেছেন, হিজায তথা মক্কা –মদিনার কেহ من كان له إمام হাদীসটি প্রমাণিত নয়, এ কথাটি যে সঠিক নয় তার প্রমাণ হলেন ইমাম আবুয যোবায়ের মক্কী। মক্কায়ই তার জন্ম। ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ্ এবং আবুয যোবায়ের উভয়েই মসজিদুল হারামে হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম বুখারী নিজেই তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুল বুয়ূতে একই সনদে হাদীস উল্লেখ করেছেন। পাঠকের বুঝার জন্য বুখারীর মূল হাদীসটি উল্লেখ করে দিলাম – حدثنا يحي بن سليمان حدثنا إبن وهب أخبرنا إبن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال : نهى النبى صلى الله عليه و سلم......إلخ

"ইয়াহ্ইয়া বিন সুলাইমান আমাদেরকে বলেন, ইবনু ওয়াহাব আমাদেরকে বলেন, ইবনু জুরাইজ আমাদেরকে আত্বা বিন আবু রাবাহ্ ও আবুয যোবায়ের হতে ইনারা উভয়ে হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন----- শেষ পর্য্যন্ত হাদীস।(এ হাদীসটি যেহেতু এখানে প্রাসঙ্গিক নহে তাই উল্লেখ করা হলো না, কেননা এখানে সনদটিই মূখ্য)

আবুয্ যোবায়ের রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণিত সনদটি, সহিহ আল বুখারী এবং মুছান্নাফ ইবনু শায়বায় উল্লিখিত একই ধরণের। ইমাম আবু বকর বিন আবু

শায়বা যেভাবে উল্লেখ করেছেন الحسن بن صالح عن ابي الزبيرعن جابر إبن جريج عن عطاء وأبى অনুরুপভাবে বুখারীও উল্লেখ করেছেন, رضي الله الزبير عن جابررضى الله عنه হাসান বিন সালিহ, আবুয যোবায়েরের হতে, আবুয যোবায়ের, হযরত জাবির রাদিআল্লাহ আনহু হতে এবং ইবনু জুরাইয আবুয যোবায়ের হতে –আবুয যোবায়ের হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে। উভয় সনদের বর্ণনাকারীগণই সহীহ্ আল বুখারীর বর্ণনাকারী তাহলে من كان له إمام হাদীসটির ব্যাপারে এত উস্মা কেন ?

একই ভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তার মুসনাদে জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন তবে পার্থক্য হলো মালিক বিন ইসমাইল এর স্থলে তিনি আসওয়াদ বিন আমির হতে উল্লেখ করেছেন যথাস্থানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা কর্তৃক বর্ণিত من كان له إمام হাদীসটি মুত্তাসিল (মিলিত) ও মুসনাদ (যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে) সনদে বর্ণিত। ইমাম বুখারী এ সনদটি মুনক্বাতে (বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা) আখ্যায়িত করেছেন,এ ব্যাপারে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারীর ৪নং অভিযোগে জওয়াবে দলির সহ খণ্ডণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্‌র বক্তব্য من كان له إمام হাদীসটি হিজায বাসি (মক্কা- মদিনা), ইরাকের ও অন্যাণ্য আলেমগণ হতে প্রমাণিত নহে এ কথাটি সঠিক নয়, বরং ইতিহাস বর্জিত। তাঁর বর্ণিত হাদীসে যেমন মক্কী – মাদানী – কুফী বর্ণনাকারী বিদ্যমান, من كان له إمام হাদীসেও তেমনি মক্কী – মাদানী – কুফী বর্ণনাকারী বিদ্যমান।

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة হাদীসটি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহ আনহু হতে দু'টি ধারায় অর্থাৎ দু'টি সনদে বর্ণিত হয়েছে–

১। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ

২। ইমাম আবুয যোবায়ের, উভয়েই হযরত জাবির রাদিআল্লাহ আনহু হতে।

যে সমস্ত রাবীগণের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহ আনহু হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইনাদের সকলেই ইমাম বুখারীর সহীহ্ আল বুখারীর বর্ণনাকারী। সুতরাং সনদের বিচারে এবং ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্র মতানুসারেই আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনায় من كان له إمام فقرأة الإمام له قرأة হাদীসের সনদটি সহীহ্, কেননা হাদীসটি ইমাম ইসহাক আল আযরাক, ইমাম শারিক ও সুফিয়ান আস সাওরি হতে, ইনারা উভয়েই মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত।

এ নিবন্ধেই প্রমাণিত হয়েছে, এ হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারী সহীহ্ আল বুখারীরই বর্ণনাকারী, সুতরাং ইমাম বুখারীর সনদের বিচারেই হাদীসটি সহীহ্।

আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ মাদানী পরবর্তীতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস তথা দ্বীন প্রচারের জন্য কুফায় চলে যান এবং সেখানেই তার ছাত্রদের মাঝে হাদীস শিক্ষা দেন ইনাদেরই একজন হলেন মুসা বিন আবু আয়িশা যার থেকে ইমাম আবু হানিফা,ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শারীক বিন আব্দুল্লাহ্ সহ আরো অনেকেই হাদীস শুনেন এবং অন্যদের শিক্ষা দেন যাদের ফসল হলেন আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমূখ। হাদীসের খিদমতে মক্কা-মদিনার তুলনায় কুফা যে খুব একটা পিছিয়ে ছিল তা বলা যাবে না। বয়স্ক ফক্বিহ্ সাহাবিগণ কুফাকেই তাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলেন, ইতিহাস হলো ইলমের ক্বালব, যা জানা থাকলে ইলম আরো নূরানী হবে আর না জানলে আগরতলা ও উগুরতলা সমান হয়ে যাবে। প্রাসঙ্গিক কারণেই কুফায় সাহাবিগণের আগমণের এবং সেখানে বসবাসকারীগণের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

১ । আমিরুল মুমিনীন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৩। হযরত সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৫। হযরত খাব্বাব বিন আল আরত রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৬। হযরত সাহল বিন হুনাইফ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৭। হযরত আবু কাতাদাহ্ বিন রিবঈ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৮। হযরত সালমান আল ফারেসি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৯। হযরত হুযাইফাহ্ বিন আল ইয়ামান রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১০। হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১১। হযরত আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১২। হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৩। হযরত বারা বিন আযিব রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল খাত্বমি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৫। হযরত আন নুমান বিন মুকাররিন রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৬। হযরত মা'কিল বিন মুকাররিন রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৭। হযরত নুমান বিন বশির রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৮। হযরত মুগিরা বিন শুবাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৯। হযরত জরীর বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২০। হযরত আদি বিন হাতিম আত তাই রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২১। হযরত আর ফাযাহ্ বিন শুরাইহি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২২। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আওফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২৩। হযরত আশআয বিন কাইস রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২৪। হযরত যাবির বিন সামুরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২৫। হযরত হুযাইফাহ্ বিন আসিদ আলগিফারি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২৬। হযরত আমর বিন আল হামিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২৭। হযরত সুলাইমান বিন সুরাদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২৮। হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৯। হযরত সাফওয়ান বিন আসসাল রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩০। হযরত উসামাহ্ বিন শারিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩১। হযরত আমির বিন শাহ্‌র রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩২। হযরত নাফি' বিন উৎবাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৩। হযরত সালাবাহ্ বিন আল হাকাম রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৪। হযরত উরওয়া আল বারিক্বী রাদ্বীআল্লাহু আনহু।(ইনি কুফার প্রথম বিচারক)

৩৫। হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৬। হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৭। হযরত কুত্ববাহ্ বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৭। হযরত হুবশি বিন জুনদাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৮। হযরত ইযালা বিন মুররাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৯। হযরত আম্মারাহ্ বিন রুআইবাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪০। হযরত তারিক বিনআব্দুল্লাহ্ আল মুহারিবি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪১। হযরত খুযাইমাহ্ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪২। হযরত বশীর বিন আল খাছাছিয়্যাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৩। হযরত ক্বাইস বিন আবু গারাযাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৪। হযরত হানযালাহ্ আল কাতিব্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৫। হযরত আল মাসতুরাদ বিন শাদ্দাদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৬। হযরত আবু ত্বোফাইল আবু হুযযিয়্যাহ্‌রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল হাকিম আন নিসাপুরি (মৃত্যু -৪০৫ হিজরি) তার মারিফাতু উলুমিল হাদীস কিতাবের ৫৬৬ পৃষ্ঠায় বলেন دفنوه بالكوفة أكثرهم هؤلاء" ইনাদের অধিকাংশই কুফাতে ইন্তেকাল করেন। (কিছু সংখ্যক পরবর্তিতে অন্যত্র চলে যান)

ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ্ নিসাপুরি আরও বলেন, قد كنت دخلت الكوفة اول ما دخلتها سنة إحدى و أربعين و ثلا ثماة و كان أبو الحسن بن عقبة الشيبانى يدلنى على مساجد الصحابة فذهبت إلى كثيرة منها و هى إذ

ذاك عامرة و كنا ناوى إلى مسجد جرير بن عبد البجلية.
ثم دخلتها سنة خمس و أربعين و ثلا ثمأة و مسجد إبن عقبة قد خرب فكان
أبو القاسم السكونى يأخذ بيدى فى الجامع فيدور معى على الأسطوانات
فيقول هذه أسطوانة جرير وهذه أسطوانة عبد الله و هذه أسطوانة البراء
بن عاذب و قد عرفت منها ما عرفينه ذلك الشيخ رحمه الله .

"আমি প্রথমে ৩৪১ হিজরি সনে কুফায় আসি, সেখানে আবুল হাসান বিন উকবাহ্ আশ শয়বানি আমাকে সাহাবিগণ যে সমস্ত মসজিদে সালাত আদায় করতেন তা দেখালেন, আমি তথাকার অনেক মসজিদেই গিয়েছি এ সময় ইহা একটি সমৃদ্ধ বসতিতে পরিপূর্ণ ছিল। আমরা সেখানে অবস্থিত মসজিদ জারির বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি (রাদ্বীঅল্লাহু আনহু) তে আশ্রয় গ্রহণ করি। অত:পর ৩৪৫ হিজরিতে আবার কুফায় গিয়েছি এবার মসজিদ ইবনু উকবাহ্কে ক্ষতিগ্রস্ত দেখতে পাই। তখন আবুল কাসিম আস সুকুনি আমার হাত ধরে জামে' মসজিদে নিয়ে যান সেখানে অনেক খুটি ছিল, ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খুটি দেখান। তারপর বলেন, এখানে জরির বিন বাজালি রাদ্বীঅল্লাহু আনহু বয়ান করতেন, এখানে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বীঅল্লাহু আনহু বয়ান করতেন, এখানে বারা বিন আযিব রাদ্বীআল্লাহু আনহু বয়ান করতেন। শায়খ সুকুনি এ গুলোর বর্ণনা দেওয়ার পর তা সম্বন্ধে আমি জানতে পারলাম"।

কুফায় অবস্থানকারী এ সমস্ত সাহাবিগণের এ চিত্র তুলে ধরার কারণ হলো কিছু সংখ্যক লোক মনে করে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদীস কম জানতেন কারণ তিনি কুফার অধিবাসি। সাহাবিগণ মক্কা ও মদিনায় ছিলেন, কুফায় জন্ম গ্রহণকারী ইমাম আবু হানিফা হাদীস জানবেন কী করে ? তাদের এ ধারনা ভুল, কেননা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর সাহাবা ই কিরাম রাদ্বীঅল্লাহু আনহুমগণ বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের পর নতুন নতুন এলাকায় দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদিনা ছেড়ে চলে যান। ইরাকের কুফা, বসরা ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থাণ। সেখানকার গুরুত্ব বুঝেই আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদ্বীঅল্লাহু আনহু কুফাতে তার

খিলাফতের দফতর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংগত কারণেই সেখানে বয়োজৈষ্ঠ সাহাবিগণের সন্নিবেশ ঘটেছিল। হযরত আবু মুসা আল আশআরি, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর, হযরত নুমান বিন বশির প্রমুখ বিজ্ঞ ও হাদীসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবি রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণের মত সাহাবি যেখানে উপস্থিত, সেখানকার তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈ গণের হাদীস জানার ক্ষেত্র কতটা প্রসারিত হতে পারে তা বুঝার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। অনেকে ইমাম আবু হানিফার হাদীস না জানার যে অভিযোগ দিয়ে থাকেন এবং বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন তা কতটা ভিত্তিহীন ভেবে দেখবেন। এছাড়া ইমাম আবু হানিফা তার সত্তর বছর জিন্দেগীর ১৫ বছরই হিজাযে তথা মক্কা আল মুকাররামায় ও মদিনা আল মুনাওওয়ারায় ছিলেন। এর মধ্যে দীর্ঘ সময় বাইতুল্লাহিল হারাম এর অন্যতম আলেম ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ্র হাদীসের ও ফিক্বহি মজলিসে অবস্থান করেন।

এরপরও কেহ যদি বলে من كان له إمام فقراة الإمام له قراة হাদীসটি মক্কা–মদীনা ও ইরাকের আলেমগণের দ্বারা স্বীকৃত নহে, এ কথা প্রচার করে তাহলে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ঐতিহাসিক মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য হবে না। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্র উস্তাদ ইমাম আহ্মাদ বিন হামবাল ও ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা উভয়েই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব মনে করেন না। এরপরও ইমাম বুখারী কি করে বললেন, هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز و أهل العراق و غيرهم

"من كان له إمام হাদীসটি হিজাযের, ইরাকের ও অন্যান্য এলাকার আলেম কর্তৃক স্বীকৃত নহে" এর উত্তরে মুহাক্কিক আলেমগণের উত্তর হলো –এ হাদীসটি

১। মক্কা আল মুকাররমার আলেম ইমাম আবুয যোবায়ের আল মাক্কী কর্তৃক হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু দ্বারা সাবিত।

২। ইরাকের ইমাম, ইমাম ইমাম আহ্মাদ বিন হামবাল কর্তৃক সাবিত।

৩। কুফার ইমাম, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা কর্তৃক স্বীকৃত ।

৪। মদিনার ও কুফার ইমাম, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ কর্তৃক স্বীকৃত।

মুসা বিন আবু আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ্ হতে দুটি সূত্রে তিনজন বর্ণনাকারী من كان له إمام হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে মুসা বিন আবু আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ্ হতে ইমাম সুফিয়ান সাওরি ও ইমাম শারিক এর বর্ণনাকৃত হাদীসটি ইমাম বুখারীর সনদ অনুযায়ীই সহীহ্। বাকি রইলো ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ্ হতে ইমাম আবু হানিফার সনদটি।

ইমাম দ্বারাকুৎনি তার সুনান আদ্ব দ্বারাকুৎনিতে বর্ণিত হাদীসটি, যা আলি বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুবাশ্বির হতে ইমাম দ্বারাকুৎনি গ্রহণ করেছেন। ইনি ইমাম দ্বারাকুৎনির উস্তাদ এবং সিক্বাহ্। ইবনু মুবাশ্বির ইহা মুহাম্মাদ বিন হারব হতে গ্রহণ করেছেন ইনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ। অত:পর মুহাম্মাদ বিন হারব হাদীসটি ইমাম ইসহাক আল আযরাক হতে গ্রহণ করেছেন ইনি হলেন মুহাম্মাদ বিন হারব ও হাসান বিন সাব্বাহ্ এর উস্তাদ ইনি ইমাম বুখারীরও উস্তাদ। ইমাম বুখারী সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবু বদয়িল খালকি –তে উল্লেখ করেন, حدثنا الحسن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق " হাসান আস সাব্বাহ্ আমাদেরকে বলেন, ইসহাক আল আযরাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন"

অন্যদিকে মুসা বিন আবু আয়িশা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ এর বর্ণনাও সহীহ্ আল বুখারীতে উল্লিখিত। এবং আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাদীস শুনেছেন তা ইমাম দ্বারাকুৎনি নিজেই তার সুনানে প্রমাণ করেছেন। তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ কর্তৃক من كان له إمام হাদীসটির সনদ-ইবনু মুবাশ্বির, মুহাম্মাদ বিন হারব হতে তিনি ইসহাক আল আযরাক হতে তিনি ইমাম আবু হানিফা হতে তিনি মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"

ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত উক্ত দুটি সনদই সহীহ্ আল বুখারীর সনদ, আর ইমাম আবু হানিফা-তো আবু হানিফা যার সুখ্যাতি করেছেন তার উস্তাদ

ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ্, ক্বালবুল মুমিনিন ইমাম আবু জাফর সাদিক তার সমসাময়িক ইমাম মালিক তার পরবর্তি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ প্রমুখ রাহিমাহুল্লাহ্গণ। ইনাদের মুকাবিলায় আর কে আছে ? যে ইমাম আবু হানিফাকে দ্বঈফ বলবে সেটা গ্রহণীয় হবে ?

উল্লিখিত আলোচনা-পর্যালোচনায় বুঝা গেল من كان له إمام হাদীসটি ইমাম বুখারী না মানার এবং তার বিখ্যাত উক্তি

هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز و أهل العراق وغيرهم.

"এ হাদীসটি হিজায বাসি (মক্কা- মদিনা), ইরাকের ও অন্যাণ্য আলেমগণ হতে প্রমাণিত নহে"। এ কথার লক্ষ্যস্থল হলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্।

ইমাম বুখারী কেন ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে বিরুপ মনোভাব পোষণ করেছেন, সেটা তিনিই জানেন, হয়তো ইমাম আযমের ব্যাপারে সঠিক সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছেনি বা ইমাম আযমের বিষয়ে জাহিল ও হিংসুকদের পেশকৃত তথ্যই তিনি গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ইমাম বুখারীর কথা এমন কোন সার্টিফিকেট নয় যাদ্বারা ইমামের মর্যাদার হানি ঘটবে। তিনি ইমামের প্রায় একশত বছর পরে এসেছেন, তাই পরবর্তী হিসাবে তার উক্তি একেবারেই মুল্যহীন, কেননা তার উস্তাদ- উস্তাদের উস্তাদ এবং তার উস্তাদেরও দাদা উস্তাদ ইমাম আযমের সিকাহ ও তাকওয়া পরহেজগারীর ব্যাপারে সুখ্যাতি করেছেন। যেমন তার উস্তাদ আলী বিন আব্দুল্লাহ আল মাদীনী, যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী স্বয়ং বলেছেন, আমি আলী বিন মাদীনী ব্যতীত আর কারো কাছেই নিজেকে ছোট মনে করি না"। এই ইমাম আলী বিন মাদীনী ইমাম আযম আবু হানিফা সম্পর্কে বলেন ابو حنيفة روى عنه ثورى و ابن المبارك و هو ثقة لا بأس به.

"আবু হানিফা, ইনার থেকে ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম ইবনুল মুবারাক হাদীস গ্রহণ করেছেন, তিনি সিকাহ তার বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই।"

কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদীসের ১৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। ইমাম

হাফিজ ইউসুফ বিন খলিল বিন আব্দুল্লাহ আদ দিমাশকি তার জুযউ আওয়ালী আল ইমাম আবু হানিফা কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال محمد بن سعد العوفى : سمعت ابن معين يقول : كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه و لا يحدث بما لا يحفظ.

"মুহাম্মাদ বিন সাদ আল আওফী বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাইনকে বলতে শুনেছি, আবু হানিফা সিকাহ ছিলেন যে হাদীস তার মুখস্তে ছিল তা দিয়েই কথা বলতেন যা মুখস্থ থাকতো না তা দিয়ে কথা বলতেন না"

এ ব্যাপারে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান বলেন, আল্লাহর নামে বলছি মিথ্যা বলবনা, আমরা আবু হানিফা থেকে উত্তম মাসআলা আর কারও থেকে শুনিনি আর তার অধিকাংশ মাসআলাই আমরা গ্রহণ করেছি।

ইমাম শাফেঈ রাহীমাহুল্লাহর বিখ্যাত উক্তি ফিক্বহ শাস্ত্রে সকলেই ইমাম আবু হানিফার সন্তান তুল্য।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আদ দুরকী বলেন, سئل يحي بن معين و انا أسمع عن أبى حنيفة ؟ فقال ابن معين : هو ثقة ما سمعت عن أحد ضعفه.

"ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হলো ? তিনি বললেন, আবু হানিফা সিকাহ, এমন কাউকে বলতে শুনিনি যারা তাকে দ্বঈফ বলেছেন"।

ইমাম আবু হানিফা রাহীমাহুল্লাহর মক্কা ও মদীনার সাহাবী ও তাবেঈন গনের ইলমের পূরোটাই হাসিল করতে পেরোছিলেন, তার প্রমান দুটি।

১। তিনি তার ৭০ (সত্তর) বছরের জীবনে ৫৫ বার হজ্জ করেছেন এটা সর্বজনবিদিত। এভাবে প্রতিবার হজ্জের মওসুমে তিনি যদি মক্কা ও মদীনায় দুই মাস করেও থাকেন এবং সর্বদিক থেকে আসা তাবেঈ গনের সাথে ইলমী আলোচনা করেন তাহলে সবমিলে নয় বছর হয়।

২। ইমাম আবু হানিফা গর্ভনর ইবনু হুবাইরা নির্দেশিত বায়তুল মালের তত্বাবধায়ক এর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করায় নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে, মক্কায় চলে যান এবং সেখানে ১৩০ হিজরী হতে ১৩৬ হিজরী পর্যন্ত ছয়

বছরেরও অধিক কাল মক্কায় অবস্থান করেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফে অবস্থান রত সাহাবীগণের ছাত্রদের ইলমের তথা হাদীসের পূরো নির্যাসই আয়ত্ব করতে সক্ষম হন, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা এর ছাত্রদের থেকে। ইনাদের মধ্যে আত্বা বিন আবু রাবাহ্ অন্যতম। ইহা হতে বুঝা গেল তাঁর হজ্জে আসা ও একত্রে ছয় বছর অবস্থান করা, সবমিলে ১৫ বছর হিজাযে অবস্থান করেন এবং তথাকার হাদীস সমূহ আয়ত্ব করেন। এ হিসেবে ইমাম আবু হানিফাকে যদি ইমাম আযম আবু হানিফা কুফী ও মাক্কী বলা হয় তা হলে কী অত্যুক্তি হবে ?

উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা গেল, ইমাম আবু হানিফা হাদীসে দ্বঈফ ছিলেন বলাটা তোহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এর উক্তি হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। ইহা হতে আরো প্রমাণিত হলো من كان له إمام হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম দ্বারাকুৎনির উক্তি সঠিক নয় বরং অকাট্যভাবে সহীহ্ প্রমাণিত। কেননা ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ তাঁরই গ্রহণীয় রাবী আর ইমাম আবু হানিফা নিজেই হিজাযি ও কুফি এবং তার প্রধান উস্তাদ আলি বিন মাদিনিও বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা সিক্বাহ্। হিজায, বসরা, কুফা এবং মিসরের সকলেই বলেছেন সিক্বাহ্।

ইমাম বুখারীর চতুর্থ অভিযোগের জওয়াব

ইমাম বুখারী তার জুযউল ক্বিরাআতে খালফাল ইমাম কিতাবের অষ্টম পৃষ্ঠায় বলেছেন– من كان له إمام হাদীসটি মুনকাত্বে ও মুরসাল। হাদীসটি মুরসাল কিনা, তা ইমামের কিরাআতই মুক্তাদির কিরাআত অধ্যায়ে অলোচনা করা হয়েছে। এখন বাকি রইল হাদীসের সনদ মুনকাত্বে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সনদ কিনা। ইমাম আহমাদ বিন হামবাল রাহিমাহুল্লাহ্ তার মুসনাদ এর ১১ খণ্ডের ৫০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আসওয়াদ বিন আমির– হাসান বিন সালিহ্ হতে তিনি

আবুয যোবায়ের হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে।

একইভাবে ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা তার "আল মুছান্নাফ" কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, মালিক বিন ইসমাইল– হাসান বিন সালিহ্ হতে তিনি আবুয যোবায়ের হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত সনদ দুটির মধ্যে বর্ণনাকারীদের মুনক্বাতে' তথা বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ করেছেন, তার কারণ হলো অপর এক বর্ণনায় আছে হাসান বিন সালিহ্ ও আবুয যোবায়ের এর মাঝে জাবির জুফি নামে একজন রাবী আছে যেমন– হাসান বিন সালেহ– জাবির আল জুফী হতে তিনি আবুয্ যোবায়ের হতে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ---।

ইমাম বুখারী ও অন্যদের মতে এ সনদটি যদিও মুত্তাসিল (বর্ননাকারী পরম্পরায় সংযুক্ত) কিন্তু জাবির আল জুফী দ্বঈফ হওয়ার কারনে হাদীসটি দ্বঈফ। জাবির জুফী যে, দ্বঈফ তা সকলেই একমত। ইমাম হানিফাও তার বর্ণনা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা, ইমাম ত্বাহাবী প্রমূখ ইমামগণের মত হচ্ছে উক্ত সনদে বর্ণিত من كان له إمام হাদীসটি বিচ্ছিন্ন (منقطع) সনদে নয় বরং সংযুক্ত (মুত্তাসিল) সনদে বর্ণিত, কেননা হাসান বিন সালিহ ১০০ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন আর আবুয্ যোবায়ের ১২৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন, ফলে ইহা একান্তই স্বাভাবিক যে প্রথমত: হাসান বিন সালিহ যদিও জাবির জুফীর মাধ্যমে আবুয যোবায়ের হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে জাবির জুফীর দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাকে বাদ দিয়ে আবুয্ যোবায়ের হতে সরাসরি হাদীসটি গ্রহণ করেছেন,আর এটা দুই কারণে সঠিক।

১। ইমাম বুখারীর উস্তাদ মালিক বিন ইসমাঈল তার উস্তাদ হাসান বিন সালিহকে

সিকাহ বলেছেন আর এটা ইমাম বুখারী নিজেই তারীখে বুখারীতে উল্লেখ করেছেন, এটা কী করে সম্ভব একজন স্বীকৃত তাকওয়া পরহেজগার ব্যক্তি মিথ্যা বলবেন।

২। আবুয্ যোবায়ের মক্কী বাইতুল্লাহ্ শরীফেই হাদীসের দরস দিতেন, হজ্জ করতে গিয়ে তাকে দেখার পর সরাসরি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এটা কী অসম্ভব ?

ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন,আর ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা আল কুফী ১৫৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ১৬৪ হিজীরতে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তুলনামূলক বিচারে ইমাম হাসান বিন সালিহ সম্পর্কে কার কথা গ্রহণ যোগ্য।

(ক) ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইমাম হাসান বিন সালিহ ১০০ হিজরীতে জন্ম গ্রহন ও ১৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কম হলেও ৭০ বছর।

(খ) ইমাম হাসান বিন সালিহ কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন,আর ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাও কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন, ইমাম হাসান বিন সালিহ এর মৃত্যুর সময় আবু বকর বিন আবু শায়বা এর বয়স ছিল ১০ বছর। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আল বাগদাদী এর বয়স ছিল ৪ বছর "মুসনাদ আহমাদ" এবং "আল মুছান্নাফ" ইবনু আবু শায়বা উভয়েরই বিশাল হাদীস ভান্ডার, এ হিসেবে ইমাম হাসান বিন সালিহ – যে আবুয্ যোবায়ের হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন এই বর্ণনাই সঠিক, কেননা সনদটি মুনকাত্বে' হলে ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা মুত্তাসিল তথা পরম্পরা বাহিত সনদে উল্লেখ করতেন না, তিনি যেহেতু ইমাম হাসান বিন সালিহ্ এর যামানা পেয়েছেন তাই তার কথাই গ্রহণীয় পরবর্তী কালে জন্ম গ্রহণকারীগণের কথা এক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য, কারণ প্রথমটি শরঈ ও আক্বলী উভয় ধারায়ই দলিলযোগ্য আর দ্বিতীয়টি ধারণা ও খেয়াল প্রসূত।

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এ মত পোষণকারীদের দলিল এবং এর পর্যালোচনা

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ সহ যে সমস্ত আলেমগণ ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব তথা আবশ্যক বলে থাকেন এবং তাদের এ মতের স্বপক্ষে যে সমস্ত হাদীস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন, তার পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং এ ব্যাপারে জমহুর (অধিকাংশ) আলেমগণের মতামত সহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১। ইমাম বুখারী তার সহীহ্ আল বুখারীর কিতাবুস সালাত এর "ইমাম ও মুক্তাদির জন্য জাহরি – সিররি সব সালাতেই ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্নিত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "যে সূরা ফাতিহা পড়েনা, তার সালাত হবে না"

২। ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন,রাসূলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج فهى خداج فهى خداج غير تمام .
"যে সালাত আদায় করলো আর তাতে সুরা ফাতিহা পড়ল না সে সালাত ত্রুটিযুক্ত, ত্রুটিযুক্ত, ত্রুটিযুক্ত এর অর্থ হলো অসম্পূর্ণ"।

৩। ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদ এর দ্বিতীয় খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, তিনি বলেন– كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فثقلت عليه القرأت فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤن خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .

"আমরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করছিলাম রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিরাআত পড়ছিলেন, অত:পর তাঁর কাছে সালাতে ক্বিরাআত পড়াটা কষ্টকর হয়ে গেল অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। সালাত শেষে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবত তোমারা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে থাক। আমরা বললাম জি হাঁ, হে আল্লাহ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"।

উপরোক্ত তিনটি হাদীসের মাধ্যমে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব না পরলে সালাত হবে না বা বাতিল হয়ে যাবে বলে মত পোষনকারীগণ দলিল দিয়ে থাকেন। উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাদের এ মতের গ্রহণীয়তার পরিসীমা কতটুকু ব্যাপ্ত তা পর্যালোচনার বিষয়।

সাইয়্যিদুল মুরসালিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه .

"আমি তোমাদের কাছে দু'টি হুকুম রেখে গেলাম, তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ তোমরা দুটো হুকুমকে আঁকড়িয়ে রাখবে, এর একটি আল্লাহ্ তায়া'লার কিতাব, অন্যটি তাঁর নবির সুন্নাহ্"।

এ দুটো হুকুমের মধ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার হুকুম অর্থাৎ আল কুরআনুল কারিম সম্পূর্ণ রুপেই সংরক্ষিত। তবে আল কুরআনুল কারিমের হুকুম দুভাগে বিভক্ত–

ক) আল মুহ্কাম যার অর্থ দুর্বোধ্য নয় বরং সহজবোধ্য। খ) আল মুতাশাবিহ্ যে-সমস্ত হুকুম আয়ত্ব করা সহজবোধ্য নয় বরং বিশ্লেষণধর্মি ও

ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা সুরা আল ইমরানের ৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন- هو الذى أنزل عليك الكتاب منه أيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهت .
"তিনিই এ কিতাব আপনার উপর অবতির্ণ করেছেন যার কতক আয়াত মুহ্কাম এগুলো হচ্ছে আল কুরআনের মূল, আর কতক আয়াত আছে যা মুতাশাবিহ"

এ আয়াতের মুহ্কাম অর্থ হলো আল কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াত যার ভাব-মর্মাথ বিশ্লেষণধর্মি নয় বরং খুবই স্পষ্ট। বুঝার ক্ষেত্রে সহজ-সরল ও সহজবোধ্য। অন্যদিকে মুতাশাবিহাত হচ্ছে ঐ সমস্ত আয়াত যার হুকুম বুঝা সহজসাধ্য নয় বরং বিভিন্ন অর্থবোধক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ও রুপক অর্থে ব্যবহৃত।

অনুরুপ সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসও একই হুকুমের অর্ন্তভুক্ত যার কিছু সরল অর্থকে গ্রহণ করে আবার কিছুর অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে সরল অর্থ গ্রহণ করলে হুকুমের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে এবং অন্যান্য হাদীসের সাথে বিষয়ের মূল চেতনায় সাংঘর্ষিক হবে ও আঘাত প্রাপ্ত হবে। যেমন- সহীহ্ মুসলিম এর কিতাবুল জানায়িয এর الميت يعذب ببكاء أهله عليه অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, ইবনু উমার ও উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ."মৃত ব্যক্তিকে তার আত্বিয়-পরিজনের কান্নাকাটির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়"।

হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি ইসনাদের দিক থেকে সহীহ্। কিন্তু হাদীসটির উৎসের ব্যপারে হযরত সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বর্ণিত আবু মুসা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, আমি এ কথাটি মুসা বিন তালহাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন হযরত আয়িশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন, "إنما كان أوٌلئك اليهود হাদীসে যাদের আযাবের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল ইয়াহুদি সম্প্রদায়বুক্ত" এ হাদীস কোন মুসলমানের জন্য নয়। হাদীসের উৎস যে এটাই তার প্রমাণ হলো, হযরত ইব্রাহিম রাদ্বীআল্লাহু আনহু বিন সাইয়্যিদুল কাওনাইন হাবিবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর সান্নিধ্যে চলে যান তখন রাহ্মাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদেছিলেন, এর থেকে প্রমাণিত হলো হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে হযরত উম্মুল মুমিনিন এর কথাই সঠিক। তবে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বীআল্লাহু আনহু সর্ম্পকে উম্মুল মুমিনিন বলেন, আপনারা আমাকে ইবনু উমার ও উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে যা অবহিত করেছেন, আমি বলিনা তারা মিথ্যা বলেছেন বরং আসল কথা হলো তাদের কর্ণ সঠিক বিষয়টি শ্রবণ করেনি।

কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন –সুন্নাহ্ হতে দলিল সাবিত করতে হলে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদীসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে অন্যথায় অহেতুক ইখতিলাফের কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। উক্ত আলোচনা হতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হলো–

১। কোন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদটি সহীহ্ হওয়া এক বিষয়, আর তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বর্তমান থাকা অন্য বিষয়। সহীহ্ হওয়ার সাথে সাথে যথার্থ ভাবে বাস্তবায়ন জরুরী, এজন্য প্রেক্ষাপট বুঝা আবশ্যক।

২। হাদীসের কোন হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে হলে, ঐ হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত আল কুরআন ও অন্যান্য হাদীস থাকলে তার সাথে মিলিয়ে হুকুমটি নিরুপণ করা, অন্যথায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ও তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। তাই শুধু সনদ বিচার নয়, সনদের নিরিক্ষার সাথে মতনের(মূল হাদীস) মর্ম বুঝতে হবে। এরপরই হবে হাদীসের যথার্থ অর্থ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। আর এ যথার্থ মর্ম উদ্ধারের ও বুঝার জন্যই আল্লাহ্ তায়া'লা বক্রদিলের লোকদের জন্য পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন– এ বলে, وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَسُوْلِ وَإِلَىَ أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُهم الشَيْطَانَ إلاَّ قَلِيْلاً.
"আর যখন কোন নিরাপত্তা ও ভিতিকর বিষয় তাদের নিকট আসে তখন তারা ইহা প্রচার করে থাকে। যদি তারা এ বিষয়ের সংবাদ আল্লাহ্ তায়া'লার রাসূল ও তাদের মধ্যে বিজ্ঞ লোকদের নিকট ন্যাস্ত করতো তাহলে তাদের মধ্যে

তথ্যানুসন্ধাকারীগণ (এ সংবাদের) যথার্থতা নিরিক্ষণ করতে পারতো,(তোমরাও তাহলে সত্য ও সঠিক তথ্যের সন্ধান পেতে)। আর তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্ তায়া'লার অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তাহলে কিছু সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই শয়তানের অনুসরণ করে(পথভ্রষ্ট হয়ে যেত)"। সুরা নিসা-৮৩।

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'দী রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাফসির " তাইসিরুল কারিমুর রহমান ফি তাফসিরে কালামিল মান্নান" এর (১৯০ পৃষ্ঠায়, এক খণ্ডে সমাপ্ত) বলেন,هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق و أنه ينبغى لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذى فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا و لا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. بل يردونه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم أهل الرأى و العلم والنصح و العقل و الرزانة الذين يعرفون الأمور و يعرفون المصالح و ضدها .فإن رأوا فى إذاعته مصلحة و نشاطا للمؤمنين و سرورا لهم تحرزا من أعداءهم فعلوا ذلك و إن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة و لكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعه. و لهذا قال :" لَعَلِمَهُ الذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ " أى يستخرجونه بفكرهم و أرائهم السديدة و علومهم الرشيدة. وفى هذا دليل لقاعدة أدبية و هى : أنه اذا حصل بحث فى أمر من الأمور ينبغى أن يولى من هو أهل لذلك و يجعل إلى أهله و لا يتقدم بين ايدهم فإنه أقرب إلى الصواب و أحرى للسلامة من الخطاء. و فيه النهى عن العجلة و التسرع لنشر الأموز من حين سماعها و الامربالتأمل قبل الكلام والنظرفيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم فيحجم عنه. ثم قال تعالى :" وَ لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ " أى فى توقيفكم و تأديبكم و تعليمكم ما لم تكونوا تعلمون .

"এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে তা আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে তাঁর বান্দাদেরকে (দ্বীনের ব্যাপারে) তাদের কার্য্যকলাপ কিরূপ হবে, কিরূপ হবে না তার সীমারেখার শিষ্টাচার সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তাদের সামনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ কল্যাণকর সংবাদ আসবে যা মুমিনগণের নিরাপত্তা ও

খুশির সংগে সম্পৃক্ত অথবা বিষয়টি এরূপ যা ভিতিকর ও বিপদ সঙ্কুল, এমতাবস্থায় তা প্রচার-প্রসার ও জনসম্মুখে তাড়াহুড়া করে গোচরিভুত করা উচিত হবে না। বরং বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ফিরাতে হবে (এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার পর) তার সুন্নাতের দিকে ফিরাতে হবে এবং শরিয়তের বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমগণের মতকে গ্রহণ করতে হবে। আর ইনারা হলেন, আহলুর রায়, বিদগ্ধজন, উপদেশকারী আকলমান্দ, শরঈ চিন্তাবিদগণ যারা দ্বীনের ব্যাপারে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত, মুমিনগণের জান-মাল, ঈমান-আকিদা, জীবনের বাস্তবতার উপকারী বিষয় সমূহ এবং শত্রুদের কবল হতে কী ভাবে তাদেরকে হিফাজত করবে এর ইতিবাচক দিক গুলো প্রকাশ ও প্রচার করবে, অকল্যাণকর বিষয় প্রচার করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করবে না। তারা এটা নিরিক্ষা করে দেখবে কোনটায় কল্যাণ আছে আর কোনটায় নাই। অথবা কল্যাণ আছে কিন্তু কল্যাণের চেয়ে ক্ষতি বেশি, তখন তা প্রচার করবে না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন,"তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধাকারী তারা এর যথার্থতা সম্পর্কে জ্ঞাত"। অর্থাৎ তারা তাদের চিন্তা ও সঠিক মতামতের এবং দৃঢ়চেতা জ্ঞাণ দ্বারা প্রকৃত সত্যটি বের করতে সক্ষম হবে। এর দ্বারা একটি শৈল্পিক নীতিমালা প্রমাণিত হল, আর তা হচ্ছে ; শরিয়তের কোন বিষয় যদি সমাধানের ও গবেষনার প্রয়োজন হয় তাহলে এ ব্যাপারে যারা উপযোগি, তাদের কাছেই উক্ত কাজের ভার ন্যাস্ত করা উচিত এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞই সে কাজ করবে। আর তাদের অগ্রবর্তী হয়ে অন্যরা মত প্রকাশ করবে না, কেননা এটাই হচ্ছে সঠিক মতের নিকটবর্তি ও ভুল হতে মুক্ত থাকার নিরাপদ পন্থা। তবে হ্যাঁ- আর একটি বিষয় শরিয়তের কোন বিষয় শ্রবণ করার পর তা প্রকাশ করার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না, বরং বিষয়টি নিয়ে কথা বলার পূর্বে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে এবং এমন ভাবে উহাতে নজর দিতে হবে, এটা কি কল্যাণকর ? মানবিকতার ক্ষতি হলে তা সরিয়ে নিতে হবে। অত:পর আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, "আর তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্ তায়া'লার অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত" অর্থাৎ এ ব্যাপারে যদি তোমাদের শিক্ষা দেওয়া না হত বা অবগত

না করা হত তাহলে তোমরা কিছুই জানতে না। এর সমস্তই তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ"।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'দীর উক্ত আয়াতের তাফসিরের মূল নির্যাস হলো- আলেমগণ আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ হতে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ে নিবিঢ় ভাবে পর্যালোচনা করবেন-

ক) মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় এমন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।

খ) মাসআলা নিরুপনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া, তাড়াহুড়া না করা এবং এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারাই এ কাজটি সম্পন্ন করবেন।

আমাদেরকে একটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়তের কোন বিষয়েই পাস্পরিক সাংঘর্ষিক কোন হুকুম দেননি বরং হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের অপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য মোতাবেক কাঙ্খিত বুঝ না থাকার কারণেই বিভিন্ন মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছে।

কোন হাদীস দলিলযোগ্য হওয়ার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে তিনটি ; এ প্রসঙ্গে "কাদ্বায়া ইশকালিয়্যা ফিল ফিকরিল ইসলামি আল মুআছির" কিতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- هناك مبادئ أساسية للتعامل مع السنة النبوية :

الأول : أن يستوثق من ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تسأل أولا : هل الحديث ثابت أم غير ثابت

ثانيا : يجب فهم الحديث فهما متأنيا و على مهل بعد أن تتأكد من ثبوته

ثالثا : بعد فهمه فهما صحيحا متأنيا يجب عليك أن تتأكد من عدم وجود معارض أقوى منه فإن كانا هناك ما هو أقوى منه ذهبنا إليه وأخذنا به .

"সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের দ্বারা কী ভাবে দলিল সাবিত করতে হবে তার কিছু নীতিমালা আছে তাহলো -

প্রথমতম: হাদীসটি যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তা নিশ্চিত হওয়া। তাই প্রথম প্রশ্ন ; যা দ্বারা দলিল দেওয়া হল্ল; সাবিত কি না ?

দ্বিতীয়ত : কোন হাদীস দ্বারা দলিল দিতে হলে হাদীসটির মর্মার্থ সঠিক ভাবে বুঝা আবশ্যক অর্থাৎ যে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস সে বিষয়টি আগে অনুধাবন করতে পারা, তারপর হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করা।

তৃতীয়ত : হাদীসের মর্ম সঠিক ভাবে বুঝার পর এটাও খেয়াল রাখা আবশ্যক য়ে, হাদীসটির আমলে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় বা তার বিপরিত অর্থবোধক অন্য কোন হাদীস আছে কি না ? সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। দুটি হাদীসের মধ্যে যদি পরস্পর বিপরিত অর্থ প্রকাশ পায় তাহলে দেখতে হবে, কোনটি বেশি শক্তিশালী, যেটি বেশি শক্তিশালী তা দিয়ে দলিল পেশ করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন দেখা যাক, ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে যে সমস্ত হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া হয় তার যথার্থতা কতটুকু ?

প্রথম হাদীস : হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة "যে সালাতে সুরা ফাতিহা পড়েনা তার সালাত হবে না"

এ হাদীসটির দ্বারা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম, মুক্তাদি সকলের জন্যই সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব দলিল দিয়েছেন। এরই প্রেক্ষাপটে এবং ইমাম বুখারীর বক্তব্যের আলোকে হাদীসটি দু'টি দিক পর্যালোচনা যোগ্য।

১। সনদের বিচারে হদীসটির অবস্থান।

২। মতন বা হাদীসের মূল বক্তব্যের আলোচনা।

১। সনদ হিসেবে হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ভূক্ত সাহাবিগণের মধ্যে একমাত্র উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে- একমাত্র তাবেঈ মাহমুদ বিন রবী রাহিমাহুল্লাহ উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে গ্রহণ করেছেন তৃতীয় স্তরে- মাহমুদ বিন রবী হতে একমাত্র ইমাম যুহরি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন চতুর্থ স্তরে- ইমাম যুহরী হতে দুইজন বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না ও

ইমাম ইউনুস। পঞ্চম স্তরে– হাদীস সংকলনকারীগণের আধিক্যের কারণে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এ স্তরে কোন হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা যতই হোক তা ধর্তব্য নহে, কেননা হাদীস সংরক্ষণের বিষয়টি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ও তাঁর উস্তাদগণ হতেই শুরু হয়ে গেছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ,ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণই তাদের কিতাবে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষন করেছেন। এর পরে কোন সনদে রাবির আধিক্য হাদীসের মতনে গুরুত্ব বহণ করে না বরং এ ক্ষেত্রে হাদীস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একত্রিত করা। এ যুগটিই সনদের গুরুত্বে তাৎপর্য মন্ডিত। সনদের দিক থেকে যেহেতু হাদীসটি ظنى الثبوت ও ظنى الدلالة তাই এই ধরনের দলিল কখনই কোন মাসআলাকে ওয়াজিব সাবিত করে না।

(ظنى الثبوت = যন্নি আস সুবুত এর অর্থ হলো যা সাবিত হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি ইয়াকিন হাসিল হয় না । যেমন হাদীস যদি মুতাওয়াতির না হয় বরং খবর ওয়াহিদ হয় তাহলে হাদীসটি "যন্নিউস সুবুত"। আর ظنى الدلالة = "যন্নিউদ দালালাহ" এর অর্থ হলো যখন কোন হাদীসের হুকুম একক অর্থ প্রদান করে না বরং অন্য হাদীস সে অর্থ প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে।)

এ বিষয়টি সমস্ত 'ফিক্বহের উসুলী"গণ ও হাদীসের উসুলুলবিদগণ কর্তৃকই স্বীকৃত।

২। মতন বা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য। হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "যে সালাতে সুরা ফাতিহা ও সাথে আর কিছু পড়েনা তার সালাত হবে না" এ হাদীসের فصاعدا এর কারণে لا صلاة এ না বোধক মুস্তাহাব এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সুতরাং এর خاص হুকুম হতে প্রত্যাবর্তন করে عام হয়ে গেছে। তাই এ হাদীস দ্বারা মুক্তাদি তো দূরের কথা ইমামের জন্যও সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাবিত হয় না।

দ্বিতীয় হাদীস : ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাব্যস্তকারীগণের দ্বিতীয় দলিল হলো হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস। ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবুস সায়েব বলেন– قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرأن فهى خداج فهى خداج فهى خداج غير تمام .

قال أبو السائب : فقلت : يا أبا هريرة إنى أكون أحيانا وراء الإمام قال: فغمزذراعى و قال : إقرأ بها يا فارسى فى نفسك. فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز و جل : قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ما سأل قال رسول الله ﷺ : إقرؤوا يقول العبد" الحمد لله رب العالمين" يقول الله عز و جل حمدنى عبدى يقول "الرحمن الرحيم " يقول الله عز و جل :أثنى علي عبدى يقول العبد : " مالك يوم الدين "يقول الله عز و جل : مجدنى عبدى و هذه الأية بينى و بين عبدى يقول العبد "إياك نعبد و إياك نستعين "فهذه بينى و بين عبدى و لعبدى ما سأل يقول العبد : " إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين" فهؤلاء لعبدى و لعبدى ما سأل.

"আমি হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাত আদায় করলো, অথচ সুরা ফাতিহা পড়লো না উহা অপূর্ণ, উহা অপূর্ণ, উহা অপূর্ণ সম্পূর্ণ নয়। (আবু সায়েব)বলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরাইরাহ কখনও কখনও আমি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করি ? (তখন কি করব) তিনি বলেন, অত:পর তিনি আমার বাহুতে টিপ্পনি কেটে বললেন, হে ফারেসী মনে মনে পড়ে নাও। কেননা আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ আযযা ও জাল্লাহ বলেছেন, সালাতকে আমার ও বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার, বান্দা আমার নিকট যা চায়। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন বলে"الحمد لله رب العالمين ""তখন আল্লাহ তায়া'লা বলেন, আমার বান্দা

আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা যখন বলে, " الرحمن الرحيم"আল্লাহ তায়ালা তখন বলেন,বান্দা আমার প্রশংসা করেছে ,বান্দা যখন বলে " مالك يوم الدين "আল্লাহ তায়া'লা বলেন, এ আয়াত গুলো আমি এবং আমার বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বান্দা যখন বলে " إياك نعبد و إياك نستعين " ইহা আমার ও আমার বান্দার মাঝে, বান্দা যা চায় আমি তা পূর্ণ করি। বান্দা যখন বলে," إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين "এর সমস্তই আমার বান্দার, আর বান্দা যা চায় আমি তা দিয়ে দেই"।

উক্ত হাদীসের দু'টি অংশ,একটি সরাসরি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস যা من صلى صلاة হতে فهي خداج غير تمام পর্যন্ত। পরের অংশটি হলো হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর, উক্ত হাদীসের আলোকে যা বুঝেছেন, সে অনুযায়ী তার নিজের মতামত বা রায় প্রকাশ করেছেন এবং দলিল হিসেবে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যে হাদীসটি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সুরা ফাতেহার অংশ নয় তার প্রকাশ্য ও স্পষ্ট দলিল। এ হাদীস দ্বারা তিনি ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পড়ার দলিল পেশ করেছেন এটা ইজতিহাদ যা তিনি বুঝেছেন। সাহাবিগণের এ ধরণের একক ইজতিহাদ তখনই গ্রহণযোগ্য যখন কাঙ্খিত বিষয়টিতে অন্য কোন সাহাবির ভিন্নমত না পাওয়া যাবে বা ভিন্ন অর্থে অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যাবে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা إقرأ بها يا فارسي في نفسك "হে ফারেসী মনে মনে পড়ে নাও"। এবং ইমাম আবুস সায়েব আল ফারেসির কথা, আমি কখনও কখনও ইমামের পিছনে সালাত আদায় করি, ইহা দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন ? ইমামের পিছনে তো সর্বদাই জাহ্রি ও সিররি সালাত আদায় করা হয়, তাহলে তিনি أحيانا "কখনও" শব্দটি প্রয়োগ করলেন কেন ? এর দ্বারা কি তিনি সিররি সালাত বুঝাতে চেয়েছেন ? আর হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহুইবা কেন মনে মনে পড়ার নির্দেষ দিলেন

ক্বিরাআত তো তখনই আদায় হবে যখন তা تلفظ 'এতটুকু আওয়াজ' করে পড়া হবে, যাতে নিজ কানে শুনা যায়। শুধু জিহ্বা আওরালে তো আর ক্বিরাআত পড়া হবে না। তাছাড়া হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর কথা দ্বারা এটাও স্পষ্ট নয় যে, তিনি কি জাহরি সালাত বুঝায়েছেন নাকি সিররি ? এতগুলো প্রশ্ন যেখানে উদয় হয় আর যার জওয়াব অস্পষ্ট, এ ধরনের দলিল দ্বারা কি ওয়াজিব সাবিত সম্ভব ? শরঈ উসূল হলো এ ধরনের অস্পষ্ট কিয়াসি দলীল ওয়াজিব সাবিতে অক্ষম।

আরও যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তাহলো হযরত উবাদাহ বিন সামিত ও হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে মুক্তাদিকে শামিল করে না। হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম যুহরি, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না এবং ইমাম আহমাদ বিন হামবাল বলেছেন, এ হাদীসটি ইমাম এবং একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে ইমামের ক্বিরাআতই তাদের ক্বিরাআত। আর হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটিও জামাআতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নয় বরং বাক্যটি হলো من صلى صلاة এর দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির একাকী সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কেহ যদি সালাত আদায় করে আর তাতে সুরা ফাতিহা না পড়ে তাহলে তার সালাত অপূর্ণ। ইমামের পিছনে সালাত আদায় করার পর, মুক্তাদির জন্য ইমামের ক্বিরাআত শুনার দ্বারা তার হক তো আদায় হয়েই গেল, আবার পড়ার প্রয়োজন কি ? যেহেতু হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসেও সহীহ ভাবে প্রমাণিত وإذا قرأ فانصتوا যখন ক্বিরাআত পড়া হয় তখন তোমরা চুপ থাকবে। তাই ইহা হতে বুঝা গেল উপরোক্ত হাদীস দু'টি একাকী সালাত আদায়কারীর ক্ষেত্রে, ইমামের পিছনে সালাত আদায়কারীর জন্য নয়।

তৃতীয় হাদীসঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব না পড়লে সালাত আদায় হবে না এমত পোষন কারীগনের তৃতীয় হাদীস হলো, হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন– حدثنا عبد الله

بن محمد النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فثقلت عليه القرأة فلما فرغ قال " لعلكم تقرؤن خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

"আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আন নুফাইলি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন সালামাহ্ আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হতে তিনি মাকহুল হতে তিনি মাহমুদ বিন রবী' হতে তিনি উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিরাআত পড়লেন কিন্তু তাঁর কাছে ক্বিরাআত পড়াটা ভারি হয়ে আসলো, সালাত শেষে বললেন, সম্ভবত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছন ক্বিরাআত পড়ে থাক ? আমরা বললাম জি- হ্যাঁ, এরূপ করে থাকি হে আল্লাহ্ তায়া'লার রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তখন তিনি বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত এরূপ করবেনা, কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হয়না"। ছয়জন বর্ণনাকারী উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

১। আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আন নুফাইলি
২। মহাম্মাদ বিন সালামাহ্
৩। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক
৪। ইমাম মাকহুল
৫। মাহমুদ বিন রবী'
৬। উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু

শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানি ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীসটিকে দ্বঈফ আবু দাউদে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ শায়খ আলবানির মতে সনদটি দ্বঈফ। তিনি তার দ্বঈফ আবু দাউদের প্রথম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায়, ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন– قلت : إسناده ضعيف مكحول صاحب التدليس و قد عنعنه واضطرب عليه فى إسناده .

"আমি বলি : এ হাদীসটির ইসনাদ দ্বঈফ, ইমাম মাকহুল তাদলিসের দোষে দোষান্বিত, তাছাড়া তিনি হাদীসটি মাহমুদ বিন রবী' হতে শুনেছেন তা বলেন নি বরং عن শব্দ যোগে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,(ইহা দ্বারা শুনা প্রমাণিত হয় না) এছাড়াও সনদটি দ্বিধান্বিত"।

শায়খ আলবানি আরও বলেন, قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات لكن فيه ثلاث علل:

الأولى: عنعنة إبن اسحاق فإنه كان يدلس لكن قد صرح بالتحديث فى بعض الطرق عنه كما يأتى بيانه فى تخريج الحديث .

الثانية : عنعنة مكحول فإنه مدلس أيضا على إختلاف فى توثيقه قال الذهبى فى الميزان : مفتى أهل الدمشق و عالمهم وثقه غير واحد و قال ابن سعد ضعفه جماعة. قلت : هو صاحب التدليس و قد ذكره ابن حبان وقال ربما دلس . ولذلك أورده الحافظ برهان الدين العجمى الحلبى فى التبيين الأسماء المدلسين و كذا الحافظ العسقلانى فى رسالته " طبقات المدلسين"

قلت : وتدليسه ظاهر فى روايته لمن تأمل و منها الرواية الثالة الأتية لهذا الحديث فقد رواه عن عبادة بن الصامت مباشرة و لم يذكر بينه وبينه : محمود بن الربيع .

الثالثة : إضطراب مكحول فى إسناده.

"শায়খ আলবানি বলেন,আমার মতে এ সনদের প্রত্যেকেই সিক্বাহ তবে এর মধ্যে তিনটি ক্রটি বিদ্যমান।

প্রথমত: ইবনু ইসহাক হাদীসটি عن শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনি আদলিসের দোষে দোষান্বিত। কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় তিনি তার পূর্বতন বর্ননাকারী হতে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন একটু পরেই তার আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয়ত : ইমাম মাকহুল এর عن শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনিও তাদলিসের দোষে দোষান্বিত। তার সিক্বাহ হওয়ার ব্যাপারেও আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম যাহাবি তার মিযানুল ইতিদাল কিতাবে উল্লেখ

করেছেন, তিনি দামেশকের মুফতি এবং তাদের আলেম, অনেকেই তাকে সিক্বাহ বলেছেন আবার অনেক সংখ্যক তাকে দ্বঈফও বলেছেন, আর আমি বলি তার মধ্যে তাদলিস এর দোষ আছে। ইমাম ইবনু হিব্বান তার কিতাবুস সিক্বাত এর প্রথম খণ্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, সম্ভবত তার মধ্যে তাদলিসের দোষ আছে।

এ কারণেই হাফিজ বুরহানুদ্দিন আল আ'যমী আল হালাবী তার আত তাবয়িনুল আসমা আল মুদাল্লিসিন কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় ইমাম মাকহুলকে মুদাল্লিস বলেছেন। অনুরুপ হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানি তার রিসালাহ্ তাবাকাতুল মুদাল্লিসিন এ তার নাম উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আলবানি আরও বলেন, আমার মত হচ্ছে কেহ যদি চিন্তা করে দেখে তাহলে বুঝতে পারবে, ইমাম মাকহুল এর তাদলিস এর বিষয়টি তার বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। আর তা হল এ অধ্যায়ে তার ৩ নং বর্ণনাটি তাতে তিনি উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার ও উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর মাঝে মাহমুদ বিন রবী' রাহিমাহুল্লাহ্র উল্লেখ নেই।

তৃতীয়ত : ইমাম মাকহুল এর বর্ণনায় তৃতীয় ত্রুটি হল তিনি একেক সময় একেক রকম বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে বিধায় ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ তার সহীহ আল বুখারীতে হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তা না হলে তিনি ইমাম – মুক্তাদি সকলের জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করতে গিয়ে যে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তার তিনটিই শিরোনাম এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। অথচ ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীসটি তার মতকে সরাসরি সমর্থন করা সত্ত্বেও এবং শিরোনামের সাথে পুরোপুরি মিল থাকা সত্ত্বেও হাদীসটি ত্যাগ করলেন কারণ কী ? কারণ হলো ইমাম মাকহুল বর্ণিত সনদটি দলিলযোগ্য সংরক্ষিত নয়। হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ইমাম যুহরীর বর্ণনাটি হতে ইমাম মাকহুল এর বর্ণনাটি আরও স্পষ্ট ও জোড়ালো এবং প্রমাণ সাপেক্ষ, ইহা হতে বুঝা যায় ইমাম মাকহল রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীসটির

সনদ ত্রুটি যুক্ত আর এ কারণেই ইমাম বুখারী স্পষ্ট দলিল পাওয়া সত্ত্বেও সহীহ আল বুখারীতে হাদীসটি উল্লেখ করেননি।

শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানি "হিদায়াতুর রুয়াত ইলা তাখরিযিল মাসাবিহিল মিশকাত" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেন, هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإمام - كما يظن- بل على الجواز لأن الإستثناء جاء بعد النهى و ذلك لا يفيد إلا الجواز و له أمثلة فى الإستعمال القرآنى و تفصيل ذلك لا يتسع له المقام فمن شاء التحقيق فليرجع إلى كتاب " فيض البارى" للشيخ أنوار الكشميرى و يشهد لذلك ما فى رواية ثابتة فى الحديث بلفظ "لا تفعلو إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب " فهذا كالنص على عدم الوجوب فتامل.

"এ হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করে না, - যেরুপ ধারণা করা হয়- বরং এর দ্বারা জায়েয প্রমাণ করে। কেননা হাদীসে النهى (না বোধক) শব্দটির পর الإستثناء (ব্যতিক্রম) এসেছে, আর এ ধরণের বাক্য কেবল জায়েয প্রমাণ করে। এ ধরণের বাক্য আল কুরআনে অনেক উল্লেখ আছে , এ ব্যাপারে উদাহরণ দিতে গেলে এ স্থানে তা সংকুলান হবে না, আর তার স্থানও এটা নয়। তবে হ্যাঁ- কেহ যদি এ ব্যাপারে আরও বেশী তাহ্কীক করতে চায় বা জানতে চায়, সে যেন শায়খ আনওয়ার শাহ্ আল কাশমিরির "ফায়দ্বুল বারি" কিতাবটি দেখে নেয়। আর এ মতটি সমর্থন করে হাদীসের এ বাক্যটি, যেমন" لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" "তোমরা ক্বিরাআত পড়বে না, তবে সুরা ফাতিহা পড়তে পারবে" এর দ্বারাও ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করে না, ভেবে দেখুন বুঝতে পারবেন"।

হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীস দ্বারা মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাবিত করে না তার প্রমাণ-১। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণকে সম্বোধণ করে জিগ্যেস করলেন ? لعلكم تقرؤن خلف إمامكم

সম্ভবত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছন ক্বিরাআত পড়ে থাক ? এখানে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেন নাই, সম্ভবত তোমরা আমার পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ে থাক, বরং বলেছেন ইমামের পিছনে পড়ে থাক। এর দ্বারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তোমরা অন্যদের পিছনে যখন সালাত আদায় কর তখনও কী ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে থাক ? সুরা ফাতিহা পড়া মুক্তাদির জন্য যদি ওয়াজিবই হয়, আর এটা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম হলে সাহাবিগণের প্রতি "সম্ভবত" এ ধরণের সন্দেহ সূচক প্রশ্ন করবেন কেন ? ইহা হতে বুঝা গেল ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ নয় বরং সাহাবা ই কিরামগণ নিজের থেকেই পড়তেন। ইহা হতে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য তোমরা এরূপ করোনা, যদি পরতেই হয় তাহলে সুরা ফাতিহা পড়। এ ধরনের নির্দেশ ওয়াজিব সাবিত করে না বরং জায়েয প্রমাণ করে।

২। সকল সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সুরা ফাতিহা পড়তেন না তার প্রমাণ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন - هل قرأ معى أحدكم أنفا ؟ এ মাত্র তোমাদের কেহ কি আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছে ? এ প্রশ্নের পর একজন মাত্র বললেন, আমি পড়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছিলেন, একজন পড়বে কেন ? তোমরা সকলে কেন পড়লে না? সুরা ফাতিহা না পড়লে সালাত আদায় হবে না। এর পর থেকে সকলেই ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়বে, তা আমার পিছনে হোক আর অন্য কারও পিছনে হোক। যখনই তোমরা ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে সুরা ফাতিহা পড়বে। অন্যথায় সালাত আদায় হবে না। এরূপ নির্দেশ যদি পাওয়া যেত তাহলেই কেবল, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "সুরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হবে না" এবং لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. "তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত এরূপ করবেনা, কেননা সূরা

ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় হয় না" ইমাম বুখারী ও তার মত যারা গ্রহণ করেছেন তাদের মতের যথার্থতা এ দু'টি হাদীসে পাওয়া যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত জওয়াব শুনার পর তাদেঁরকে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়তে উৎসাহিত তো করলেনই না বরং বিরক্তি প্রকাশ করে ও অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন – ما لی أنازع القرآن "কি হল আমার ক্বিরাআতকে টেনে ধরা হচ্ছে কেন ?

হে ইমাম দ্বরাকুৎনি, হে আল্লামা শাওকানি ও শায়খ আযিমাবাদি আপনারা কী ভেবে দেখেননি আল্লাহ্ তায়া'লার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ দিয়ে যখন-এ ধরণের কথা বের হলো তার দ্বারা কি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায় নাকি অসন্তুষ্টি ?!

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হয়, হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীস দ্বারা মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সাবিত করে না। ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীস যদিও ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার উল্লেখ আছে তা জায়েয হওয়া সর্ম্পকে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। তখনও হয়তোবা অনেকেই ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন। হযরত উবাদাহ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে ইমাম মাকহুল বর্ণিত হাদীসে তাই বুঝা যায়। কিন্তু হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে যখন দেখা গেল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করার পর মাত্র একজন সাহাবি উত্তর দিলেন, আমি পড়েছি, এর থেকে বুঝা যায় প্রথম দিকে হয়তো মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়ার অনুমতি ছিল, কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে "মওসুআতুল ফিক্বহিয়্যাহ্ আল মুআস্‌সারা ফি ফিক্বহিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাতিল মুত্বাহ্হারা" কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে– و كان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان " فی صلاةالفجر فقرأ فثقلت عليه القرأة فلما فرغ قال ": لعلكم تقرؤن خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا

بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم نهاهم عن القرأة كلها فى الجهرية وذلك حينما إنصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال : هل قرأ معى منكم احد أنفا ؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه و سلمفقال رسول الله صلى الله عليه و سلم "انى اقول: مالي انازع القرآن؟ فقال أبو هريرة :فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله صلى الله عليه و سلمفيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقرأة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে জাহরি সালাতে ক্বিরাআত পড়ার অনুমতি ছিল। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সাহাবিগণ ফজরের সালাত পড়ছিলেন, সাহাবাদের মধ্যেও দু'একজন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ক্বিরাআত পড়ছিলেন তাদের ক্বিরাআত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বিরাআতের সাথে মিশ্রনের কারণে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বিরাআত ভারী হয়ে আসলো, সালাত শেষে বললেন, সম্ভাবত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়েছ, আমরা বললাম হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহি। তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরুপ করবে না, তবে সুরা ফাতিহা পড়তে পার। কেননা যে সুরা ফাতিহা পড়েনা তার সালাত হয় না, অত:পর জাহরী সালাতে সমস্ত প্রকার কিরাআতই নিষিদ্ধ করা হয়। আর তা এভাবে যে, একদা জাহরী সালাত্ত শেষ করে বললেন, এ মাত্র তোমাদের কেহ আমার সাথে কিরাআত পড়েছ কি ? তখন একজন বললেন, হ্যাঁ আমি ইয়া রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তখন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমিও তো বলি, আমার কিরাআতকে টেনে ধরছে কে ? হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন, এরপর থেকে লোকেরা (সাহাবাই কিরামগণ) রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জাহরী সালাতে কিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন, যখন তারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এরুপ শুনতে পেলেন"।

উপরোল্লিখিত প্রতিটি হাদীসের আলোচনা ও বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, কোন হাদীসই ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করে না। বরং মুক্তাদির জন্য ইমামের কিরাআতকে পরিপূর্ণ ভাবে শুনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই বলে, নিশ্চয়ই ইমাম নিয়োগ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য, ইমাম যখন তাকবির বলে তোমরাও তাকবির বলবে, অন্য বর্ণনায় আছে, ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তোমরা তখন চুপ থকবে"।

সপ্তম অধ্যায়

একটি ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা ও তার জওয়াব।

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়............

- একটি ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা
- মালেকী মাযহাব এর রায়
- হামবলী মাযহাবের রায়
- শাফেঈ মাযহাবের রায়

একটি ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা ও তার জওয়াব

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে দেখা যায় কেহ কেহ বলেন, হানাফীগণ ব্যতীত মালেকী, শাফেঈ এবং হাম্বলী সকলের মতেই মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক, কিন্তু তাদের এ ধরনের মন্তব্য সম্পূর্ণরূপেই অসত্য এবং ইমামগণের মত সম্পর্কে জ্ঞান বহির্ভূত। প্রকৃত সত্য ও দালিলীক কথা হলো ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতে মুক্তাদির জন্য জাহ্‌রী সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক নহে। আর ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর (জাদীদ) অর্থাৎ নতুন মতও এটাই, আর এটাই হলো সর্বোচ্চ তাহ্‌ক্বীকী মত। হানাফীগণের মতও অনুরূপ, তবে হানাফীগণ من كان له إمام হাদীস অনুযায়ী ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন যে, সির্‌রী ও জাহ্‌রী প্রত্যেক সালাতেই মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ, তবে হ্যাঁ, সির্‌রী ক্বিরাআতে মালেকি ও হাম্বলী ইমামগণের মতে যদিও ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয, কিন্তু তা ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মোস্তাহাব। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর মতে সির্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। নিম্নে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের মতামত সমূহ বিস্তারিতভাবে দলিল প্রমাণসহ উল্লেখ করা হলো।

মালেকী মাযহাব

ইমাম ইয়াহ্ইয়া যিনি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ হতে মুয়াত্তা–ই ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا: ان يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة.

"মুয়াত্তা ইমাম মালিক এর প্রথম খণ্ডের কিতাবুস সালাত এর ২০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ইয়াহইয়া বলেন, আমি ইমাম মালিক হতে শুনেছি তিনি বলেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে আমাদের মত হচ্ছে, যে সমস্ত সালাতে সির্‌রী ক্বিরাআত পড়া হয়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে, আর জাহ্‌রী ক্বিরাআতে মুক্তাদি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়বে না"।

ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন নছর আল বাগদাদী আল মালেকী (মৃত্যু-৪২২ হিজরী)" আল ইশরাফ আ'লা নুকাতি মাসায়িলিল খিলাফ কিতাবের ১ খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠায় বলেন- فرض القراءة ساقط عن المأموم خلافاً للشافعي لقوله تعالي: وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "و في وجوب الإنصات منع كل شاغل عنه، وقوله عليه السلام" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قراء فانصتوا ففيه ادلة:

أحدها: امره بالإنصات وذلك ينفي وجوب القراءة.
الثاني: أنه قد قصد تعليم ما يلزمه ان يفعله خلف الإمام ولم يذكر القراء.
الثالث:أنه بين ما يفعل المأموم فيه مثل فعل الإمام وما من حقه ان يفعل فيه بخلاف فعله.

"মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআতের ফরজ হুকুম রহিত। তবে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র মতে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ফরজ, কিন্তু আমাদের মতে মুক্তাদির জন্য ফরজ নয়, কারণ আল্লাহা তা'আলা বলেন- "যখন কুরআন পড়া হয়, তখন মনযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক। হয়তোবা তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে" সালাতে সমস্ত প্রকার কর্ম হতে বিরত থেকে চুপ থাকাই ওয়াজিব, এ আয়াত দ্বারা তাই সাব্যস্ত, তাছাড়া রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরুপ বলেছেন, নিশ্চই ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। (ইমাম) যখন তাকবির বলে, তোমরাও তাকবির বলবে, আর ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে, তোমরা তখন চুপ থাকবে। উক্ত আলোচনা হতে কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করে-

১। মুক্তাদিকে চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া নিষিদ্ধ বুঝায়।

২। উক্ত হুকুম দ্বারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদির জন্য তা'লীম দেওয়া উদ্দেশ্য, ইমামের পিছনে কী করবে তা ঠিক করে দিয়েছেন,তাই মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত নির্ধারণ করেন নাই।

৩। ইমামের ক্বিরাআতের সময়, মুক্তাদি কী করবে তা বর্ণনা করেছেন, ইমামের কাজের বিপক্ষে মুক্তাদির কাজ কী তা ঠিক করে দিয়েছেন"।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান আবু যায়দ আল কাইরওয়ানী (জন্মঃ ৩১০-মৃঃ৩৮৬) "আন নাওয়াদির ওয়াল যিয়াদাত আ'লা মা ফিল মুদাওওয়ানাহ্ মিন গাইরিহা মিনাল উম্মিহাত" কিতাবের ১ খণ্ডের ১৭৮

পৃষ্ঠায় বলেন- قال ابن حبيب: اختلف السلف في القراءة خلف الإمام فيما يسر به فذكر ابن حبيب عن تسعة من الصحابة وستة من التابعين وعن اصحاب ابن مسعود كانوايقرأون مع الإمام فيما اسر فيه ولا فيما جهر وذكر عن ستة من التابعين انهم كانوا يقرأون معه فيما اسر فيه. وقال مالك واصحابه بالقرأة خلفه فيما اسر إلا ابن وهب، فقال لا يقراء. وقال الليث وعبد العزيز كقول مالك: وإنما النهي عن القراءة معه فيما جهر للإستماع فاما فيما اسر فلا وجه له. وذكر ابن المواز، ان اشهب كان لا يقرأ خلفه فيما يسر. قيل له افيقرأ خلفه في صلاة الخسوف؟ قال: لا.

"ইবনু হাবীব বলেন, ইমামের পিছনে ক্বিরাআতের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনু হাবীব বলেন, নয় জন সাহাবী, ছয় জন তাবেঈ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ছাত্রগণ ইমামের পিছনে সির্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়তেন না, যাহ্‌রী সালাতেও নয়। তিনি ছয়জন তাবেঈর মত বর্ণনা করেছেন, তারা ইমামের সির্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়তেন। তিনি বলেন, ইমাম মালেক এবং তার ছাত্রগণের মধ্যে ইবনু ওয়াহ্‌হাব ব্যতীত সকলেই সির্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন। ইবনু ওয়াহ্‌হাব সির্‌রী সালাতেও ক্বিরাআত পড়তেন না। ইমাম লাইস ও আব্দুল আযীয এর মতও ইমাম মালেক এর ন্যায়। তারা সকলেই সির্‌রী সালাতে নয় বরং জাহ্‌রী সালাতে ইমামের ক্বিরাআত শোনার জন্য ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না। সির্‌রী সালাতে যেহেতু استماع বিষয়টি অনুল্লেখ তাই ক্বিরাআত পড়তেন। ইবনুল মাওয়াজ বলেন, ইমাম আশহাব ইমামের পিছনে সির্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়তেন না, তখন তাকে বলা হলো খুসুফ এর সালাতে কি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা হয়? তিনি বললেন না"।

মালেকি মাযহাবে যদিও সির্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির

ক্বিরাআত পড়ার অনুমতি আছে, কিন্তু ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মুস্তাহাব হিসেবে।

যেমন মালেকী মাযহাবের অন্যতম কিতাব মুখতাসার ইবনু হাযিবে উল্লেখ আছে, ولا تجب على المأموم وتستحب فى السرية لا الجهرية "ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়, জাহ্রী সালাতেও নয় সির্‌রী সালাতেও নয়। বরং সির্‌রী সালাতে কিরাআত পড়ার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা মোস্তাহাব হিসেবে"।

শায়খ খলিল বিন ইসহাক আল মালেকী আত তাওদ্বিহ শরহে মুখতাছার ইবনুল হাযিব ফি ফিকহিল ইমাম মালিক এর প্রথম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন, والقراءة مع الامام فيما يجهر فيه مكروهة "ইমামের সাথে জাহ্‌রী সালাতে মুক্তাদির কিরাআত পড়া মাকরূহ"

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল মালিকী আল মাগরিবি আল হাত্তাব মাওয়াহিবুল জলিল কিতাবের ২ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন قال الشيخ زروق فى شرح الرسالة : لأنها ساقطة بل مكروهة - و صرح بكرهة قراءة المأموم فى الجهرية فى التوضيح.

"শায়খ যারূক শরহুর রিসালায় বলেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পড়া রহিত বরং মাকরূহ। তাওদিহ কিতাবে মুক্তাদির জন্য স্পষ্টভাবে জাহ্‌রী সালাতে কিরাআত পড়া মাকরূহ বলা হয়েছে।"

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আবু যায়দ আল কাইরাওয়ানি তার আর রিসালাহ্ ফিকহিল ইমাম মালিক এর ২৭ পৃষ্ঠায় বলেন- ويقراء مع الامام فيما يسر فيه ولا يقراء معه فيما يجهر فيه.

" মুক্তাদি ইমামের পিছনে সিররী সালাতে কিরাআত পড়বে, জাহ্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে না"।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার আল আন্দালুসী আল মালেকী ফাতহুল বার কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায়, ما لى أنازع القرأن এ হাদীসের

ব্যাখ্যায় বলেন, فقه هذا الحديث الذى من أجله نقل و جاء الناس به ترك القرأة مع الإمام في كل صلاة يجهرفيها الإمام بالقرأة ففى هذاالحديث دليل واضح على أنه لايجوزللمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقرأة من الصلوات ان يقرأ معه لا بأم القرأن ولا بغيرها لان الرسول صلى الله عليه و سلم لم يستثن فيه شيا من القرأن.

"ইমাম যে সকল সালাতে ক্বিরাআত আওয়াজ করে পড়েন, সে সকল সালাতে লোকেরা (সাহাবিগণ) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে এ হাদীসের মূল বিষয়। আর এ হাদীস দ্বারা এটাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মুক্তাদির জন্য যে সমস্ত সালাতে ইমাম আওয়াজ করে কিরাআত পড়ে, সে সমস্ত সালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া না জায়েয। এ ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা হোক, বা অন্য যে কোন সূরাই হোক একই হুকুম, কেননা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কোন পার্থক্য নিরুপণ করেননি, এখানে আল কুরআন উল্লেখ করা হয়েছে (যা সূরা ফাতিহা হতে সূরা নাস পুরো কুরআনকেই শামিল করে)।

আসহালুল মাদারেক শরহু ইরশাদুল সালিক ফি ফিক্বহী আয়েম্মা মালিক কিতাবের ১ খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- قراءة الفاتحة فرض لكل مصل الا من كان خلف الإمام فيستحب له قرائتها في السرية دون الجهرية.

"প্রত্যেক মুসল্লির জন্যই সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ, তবে যারা ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে তারা এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। জাহ্‌রী সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না, সির্‌রী সালাতে পড়বে, ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব"।

শায়খ আবুল হাসান আলী বিন সাঈদ আস সাহ্‌রাবী মানাহিজুত তাহ্‌সীল ওয়া নাতাহিজুল লাতাহিফিত্‌তাবীল ফি শারহিল মুদাওয়ানাহ্‌ ওয়া হাল্লি মুশকিলাতিহা এর ১ খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন-

ثم المصلون على قسمين: إمام ومأموم ،والفذ حكمه حكم الامام بلا إشكال فالمأموم لا خلاف فى مذهب مالك رحمه الله ان القراءة لا تجب عليه ولا يجوز له ان يقراء فيما يجهر فيه الامام بالقراءة لقوله تعالى:"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا" قيل: ان ذالك فى الصلاة فأوجب الله تعالى الانصات على المأموم.

"অতঃপর মুসল্লী দু'ধরনের: ইমাম ও একাকী। বিনা দ্বিধায় একাকী ব্যক্তি হুকুম ইমামের হুকুমের মতই। আর মুক্তাদির ব্যাপারে মালেকী মাযহাবের ঐকমত্য ফাতওয়া হলো মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব নহে। ইমাম যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়বে তখন মুক্তাদির জন্য (ইমামের পিছনে) ক্বিরাআত পড়া জায়েয নেই, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- যখন কুরআন পড়া হয় তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে। (মুফাস্সিরগণ) বলেন, এ আয়াত সালাতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুক্তাদির জন্য চুপ থাকাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন"।

উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে–

ولا شك ان قراءته تشغله عن الإنصات والتفهم عن الإمام ايضاً.ويؤده ايضا ما رواه ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم له فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قراء فأنصتوا"وهذا امر والأمر (يحمل) علي الوجوب واما ما يسر فيه الإمام بالقرأة فهل يندب فيه المأموم إلي قراءة أم القران ام لا فالمذهب علي قولين:

احدهما: انه يندب الي القرأة وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه لا يندب إليها وان المأموم لا يقراء في الصلاة. (اصلا) وبه قال ابن وهب ورواه ابن المواز عن اشهب.

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুক্তাদি যদি ক্বিরাআত পড়ে তাহলে সে ক্বিরাআতই তাকে ইমামের ক্বিরাআত শুনা হতে বিরত রাখলো, ইমামের

ক্বিরাআত শুনা যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তা আমল করা হলো না। ইমামের ক্বিরাআত শুনার মধ্যে যে ফিকির আছে তা-ও হলো না"।

হাদীস ও আল কুরআনের উক্ত হুকুমকে পুরোপুরিভাবেই সমর্থন করেছে, যা আবু সালিহ-আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকে অনুসরণ করার জন্য তার খিলাফ করবে না, ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলবে আর ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তোমরা তখন চুপ থাকবে। এটা আদেশমূলক যা আমল করা ওয়াজিব। তবে যে সমস্ত সালাতে ক্বিরাআত নিম্ন আওয়াজে পড়া হয়, সে ব্যাপারে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব, নাকি জায়েয নেই ? তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। এ ব্যাপারে মালেকী মাযহাবের মত দু'ধরনের যেমন-

১। মুক্তাদির জন্য সিররী সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব।

২। মুক্তাদির জন্য কিরাআত পড়া মুস্তাহাব নয়, বরং মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে না। এ মত পোষণ করেছেন মালেকী ইমাম ইবনু ওয়াহাব আর ইবনুল মাওয়াজ, তিনি আশহাব হতে এ মত বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার আননামরী আল কুরতুবী আল মালিকী তার কিতাবুল ক্বাফী ফি ফিক্বহী আহলীল মাদীনাহ্ আল মালেকী কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২০১ পৃষ্ঠায় বলেন- لا بد من قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد في كل ركعة الفريضة والنافلة و أما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم علي انه إذا أدركه راكعا انه يكبر ويركع، ولا يقرأ شيئا. "ফরজ, নফল প্রত্যেক সালাতেই ইমাম এবং মুনফারিদ (একাকী যে সালাত আদায় করে) এর জন্য সুরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক, তবে মুক্তাদির হুকুম আলাদা, ইমামই তার তরফ হতে সুরা ফাতিহা আদায় করে নিচ্ছে, কেননা এ ব্যাপারে ইজমা হলো, যে ইমামকে রূকুর অবস্থায় পেলো সে তাকবীর

বলবে এবং রূকু করবে কিন্তু কিছু পড়বে না।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ্ এর উক্ত বর্ণনা হতে দুটি বিষয় পাওয়া গেল–

১। মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই

২। যে ইমামকে রূকুর অবস্থায় পেলো সে ঐ রাকাআত পেলো এটা আলেমগনের ইজমা।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার আল ইসতিযকার এর ৪ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় বলেন- وفقه هذا الحديث الذى من اجله جئى به هو ترك القراءة مع الامام فيما جهرفيه الامام بالقراءة ، فلا يجوز ان يقراء معه اذا جهر، لا بأم القران ولا بغيرها على جهر هذا الحديث وعمومه.
"এ হাদীসে ফিক্বহী সমাধান, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ইমামের সাথে জাহ্‌রী ক্বিরাআতে মুক্তাদির জন্য কিরাআত না পড়া, ইমাম যখন আওয়াজ করে ক্বিরাআত পড়বেন তার জন্য ক্বিরাআত পড়া জায়েয নেই। না সূরা ফাতিহা পড়া, না অন্য সূরা পড়া। এটাই এ হাদীসের স্পষ্ট ও সাধারণ হুকুম"।

উক্ত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মালেকি মাযহাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

এক) জাহরি সালাতে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া জায়েয নেই বরং মাকরুহ্।

দুই) সিররি সালাতে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া অনুমতি আছে, তবে তা ওয়াজিব হিসেবে নয়, মুস্তাহাব হিসেবে।

তিন) জাহরি–সিররি কোন অবস্থাতেই মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। এ হলো ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে মালিকী নীতিমালা।

হাম্বলী মাযহাব

মালেকী মাযহাবের ন্যায় হাম্বলী মাযহাবেও মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। নিম্নে তার দলিল পেশ করা হলো।

শায়খুল ইসলাম ইমাম মুয়াফিকুদ্দিন ইবনু কুদামাহ্ আল মাক্বদিসী "আল কাফী ফি ফিকহীল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল" এর প্রথম খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় বলেন-- ثم يقراء الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد لما روي عباده بن ضامت عن النبي صلي الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب" متفق عليه ولا تجب علي المأموم لقوله تعالي "وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا" وروى ابو هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "مالي أنازع القرأن " قال فانتهي الناس ان يقراؤا فيما جهر فيه النبي صلي الله عليه وسلم رواه مالك في المؤطأ ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان "অত:পর ইমাম ও একাকী ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে, ইহা হচ্ছে সালাতের তৃতীয় রোকন। এর দলিল হলো উবাদা বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েনা, তার সালাত হবে না"। বুখারী ও মুসলিম। মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। এর দলিল হলো আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ যখন আল কুরআন পড়া হয়, তোমরা তখন মনোযোগ দিয়ে শুন এবং চুপ থাক। এবং হাদীস যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, কী হলো তোমরা আমার ক্বিরাআতকে টেনে ধরছ, এরপর থেকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে জাহ্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ইমাম মালেক মুয়াত্তা মালেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুক্তাদির জন্য যদি সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই মাসবুক হতে সূরা ফাতিহা পড়া রহিত হতো না। যেমন অন্যান্য রোকন গুলো মাসবুক হতে রহিত হয় না"।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল ফাওযান ফিকহুল দলিল শরহুত তাসহীল ফি ফিকহি আলা মাযহাবিল ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল এর প্রথম খণ্ডের ৪৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- ان المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وظاهر اطلاقه انه لا تلزمه لا في السرية ولا في الجهرية والستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: مالي انازع القرآن، فقال: فانتهي الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم والقول الثاني وجوب الفاتحة في السرية دون الجهرية وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ودليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا.

"মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক নয়, আর এটাই হচ্ছে হাম্বলী মত। এর উপরই হাম্বলী ওলামাগণ স্থীর। উক্ত ইবারতের স্বাভাবিক চাহিদা হচ্ছে মুক্তাদির উপর কিরাআত পড়া জাহ্‌রী হোক আর সির্‌রী হোক লাযিম (আবশ্যক) নয়। এর দলিল হচ্ছে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহ্ আনহু এর বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।

দ্বিতীয়ত: হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস, কী হলো তোমরা আমার কুরআন পড়া নিয়ে বিবাদ করছো? বর্ণনাকারী বলেন এর পর থেকে লোকেরা জাহ্‌রী সালাতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মত হলো, ইমামের পিছনে জাহরী সালাতে মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে না, কিন্তু সির্‌রী সালাতে ক্বিরাআত পড়বে। এমত পোষণ করেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্। দলিল হলো, আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া না পড়া একটি ইখতিলাফি মাসআলা সালাফ বা পূর্ববর্তীগণের কেহই বলেননি, মুক্তাদি সূরা ফাতিহা না পড়লে সালাত হবে না বা সালাত বাতিল হয়ে যাবে, তবে বিচ্ছিন্ন কোন কোন মতে দেখা যায় যা অধিকাংশ মতের পরিপন্থি। কেউ আজ পর্যন্ত দেখাতে পারবে না ইমাম শাফেঈ বলেছেন, হানাফী, মালেকী গণের নামাজ হবে না। কারণ হানাফীগণ সিররী জাহ্‌রী কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে না, মালেকীগণ জাহ্‌রী সালাতে সুরা ফাতেহা পড়েন না, ইমাম শাফেঈ এর উস্তাদ ছিলেন ইমাম মালেক, কখনো বলেননি আপনার সালাত হবে না, কারণ আপনি মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার পক্ষে নন।

অথচ কিছু আলেম আছেন, যাদের ইল্‌ম এর শিকড় বেশী দূর পর্যন্ত প্রোথিত নয়, তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, যারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না তাদের সালাত হবে না। দেখা যাক মুহাক্কিক ইমামগণের দালিলীক মানদণ্ডে তাদের মনগড়া ধারণা গ্রহণযোগ্য হয় কিনা!? হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম স্তম্ভ ইমাম মুওয়াফিকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ্ আল মাক্বদিসি আদ্ দিমাশ্‌ক্বী আল হাম্বলী, তার বিখ্যাত আল মুগনী কিতাবের ২ খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন-

"والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالي: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون". ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "مالي انازع القرآن؟"، قال: فانتهي الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلي الله عليه وسلم.وجملة ذلك ان المأموم اذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا، والزهري، والثوري، ومالك، وإبن عيينة، وإبن المبارك، وإسحاق وأصحاب الرأي. وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد ابن جبير، و جماعة من السلف. والقول الأخر للشافعي، قال: يقرأ فيما جهر فيه الإمام. ونحوه عن الليث، والأوزاعي، وإبن عون، ومكحول، وإبن ثور، لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه. وعن عبادة بن صامت، قال: كنا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟، قلنا: نعم يا رسول الله قال: "فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه الأثرم، وأبو داود. وروى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من صلي صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غيرتمام". قال الراوي: يا ابا هريرة، إني اكون احيانا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي، وقال: إقرأ بها في نفسك يا فارسي. رواه مسلم، وأبو داود. ولأنها ركن من اركان الصلاة فلم تسقط عن المأموم، كسائر أركانها، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة إذا قدر عليها، كالإمام والمنفرد ولنا، قول الله تعالي: "وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوالعلكم ترحمون". قال أحمد: فالناس على ان هذا في الصلاة. قال سعيد بن المسيب، والحسن، وإبراهيم، ومحمد بن كعب، والزهري: إنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم، وأبو

العالية: كانوا يقرأون خلف الإمام، فنزلت: "وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون". وقال أحمد، في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة، وروي أبو هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". رواه المسلم. والحديث الذي رواه الخرقي رواه مالك، عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي، عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم انصرف من صلاة فقال: " هل قرأ معي احد منكم؟" فقال رجل: نعم يا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، قال: "مالي أنازع القرآن". قال: فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم، فيما جهر فيه من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم. أخرجه مالك في "الموطأ"، و أبو داود، والترمذي، وقال: حيث حسن، رواه الدارقطني بلفظ آخر، قال: صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة ، فلما قضاها قال: "هل قرأ أحد منكم معي بشيء من القرآن؟" فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله ، فقال: "إني أقول: مالي أنازع القرآن؟ إذا أسررت بقراءتى فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد". ولأنه إجماع، قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ماقالوا لرجل صلي خلف الإمام، وقرأ إمامه، ولم يقرأ هو: صلاته باطلة. ولأنها قراءة لا تجب علي المسبوق، فلا تجب علي غيره، كقراءة السورة، يحققه أنها لو وجبت علي غير المسبوق لوجبت علي المسبوق، كسائر أركان الصلاة. فأما حديث عبادة الصحيح، فهو محمول علي غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحاً به رواه الخلال، بإسناده

عن جابر، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، إلا أن تكون وراء الإمام" وقد روي إيضاً موقوفا عن جابر. وقول أبي هريرة: إقرأ بها في نفسك. من كلامه، وقد خالفه جابر، وابن الزبير، وغيرهما، ثم يحتمل أنه أراد: إقرأ بها في سكتات الإمام، أو في حال إسراره. وروايته عن النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا" أولي من قوله وأصح، وقد خالفه تسعة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم، علي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد، ، وحذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وجابر، وإبن الزبير. وقال إبن مسعود: وددت أن الذي قد قرأ خلف الإمام مليء فوه ترابا. ثم يحتمل أنه أراد إقراءها في سكتات الإمام، أو حال إسراره. وحديث عبادة الآخر، لم يروه غير إبن إسحاق. كذلك قاله اللإمام أحمد. وقد رواه ابو داود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري. وهو ادني حالا من إبن إسحاق. فإنه غير معروف من أهل الحديث، وقياسهم يبطل بالمسبوق.

فصل: قال ابو داود: قيل لأحمد رحمه الله: فإنه- يعني المأموم- قرأ بفاتحة الكتاب، ثم سمع قرأة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام، وينصت للقراءة. وإنما قال ذلك إتباعاً لقول الله تعالي: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"، ولقوله النبي صلي الله عليه وسلم: "وأذا قرأ فأنصتوا".

فصل: ومن لا يسن له القراءة، وهو المأموم في حال جهر إمامه؛ لا يستفتح ولا يستعيذ، لأن الإستعاذة إنما شرعت من أجل القراءة، فإذا سقط الإصل سقط التبع، وإذا سقطت القراءة المذكور كيلا يشتغل عن إستماع قراءة الإمام، فالإستفتاح أولي، ولأن قول الله تعالي: "فاستمعوا له وأنصتوا" يتناول كل شيء يشغل عن السماع والإنصات، من الإستفتاح وغيره، قال ابن منصور: قلت لاحمد: سئل- يعني سفيان

أيستعيذ الإنسان خلف الإمام؟ قال: إنما يستعيذ من يقرأ. قال أحمد: صدق.

"মুক্তাদি যখন ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পাবে তখন সে সূরা ফাতিহা বা অন্য কিছুই পড়বে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- যখন আল কুরআন পড়া হয় তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন এবং চুপ থাক। হাদীস হতে দলিল হলো:- হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,- কি হলো, আমার কিরাআত নিয়ে টানা-হেচড়া করা হচ্ছে কেন? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে জাহ্রি সালাতে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

মোট কথা হলো মুক্তাদি যখন ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পাবে, তার জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব থাকবে না, এমন কি মুস্তাহাবও নয়। আর এমত পোষন করেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী, মালেক, ইবনু উয়ায়না, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক, ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রগণ। আর এটা ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ এরও মত।

আরও যারা এমত পোষণ করেছেন তারা হলেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, উরওয়া বিন জুবাইর, আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান, সাঈদ বিন জুবাইর এবং সালাফ গণের আরও অনেকেই এ মত পোষণ করেছেন।

দ্বিতীয় মতটি হলো, ইমামের জাহ্রী ক্বিরাআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, ইহা ইমাম শাফেঈর আর একটি মত। আরও যারা এ মতের পক্ষে তারা হলেন, লাইস, আওযায়ী ইবনু আওন, মাকহুল আবু সাওর। ইনাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস- 'সূরা ফাতিহা না পড়লে সালাত হবে না। বুখারি ও মুসলিমে, উবাদা বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

সাথে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম, তিনি ক্বিরাআত আদায় করছিলেন, তাঁর কিরাআত ভারি হয়ে আসছিলো। সালাত শেষে বললেন, সম্ভবত; তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে থাক। আমরা বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত এরুপ করবেনা। কেননা, সূরা ফাতিহা না পড়লে সালাত আদায় হয়না। আসরাম ও আবু দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যে সালাত আদায় করলো অথচ সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার সালাত অপূর্ণ, অপূর্ণ, অপূর্ণ, পরিপূর্ণ হলো না। বর্ণনাকারী বলেন, হে আবু হুরাইরাহ, আমি কখনো কখনো ইমামের পিছনে সালাত আদায় করি তখনও কি সূরা ফাতিহা পড়তে হবে ? আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বললেন, হে ফারেসী মনে মনে পড়। এ হাদীস মুসলিম ও আবু দাউদে বর্ণিত আছে। সালাতে যে সমস্ত রুকন আছে, তারমধ্যে ইহাও রুকন, তাই মুক্তাদি হতে রুকন রহিত হবে না। যার জন্য ক্বিয়াম লাযিম, সূরা ফাতিহাও লাযিম, এজন্য ক্বিয়াম ব্যতীত যেমন সালাত হবে না, তদ্রুপ সূরা ফাতিহা ছাড়াও সালাত হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত সে সক্ষম। মুক্তাদির হুকুম ইমাম ও মুনফারিদ এর মতই।

(উক্ত মত সমূহ খণ্ডণ করে ইমাম ইবনু কুদামাহ্ হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন) আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- যখন কুরআন পড়া হয়, তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক। ইমাম আহমাদ বলেন, আলেমগণ একমত যে, এ আয়াত সালাতে-র জন্য। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, ইব্রাহীম আন্ নাখঈ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, যুহ্‌রী প্রত্যেকেই বলেছেন, এ আয়াত সালাতের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। যায়েদ বিন আসলাম, ও আবুল আলিয়া বলেন, সাহাবিগণ ইমামের পিছনে

ক্বিরাআত পড়ছিলেন, অত:পর এ আয়াত নাযিল হয়, যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন, এবং চুপ থাক আবু দাউদের বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াত সালাতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতের হুকুম عام, তাই সূরা ফাতিহা সহ সমস্ত কুরআনকেই শামিল করে। তাই সালাত-ও এ عام হুকুম এর অন্তর্ভূক্ত। এ ছাড়া হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস-ও এ অর্থই প্রকাশ করছে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চই ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য, ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে, আর যখন কিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আরও একটি হাদীস যা ইমাম খিরাকী ইমাম মালেক হতে তিনি ইবনু শিহাব হতে তিনি ইবনু উকাইমাহ্ আল লাইসি হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছ কী ? একজন বললেন হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তাইতো বলি, কুরআন নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে কে! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দেয়। এ হাদীসটি ইমাম মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযি বলেন হাদীসটি হাসান। ইমাম দ্বারা কুৎনী হাদীসটি অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন- রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করলেন, অত:পর সালাত শেষে বললেন, তোমাদের কেহ আমার সাথে কুরআন থেকে কিছু পড়েছ কী ? সেখানে এক ব্যক্তি বললো আমি ইয়া রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেন, আমিও বলি আমার কুরআন নিয়ে কে টানা-হেচড়া করছে? যখন নিচু আওয়াজে

কিরাআত পড়ি, তখন ক্বিরাআত পড়বে, আর যখন জাহরী ক্বিরাআত পড়ি তখন পড়বে না।

ইমাম আহমাদ বলেন, জাহরী সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদি কিরাআত না পড়লে তার সালাত হবে না এ কথা ইসলামী দুনিয়ার কোন আলেমের কাছে শুনিনি। তিনি আরও বলেন, এই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবিগণ, তাবেঈগণ, হিজাজের এ ইমাম মালিক, ইরাকবাসীদের সাওরী, শামবাসীদের আওযায়ী, মিশরবাসীদের লাইস ইনাদের কেউই বলেননি, যে ইমামেরে পিছনে সালাত আদায় করলো, আর কিরাআত পড়লো না তার সালাত হবেনা, তার সালাত বাতিল। যেহেতু এ কিরাআত মাসবুকের জন্য ওয়াজিব নয় তাই অন্যদের উপরও ওয়াজিব নয়। যেমন সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন সূরা, ইহা যদি ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য ওয়াজিব হতো তাহলে মাসবুকের উপরও ওয়াজিব হতো, অনুরুপভাবে সালাতের সমস্ত রোকনের একই হুকুম। উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ তবে এ হাদীসের হুকুম মুক্তাদির উপর বর্তাবে না। অনুরুপ হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। তবে এর বিপরীতে স্পষ্ট রুপেই হাদীস এসেছে, যা খাল্লাল জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক সালাতেই যদি সূরা ফাতিহা পড়া না হয় তাহলে তা অপূর্ণ, এ হুকুম ইমামের পিছনে, মুক্তাদি ব্যতীত। একইভাবে জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে মওকুফ সূত্রে বর্ণিত হাদীস।

আর আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু যা বলেছেন, হে ফারেসী মনে মনে পড়ে নাও, এটা হাদীস নয় বরং তার নিজস্ব কথা। তবে অন্যান্যরা আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর খিলাফ বলেছেন। যেমন– জাবির,আবুয জুবাইর ও অন্যান্যরা। এটাও-তো হতে পারে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু জাহ্রী সালাতের ক্ষেত্রে বলেননি, সির্‌রীর

ক্ষেত্রে বা ইমামের সাকতার ক্ষেত্রে বলেছেন।

অন্যদিকে হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস, ইমাম যখন কিরা়আত পড়ে, তখন চুপ থাক। এ বর্ণনা তার নিজস্ব কথা হতে উত্তম, এবং অধিক সহীহ। আরও অন্তত নয়জন সাহাবী আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর খিলাফ বলেছেন, অর্থাৎ, ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পড়তে হবে না। যেমন:- হযরত আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ, যায়দ বিন সাবিত, আবু সাঈদ, হুযাইফাহ্, উক্ববাহ্ ইবনে আমের ইবনু উমার, জাবির, আবু যোবাইর রাদ্বীআল্লাহু আনহুম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন,যারা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ে আমার মন চায় আমি তাদের মুখে মাটি ঢেলে দেই। উবাদা বিন সামিত বর্ণিত অন্য হাদীসটি ইবনু ইসহাক ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল একই কথা বলেছেন।

মাকহুল বর্ণিত হাদীসটি যা আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন- মাকহুল না'ফে হতে, তিনি মাহমুদ বিন রবী হতে....। মাকহুল ইবনু ইসহাক হতে নিম্ন পর্যায়ের হাদীস বিশারদদের নিকটও ইনি অত পরিচিত নন। মাসবুকের সালাত দ্বারা তাদের কিয়াস বাতিল।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলো, মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়তেছে, অতঃপর সে ইমামের কিরাআত ও শুনতে পাচ্ছে, এখন সে কি করবে ? ইমাম আহমাদ বললেন, সে কিরাআত পড়া বন্ধ করে দিবে এবং ইমামের কিরাআত শুনার জন্য চুপ করে থাকবে। ইমাম আহমাদ যা বলেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম, "যখন কুরআন পড়া হয় তোমরা তখন শ্রবন কর এবং চুপ থাক"এবং রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম "ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তোমরা তখন চুপ থাক "অনুসারেই। যারা ইমামের জাহরী সালাতে মুক্তাদির জন্য কিরাআত পড়া বিধি সম্মত নয় মনে করেন, তাদের মত

হলো মুক্তাদি তাআওউজ পড়বে না, কেননা তাআওউজের বিধান রাখা হয়েছে ক্বিরাআত পড়ার জন্য, আসলই (ক্বিরাআত পড়া) যখন মুক্তাদি হতে রহিত হয়ে গেল, শাখা তো হবেই। ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদি হতে রহিত হওয়ার কারণ হলো যাতে, ইমামের কিরাআত শুনা বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুতে মাশগুল হয়ে না পড়ে। কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম 'শুন ও চুপ থাক' এর দ্বারা ইমামের কিরাআত শুনতে মুক্তাদিকে বাধাগ্রস্থ করে এমন প্রত্যেকটি বিষয়কেই অন্তর্ভূক্ত করে।

ইবনু মানসুর বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরীকে প্রশ্ন করা হলো মুক্তাদি কি ইমামের পিছনে তা'আওউজ পড়বে ? তিনি বললেন, তা'আওউজ তো সে পড়বে যে কিরাআত পড়বে (মুক্তাদির তো কিরাআতই নেই সে তা'আওউজ পড়বে কেন?) ইমাম আহ্মাদ বলেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী সত্য কথাই বলেছেন"।

ইমাম শামসুদ্দিন মাক্বদিসী আল হাম্বলী তার কিতাবুল ফুরু' এর ২ খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায় বলেন- ولا قراءة علي المأموم ويحملها الإمام عنه، نقل الاثرم: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، ذكره ابن الزغوني في شرح الخرقي، وإن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبه، حكاه في النوادر وهو أظهر.

"ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পড়া লাগবে না, ইমামই তার তরফ হতে তা আদায় করে নিচ্ছে। ইমাম আসরাম বলেন, অবশ্যই মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে, ইহা ইবনুয জাগুনী শারহুল খিরাকী কিতাবে উল্লেখ করেছেন (ইমাম মাকদিসী বলেন) তবে আমাদের হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ মত হচ্ছে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়, ইহা নাওয়াদির কিতাবে উল্লেখ আছে, এ মতই অধিক সহীহ"।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা তার আল ইলমাম কিতাবের ৯-১০ পৃষ্ঠায় বলেন- فالمقصود الحاصل، فان المراد ان الإستماع اولي من القراءة، وهذا صريح في دلالة الاية علي كل تقدير، والمنازع يسلم ان الإستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد علي الفاتحة، والاية امرت بالإنصات إذا قرى القرأن. والفاتحة ام القرأن، وهى التى لا بد من قرائتها فى كل صلاة، و الفاتحة افضل سور القران و هى التى لم ينزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا في الزبور ولا في القرأن مثلها، فيمتنع ان يكون المراد بالأية الإستماع إلي غيرها دونها مع إطلاق لفظ الاية عمومها، مع ان قراءتها أكثر وأشهر، وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: إذا قرئ القرآن (الأعراف) يتناولها كما يتناول غيرها، وشموله لها أظهر لفظا ومعنى. والعادل عن إستماعها إلي قراءتها انما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الإستماع وهذا غلط يخالف النص و الاجماع، فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالإستماع دون القراءة، و الأمة متفقة على أن إستماعه لما زاد علي الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد.

"আলোচনা হতে যা বুঝা গেল, তার মূল কথা হলো ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়ার চাইতে তার ক্বিরাআত শুনা উত্তম। এ ব্যাপারে যা দলিল আছে সর্ববিচারেই তা স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে তো কোন বিতর্ক নেই যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত যাই সালাতে আদায় করা হবে তা ইমামের উপরই সমর্পণ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠের সময় তা শুনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা ফাতিহা হলো সমস্ত কুরআনের মূল, অবশ্যই তা প্রত্যেক সালাতেই পড়তে হবে। তাছাড়া সূরা ফাতিহা আল কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরা। ইহা এমন এক সূরা যার মত সূরা, ইনজিল, তাওরাত, জাবুর এমনকি আল কুরআনেও নাযিল হয়নি। তাই কুরআন পড়ার সময় তা শ্রবণ করার হুকুম সুরা ফাতিহা

ব্যতীত মনে করা ঠিক নয়, কেননা যার মর্যাদা কম তার তাজিম করার নির্দেশ মানা হলে যার মর্যাদা বেশী তার ক্ষেত্রে তো আরও গুরুত্ব পাবে। অর্থাৎ সুরা ফাতিহার মর্যাদা যেহেতু অন্য সুরা হতে বেশী তাই ইহার তাজিমের জন্য শ্রবণ করতে চুপ থাকা উচিত। কারণ আয়াতের শাব্দিক অর্থ মুতলাক ও আম। তাছাড়া ইহা বেশি পঠিত এবং অধিক মশহুর, আর ইহা অন্যান্য সূরা ও আয়াত হতে উত্তম"।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ যখন কুরআন পড়া হয় (সুরা আরাফ-২০৪) ইহাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এ আয়তে সুরা ফাতিহাকে শামিল করে নেওয়া শাব্দিক ও অর্থগত দু'দিক থেকেই অধিক স্পষ্ট। এ মত পোষণকারী গণের কথার মর্ম দাড়ায় সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় তা না শুনে বরং পড়া উত্তম, ইহা মারাত্মক ভূল যা স্পষ্টভাবে আল কুরআন, আস্‌সুন্নাহ্‌ ও ইজমার খিলাফ। কেননা আল-কুরআন-সুন্নায় মুক্তাদিকে ইমামের পিছনে তার ক্বিরাআতকে শুনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পড়তে বলা হয় নাই। উম্মতের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত যা পড়া হয় তা পড়ার চাইতে শুনা উত্তম"।

ইমাম ক্বিরাআত পড়ার সময় মুক্তাদির জন্য তা শুনার চাইতে সূরা ফাতিহা পড়া যদি উত্তম হয়, তাহলে সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত যা ইমাম পড়ে তা শুনার চাইতে মুক্তাদির জন্য পড়া উত্তম হবে, অথচ এমন মত কেহই প্রকাশ করেন নাই। ইখতেলাফ তো শুধু সূরা ফাতিহা নিয়ে, কেহ বলেন, ইমামের সাথে মুক্তাদির জন্য যাহ্‌রী অবস্থাতেও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। আবার কেহ বলেন, সে সময় মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ উক্ত আলোচনার জবাবে বলেন- কল্যাণকর হলো ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়ার চাইতে তা শুনা উত্তম। এর দলিল হলো, ইমাম সূরা ফাতিহা ব্যতীত যা কিছু পড়ে তা শুনা উত্তম। তার

ক্বিরাআত পড়ার চাইতে ইমামের কিরাআত শুনা উত্তম এটা যদি মুক্তাদির হাসীল না হয়, তাহলে তো বুঝা গেল তার জন্য দুটো বিষয়, "ক্বিরাআত ও শ্রবণ" এর মধ্যে উত্তমটা-ই গ্রহণ করা হলো, আর তা হলো ক্বিরাআত পড়া। অথচ, আল কুরআন-আস্‌সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, মুক্তাদির জন্য উত্তম হলো ইমামের ক্বিরাআত শুনা, ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়া নয়। ইহা হতে জানা গেল ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়লে যা হাসিল হবে, তার চাইতে উত্তম হবে ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার সময় তা শুনলে। আর এ একই ফায়েদা যেমন সূরা ফাতিহার মধ্যে বিদ্যমান তদ্রুপ অন্যান্য ক্বিরাআতেও। তাই ইমামের ক্বিরাআত শ্রবণকারীর জন্য উত্তমটা হাসিল হলো, তার সাথে ক্বিরাআত পড়ার চাইতে। এমতাবস্থায় অনুত্তম বিষয়ের আমল করার জন্য হুকুম দেওয়া এবং উত্তম বিষয়ের আমল হতে বিরত রাখা জায়েয হবে না।

ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত এ হাদীস তো প্রমাণিত। আর এ মতই পোষণ করেছেন সাল্‌ফে সালেহীনগণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর (অধিকাংশ) আলেমগণ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সর্বপরিচিত হাদীস, তিনি বলেন, যার ইমাম আছে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত। এ হাদীসটি মুরসাল ও মুসনাদ উভয় ধারাতেই বর্ণিত, তবে অধিকাংশ সিকাহ্‌ ইমামগণ ইহাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনু মাযাহ্‌ এ হাদীসকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যদি মুরসাল বর্ণনাটি গ্রহণ করা হয় তাও যথেষ্ট কেননা আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট আদেশ ইহাকে শক্তিশালী ও সমর্থন করছে।

সাহাবি ও তাবেঈগণের অধিকাংশই এমত পোষণ করেছেন। আর যিনি এ হাদীসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর তাবেঈ (যিনি রিসালাতের যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন)। আর এ ধরনের মুরসাল সনদের হাদীস, ইমাম আবু হানিফা,

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সকলের মতেই দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (প্রমাণিত হয়েছে মুসনাদ অধিক সহীহ্)

এখানে পরিস্কার হয়ে গেল মুক্তাদির জন্য ইমামের ক্বিরাআত শুনা এমন একটি বিষয় যা আল কুরাআন অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে, আর কুরাআনিক দলিলের উপরই সমস্ত উম্মতের মুখাপেক্ষিতা তো প্রকাশ্য বিষয়। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে এর বর্ণনাই উদ্দেশ্য হাসিলের প্রধান পন্থা। এরপর সুন্নায় এ সংক্রান্ত যা এসেছে তা আল কুরআনেরই মুআফিক। ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মূসা আল আশআ'রী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন- তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, তোমাদের মধ্য হতে একজন ইমামতি করবে। ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে, আর ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে। এটা আবু মূসা আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ, তার এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের কেহ কেহ আরেকজনের বর্ণনা হতে বৃদ্ধি করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন, ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তোমরা তখন চুপ থাকবে এ অংশটি উল্লেখ করেছেন, আবার অনেকে এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি। আর যারা এ উল্লিখিত অংশটুকু সহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা সর্বজন মান্য সিকাহ্ বর্ণনাকারী, তাদের এ বর্ধিত অংশ কুরআন-হাদীসের খিলাফ নয় বরং তা সম্পূর্ণ মুআফিক।

ইমামের ক্বিরাআত শুনে চুপ থাকার মধ্যেই পরিপূর্ণ অনুসরণ, যে ইমামের ক্বিরাআতের সাথে ক্বিরাআত পড়বে সে তো আর ইমামের অনুসরণকারী রইলো না, এ কারণেই মুক্তাদি হতে ক্বিরাআত তথা সূরা ফাতিহা পড়া রহিত হয়ে গেছে। কেননা অন্য বিষয় হতে মুক্তাদির জন্য ইমামের অনুসরণই অগ্রগণ্য, এমনকি সালাতের সমস্ত কাজ সমূহ। ইমামকে

যখন সিজদায় পাবে, তার সাথে সিজদায় যাবে। মুক্তাদির এ কাজগুলো তো তাকে অনুসরন করার জন্যই।

এ কারনেই হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য, সে যখন তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বলবে আর যখন কিরাআত পড়ে তখন চুপ থাকবে। এ হাদীস ইমাম আহমাদ এর মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ্ প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া আল হাম্বলীও ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া জায়েয বলেননি, বরং তার মতেও ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত তথা সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাহ্‌র খিলাফ।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ তার আল ইলমাম কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা না পড়া প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেন, وقد روى مالك فى موطئه عن وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها، لم يصلي الا وراء الإمام، وروي عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول إذا صلي أحدكم خلف الإمام تجزئه قرأة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شئي "ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় ওয়াহাব বিন কায়সান হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যাক্তি সালাত আদায় করলো অথচ তাতে ক্বিরাআত পড়লো না, সে যেন সালাত-ই আদায় করলো না, তবে ইমাম এর পিছনে হলে এ হুকুম নয়, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত। ইমাম

না'ফে হতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমাকে প্রশ্ন করা হলো, ইমামের পিছনে মুক্তাদি কি ক্বিরাআত পাঠ করবে? তিনি বললেন, তোমাদের কেহ যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে তখন ইমামের ক্বিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট, আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে তখন নিজে নিজে ক্বিরাআত পড়বে। তিনি আরও বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না, আত্বা বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত, তিনি যায়দ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, উত্তরে তিনি বললেন, ইমামের সাথে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার প্রয়োজন নেই"।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে আরও বলেন, فلو كانت القراءة في الجهر واجبة علي المأموم للزم احد امرين: إما أن يقرأ مع الإمام وإما ان يجب علي الإمام ان يسكت له حتي يقرأ، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب علي الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت انه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والإستماع مستحبة. لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم . ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم.

"ইমামের যাহ্‌রী কিরাআতে মুক্তাদির জন্য কিরাআত পড়া (সূরা ফাতিহা) যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে দুটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়:

১। হয় ইমামের সাথেই মুক্তাদিকে ক্বিরাআত পড়তে হবে,

২। অথবা ইমামের জন্য ওয়াজিব হবে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার জন্য চুপ থাকা, যাতে সে এ সময়ে ক্বিরাআত পড়তে পারে। তবে মুক্তাদির ক্বিরাআতের জন্য ইমামের চুপ থাকা যে ওয়াজিব নয়, এ ব্যাপারে সকল

আলেমই একমত। সেটা সূরা ফাতিহা পড়ার জন্য হোক বা অন্য কোন ক্বিরাআতের জন্যই হোক। ইমামের সাথে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত। ইহা হতে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে জাহ্‌রী অবস্থায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব তো নয়-ই বরং আমরা বলবো, ইমামের জাহ্‌রী ক্বিরাআতে যদি মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া হয় এবং মুক্তাদির চুপ থাকাটা মুস্তাহাব হয়, তাহলে মুক্তাদির ক্বিরাআতের জন্য ইমামের জন্য চুপ থাকাটা মুস্তাহাব হয়। কিন্তু জমহুর ইমামগণ যেমন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং অন্যান্যগণ কখনও বলেননি, মুক্তাদি যাতে ক্বিরাআত পড়তে পারে এজন্য ইমামের জন্য চুপ থাকা মুস্তাহাব"।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন, وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا احد عنه. "এ ব্যাপারে জমহুর ইমামগণের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার জন্য কখনই সাকতা করেননি, এবং কোন সাহাবি হতেই এ ধরনের কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ উপরোক্ত বর্ণনায় ইমামের পিছনে জাহ্‌রী সালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্-ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন, তার উক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ মিলে ইমাম মুহাম্মাদ খিদির আল জাকনী আশ শানক্বীতীর "কাওসারুল মাআ'নী আদ্ দারারী ফি খাবায়া সহীহিল বুখারী" কিতাবে। তিনি নবম খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, وقد روى منع القراءة خلف الامام عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم العبادلة الاربعة وقد روى الامام عبد الله بن يعقوب الحارثى فى كشف الاسرار عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن ابيه قال: كان عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهى ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلى و عبد

الرحمان بن عوف وسعد بن ابى وقاص وعبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت وعبد اللهبن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم: و لهاذا قال صاحب الهداية: وعلى ترك القراءة خلف الامام اجمع الصحابة فسماه اجمعا باعتبار اتفاق الاكثر. ومثل هذا يسمى اجمعا

"বর্ণিত আছে যে, প্রায় আটজন বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী কর্তৃক ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত নিষিদ্ধ প্রমাণিত। ইনাদের মধ্যে বিশিষ্ট চার জন আব্দুল্লাহ আছেন, ইমাম ইয়াকুব বিন আল হারানী কাশফুল আসরার কিতাবে যায়দ বিন আ:সলাম হতে তিনি তার পিতা হতে বলেন, দশজন সাহাবী ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন, ইনাদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক, উমার আল ফারুক, উসমান বিন আফ্ফান, আলী বিন আবু তালিব, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, যায়দ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন উমার ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। এ কারনেই হিদায়ার গ্রন্থাকার (ইমাম মারগিনানী) বলেছেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। তিনি অধিকাংশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ ইজমার কথা বলেছেন। এ ধরনের ঐকমত্যও ইজমার অন্তর্ভুক্ত"।

ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবুল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন খিদির বিন তাইমিয়া আল হাম্বলী তার "বুলগাতুল সাগীব ওয়া বুগয়াতুর রাগীব" কিতাবের ৭২ পৃষ্ঠায় বলেন ثم الفاتحة بعدها متعينة على اصح الروايتين الا على المأموم لا يلزمه لا فى السرية ولا فى الجهرية و يستحب فى السرية وفى سكتات الامام.

"অত:পর বিসমিল্লাহ্ বলার পর মুক্তাদি ব্যতীত শুধু ইমামের জন্য অধিক সহীহ বর্ণনা মতে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। মুক্তাদির জন্য জাহ্‌রী হোক আর সিররী হোক সুরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক নয়, তবে ইচ্ছা করলে সিররী

অথবা সাকতাহ্ অবস্থায় পড়তে পারে, তা ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মুস্তাহাব হিসেবে”।

শাফেঈ মাযহাব

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র ফিক্বহী রায়ের দুটি মত পরিলক্ষিত। একটি কাদীম বা পূরাতন মত অপরটি জাদীদ বা নতুন মত। এ নতুন ও পূরাতন মতের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই ইমাম শাফেঈ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস না জানার কারনে এ উভয় মতের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করে ফেলেছেন। আর এটা অনেকেই তাদের মতের স্বার্থেই করেছেন বলে প্রতিয়মাণ। এ পুরাতন ও নতুন মত সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে হলে দুটি বিষয় জানা জরূরী।

১। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার প্রতিটি পর্যায় জানা।

২। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ হতে কারা পুরাতন মত গ্রহণ ও প্রকাশ করেছেন আর কোন কোন রাবীর মাধ্যমে নতুন মত সংরক্ষিত হয়েছে।

উক্ত বিষয় দুটি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর ইলম অর্জন, ইলমের জন্য সফর এবং সর্বশেষ কোথায় তার দিনগুলো কেটেসে তার বর্ণনা। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র এ স্তরটি চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরটি হলো, ১৭৯হিঃ

হতে ১৯৫ হিজরী পর্যন্ত। ১৯৫হিজরীর পূর্বে তার মতের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মাযহাব শুরু হয়নি, এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু যাহ্‌রা "আশ শাফেঈ" কিতাবের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন-

لم يتجه الشافعى الى تكوين مذهب مستقل، او اراء فقهية مستقل عن اراء مالك الا بعد أن غادر بغداد فى رحلته الاولى إليها، سنة () فانه قبل ذلك كان يعد من اصحاب مالك يدافع عن ارائه ويناهض اهل الرأى دفاعا عن فقه اهل المدينة حتى سمى ناصر الحديث.

"ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ ১৮৪ হিজরি সনে তার প্রথম বাগদাদ সফরের পূর্ব পর্যন্ত ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-র ফিক্বহী মজলিস হতে পৃথক হয়ে তিনি পৃথক কোন নিজস্ব ফিক্বহী রায় প্রদান করেননি বা আলাদা কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেননি। এর পূর্ব পর্যন্ত ইমাম মালেক এর ছাত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ থেকে ফিক্বহী চর্চা করেছেন, কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তার তরফ হতে ফিক্বহী মতামত সমূহ প্রতিহত করেছেন এবং মদীনাবাসীগণের ফিক্বহের পক্ষালম্বন করে আহলুর রায় গণের মতামতের জওয়াব দিয়েছেন। এ সময় তাকে নাসিরূল হাদীস বলা হতো"।

দ্বিতীয় স্তরটি হলো, তার ফিক্বহী সিদ্ধান্ত প্রচার যা ক্বাদীম বা পূরাতন মত হিসেবে পরিচিত। এর সময়কাল হলো ১৯৫-১৯৯ সন।

তৃতীয় স্তরটি হলো, তার জাদীদ রায় বা নতুন মত এর পূর্ণতা, এটার শুরু মক্কা হতে মিশর আসার পর যা তার মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এ স্তরেই তিনি তার বিখ্যাত কিতাব "আল উম্ম" লিখেন বা লিখা হয়।

চতুর্থ স্তরটি হলো, ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর তার ছাত্রগণ কর্তৃক মত প্রতিষ্ঠা।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে ফিক্বহ শিক্ষার পর ১৮৪ হিজরী বাগদাদ যান এবং ফিক্বহ আহলিল ইরাক সম্পর্কে অবগত হন এবং মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শায়বানীর কিতাব সমূহ অধ্যায়ন করেন এবং তার কাছে

ফিক্বহ আহলিল ইরাক শিক্ষা লাভ করেন। এর পর মক্কায় চলে আসেন এবং মাসজিদুল হারামে দরস দেন লোকদের ফিক্বহ শিক্ষা দেন। তার রায় সমূহ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। শায়খ আবু জাহরা তার মাযহাব সৃষ্টির এবং এর পরের কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

(ক) মক্কায় অবস্থান এবং ফিক্বহী রায় প্রচার যা ক্বাদীম রায় হিসেবে পরিচিত।

(খ) দ্বিতীয় বার বাগদাদ গমন এবং সেখানে ইরাকের আলেমগণের সংগে ফিক্বহী আলোচনা ও মুনাযারা (সঠিক মত বের করে আনার জন্য বিতর্ক) এ সময় তিনি বাগদাদে তিন বছর অবস্থান করেন।

(গ) অত:পর ১৯৯ হিজরীতে মিশর চলে যান এবং ২০৪ হিজরী-তে তার ইন্তেকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

এ হলো মোটামুটিভাবে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-র ইলম শিক্ষা ও শিক্ষা দেওয়ার এবং তার মাযহাব প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত চিত্র। ইতিপূর্বে বলেছি শাফেঈ মাযহাব সম্বন্ধে ধারনা পেতে হলে দুটি বিষয় জানতে হবে। এর প্রথমটির আলোচনা এখানে শেষ।

দ্বিতীয়টি হলো ইমাম শাফেঈ হতে কারা পূরাতন মত ও কারা নতুন মত গ্রহণ ও প্রচার-প্রকাশ করেছেন সে বর্ণনা।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র ফিক্বহী রায়ের বিশেষ করে জাদীদ বা নতুন রায় সংবলিত কিতাব হচ্ছে “আল উম্ম” যা তিনি মিশরে যাওয়ার পর সম্পন্ন হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ ১৮৪ হি: বাগদাদ যান সেখান থেকে মক্কায় এসে নিজের রায় সংবলিত মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং নয় বছর মক্কায় অবস্থান করেন, এ সময় হতে দ্বিতীয় বার বাগদাদ গমন পর্যন্ত তিনি ফিক্বহী মাসাআলা সম্পর্কিত যে মতামত পোষন করেন তা ক্বাদীম রায় বা পূরাতন মত হিসেবে পরিচিত।
দ্বিতীয়বার বাগদাদ গমন এবং সেখানে তিন বছর অবস্থান তারপর ১৯৯

হিজরীতে মিশর গিয়ে ২০৪ হিজরী পর্যন্ত ফিক্বহী মাসআলা সমূহের যে মতামত দেন তাই তার চূড়ান্ত মতামত এবং এটাই জাদীদ রায় বা নতুন মত। তার বিখ্যাত কিতাব "আল উম্ম" যা আমাদের হাতে রক্ষিত তা ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-র মিছরী ছাত্র রবী' বিন সুলায়মান হতে বর্ণনাকৃত। রবী' বিন সুলায়মান এবং মিছরী কোন ছাত্র ছাড়া মক্কায় বা বাগদাদে অবস্থান কালীন কোন ছাত্র যদি ইমাম শাফেঈ হতে কোন বর্ণনা পেশ করেন তা ক্বাদীম বা পুরাতন রায় বলেই গণ্য হবে। আর কিতাবুল উম্ম এ উল্লিখিত এবং রবী' বিন সুলায়মান কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত মতই ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্‌র জাদীদ মত হিসেবে পরিগণিত। আর এ ব্যাপারে সমস্ত আয়েম্মা একমত যে, জাদীদ মতই তার প্রকৃত গ্রহণযোগ্য মত।

এখন দেখা যাক ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য যাহ্‌রী ক্বিরাআতে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নাকি ওয়াজিব নয়, এ ব্যাপারে তার জাদীদ মত কোনটি। অন্যান্য মাসআলার মত এক্ষেত্রেও দুটি মত পরিলক্ষিত।

১। ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য জাহ্‌রী ক্বিরাআতে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

২। ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়।

অধিকাংশেরই ধারনা ইমামের পিছনে সুরা পড়া ওয়াজিব না হওয়া ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর ক্বাদীম মত। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষন ও দৃষ্টিকোণ হতে এ ধারণাটি সঠিক নয়, কেননা জাহরী ক্বিরাআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা না পড়ার বিষয়টি ইমামুল আয়েম্মা ওয়াল মুসলিমীন ইমাম শাফেঈ আল কুরাশী তার "কিতাবুল উম্ম" এ খুবই গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যা তার ছাত্র রবী' বিন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন।

কিতাবুল উম্ম এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায়, আল ক্বিরাআতু বা'দা তাআ'উযি অধ্যায়ে রাবি' বিন সুলায়মান বলেন,

قال الشافعي رحمة الله عليه: فوجب على من صلى منفردًا او إماماً أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة، لا يجزيه غيرها، واحب ان يقرأ معها شيأ آية أو اكثر. سأذكر المأموما إنشأ الله

"ইমাম শাফেঈ বলেন, অত:পর প্রত্যেক রাকাআতে ইমাম এবং একাকী নামাজীর জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইহা ব্যাতীত সালাত হবে না। সুরা ফাতিহার সাথে আরও কিছু আয়াত পড়া আমি পছন্দ করি। মুক্তাদির ব্যাপারে পড়ে আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে ইমাম ও একাকী নামাজীর কথা বললেন, অথচ মুক্তাদির প্রসঙ্গে কিছুই বললেন না বরং পরে বলবেন বলে ওয়াদা করলেন। কিতাবুল "উম্ম" এর ২ খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় কিতাবুস সালাত এর "মান লা ইয়াহসুনুল ক্বিরাআত ওয়া আক্বাল্ল ফরদ্বুল সালাত" অধ্যায়ে রবি' বিন সুলায়মান বর্ণনা করেন- قال الشافعي رحمة الله: والعمد في ترك ام القرآن والخطأ سواء، في ألا تجزئ ركعة الا بها او بشيئ معها، الا ما يذكر من المأموم إن شأ الله تعالى .

"ইচ্ছায় হোক আর ভূলে হোক কেউ যদি সুরা ফাতিহা তরক করে একই হুকুম, সুরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ হবে না, তবে মুক্তাদি সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ মুক্তাদী সম্পর্কে কিছুই বললেন না, পরে বলবেন বলে ওয়াদা দিলেন। উপরোল্লিখিত দুটো ওয়াদার পরে তৃতীয় পর্যায়ে কিতাবুল উম্ম এর ২ খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায়, কিতাবু সালাতিল খাওফ এর কাইফা সালাতুল খাওফ অধ্যায়ে রবী' বিন সুলায়মান বলেন,

قال الشافعي رحمة الله عليه: واذا كانت صلاة خوف، او غير خوف، يجهر فيها بام القرآن، فكل ركعة جهر فيها بام القرآن ففيها قولان:

احدهما: لا يجزئ من صلى معه إذا امكنه أن يقرأإلا أن يقرأ بأم القرآن.

الثانى : يجزئه ألا يقرأ و يكتفى بقرأة الإمام.

"ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাতুল খাওফ হোক বা অন্য কোন সালাত হোক তাতে জাহ্‌রী সালাতে উম্মুল কুরআন পড়তে হবে। জাহ্‌রী সালাতে উম্মুল কুরআন (সুরা ফাতিহা) পড়ার ব্যাপারে দুটি অবস্থা হতে পারে।

১। ইমামের সাথে ক্বিরাআত পড়া যদি সম্ভব হয়, তা না হলে সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না।

২। ইমামের সাথে জাহ্‌রী সালাতে মুক্তাদি যদি সুরা ফাতিহা না পড়ে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।

এ হলো কিতাবুল উম্ম এ উল্লিখিত ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া সম্পর্কিত ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর প্রকৃত ও চুরান্ত সিদ্ধান্ত যা জাদীদ বা নতুন মত হিসেবে পরিচিত, কিন্তু অনেকে নিজেদের স্বার্থের ঝুলি ভরাট করার জন্য বিকৃত রায় পেশ করে থাকেন। আল্লামা শাওকানী তার নাইলুল আওতার কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে, ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর রায় সম্পর্কে বলেন- وذهب الشافعى وأصحابه الى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الامام ام لا.

"জাহ্‌রী ও সিররী সালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য না করেই ইমাম শাফেঈ ও তার ছাত্রগণ মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব মনে করেন। মুক্তাদি ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পাক আর না পাক একই হুকুম"। আল্লামা শাওকানী তার মতের স্বপক্ষে ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর উক্ত মতের ব্যাপারে কোন দলিল পেশ করেননি। দলিল বিহীন কোন কথা বা দালিলীক প্রমাণে ব্যর্থ কোন সিদ্ধান্ত সত্যের বিচারে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই

যারা এ ধরনের মস্তিষ্ক বিবর্জিত বর্ণনার পিছনে ছুটেন তাদের উচিত যথেষ্ট তাহকীক করে কোন মত গ্রহণ করা অন্যথায় লজ্জা ও লাঞ্ছনা পিছু ছাড়বে না।

প্রিয় পাঠক, যারা ইমামের সাথে জাহ্রী সালাতে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়াকে ওয়াজিব বলেন, ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র এ চুরান্ত রায়কে পুরাতন রায় বলে আখ্যায়িত করে থাকেন, যা অসত্য এবং ত্রুটি যুক্ত হিসেবে প্রমাণিত হলো। আরও প্রমাণিত হলো জাহ্রী সালাতে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়, বরং নিষেধ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ শাফেঈ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম জুহরী প্রত্যেকের মতেই জাহরী সালাতে মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নহে। তাছাড়া হানাফী ও মালেকী মতে ইমামের সাথে জাহরী সালাতে মুক্তাদির ক্বিরাআত পড়া মাকরুহ। যে সমস্ত সাহাবিগণ মুক্তাদির জন্য ক্বিরাআত পড়া জায়েয মনে করেন না তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ বলে হানাফীগণ ছাড়া সকলের মতেই মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, তাহলে উপরোল্লিখিত দলিল প্রমাণে তা চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন এবং স্পষ্ট মিথ্যাচার হবে। আল্লাহ তায়ালা সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।

অষ্টম অধ্যায়

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

অনেকে বলে থাকে ইমামের ক্বিরাআত আদায়ের দ্বারাই যদি মুক্তাদির ক্বিরাআত আদায় হবে তাহলেতো মুক্তাদির তাকবীর,তাহমীদ এবং দরুদ, তাশাহ্হুদ ইত্যাদিও ইমামের আদায়ের দ্বারাই মুক্তাদিরও আদায় হয়ে যাবে, এগুলো মুক্তাদি নিজ থেকে আদায় করতে যাবে কেন ?

এর উত্তরে বলবো, শরীয়ত কী তা আগে বুঝতে হবে। প্রত্যেক মাসআলারই একটি আক্বলী ভিত্তি আছে, আল কুরআন ও আল হাদীসের সাথে আক্লকে তৈরী রাখতে হবে। আক্বলকে আল্লাহ্ রাব্বুল আ-লামীন তার শরীয়ত বুঝার জন্য মানদণ্ড বানিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের সাথে প্রতারণা করতে পারে কুপথে পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু আক্বল! তা কখনই করবে না। জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের অর্জিত, কিন্তু আক্বল অর্জনের বিষয় নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ প্রদত্ত। তাই শরীয়ত বুঝার জন্য আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ জানা যেরূপ জরুরী, আক্বল দিয়ে বুঝে নির্দিষ্ট স্থানে তা প্রয়োগ আরও বেশী জরুরী।

উক্ত মাসআলাটির সমাধান হাদীসে স্পষ্ট রুপে থাকা সত্ত্বেও অনেকে আক্বল না থাকার কারণে না বুঝে অহেতুক প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। নিম্নে সালাতে ইমাম ও মুক্তাদির করণীয় আমল সমূহ কী, সহীহ হাদীস হতে তার প্রমাণ দেওয়া হলো।

১। সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم

فإذا كبر فكبروا وإذا قال "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا أمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم و يرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك و إذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد سمع الله لكم فإن الله تعالى قال:على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم سمع الله لمن حمدة و إذا كبر و سجد فكبروا و السجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم و يرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من اول قول احدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

"রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন, আমাদেরকে সুন্নাত সম্পর্কে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন, অত:পর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন সালাত আদায় করবে প্রথমে কাতার ঠিক করে নিবে, অত:পর তোমাদের মধ্য হতে একজন ইমামতি করবে, এরপর যখন ইমাম তাকবির বলবে তোমরাও তাকবির বলবে, আর ইমাম যখন (সূরা ফাতিহা পড়বে এবং) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন (এ এসে পৌছবে) তখণ তোমরা ব..ব আমীন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আহবানে সারা দিবেন। ইমাম যখন রুকুতে যাবে তোমরাও রুকুতে যাবে কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকুতে যাবে। আর তোমাদের পূর্বেই রুকু হতে উঠবে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কিছু সময় বিলম্ব করা, ইমামের রুকু ও তাকবিরের সমান গণ্য হবে। সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে তোমরা তখন আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর নবী রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে বলেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। সে তাকবীর বলবে এবং সিজদায় যাবে, তোমরাও তার সাথে তাকবির বলে সিজদায় যাবে, কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদায় যাবে এবং তোমাদের

আগে সিজদা থেকে উঠবে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের তাকবির ও সিজদাহ ইমামের পরে হবে। যখন তোমরা বসবে, তোমাদের প্রথম পাঠ হবে, আত্তাহিয়্যাতু আত্তাইয়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ্য ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস ছালিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু"।

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে মুক্তাদি সালাতে ইমামের সাথে কী করবে আর কী করবেনা। ইমাম রুকু-সিজদার তাকবির দেওয়ার পর মুক্তাদি তাকবির দিবে। ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে মুক্তাদি তখন বলবে, "আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ"। ইমাম সুরা ফাতিহা পড়বে আর মুক্তাদি "আমিন" বলবে, ইমামের সাথে সুরা ফাতিহা পড়বে না। আর বসার পর ইমাম মুক্তাদি সকলেই তাশাহুদ পড়বে। অর্থাৎ ইমামের সাথে মুক্তাদি শুধু ক্বিরাআত পড়বে না, বাকি সবই ইমামের সাথে পড়বে।

২। ইমাম নাসাই তার সুনান আন নাসাই এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় আল্লাহ তায়ালার হুকুম, "যখন আল- কুরআন পাঠ কর তা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক সম্ভবত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلّم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد.

"জারুদ বিন মুআজ আমাদেরকে বলেন, আবু খালিদ আল আহমার আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন আযলান হতে তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে তিনি আবু ছালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবির দেয়, তোমরা (মুক্তাদিগণও) তখন তাকবির দিবে। আর

ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়ে, তোমরা তখন চুপ থাকবে। তারপর সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে, তেমারা তখন বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।"

এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো ইমাম যেরুপ তাকবির, তাহমিদ বলবে মুক্তাদিও বলবে। তবে মুক্তাদি ক্বিরাআত পড়বে না, কেননা ইমামই মুক্তাদির ক্বিরাআত বহন করবে, সুতরাং যারা উক্ত প্রশ্ন করেন তা শরীয়াত সম্মত নয়। **ইহা হতেও প্রমাণিত হলো আমাদের হানাফীগণের প্রতিটি আমল সহিহ্ হাদীস** অনুযায়ী।

দ্বিতীয় খন্ডের বিষয় সূচী..........

প্রকাশের পথে...............

- ষড়যন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফী ফিক্বহ্

মুফতী সিরাজুল ইসলাম আল বাযযাযী

উক্ত বইটি কেন পড়বেন ?

- সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أنزل الناس منازلهم "মানুষকে তার প্রাপ্য যথাযথ মর্যাদা প্রদাণ কর"। এ হাদীস জ্ঞানী-গুণীদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ না করা, বরং তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা ওয়াজিব প্রমাণ করছে।
- আলেমদের উচিত যথাযথ তাহকীক করে কথা বলা, পরিপূর্ণ ধারণা না থাকলে কোন বিষয়েই মন্তব্য না করা।
- ইমাম আযমের ব্যাপারে ছড়ানো অভিযোগ গুলো ভিত্তিহীণ।
- হানাফী মাযহাব সহীহ্ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- হানাফী মাযহাব হচ্ছে শরঈ উসূল ভিত্তিক মাযহাব।
- হানাফী মাযহাব হচ্ছে খাইরুল কুরুন যুগের মাযহাব।

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে কেহ কেহ এক হদীসের উপর ভিত্তি করে তাদের মত প্রকাশ করেছেন এবং মুক্তাদীর জন্যও সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, মুক্তাদী যদি সুরা ফাতিহা না পড়ে তাহলে তার সালাত আদায় হবেনা বলেও রায় দিয়েছেন। যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ ফাতাওয়া দিয়েছেন তা সহীহ্ কিন্তু খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীস উক্ত হুকুমকে বাধা দেওয়ার কারণে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব রহিত হয়ে গেছে। এ সংক্রান্ত যতগুলো হাদীস আছে তা এ বইয়ে যথাযথ তাহকীকসহ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীসেরই বর্ণনাকারীগণের জীবনী উল্লেখ করে তারা সিকাহ্ কী না তার তাহকীক দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে উলুমুল হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী ও আল জারহু ওয়াত তা'দীল এর কায়েদা অনুযায়ী রাবীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, ফলে পাঠক নিজেই হাদীস সমূহ পড়ে সহীহ্ হওয়ার মানদন্ড বুঝতে পারবেন।